ভাববাদিগণ
ও
লিখিত দলিল পুস্তক

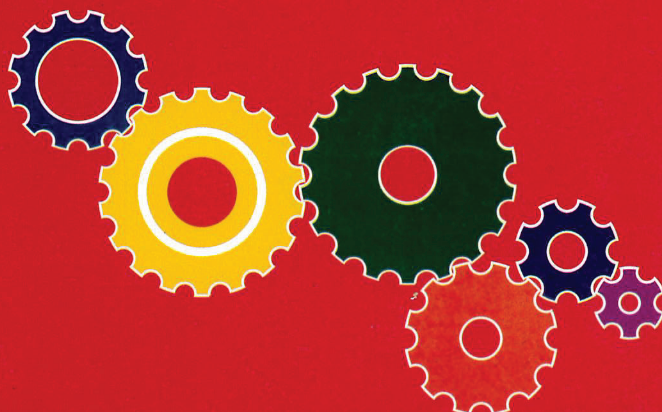

বিকশিত নেতৃত্ব
কর্মশালা

লেখক রেভাঃ টম কেল্‌বী

ভাববাদিগণ

বিকশিত নেতৃত্ব কর্মশালা

লেখক রেভাঃ টম কেল্‌বী

ভাববাদিগণ
ও
লিখিত দলিল পুস্তক

সম্পাদনা	ঃ	বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা চেয়ারম্যান- দি এফ সি সি-বি
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মিঃ বিভাস বিশ্বাস
অনুবাদক ও কম্পোজ	ঃ	মিঃ মিন্টু রায়
প্রচ্ছদ	ঃ	সংগৃহীত
প্রকাশনা	ঃ	দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	**আগস্ট, ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ**
সংখ্যা	ঃ	**১০০০ (এক হাজার) কপি**
মুদ্রণ	ঃ	রং প্রিন্টিং মিডিয়া ৪৪৭ ফার্মভিউ সুপার মার্কেট তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ ফোন: ০২-৫৮১৫৪৯৪১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত : প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যাতিত এই প্রকাশনার আংশিক বা সম্পূর্ণ পূনঃমুদ্রায়ন, পূনরুদ্ধার যোগ্য পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বা অন্য কোন পদ্ধতি যথা ইলেকট্রনিক, ম্যাকানীক্যাল, ফটোকপি ও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে প্রেরণ বা সংরক্ষণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

প্রাপ্তিস্থান ঃ এফ সি সি-বি হাউজ, ৩৯/১ ইন্দিরা রোড,
পশ্চিম রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯১১৪২৯৯

মুখবন্ধ

বিকশিত নেতৃত্ব বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডাংশ **"ভাববাদিগণ ও লিখিত দলিল পুস্তক"** বইটি রেভাঃ টম কেল্‌বীর আরেকটি চমৎকার ও অত্যান্ত সময়োপযোগী বই। লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে মহান ভাববাদিগণের জীবন, চিন্তা, পরিকল্পনা, তাদের উক্তি, জাতীগণের ইতিহাস মসূহ, প্রতিজ্ঞাত দেশ ও তথায় প্রদেশ, রাজগন, বাইবেলে বর্ণিত পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন চরিত্র সমূহ, রাজশাসনের ইতিহাস, ভাববাদিগণ দ্বারা সাধিত অলৌকিক কার্যসমূহ বাইবেল এর পদসমূহ উল্ল্যেখ করেছেন। এছাড়া খ্রীষ্টের আগমন ও তার রাজ্য সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল এর পুরাতন নিয়মের অংশগুলো উল্ল্যেখ করেছেন। বইটি বর্তমানে প্রভুর রাজ্যের কার্যক্রমে সংযুক্ত সহ সকল বিশ্বাসীর আত্মীক জ্ঞান সমৃদ্ধে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি।

বিশ্বাস করি **"ভাববাদিগণ ও লিখিত দলিল পুস্তক"** বইটি সকল বিশ্বাসীর মনোজগতের আত্মীক ভান্ডার সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে ও সেই সাথে খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে একটি আলোকবর্তিকা হিসাবে উজ্জল ভূমিকা রাখবে। লেখক রেভাঃ টম কেল্‌বীর কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে বাংলায় ভাষান্তরিত করে বাংলা ভাষাভাষি বিশ্বাসী বর্গের কাছে বইটি পৌছে দেবার অনুমতি সাগ্রহে প্রদান করেছেন। ঈশ্বর আমাদের সকলের সহায় হউন।

বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা

চেয়ারম্যান
দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চের্স অব বাংলাদেশ
আগস্ট, ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ

সূচিপত্র

ভাববাদিগণের পুস্তকে কি কি পুস্তক দেখতে পাওয়া যায়? ০৭

কিভাবে ভাববাদিগণ পরিকল্পনা করেন........ ০৯

প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েলের দুঃখজনক ইতিহাস........ ১৩

যিহোশূয়ের পুস্তক - প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ........ ১৫

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ পুস্তক-রাজা ব্যতীত জীবন যাপন........ ২১

শমূয়েলের পুস্তক - শমূয়েল, শৌল ও দায়ূদ........ ২৫

রাজাবলি পুস্তক-নির্বাসনে যাওয়ার পূর্ব্বে ঈশ্বরের জাতির উপর রাজাদের শাসনের ইতিহাস........ ২৭

ভাববাদিগণের গুরুত্বপূর্ণ বাক্য ও কার্য্য........ ৩৯

ভাববাদীগণ দ্বারা সাধিত অলৌকিক কার্য্য খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্যের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে........ ৪১

ভাববাদিগণের দ্বিতীয় অংশের পুস্তকগুলি কিভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে........ ৪৩

ভাববাদিগণ দ্বারা বলা বাক্যগুলি খ্রীষ্টের বাণীর জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে........ ৪৫

ইস্রায়েল অনেক দেবতার উদ্দেশে আরাধনা করত........ ৪৭

সীনয় পর্ব্বতে সৃষ্ট নিয়ম পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ বার বার উল্লেখ করতেন........ ৪৯

ভাববাদিগণ খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে জানতেন........ ৫১

ভাববাদিগণ প্রত্যাখ্যাত হলেন........ ৫৩

ভাববাদিগণ কিভাবে ব্যাখ্যা পুস্তকের বাণীগুলি সাজালেন........ ৫৫

বাল কে?........ ৫৭

বাইবেলীয় কবিতা কিভাবে কাজ করে?........ ৫৯

কেন ভাববাদিগণ এরূপ কঠিন বাক্য ব্যবহার করলেন........ ৬৩

পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণের অসম্পূর্ণ জ্ঞান........ ৬৭

প্রেরিতগণের পরিপূর্ণ জ্ঞান........ ৬৯

যিরমিয় পুস্তক........ ৭৩

যিহিস্কেল পুস্তক........ ৭৫

যিশাইয় পুস্তক........ ৭৭

“বারজনের” পুস্তক........ ৭৯

বার জন ভাববাদীর ভাববাণী প্রকাশের আনুমানিক তারিখ ও তাদের প্রত্যেকের নামের খসড়া-চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো:........ ৮১

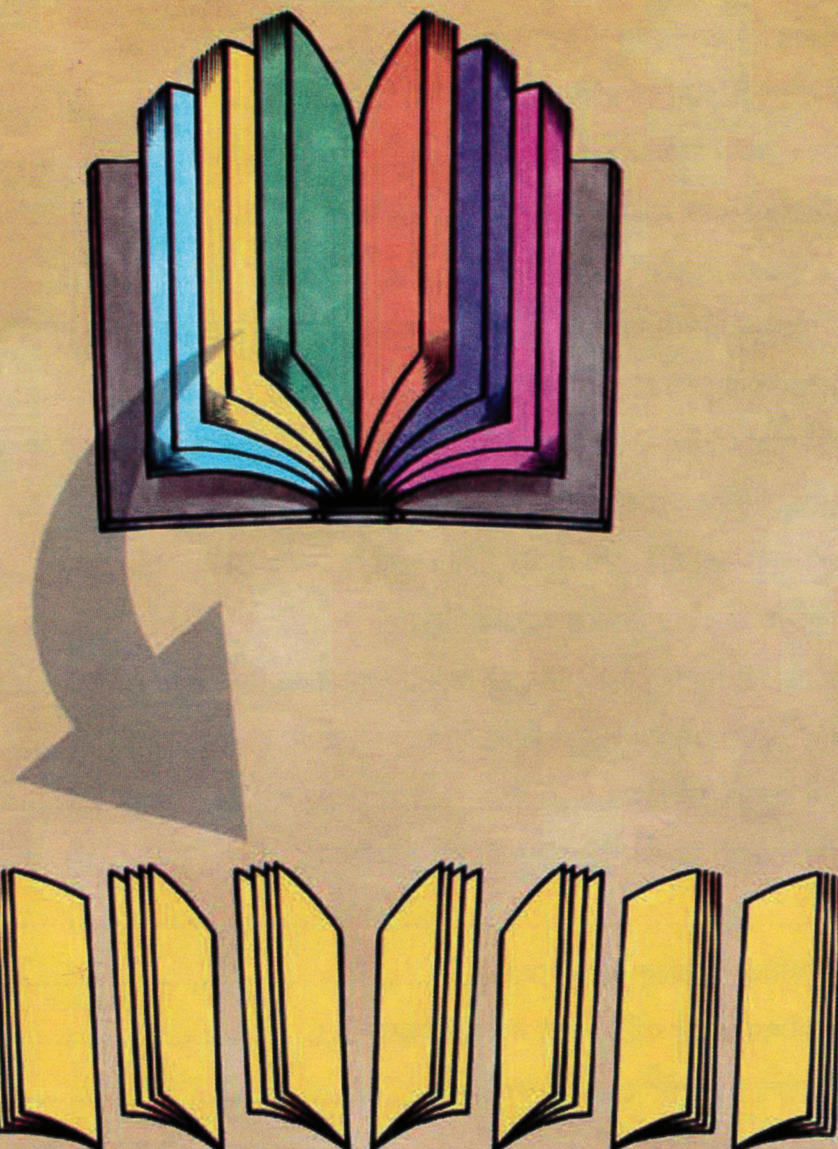

ভাববাদিগণ

ভাববাদিগণের পুস্তকে কি কি পুস্তক দেখতে পাওয়া যায়?

ভাববাদীদের পুস্তকগুলি নিম্নরূপঃ যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল (১-২ শমূয়েল মূলতঃ একটি পুস্তক), রাজাবলি (১-২ রাজাবলি মূলতঃ একটি পুস্তক), যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, এবং “১২টি পুস্তক” হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহূম, হবক্কূক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি)। পাঠক এই পুস্তকগুলির ব্যবস্থা পুস্তকের (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ) সাথে সাদৃশ্য আছে ধরে নিতে পারেন। সব পুস্তকগুলিতেই ভাববাদিগণ ব্যবস্থা পুস্তক থেকে প্রচুর পরিমাণে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ব্যবস্থার পরে পুস্তকগুলির স্বাভাবিক অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের লোকদের বিষয়ে পরবর্তীতে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিয়েছেন। লিখিত দলিলের জন্য এই পুস্তকগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে (পুরাতন নিয়মের তৃতীয় বিভাগ)। চূড়ান্তভাবে, ভাববাদিগণ নূতন নিয়মে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। নুতন নিয়মের লেখকদের সঙ্গে ভাববাদীদের সাদৃশ্য আছে বলে পাঠক মনে করতে পারেন। নুতন নিয়মের লেখকগণ ভাববাদীদের লেখা দলিলগুলি সত্য বলে মনে করেছেন।

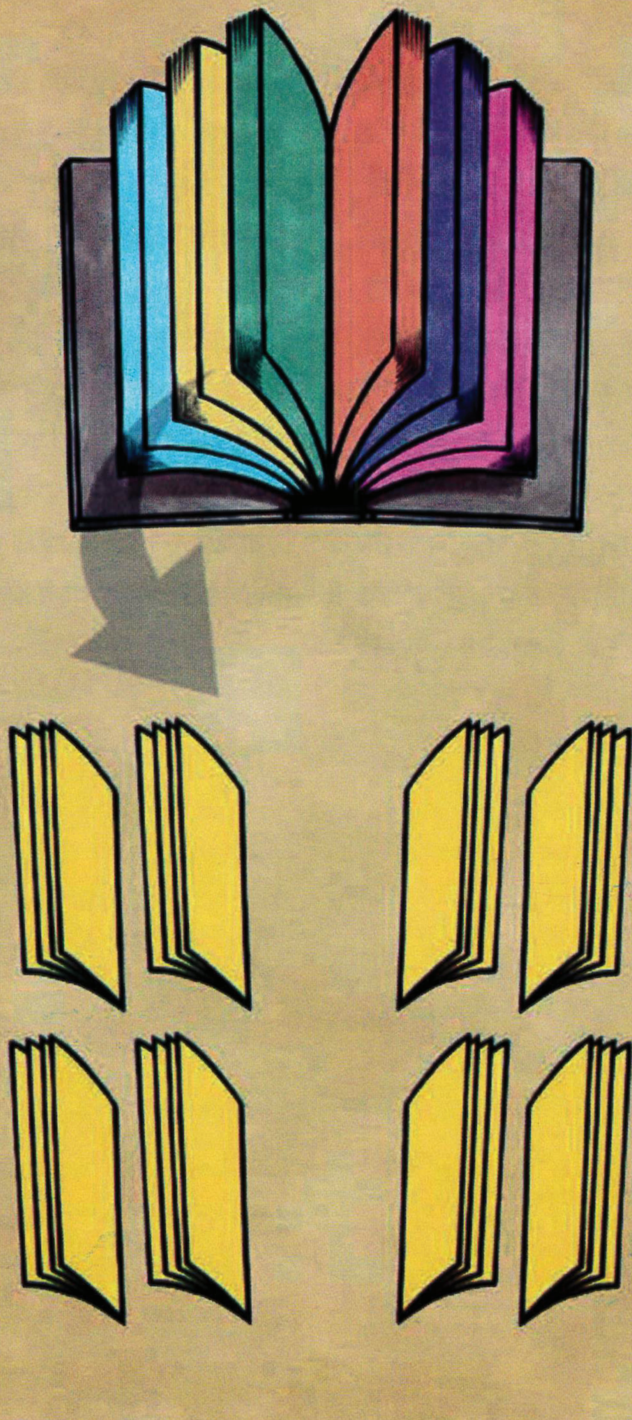

ভাববাদিগণ

কিভাবে ভাববাদিগণ পরিকল্পনা করেন?

হতেপারে ভাববাদীদের পুস্তকগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাববাদিগণের পুস্তকে পুস্তকগুলির প্রথম ভাগে আছে **ইতিহাস** পুস্তক। ভাববাদিগণের পুস্তকের প্রথম পর্য্যয়ের পুস্তকগুলি হলো যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল (১-২ শমূয়েল মূলতঃ একটি পুস্তক), রাজাবলি (১-২ রাজাবলি মূলতঃ একটি পুস্তক)। ভাববাদিগণের পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের পুস্তকগুলি **হিব্রু কবিতায় লিখিত ধর্ম্মোপদেশ** দ্বারাপূর্ণ। এগুলি **ব্যাখ্যা** পুস্তক রূপে আখ্যায়িত হতে পারে। যেহেতু ভাববাদিগণের পুস্তকের এই দ্বিতীয় পর্য্যয়ের পুস্তকগুলিতে কয়েকটি বর্ণনা (কাহিনী) রয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ, যোনার পুস্তকে প্রচুর ব্যাখ্যা সংযুক্ত), আবার, ভাববাদিগণের পুস্তকের এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মূল অংশে হিব্রু কবিতায় ধর্ম্মোপদেশ লিখিত আছে। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পুস্তকগুলিতে ভাববাদিগণের পুস্তক হলো যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, এবং "১২টি" হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহূম, হবককুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি)।

ভাববাদিগণের মধ্যদিয়ে ইতিহাস পুস্তকগুলি ইয়াওয়ের কার্য্যের ও ইস্রায়েলের কার্য্যের উপর কেন্দ্রীভুত। আরও বিশেষভাবে বলা যায়, ইয়াওয়ের লোকদের জন্য তাঁর বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধান এবং ইয়াওয়ের প্রতি লোকদের বাধ্যতা ও /বা ইয়াওয়ের প্রতি অবাধ্যতা ইতিহাস পুস্তকগুলিতে কেন্দ্রীভুত। এটি সম্পূর্ণরূপে রাজার উপরে কেন্দ্রীভুত। রাজা ঈশ্বরের জাতির নেতা। অতএব, তাঁর কার্য্যে নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। লোকেরা বাধ্যতায় হোক বা অবাধ্যতায় হোক রাজাকে অনুসরণ করে।

ভাববাদিগণের মধ্যদিয়ে ইতিহাস পুস্তক বিশ্ব ইতিহাসের উপর কেন্দ্রীভুত নয়। পৃথিবীর সকল অংশের উপর সংঘটিত ঘটনাবলি তারা বর্ণনা করেননি। বরং তারা ইস্রায়েলের ইতিহাসের উপর কেন্দ্রীভুত ছিলেন (পরবর্তীতে যিহূদা ও ইস্রায়েলের ইতিহাসের উপর কেন্দ্রীভুত ছিলেন)। এর কারণ এই নয় যে ঈশ্বর জগতের অন্য অংশের উপর কোন তত্ত্বাবধান করেন না। বরং, অব্রাহামের বংশের মাধ্যমে ঈশ্বর পৃথিবীর সকল জাতির প্রতি আশীর্ব্বাদ আনায়নের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন (আদিপুস্তক ১২:১-৩)। এই কারণ ইস্রায়েলে সংঘটিত ঘটনার নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যাহোক, খুবই কম সময়ে, পুস্তকের এই বিভাগের লেখকগণ অন্যান্য জাতির মধ্যে সংঘটিত ঘটনার উপর কেন্দ্রীভুত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, একজন সামরিক

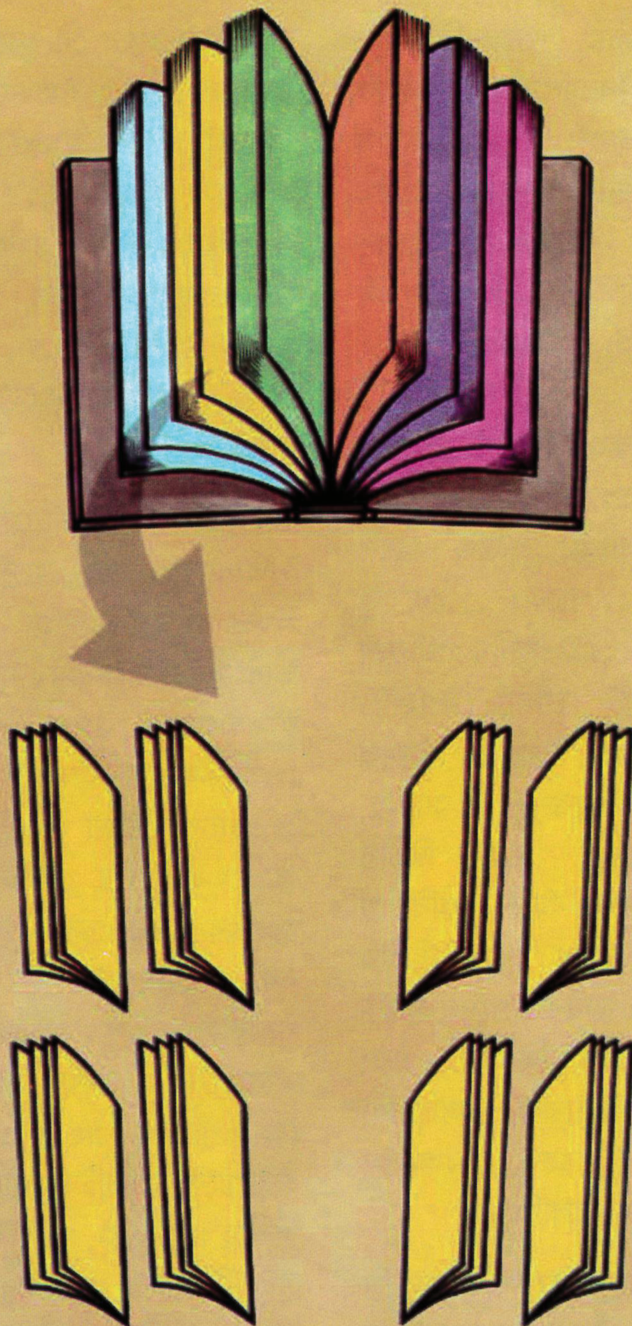

ভাববাদিগণ

কিভাবে ভাববাদিগণ পরিকল্পনা করেন? (চলমান)

কর্ম্মকর্তা কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ্য হতে সিরিয়া থেকে এসেছিল (২রাজাবলি ৫ অধ্যায়)। সেই যুগে একমাত্র যীশুই ছিলেন কুষ্ঠ রোগের আরোগ্যকারী। ইস্রায়েল থেকে অন্য কেহ এই সুস্থ্যতার কার্য্য করে নাই (লূক ৪:২৭ পদ দেখুন)। এই সিরিয় লোকটিকে সুস্থ্য করতে ইস্রায়েল জাতির প্রতি একটি সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছিল। যদিও এ সব সচারচর ঘটে না, একটি বিশেষ চাহিদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে অন্য জাতির উপর এই বিভাগগুলি কেন্দ্রীভুত ছিল। তারা বর্ণনা করেছিলেন যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সমুদয় জগতের জন্য। তারা আরও বর্ণনা করেছিলেন ঈশ্বরের জাতি অবশ্য তাঁকে মান্য করবে নতুবা তারা তাঁর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করতে পারবে না।

ভাববাদিগণের ধর্ম্মপদেশের দ্বারা পুস্তকগুলি, ভাববাদিগণের ইতিহাস পুস্তকের মত, মূলতঃ ইস্রায়েলের উপর কেন্দ্রীভুত। ভাববাদিগণের মধ্যদিয়ে ইতিহাস পুস্তকের দ্বারা, সমস্ত জগতের বাকী অংশ ঈশ্বর তত্ত্বাবধান করবেন না তা নয়। বরং, ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি ইস্রায়েলের বাধ্যতা , অবশিষ্ট জগতের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসছে।

প্রচারক বা শিক্ষকের প্রতি এটি একটি মহা সাহায্য যে ভাববাদীদের মধ্যদিয়ে পুস্তকের প্রথম পর্য্যায় থেকে কিভাবে যীশু ও প্রেরিতগণ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা চিন্তা করার বিষয়। এটা চিন্তা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে কিভাবে যীশু ও প্রেরিতগণ ভাববাদিগণের মধ্যদিয়ে পুস্তকগুলির ধর্ম্মপদেশের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যাখ্যা দেখতে পেয়েছিলেন।

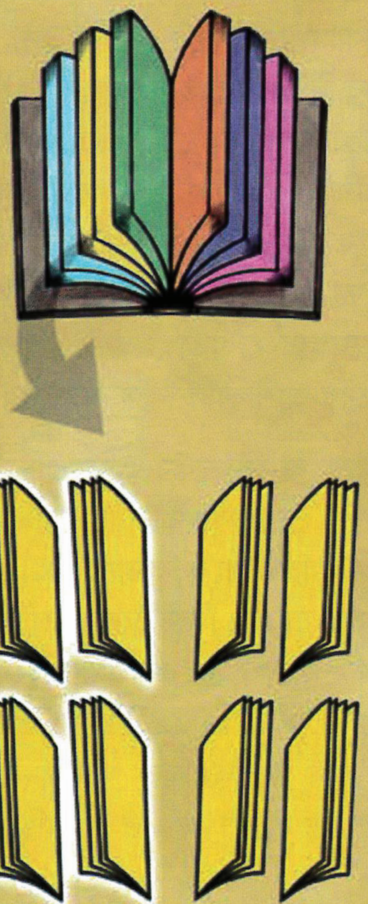

প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েলের দুঃখজনক ইতিহাস

ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত ভুমিতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে মোশির পুস্তকের সমাপ্তি হলো। পাঠক প্রত্যাশা করছেন যে ইস্রায়েল ইয়াওয়ের উদ্দেশে বাধ্যতায় চলবে। যাহোক, মোশির পুস্তক মনোযোগ সহ পড়লে ইস্রায়েলের ভ্রান্তিজনক আরাধনা ও দুঃখজনক ইতিহাসের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করবে। মোশি ভাববানী করেছিলেন যে ইস্রায়েল অবাধ্য হবে এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে আর বাস করতে পারবে না (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-৩১)। পাঠক যখন ভাববাদিগণের পুস্তক পড়েন, তখন মোশির ভাববানীর মধ্যে যিহোশূয়, বিচার কর্তৃগণ, শমুয়েল, ও রাজাদের দেখতে পান। আদি থেকেই ইস্রায়েল ইয়াওয়ের বাধ্যতার চলতে অস্বিকার করছে (যিহোশূয় ৭ অধ্যায় দেখুন)। যদিও, এমনকি, ইয়াওয়ে বার বার ইস্রায়েলকে মুক্ত করেছেন, ইস্রায়েলও বার বার অবাধ্যতায় গমণ করেছে। ইস্রায়েল মিথ্যা দেবতার আরাধনা করেছে। ইয়াওয়ে ভাববাদী পাঠিয়েছেন যেন ইস্রায়েল মন পরিবর্তন করে। ইস্রায়েল শুনতে অস্বিকার করেছে। অবশেষে, ভাববাণী বলেছিলেন, ইস্রায়েল দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ঠিক একইভাবে ঈশ্বরের প্রথম পুত্র (আদম) ঈশ্বরের উত্তম স্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, ঈশ্বরের "পুত্র" ইস্রায়েল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত স্থানে বেশি দিন থাকতে পারেনি।

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলকে সচারচর দ্রাক্ষালতা হিসাবে রূপক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে (গীত: ৮০:৮-১৪, যিশাইয় ৫:২, যিরমিয় ২:২১, ৫:১০, ৬:৯, ও ৮:১৩)। ইয়াওয়েকে বাগানের মালীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি ভুমি প্রস্তুত করে দ্রাক্ষালতা রোপন করেছিলেন (যিশাইয় ৫:২ পদ দেখুন)। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই দ্রাক্ষালতা বৃদ্ধি পেয়েছিল (১রাজবলি ৪:২৫)। যাহোক, দ্রাক্ষালতা মন্দ ফল উৎপন্ন করল (যিশাইয় ৫:২, হোশেয় ১০:১)। অবশেষে, দ্রাক্ষালতা ভুমি থেকে উৎপাটন করা হলো এবং ভুমি শুন্য পড়ে রইল (গীত: ৮০:৮-১৪)। এটি দুঃখজনকভাবে, ঈশ্বরের উত্তমস্থানে ইস্রায়েলের ইতিহাস। মথি ২১:৩৩-৪২, মার্ক ১২:১-১০, লূক ১৩:৫-৭, ও ২০:৯-১৭ পদে যীশুর উপমাগুলি লোকদের এই দুঃখজনক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়। যাহোক, ঈশ্বরের "দ্রাক্ষালতার" কাহিনী ফলহীনভাবে শেষ হয়নি। ইস্রায়েলের মত, যীশু, দ্রাক্ষলতা রূপে তুলনীয় (যোহন ১৫ অধ্যায় দেখুন)। এই অধ্যায়ে, যীশু নিজেকে "প্রকৃত দ্রাক্ষালতা" বলছেন। ইস্রায়েলের মত নয়, কিন্তু যীশু সর্বদাই উত্তম ফল ধারণ করেন (গীত: ১:৩ পদ দেখুন)। যারা তাঁর মত তারাও উত্তম ফল ধারণ করবে (গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ দেখুন)।

ভাববাদিগণ

যিহোশূয়ের পুস্তক - প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ

যিহোশূয়ের পুস্তকটি হলো বর্ণনামূলক (ঘটনাবহুল) পুস্তক। ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে যিহোশূয়ের পুস্তকটি হলো প্রথম পুস্তক। আবার, ভাববাদিগণের পুস্তক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম পর্য্যায়ের মধ্যে ইতিহাস পুস্তক নিহিত আছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মধ্যে ব্যাখ্যা মূলক পুস্তক নিহিত আছে। ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে যিহোশূয়ের পুস্তকটি হলো প্রথম পর্য্যয়ের পুস্তকের মধ্যে প্রথম।

ভাবাদীগণের পুস্তকের মধ্যে প্রথম পুস্তক হিসাবে, যিহোশূয়ের পুস্তকটি ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে চমৎকার পর্য্যায়ে আছে। এই পুস্তকটি ভাববাদিগণের পুস্তক ও ব্যবস্থা পুস্তকের (মোশির পুস্তক) মধ্যে **অবস্থান্তর-প্রাপ্তি** রূপে কার্য্য করছে। পুস্তকটি পাঠককে ইস্রায়েল জাতির নুতন নেতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু যেহেতু যিহোশূয় বাইবেলের একটি নুতন অংশের মধ্যে (ভাববাদিগণের পুস্তক) এবং ঈশ্বরের জাতির একজন নুতন নেতার (যিহোশূয়) উপর কেন্দ্রীভূত, এটি বাইবেলের প্রথম বিভাগের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। মোশির পুস্তকে যেমন মোশি শুরু করেছিলেন এটাও সেই একই কথা বলছে। যিহোশূয়ের পুস্তক এটা স্পষ্ট করেছে যে মোশির পুস্তকে লিখিত সবকিছুই ইস্রায়েল জাতির জন্য প্রযোজ্য (যিহোশূয় ৮:৩২)।

যিহোশূয়ের লেখক হিসাবে পুস্তকে কোন নাম নেই। যিহোশূয় কোন পুস্তক লিখেছেন কিনা তাও জানা যায় নাই। যেহেতু যিহোশূয় ইস্রায়েলের দেশ জয়ের বর্ণনা পরিষ্কারভাবে লিখে রাখতে উৎসাহি ছিলেন (যিহোশূয় ১৮:৮ পদ দেখুন), তিনি সম্পূর্ণ পুস্তকটি লিখতে পারেননি। এটা স্পষ্ট, কারণ যিহোশূয়ের পুস্তকে যিহোশূয়ের মৃত্যুর বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে (যিহোশূয় ২৪:২৯-৩১ পদ দেখুন)। কিসের উপর ভিত্তি করে লেখক যিহোশূয়ের পুস্তকের লিখিত ঘটনাবলির বিষয় বলছেন, হতেপারে পুস্তকে লিখিত ঘটনার পরে পুস্তকের অংশ বিশেষ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লেখক বারটি প্রস্তরের বিষয় বলছেন যা স্মরণীয় রূপে যিহোশূয় স্থাপন করেছিলেন এবং বললেন, "সে সকল অদ্যপি সেখানে আছে" (যিহোশূয় ৪:৯ পদ দেখুন)। আর লেখক বলছেন যে যখন এই পুস্তক লিখিত হয়েছিল তখন রাহব জীবিত ছিলেন (যিহোশূয় ৬:২৫ পদ দেখুন)। এটা স্পষ্ট তিনি চান পাঠক এটা বিশ্বাস করুক যে বাস্তবিক এই ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন তিনি জীবিত ছিলেন। সেই কারণে যে দিন পুস্তকটি লিখিত হয়েছিল ও পুস্তকে লিখিত ঘটনাবলির মধ্যে তিনি অনেক সংযোগ স্থাপন করেছেন (যিহোশূয় ৭:২৬ পদ দেখুন)। এই বিষয়গুলি প্রমাণ করছে যে পুস্তকে যে ঘটনাগুলি লিখিত হয়েছে তা বাস্তবিক বর্ণনা অনুসারে ঘটেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লেখক ব্যাখ্যা করেছেন কেন স্থানটি একটি নির্দিষ্ট নামে আখ্যাত হলো (যিহোশূয় ৫:৯ পদ দেখুন)। এটা স্পষ্ট, বাইবেলের সকল লেখকদের মত, যিহোশূয়ের লেখক ঈশ্বরকে প্রেম করতেন ও তাঁর প্রতি তাঁর মহা বিশ্বাস আছে। লেখক চান যেন তার পাঠকগণ ইয়াওয়েতে তাদের বিশ্বাস অর্পণ করে।

যিহোশূয় একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, যাহোক "মোশির মত একজন ভাববাদী" রূপে তিনি কখনও যিহোশূয়ের পুস্তকে উপস্থাপিত হননি (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৫-১৯ পদ দেখুন)। তিনি ভাববাদী নন যাকে ঈশ্বর উঠিয়েছিলেন। এমন

ভাববাদিগণ

যিহোশূয়ের পুস্তক - প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ (চলমান)

কি পাঠক যিহোশূয়ের বিশ্বস্ততায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, পাঠক একজন ভিন্ন নেতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন–যিনি "মোশির মত" একজন ভাববাদী। অর্থাৎ আগত ভাববাদী মোশির মত হবেন, ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন দেখবেন, এবং মোশির মত, অনেক চিহ্ন ও অদ্ভুত বিষয় সাধন করেছিলেন। সেই ভাববাদী হলেন যীশু!

যিহোশূয় ছিলেন মোশির পরিচারক (যিহোশূয় ১:১ পদ দেখুন)। তিনি ছিলেন "বিজ্ঞতার আত্মায় পূর্ণ, কারণ মোশি তাঁর উপরে হস্তার্পণ করেছিলেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৯)। ঈশ্বরের জাতিকে যর্দ্দন নদী পার করে ঈশ্বরের উত্তম স্থানে নিয়ে যেতে ঈশ্বর যিহোশূয়কে আদেশ করেছিলেন। ১রাজাবলি ৬:১ পদের উপর ভিত্তি করে ১৪৪৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মিশর থেকে প্রস্থানের কার্য্য সাধিত হয়েছিল। অর্থাৎ ৪০ বছর পরে কনানের বিজয় সাধিত হয়েছিল। অতএব, ১৪০৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে কনান বিজয় সাধিত হয়েছিল।

যিহোশূয় ছিলেন একজন মহান নেতা। ইস্রায়েল জাতি "যিহোশূয়ের জীবন কালে ঈশ্বরের সেবা করতেন" (যিহোশূয় ২৪:৩১ পদ দেখুন)। এভাবে, যিহোশূয় ছিলেন খ্রীষ্টের প্রতীক। যিহোশূয়ের মত, খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের জাতিকে ঈশ্বরের উত্তম স্থানে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তিনি ঈশ্বরকে মান্য করতে তাদের সাহায্য করছেন। যাহোক, যিহোশূয়ের মত নয়, কিন্তু যথাযথভাবে যীশু এটা করতে সমর্থ। আর যিহোশূয়ের অন্য একটি দুর্ব্বলতা ছিল। তার নেতৃত্ব ছিল সাময়িক। আরও দীর্ঘকাল সেবা করা থেকে মৃত্যু তার প্রতিরোধ করল। যদিও যীশু মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চিরকাল জীবিত আছেন, আর ঈশ্বরের জাতি কখনও তাঁর নেতৃত্ব ছাড়া হবে না। আর যীশু এমন অনেক কিছু করেছিলেন যা যিহোশূয় করতে পারেননি। তিনি ঈশ্বরের জাতির অন্তর পরিবর্তীত করতে সমর্থ যেন তারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে সমর্থ হয় (যোহন ১৪:১৫-৩১ পদ দেখুন)। অতএব, যীশুর মত যিহোশূয় এবং তিনি যিহোশূয়র মত নন। যিহোশূয়ের নেতৃত্ব যীশুর নেতৃত্বের একটি ক্ষুদ্র চিত্র মাত্র।

যদিও এমন কি পুস্তকটির নাম যিহোশূয় এবং যিহোশূয়ের কার্য্যকারীতা ও তার নেতৃত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, এটা ঠিক যিহোশূয় সম্পর্কে নয়। এটা ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কে এবং অব্রাহাম, ইসাহাক, ও যাকোবের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত তাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে। লেখক ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের বিষয় এবং তাদের দেশের মধ্যদিয়ে গমণ ও জয় ও পরাজয় ও দেশ বিভাগের বিষয় যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখকের কথাগুলি বর্ণনা করছে যে ইস্রায়েলের সফলতা ও ব্যর্থতা এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করা বা অমান্য করা ইস্রায়েলের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত (মোশির পুস্তকে লিখিত)। লেখক চান তার পাঠকেরা ব্যবস্থার আলোকে ইস্রায়েলের জয় পরাজয়ের বিষয় যত্নসহকারে চিন্তা করুক।

যিহোশূয়ের লেখক স্পষ্টভাবে চাচ্ছেন তার পাঠকেরা দেখুক যে ইস্রায়েলকে দেশ দিতে ইয়াওয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন। লেখক চাচ্ছেন তার পাঠকেরা দেখুক ইয়াওয়ে তাঁর নিয়ম রক্ষা করেছেন (উদাহরণ স্বরূপ, যিহোশূয় ১০:১৪ পদ দেখুন)। যিহোশূয় ২১:৪৩-৪৫ পদে ইয়াওয়ের বিশ্বস্ততা সংক্ষেপে উত্থাপিত হয়েছে:

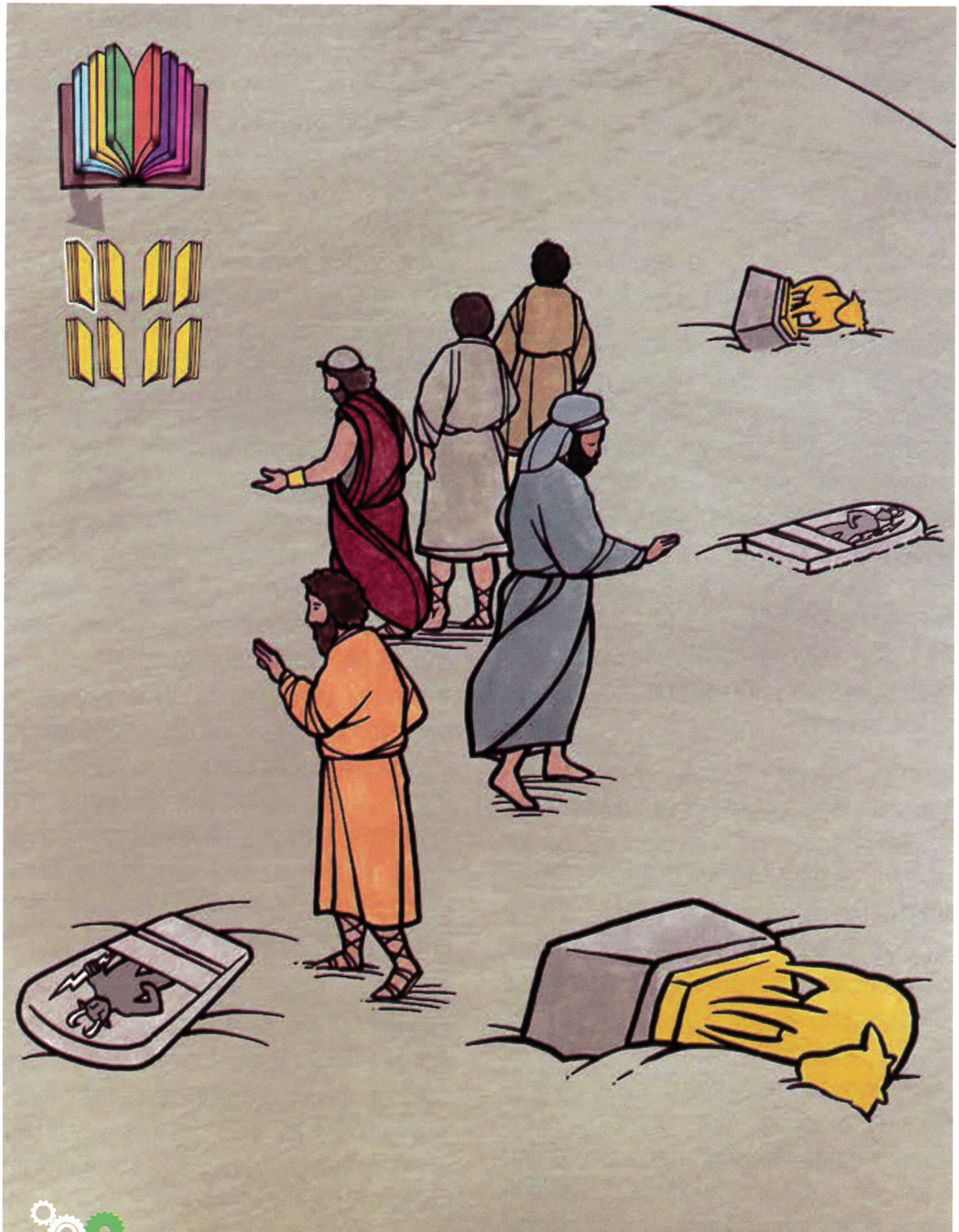

যিহোশূয়ের পুস্তক - প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ (চলমান)

সদাপ্রভু লোকদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয় দিব্য করিয়া ছিলেন. সেই সমগ্র দেশ তিনি ইস্রায়েলকে দিলেন, এবং তাহারা তাহা অধিকার করিয়া তথায় বাস করিল। সদাপ্রভু তাহাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কৃত আপনার সমস্ত দিব্যানুসারে চারিদিকে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তাহাদের সমস্ত শত্রুর মধ্যে কেহই তাহাদের সন্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না ; সদাপ্রভু তাহাদের সমস্ত শত্রুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সদাপ্রভু ইস্রায়েল কুলের কাছে যে সকল মঙ্গল বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বাক্যও নিষ্ফল হইল না; সকলই সফল হইল।

যিহোশূয়ের পুস্তকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে ইয়াওয়ে যথাযথভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞার অংশ রক্ষা করেছেন। ইস্রায়েলের সকল বিজয় বর্ণনা করছে যে ইয়াওয়ে তাঁর লোকদের জন্য যুদ্ধ করেছেন। অতএব, ইস্রায়েল তাদের নিয়মের অংশ রক্ষা করে নাই। ইয়াওয়ের সাথে তাদের "বিবাহ", ইস্রায়েল সচারচর আধ্যাত্মিক ব্যাভিচার" এ আবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েলের প্রবেশের পর থেকে, তারা ঈশ্বরের আজ্ঞার অবাধ্য হয়েছে। তাছাড়া, কয়েকজন লোক অন্য দেবতার পূজা করছে (যিহোশূয় ২৪:১৪)।

পরবর্তী ভাববাদীগণ ঘোষণা করলেন যে ইস্রায়েল দেশে প্রবেশের মুহুর্ত থেকে অবাধ্য ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হোশেয় ৯:১৫ পদে ইয়াওয়ে বললেন, "গিলগলে তাহাদের সমস্ত দুষ্টামি [দেখা যায়], বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল"। প্রতিজ্ঞাত দেশে তাদের পার হয়ে আসার পর ইস্রায়েল প্রথম গিলগলে এসে থেমেছিল" (যিহোশূয় ৫:৮ পদ দেখুন)। ইয়াওয়ের বাক্য হোশেয়েতে এই নির্দেশ করছে যে, দেশে প্রথম যেখানে তারা থেমে ছিল, সেখানেও ইস্রায়েল বাধ্য ছিল না। সেই কারণ ইস্রায়েল পূর্ণ বাধ্যতায় চলেনি তাদের কোন বিশ্রাম ছিল না। তবে যিহোশূয়ের সাথে তাদের বিশ্রাম ছিল। ইস্রায়েলের নেতা হিসাবে, সাধারণতঃ তাদের অন্তর পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তার ছিল না। তিনি সর্বদা ঈশ্বরের প্রজ্ঞার অন্বেষণ করেন নাই (যিহোশূয় ৯ অধ্যায় দেখুন)। ঈশ্বরের জাতির বাধ্যতার জন্য একজন নুতন ও উত্তম নেতা তাদের প্রয়োজন ছিল-যে নেতা তাদের অন্তর পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আছে। যীশু হলেন সেই নেতা।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক (নুতন নিয়মে) চান যেন তার পাঠকেরা বিবেচনা করুক যে যিহোশূয় লোকদের "বিশ্রাম" দিতে সমর্থ নয়: "বস্তুতঃ যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম দিতেন, তবে ঈশ্বর তৎপরে অন্য দিনের কথা কহিতেন না। সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেও আপনার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল" (ইব্রীয় ৪:৮-১০)। এর অর্থ, যদিও এমনকি যিহোশূয় লোকদের ঈশ্বরের উত্তম স্থানে এনেছিলেন, তিনি তাদের প্রয়োজন অনুসারে যথার্থ বিশ্রাম দিতে পারেননি। যিহোশূয় অপেক্ষা উত্তম নেতা তাদের প্রয়োজন ছিল যদি ইস্রায়েল ঈশ্বরের উত্তম স্থানে প্রকৃত "বিশ্রাম" অন্বেষণ করত।

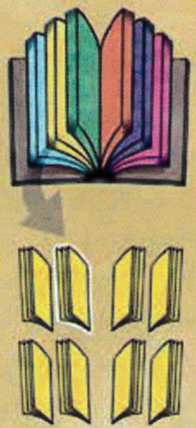

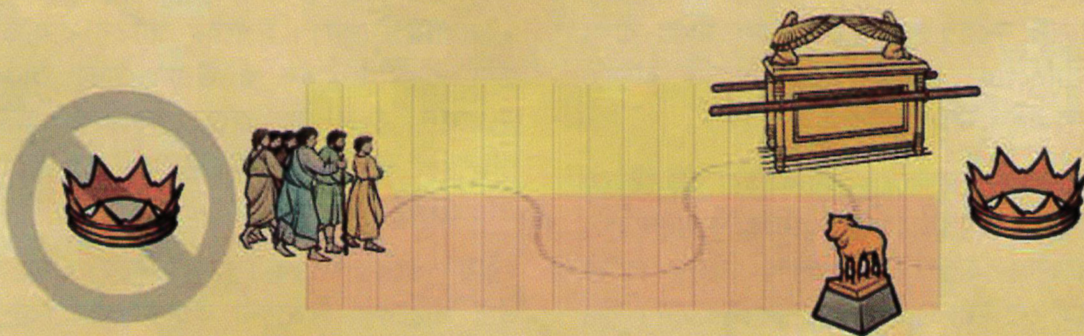

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ পুস্তক-রাজা ব্যতীত জীবন যাপন

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ হলো বর্ণনামূলক (ঘটনাবহুল)। বর্ণনামূলক পুস্তক হিসাবে, এই পুস্তকে এক ধরণের সাহিত্য অপেক্ষা আরও কিছু আছে। বিচারকর্তৃগণ ৫ অধ্যায় একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। বাইবেলে দেখতে পাওয়া সব ধরণের সাহিত্য কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রচারক ও শিক্ষকদের বুঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে দ্বিতীয় পুস্তক হলো বিচারকর্তৃগণের বিবরণ। বিচারকর্তৃগণের বিবরণের লেখকের (বা লেখকগণ) কোন নাম নেই, যাহোক, এটা স্পষ্ট যে বিচারকর্তৃগণের বিবরণের পরবর্তী সময়ে লেখক বাস করতেন। লেখক ছিলেন বিশ্বাসের মানুষ, এবং তিনি চাচ্ছেন পাঠক জানুক যে তিনি যে বিষয়গুলি লিখেছেন তা বস্তিবিকভাবেই সংঘটিত হয়েছিল। এই কারণ বিচারকর্তৃগণের কার্য্যকালে সংঘটিত ঘটনাবলি তিনি নির্দিষ্টভাবে সংযুক্ত করেছেন (বিচারকর্তৃগণ ১:২১)। যেহেতু বিচারকর্তৃগণের বিবরণের বর্ণনার পর পুস্তকের একটি অংশ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হয়ে থাকতে পারে, তাই বিচারকর্তৃগণের চূড়ান্ত বিষয় ইস্রায়েলীয়দের বন্দিত্বে না যাওয়া পর্য্যন্ত সাধিত হয়নি (বিচারকর্তৃগণ ১৪:৩০ পদ দেখুন)। কারণ ইস্রায়েলীয়দের বন্দিত্বের সময়ে, এই পুস্তকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েলের প্রবেশের শুরু থেকে, ইস্রায়েল ইয়াওয়ের অবাধ্য ছিল।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পর যে সকল ঘটনা ঘটেছিল লেখক সেই সকল ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন (বিচারকর্তৃগণ ১:১ পদ দেখুন) এবং পূর্বে ইস্রায়েলে একজন রাজা ছিলেন (বিচারকর্তৃগণ ১৭:৬, ১৮:১ ১৯:১, ও ২১:২৫)। এর অর্থ বিচারকর্তৃগণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন যা যিহোশূয়ের পুস্তকে বর্ণনাকালীন সময়ের পরে এবং ১-২ শমূয়েলের পুস্তকে বর্ণনাকালীন সময়ের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বিচারকর্তৃগণের কার্য্যকালীন সময়ের মধ্যে রূতের পুস্তকে বর্ণীত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যাহোক, বিচারকর্তৃগণের ও রূতের বিবরণ পুরাতন নিয়মের ভিন্ন বিভাগ। ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে বিচারকর্তৃগণ দ্বিতীয় পুস্তক। এটি যিহোশূয়ের পরে ও ১-২ শমূয়েল ও ১-২ রাজাবলির পূর্বে অবস্থিত। পুরাতন নিয়মের লিখিত দলিল নামক বিভাগের মধ্যে রূতের বিবরণ হলো প্রথম পুস্তক। হিব্রু বাইবেলের সবচেয়ে পুরাতন তালিকায়, রূতের বিবরণ গীতসংহিতার ঠিক আগে অবস্থিত। **পুরাতন নিয়ম ক্যানন** এর মধ্যে অবস্থান নিয়ে এই দুটি পুস্তকের মধ্যেই কেবল ভিন্নতা আছে। এদের মধ্যে নৈতিক মনোভাবেরও ভিন্নতা আছে। বিচারকর্তৃগণের বিবরণে ঈশ্বরের জাতির ব্যর্থতার পুনরুক্ত আছে এবং খুবই অভাববোধকভাবে শেষ হয়েছে। লেখক জোর দিয়েছেন যে ইস্রায়েলের কোন রাজা ছিল না এবং লোকেরা যা ইচ্ছা করত তাই করত (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১৭:৬, ১৮:১, ও ২১:২৫ পদ দেখুন)। বিচারকর্তৃগণের পুস্তকের

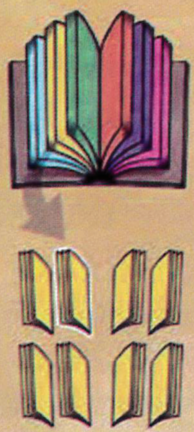

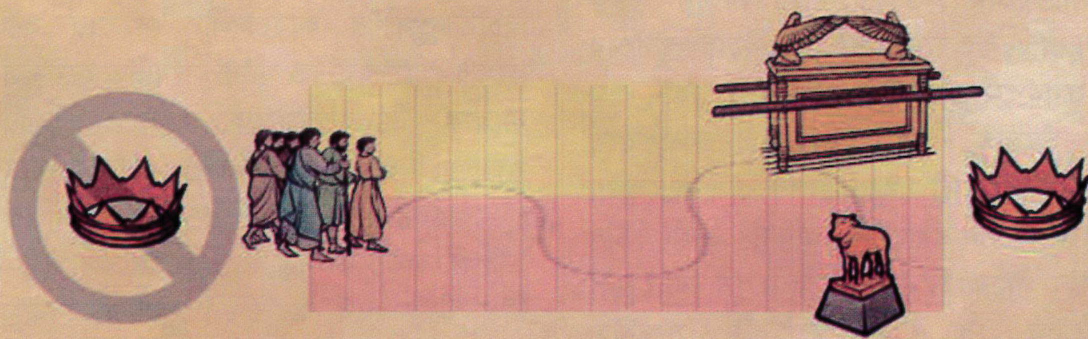

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ পুস্তক-রাজা ব্যতীত জীবন যাপন (চলমান)

মধ্যদিয়ে কয়েকজন নেতার ও কিছু অবস্থানের ব্যতিক্রমী ঘটনার দ্বারা লোকেরা সাধারণতঃ ঈশ্বরকে মান্য করত না ও তাঁর আজ্ঞা পালন করত না। যাহোক, রূতের বিবরণে, ঈশ্বরের জাতির বাধ্যতার মনোনয়নের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং খুবই নিরপেক্ষভাবে শেষ হয়েছে। রাজা দায়ূদের উপর জোর প্রয়োগ করে পুস্তক শেষ হয়েছে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দায়ূদ যিনি তাঁর একজন বংশধর চিরকাল তাঁর সিংহাসনের অধিকারী হবেন (২শমূয়েল ৭:১-১৭ পদ দেখুন)। যীশু দায়ূদের কাছে এই ভাববাণী বলেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অনন্তকালীয় রাজা।

বিচারকর্তৃগণের বিবরণের পুস্তক পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছে যে ঈশ্বরের জাতি নিয়মের প্রতি বাধ্য থেকে জীবন যাপন করে নাই যে নিয়ম ঈশ্বরের ও সীনয় পর্ব্বতে লোকদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। বার বার, ইস্রায়েলের লোকেরা প্রতিমাপূজা রূপ পাপে পতিত হয়েছে। এরূপে, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ বর্ণনা করছে যে ইস্রায়েল ছিল অবিশ্বস্ত। এতে নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছিল। বস্তুতঃ, বিচারকর্তৃগণের পুস্তকের শেষের দিকে (বিচারকর্তৃগণ ১৭-২১ দেখুন), ইস্রায়েলের পাপের বিষয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা পাঠককে সদোম ও ঘমোরার পাপের বিষয় মনে করিয়ে দেয়। পাঠক সদোম ও ঘোমরার পাপ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে যখন সে ঈশ্বরের জাতির পাপ সম্পর্কে পড়বে। বিচারকর্তৃগণের সময়ে ইস্রায়েলের অবস্থা তাদের পাপের কারণে ঐ দুটি নগরের মত হয়েছিল (আদিপুস্তক ১৮:২২-১৯:২৯)! কিন্তু যেহেতু বিচারকর্তৃগণের বিবরণের পুস্তক লোকদের অবিশ্বস্ততার বিষয় জোর দিয়েছে, এটা ইয়াওয়ের দয়া, করুণা, ও বিশ্বস্ততার প্রতিও জোর দিয়েছে। তিনি তাঁর লোকদের কাছে তাদের শুনবার মত করে অবিরত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শত্রু থেকে তাদের মুক্ত করেছেন।

বিচারকর্তৃগণের কার্য্যকালীন সময়ের বর্ণনায় ঈশ্বরের জাতি মুক্ত হয়েছিল কারণ ঈশ্বর তাদের নেতা দিয়েছিলেন। বিচারকর্তৃগণের বিবরণের পুস্তকে এই নেতাদের "বিচারকর্তা" রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেহেতু বিচারকর্তৃগণ শব্দটি (ইংরেজীতে) কখনও কখনও আদালতে বসে বিচার করার সাথে সম্পৃক্ত, যা এই বিচারকগণ করতেন না। একজন বিচারক প্রাথমিকভাবে একজন শক্তিশালী নেতা ছিলেন যাকে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবার নিমিত্ত উঠাতেন। যে পর্য্যন্ত বিচারক জীবিত থাকতেন সেই পর্য্যন্ত ঈশ্বর লোকদের মুক্ত রাখতেন। যাহোক, বিচারকের মৃত্যুর পর, লোকেরা অতি দ্রুত মন্দের দ্বারা পরাজিত হতো, আবার শত্রুর বশীভুত হতো (বিচারকর্তৃগণ ২:১৬-১৯ পদ দেখুন)। এভাবেই তাদের পাপের ধরণ, বিনাশ ও পুনরায় মুক্তি শুরু হয়ে যেত। লোকেরা

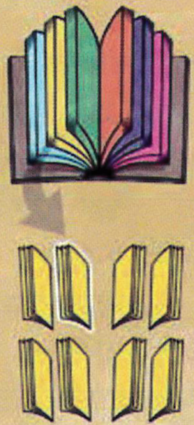

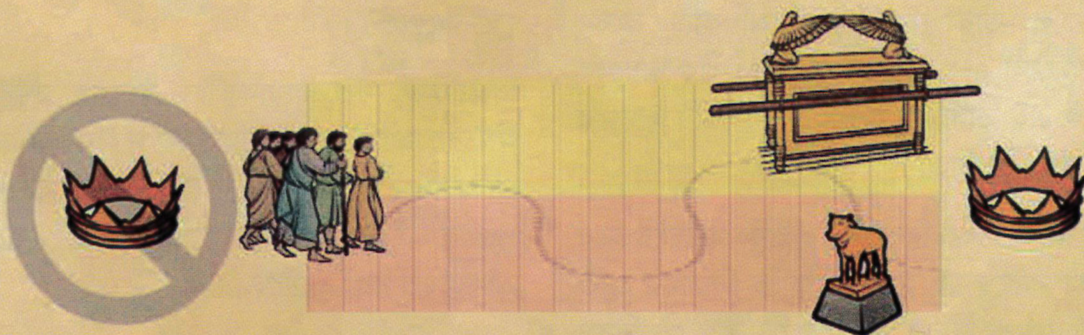

বিচারকর্তৃগণের বিবরণ পুস্তক-রাজা ব্যতীত জীবন যাপন (চলমান)

সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করত, তিনি একজন বিচারককে তুলতেন, এবং বিচারক লোকদের উদ্ধার করত। বিচারকের মৃত্যু হলে, ইস্রায়েলের লোকদের জন্য বিচারকের মৃত্যুর কারণে দীর্ঘকালের জন্য মহা সমস্যা শুরু হয়ে যেত। সুস্পষ্টভাবে, যদি ঈশ্বরের অভিষিক্ত নেতা কখনও না মরতেন, তাহলে এটা ঈশ্বরের জাতির জন্য এক মহা সহায়ক হতো! কিন্তু, পাপের কারণে, সমস্ত মানুষ মরে। এরূপে ঈশ্বরের মুক্তি প্রাপ্ত লোকের জীবন সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী। এই পুস্তক একজন নেতার জন্য এই প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে যিনি মরবেন না। সেই নেতা এসেছেন। তাঁর নাম যীশু! তিনি ঈশ্বরের জাতির মুক্তির জন্য **চিরকাল থাকবেন** (ইব্রীয় ৭:২৫ পদ দেখুন)!

বস্তুতঃ পুস্তকটি ঈশ্বরের জাতির নেতাদের খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণের বিষয় বর্ণনা করার উপর কেন্দ্রীভুত যে ঈশ্বরের জাতির লোকদের কোন একজনের পরিচালনা প্রয়োজন। যদি ঈশ্বরের লোকদের ঐশ্বরিক নেতৃত্ব না থাকত, তবে তারা অবাধ্য হয়ে চলত ও শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হয়েই থাকত। কিন্তু এই পুস্তক বর্ণনা করছে যে ঈশ্বরের লোকদের ঐশ্বরিক নেতৃত্বের চেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাদের একজন রাজা প্রয়োজন! বিচারকর্তৃগণের পুস্তক হলো একজন ঐশ্বরিক রাজার জন্য ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করা। এটা স্পষ্ট বিচারকর্তৃগণের বিবরণের লেখক একজন ঐশ্বরিক রাজা চেয়েছিলেন। একমাত্র ঐশ্বরিক রাজাই ঈশ্বরের জাতিকে তাদের শত্রু থেকে মুক্ত করতে পারেন। একমাত্র ঐশ্বরিক রাজাই ঈশ্বরের লোকদের পালন করতে পারেন। ঈশ্বরের লোকেরা একজন রাজার জন্য আরও বেশি দিন অপেক্ষা করবে না। যীশু এসেছেন! তিনি ঈশ্বরের লোকদের শত্রুদের পরাজিত করেছেন এবং তিনিই ঈশ্বরের লোকদের বাধ্যতায় গমণাগমনের কারণ। **এই দিনগুলিতে, ঈশ্বরের দেশে একজন রাজা, যিনি তাঁর দৃষ্টিতে যা উত্তম তাই করছেন এবং প্রত্যেকের সেই রাজাকে মান্য করা আবশ্যক!**

বিচারকর্তৃগণের পুস্তক **১-২ শমুয়েলের** পুস্তকের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে (বাস্তবিকই এই পুস্তকগুলি হিব্রুতে সংযুক্ত ছিল)। পাঠক বিচারকর্তৃগণের বিবরণের সমাপ্তিতে একজন রাজার জন্য প্রত্যাশা করছেন। **১শমূয়েলে** সেই রাজার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

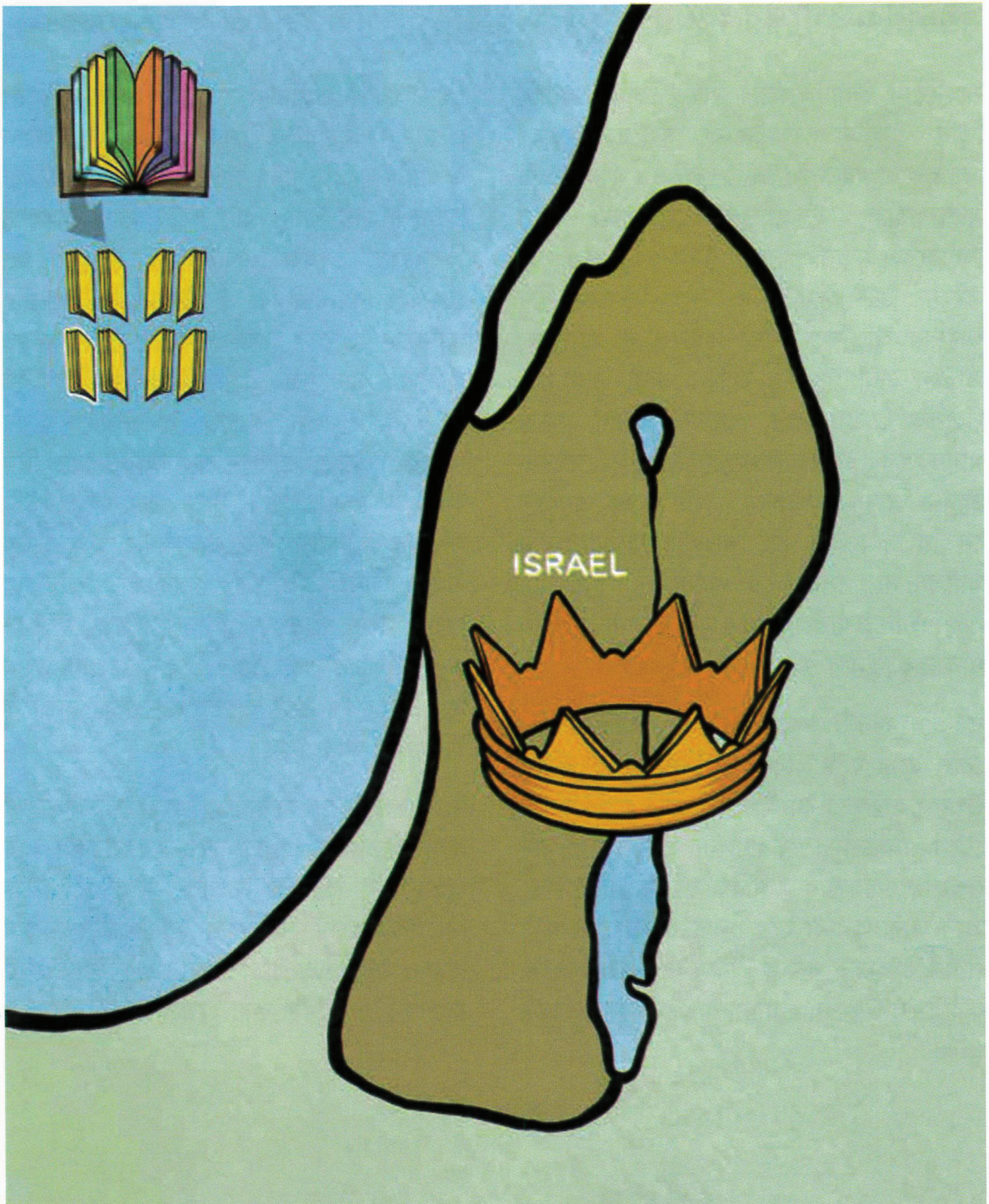
ISRAEL

শমূয়েলের পুস্তক - শমূয়েল, শৌল ও দায়ূদ

শমূয়েলের পুস্তক হলো বর্ণনামূলক (ঘটনাবহুল) পুস্তক। বর্ণনামূলক পুস্তক হিসাবে, এই পুস্তকে এক ধরণের সাহিত্য অপেক্ষা আরও কিছু আছে। ১শমূয়েল ২:১-১০. ২শমূয়েল ১:১৯-২৭, ও ২২:১-২৩:৭ এ দীর্ঘ কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি, শমূয়েলের শুরু ও সমাপ্তিতে বিশেষভাবে আছে যা গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে ও খ্রীষ্ট সম্পর্কীত বিষয় সম্পৃক্ত করেছে। শমূয়েলের পুস্তকের শুরু ও শেষের কবিতাগুলির যথার্থতা রয়েছে। বাইবেলে দেখতে পাওয়া সব ধরণের সাহিত্য কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রচারক ও শিক্ষকদের বুঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

১-২ শমূয়েল বাস্তবিকই হিব্রুতে একটি পুস্তক হিসাবে ছিল। অতএব, ১-২ শমূয়েল একটি পুস্তক–শমূয়েলের পুস্তক রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে শমূয়েল হলো তৃতীয় পুস্তক। এটি ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। আবার, ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে দুই ধরণের পুস্তক আছে: ইতিহাস পুস্তক ও ব্যাখ্যার পুস্তক। শমূয়েল হলো ইতিহাসের একটি পুস্তক। শমূয়েলের পুস্তকের লেখকের নাম নেই।

শমূয়েল বিচারকর্তৃগণের নেতৃত্ব দেওয়ার শেষের বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং শুরুতে যখন রাজা ইস্রায়েলের নেতৃত্ব দিতেন সেই বিষয় দিয়ে শুরু করেছেন।

শমূয়েলের জন্মের বর্ণনা দিয়েই পুস্তকটি শুরু হয়েছে (১শমুয়েল ১)। শমূয়েল হলেন শেষ বিচারক যিনি ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি একজন ভাববাদীও ছিলেন। ঈশ্বরের মুখপাত্র, শমূয়েল ইস্রায়েলের প্রথম দুই রাজাকে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করতে শৌলকে অভিষিক্ত করেছিলেন (১শমূয়েল ৮-১০) এবং ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করতে দায়ূদকে অভিষিক্ত করেছিলেন (১শমূয়েল ১৬:১-১৩)।

১শমূয়েল ২:১-১০ পদে একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা আছে। কবিতাটি শমূয়েলের – মা হান্নার প্রার্থনা। এই কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ ঈশ্বর তাঁর “অভিষিক্তের” দ্বারা তাঁর জাতিকে মুক্ত করতে কথা বলছেন। ইংরেজিতে শব্দটির অনুবাদ “অভিষিক্ত” হিব্রুতে অনুবাদ “মশীহ” রূপে এবং গ্রীক অনুবাদ “খ্রীষ্ট” রূপে। হান্না আগত খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভাববানী বলেছিলেন! তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের জাতিকে মুক্ত করবেন। পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার পর মরিয়মের প্রশংসার বাণীগুলির সাথে ১শমূয়েল ২:১-১০ পদের হান্নার বাণীগুলি সংযুক্ত আছে (লূক ১:৪৬-৫৫ পদ দেখুন)। এটি বর্ণনা করছে যে ১শমূয়েল ২ অধ্যায়ে হান্নার দ্বারা যীশু সম্পর্কে বলা হয়েছিল।

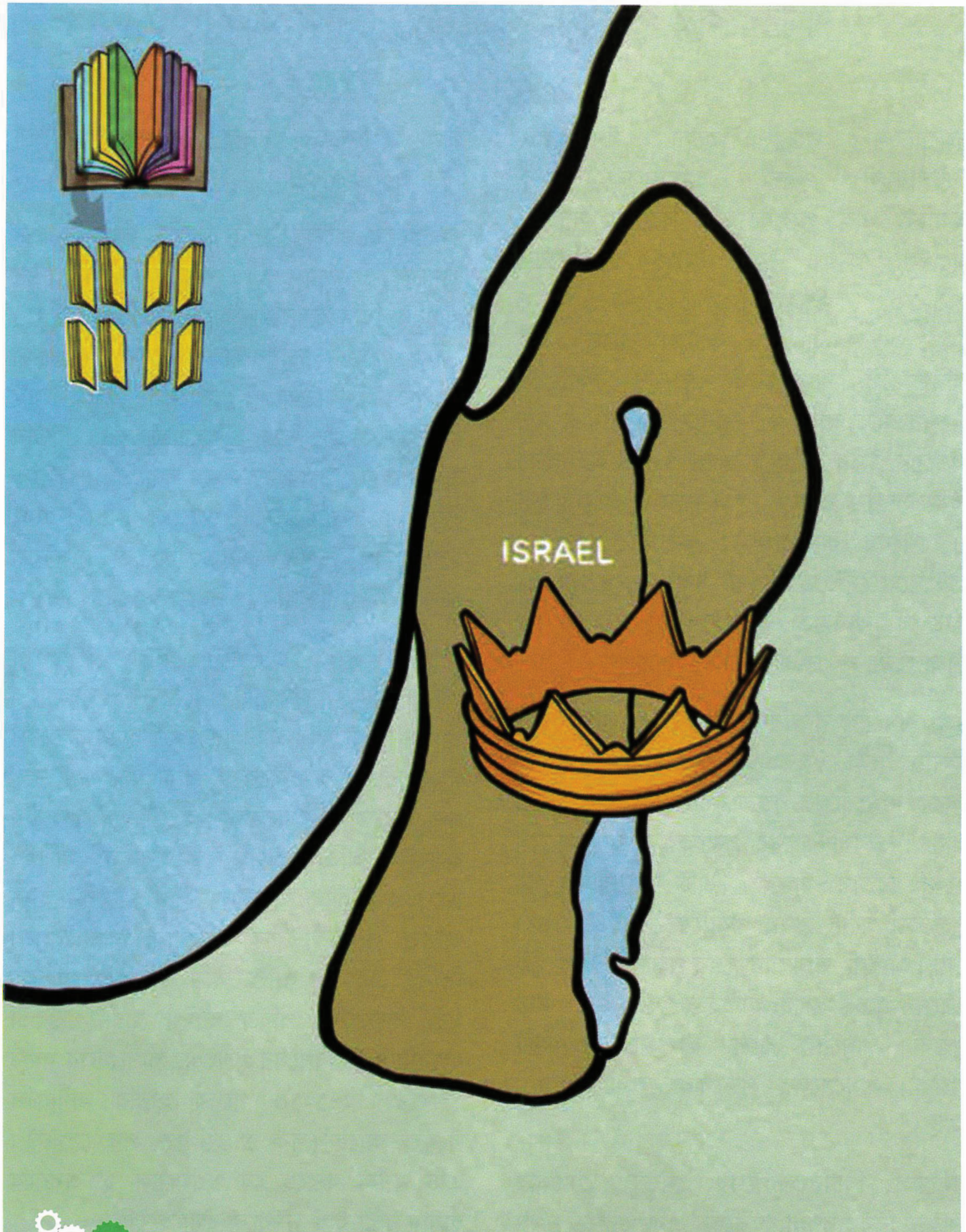
ISRAEL

শমূয়েলের পুস্তক - শমূয়েল, শৌল ও দায়ূদ (চলমান)

হান্নার কবিতার পর, সেখানে কয়েকটি অধ্যায়ে মন্দ বিষয়ের বর্ণনা আছে যা সমাগম তাম্বুতে ঘটেছিল। পুস্তকটিতে এমন একটি সময়ের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যখন নিয়ম সিন্দুক পরজাতীয়দের অধিকারে চলে গিয়েছিল (১শমূয়েল ৫-৬)। এটা এমন সময় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল যে সেই সময় লোকেরা ইস্রায়েলে বাস করত, ঈশ্বর তাঁর লোকদের ভুলে গিয়েছিলেন। যদিও শমূয়েল ঈশ্বরের লোকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, লোকেরা একজন রাজা চাইল। এটা শমূয়েলকে অসন্তুষ্ট করল। লোকেরা রাজা চাইল এই কারণে নয় যে তারা আরও বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে চলবে, কিন্তু কারণ তারা অন্য জাতির মত হতে চেয়েছিল (১শমূয়েল ৮:৫ পদ দেখুন)। অতএব, এটা ছিল, তাদের রাজা রূপে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা (১শমূয়েল ৮:৭ পদ দেখুন)। মোশি ঘোষণা করলেন যে একজন রাজা ঈশ্বরের জাতির নেতৃত্ব দিবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭: ১৪-২০ পদ দেখুন)। দ্বিতীয় বিবরণে মোশির বাক্যগুলি পরিষ্কার করছে যে, এই রাজা ছিলেন ইয়াওয়ের অনুসারী। তিনি ইয়াওয়ের আজ্ঞা সকল ভালবেসেছিলেন এবং লোকদের বাধ্যতায় চালিত করেছিলেন। শমূয়েলের সময়ে লোকেরা এই ধরণের রাজা চায়নি। তারা এমন রাজা চায়নি যার মধ্যে ঈশ্বরের সদৃশ প্রতিফলিত হবে (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদ দেখুন)। বরং, তারা চেয়েছিল তাদের রাজার মধ্যে অন্য জাতির রাজাদের সদৃশ প্রতিফলিত হবে! ঈশ্বর তাদের যা দিয়েছিলেন এটাই ছিল যথার্থ। রাজা শৌল ছিলেন অন্য জাতির রাজাদের মত। তিনি ছিলেন খুবই লম্বা, সুতরাং তিনি দেখতে একজন রাজার মত ছিলেন। কিন্তু তিনি ইয়াওয়েকে প্রেম করতেন না বা তাঁর বাক্য পালন করতেন না। ১শমূয়েল ৮-৩১ পদে শৌলের রাজত্বের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি লোকদের বাধ্যতায় পরিচালিত করতেন না।

যদিও শৌল ইয়াওয়ের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলেন, তথাপি ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের লোকদের মুক্ত করেছেন। আর এটাই তাঁর দয়া ও বিশ্বস্ততা বর্ণনা করে। এটা আরও বর্ণনা করে যে সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েলের সঙ্গে করা তাঁর নিয়মের অংশ তিনি রক্ষা করেছিলেন।

১শমূয়েল ১৫ অধ্যায়, ইস্রায়েলের উপর রাজা রূপে ইয়াওয়ে শৌলকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ১শমূয়েল ১৬, একজন নুতন মানুষ ইস্রায়েলের উপর রাজা রূপে অভিষিক্ত হলেন। এই মানুষটির নাম দায়ূদ। বাইবেলের কাহিনীগুলির মধ্যে দায়ূদ হলেন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যদিও তিনি ১শমূয়েল ১৬ অধ্যায়ে ইস্রায়েলের উপর রাজা রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। ২শমূয়েলে বর্ণিত সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব শুরু করেননি। ১শমূয়েল ১৬ ও ২শমূয়েলের মধ্যে, দায়ূদ ইয়াওয়ের ও ইস্রায়েলের অল্প কয়েকজন লোকের দ্বারা স্বীকৃত রাজা ছিলেন, কিন্তু

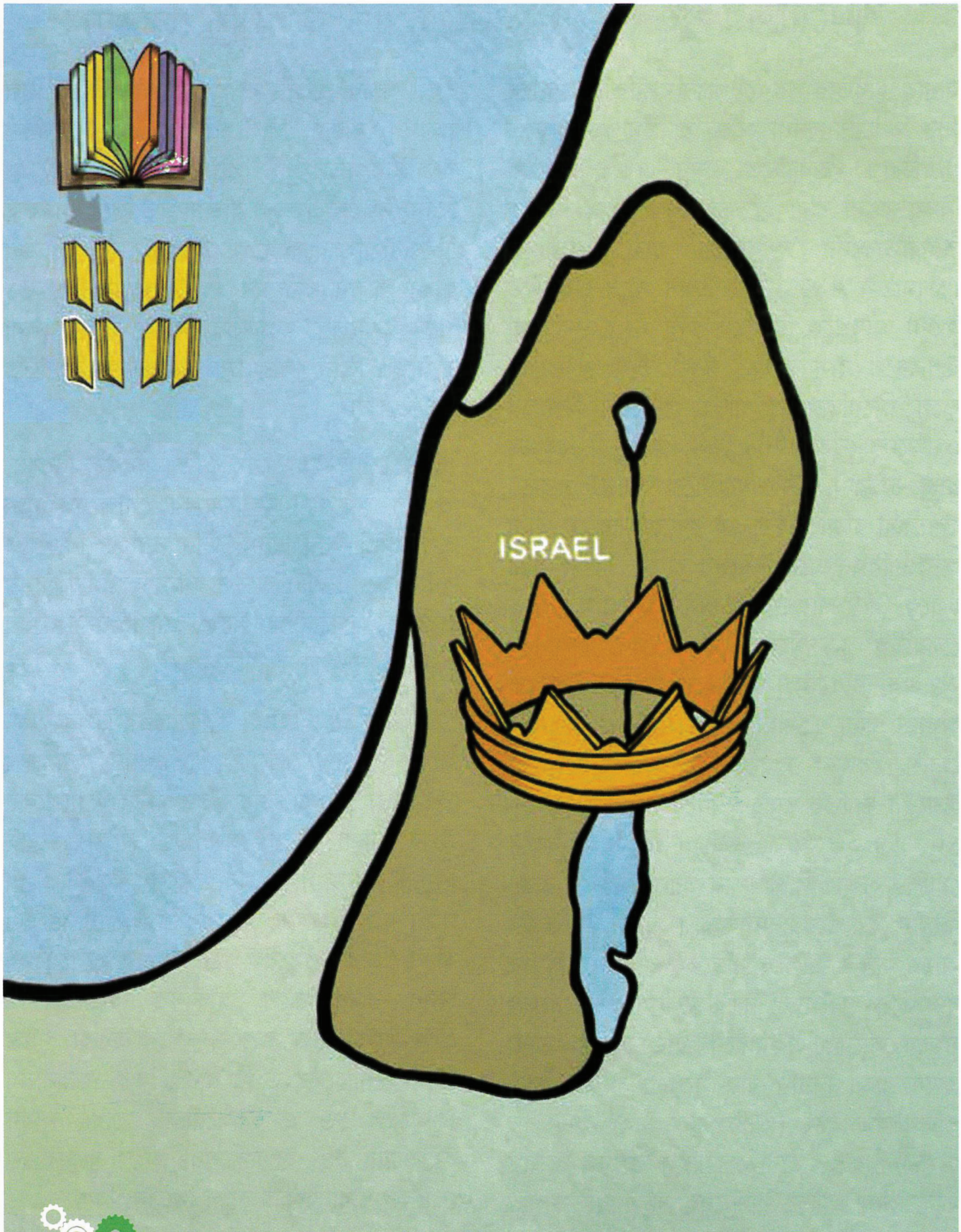
ISRAEL

শমূয়েলের পুস্তক - শমূয়েল, শৌল ও দায়ূদ (চলমান)

অধিকাংশ লোক রাজা রূপে শৌলকে স্বীকার করত। এটি প্রভু যীশুর সদৃশ। যখন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি একজন ভাববাদীর দ্বারা অভিষিক্ত ছিলেন। এই অভিষিক্তের বিষয়টি যীশুর বাপ্তিস্মের দ্বারা ঘটেছিল। যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে, ঈশ্বর স্বর্গ থেকে বাণী দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন যে যীশু "আমার পুত্র"। ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে যীশু তাঁর অভিষিক্ত রাজা! কিন্তু লোকেরা যীশুকে রাজা রূপে স্বীকার করল না। দায়ূদের মত, যীশু নির্যাতীত হলেন এবং অধিকাংশ মানুষ অন্য ব্যক্তিকে কৈসর) রাজা রূপে স্বীকার করল। যাহোক, এমন একদিন আসবে যখন সমুদয় মানুষ যীশুকে রাজা রূপে স্বীকার করবে। এভাবেই, দায়ূদের রাজত্ব খ্রীষ্টের রাজত্বের সদৃশ। দায়ূদ খ্রীষ্টের প্রতীক। অর্থাৎ তিনি অনেক ভাবেই যীশুর মত ছিলেন।

গলিয়তের উপর দায়ূদের বিজয় অন্যভাবে দায়ূদ খ্রীষ্টের মত (১শমূয়েল ১৭ পদ দেখুন)। গলিয়ত এমন একজন শত্রু ছিল যাকে ঈশ্বরের লোকেরা পরাজিত করতে পারে নাই। তাদের জন্য দায়ূদ যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন এবং এই শত্রুকে পরাজিত করলেন। দায়ূদ গলিয়তকে পরাজিত করার পর লোকেরা দায়ূদকে অনুসরণ করল ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। ঠিক একইভাবে, যীশু এজন শত্রুকে পরাজিত করলেন যাকে ঈশ্বরের লোকেরা পরাজিত করতে পারল না। ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর দ্বারা তিনি শয়তান, মৃত্যু, ও পাপকে পরাজিত করলেন। ঠিক একই ভাবে দায়ূদ গলিয়তকে পরাজিত করার পরও যুদ্ধ চলতে থাকল, সেই যুদ্ধ আজও চলছে। ঈশ্বরের লোকেরা যীশুকে অনুসরণ করছে ও যুদ্ধে যোগদান করছে। দায়ূদের রাজত্বের উপাদান ও খ্রীষ্টের রাজত্বের চিত্র একই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দায়ূদ অনেক ধর্ম্ম সংগীত লিখেছিলেন। তিনি ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের আরাধনা করতে চালিত করেছিলেন। বুদ্ধিমান প্রচারক ও শিক্ষক এই অধ্যায়গুলিতে মৌলিক বীর হিসাবে দায়ূদের উপর কেন্দ্রীভুত হবেন না। বরং, তারা দায়ূদকে খ্রীষ্টের সাথে তুলনা করতে পারেন বা তার সাথে তুলনা করে পার্থক্য করতে পারেন। এটা পরিষ্কার শমূয়েলের পুস্তকের লেখক চাননি যে পাঠক দায়ূদকে একজন যথার্থ রাজা হিসাবে দেখুক। লেখক পরিষ্কারভাবে দায়ূদের পাপের বিষয় বলেছেন (২শমূয়েল ১১ ও ২৪)। এই বিবেচনায়, দায়ূদ খ্রীষ্টের মত নয়।

২শমূয়েল ৭:১-১৭ পদ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই পদগুলি বাইবেলের বাকী অংশের বিষয় উল্লেখ করছে। ২শমূয়েল ৭ অধ্যায় **দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়মের বিষয়** বর্ণনা করছে। কখনও কখনও এটিকে **দায়ূদের নিয়ম** রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদগুলিতে, ইয়াওয়ে দায়ূদের সাথে কথা বলছেন। যাহোক, তাঁর বাক্যগুলি সব মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। ইয়াওয়ে দায়ূদকে বলছেন, "আমি তোমার পরে তোমার এক **কুল** নির্ম্মান করিব, যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, আমি **তার রাজ্য সুস্থির করিব।** আমার নামের নিমিত্ত সে এক **গৃহ নির্ম্মাণ** করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন চিরস্থায়ী করিব। আমি তাহার পিতা হইব, ও সে **আমার পুত্র** হইবে।" এটি ঈশ্বরের চিরস্থায়ী রাজা রূপে

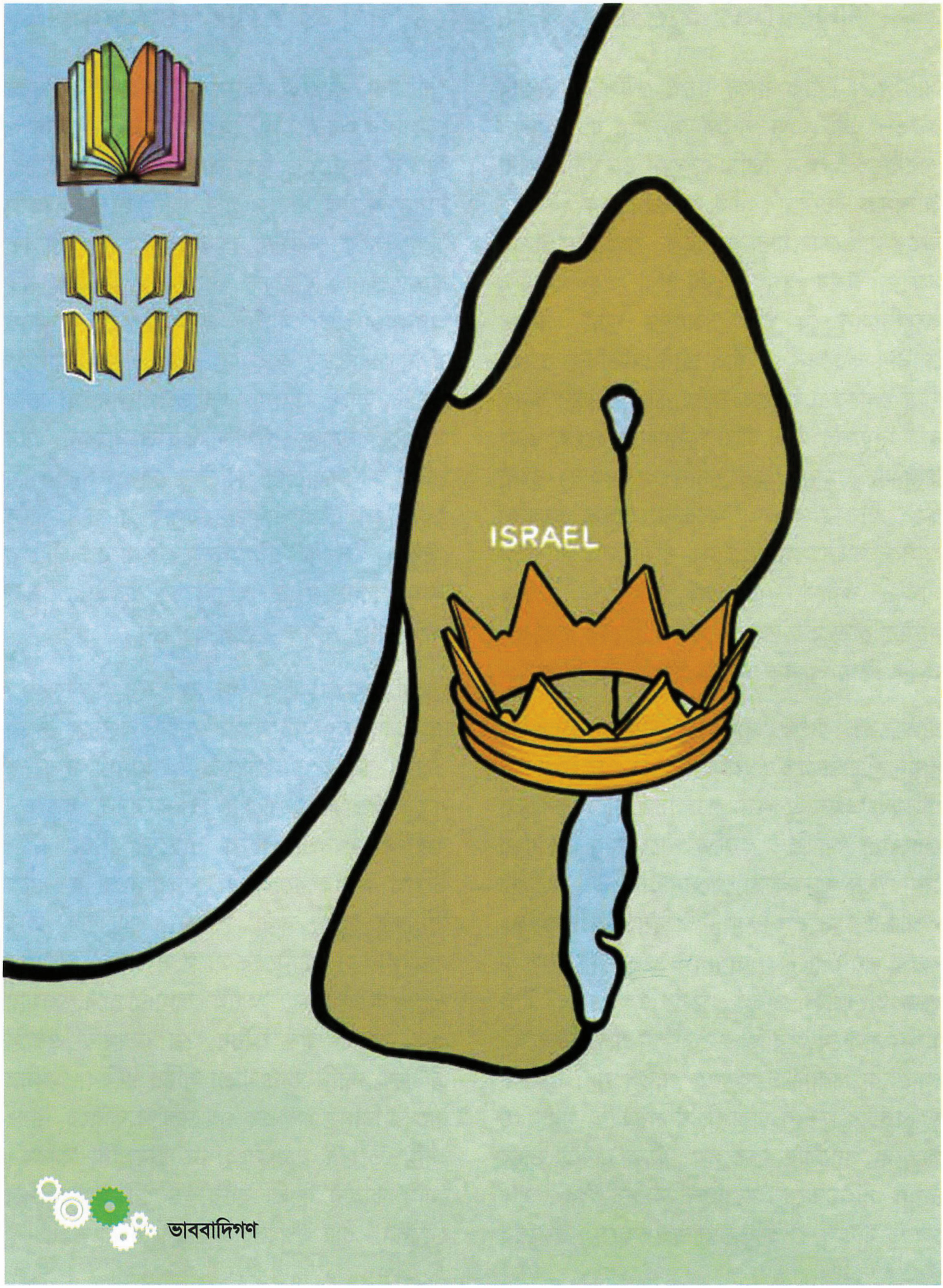
ISRAEL

শমূয়েলের পুস্তক - শমূয়েল, শৌল ও দায়ূদ (চলমান)

যীশুকে উল্লেখ করছে! যীশু দায়ূদের বংশ। এই কারণ নূতন নিয়মে লোকেরা কখনও কখনও যীশুকে "দায়ূদের পুত্র" রূপে উল্লেখ করেছেন (উদাহরণ স্বরূপ, মথি ৯:২৭, ১২:২৩, ১৫:২২, ২০:৩০-৩১, ২১:৯, ২১:১৫ ও ২২:৪২ পদ দেখুন)। এই প্রতিজ্ঞার অর্থ এই যে দায়ূদের পুত্রের অনন্তকালীয় রাজ্য থাকবে, একটি স্থান (মন্দির) নির্ম্মাণ করবে যেখানে ঈশ্বর পূজিত হবেন, এবং তাঁর পুত্র হিসাবে ঈশ্বরের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক থাকবে। যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণতা সাধন করেছেন! এটি অনেক স্থানে দেখা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে এবং যখন যীশু পর্ব্বতের উপরে ছিলেন যখন তিনি রূপান্তরিত হলেন, স্বর্গ থেকে একটি রব ঘোষিত হলো "ইনি আমার প্রিয় পুত্র!"। ঈশ্বর লোকদের বলছেন যে যীশুই সেই ব্যক্তি যিনি ২শমূয়েল ৭ অধ্যায়ের পূর্ণতা সাধন করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের পুত্র! শমূয়েলের পুস্তক থেকে এই পদগুলি নূতন নিয়মের অনেক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ভাববাদিগণের ও দলিল লেখকদের অন্য পুস্তকও উল্লেখ করেছেন। এটা প্রচারক ও শিক্ষকের বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এই পদগুলি যীশুর বিষয় বলছে! ঈশ্বরের পুত্র আসছেন। তিনি তাঁর মন্দির (গীর্জা!) নির্ম্মাণ করেছেন। তিনি চিরকাল তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবেন!

দায়ূদের রাজত্বের শেষ বর্ণনা করে ২শমূয়েল সমাপ্ত করা হয়েছে। দায়ূদের রাজত্বে অনেক সমস্যা আছে। পাপী রূপে দায়ূদকে দেখতে পাওয়া পাঠকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এটি পাঠকের সাহায্যের জন্য বরং বীর হিসাবে দায়ূদের চেয়ে যীশু খ্রীষ্টের উপর কেন্দ্রীভুত। অন্য মানুষের মত দায়ূদের একজন ত্রাণকর্তা প্রয়োজন ছিল। তিনি, পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সাধুগণের ন্যায়, খ্রীষ্টের আগমনের প্রত্যাশা করেছিলেন।

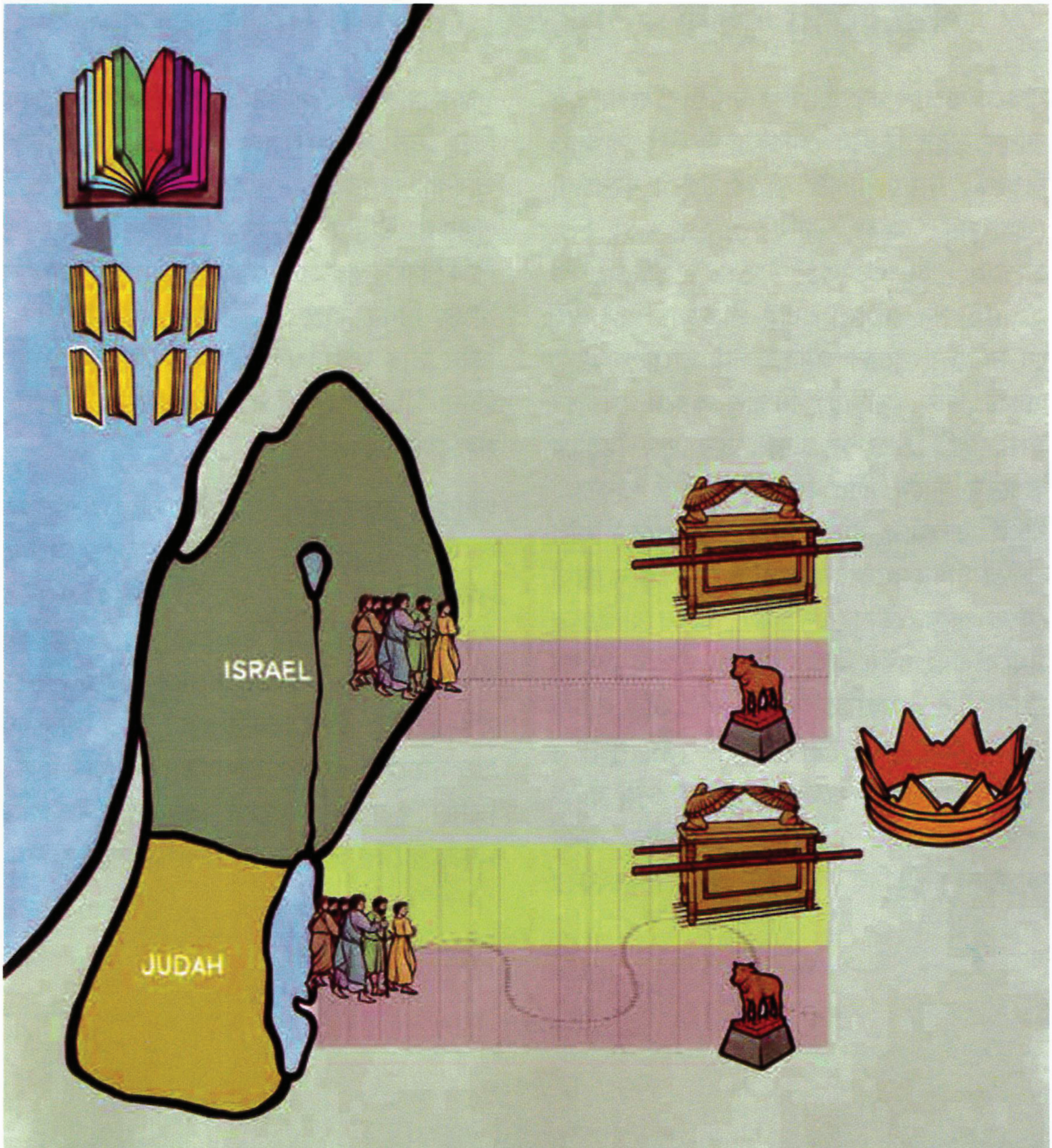
ISRAEL
JUDAH

রাজাবলি পুস্তক-নির্বাসনে যাওয়ার পূর্ব্বে ঈশ্বরের জাতির উপর রাজাদের শাসনের ইতিহাস

১-২ রাজাবলি পুস্তকটি বর্ণনামূলক (ঘটনাবহুল)। যেহেতু কবিতা ছিল শমূয়েলের পুস্তকের তাৎপর্য্যপূর্ণ অংশ, পুস্তকের শুরু ও শেষে তাদের সুপরিকল্পিত স্থাপনের কারণে, গভীরভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তারা রাজার মত সুপ্রসিদ্ধ নয়। ২রাজাবলি ১৯:২০-২৮ পদে একটি কবিতা আছে। আবার, এটি প্রচারক ও শিক্ষকদের জন্য চিহ্নিত করা ও বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেলে দেখতে পাওয়া সব ধরণের সাহিত্য কিভাবে ব্যবহার করা যাবে।

১-২ রাজাবলির লেখকের (বা লেখকগণের) কোন নাম নেই। ১-২ রাজাবলি বাস্তবিকই হিব্রুতে একটি পুস্তক। অতএব, ১-২ রাজাবলি একটি পুস্তক হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে–রাজাদের পুস্তক। রাজাবলি হলো ভাববাদীদের পুস্তকের চতুর্থ পুস্তক। এটি ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। আবার ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে দুটি পর্য্যায় রয়েছে: ইতিহাস পুস্তক (যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল ও রাজাবলি) এবং ব্যাখ্যামূলক পুস্তক (যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয় ও বার জন)।

কিন্তু যেহেতু রাজাবলি ইতিহাস পুস্তক, ভাববাদিগণের ব্যাখ্যামূলক পর্য্যায়ের অনেক পুস্তকের সাথে সরাসরি সংযুক্ত। যিশাইয়, যিরমিয়, হোশেয়, আমোষ, যোনা, মীখা, নহূম, হবক্কুক, ও সফনিয় তারা সকলেই রাজাদের সময়ের বর্ণনা লিখেছিলেন। এই কারণ, রাজাবলি পুস্তক ভাববাদিগণের ব্যাখ্যামূলক পুস্তকের সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত। রাজাবলি পুস্তক সংবাদের আবশ্যকীয় পটভুমিকার সাথে ভাববাদিগণের পাঠকদের প্রস্তুত করে রেখেছে। (যোয়েল সম্ভবত: রাজাদের সময়ের বর্ণনা লিখেছিলেন। যিহিস্কেল, ওবদিয়, হগয়, সখরিয়, ও মালাখি রাজাদের সময়ের পরের বর্ণনা লিখেছিলেন।)

যখন শমূয়েলের পুস্তকের শেষ হলো তখন রাজাবলি শুরু হয়েছে। এটা দায়ূদের রাজত্বের শেষের বর্ণনা ও শলোমনের রাজত্বে শুরুর বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথমে, এটি মনে হয়েছে যে শলোমন ২শমূয়েল ৭:১-১৭ পদে বর্ণিত "চিরস্থায়ী" প্রতিজ্ঞাত রাজা হতে পারেন। তাকে ঈশ্বর কর্তৃক মহা জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিল, তিনি ঈশ্বরকে প্রেম করতেন, এবং তিনি মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েলকে একটি স্বর্ণযুগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (১রাজাবলি ১-১০)। তার রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের প্রতীক। অর্থাৎ তার রাজত্ব ছিল যীশু খ্রীষ্টের রাজত্বের প্রতিচ্ছবি। বুদ্ধিমান প্রচারক বা শিক্ষক খ্রীষ্টের অনন্তকালীয় রাজত্ব সম্পর্কে শলোমনের প্রারম্ভিক বৎসরগুলির বিষয়ে কথা বলার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

যাহোক, শলোমনের পরবর্তী বৎসরগুলি খ্রীষ্টের রাজত্বের মত নয়। সে অন্য দেবতাদের পূজা করতে শুরু করেছিল। সে দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৪-২০ পদে মোশি দ্বারা প্রদত্ত রাজা সম্বন্ধীয় বিধান ভঙ্গ করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, সে অনেক অশ্ব সংগ্রহ করেছিল, সে অনেক ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিল, এবং সে নিজের জন্য প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য ও স্বর্ণ সংগ্রহ করেছিল।

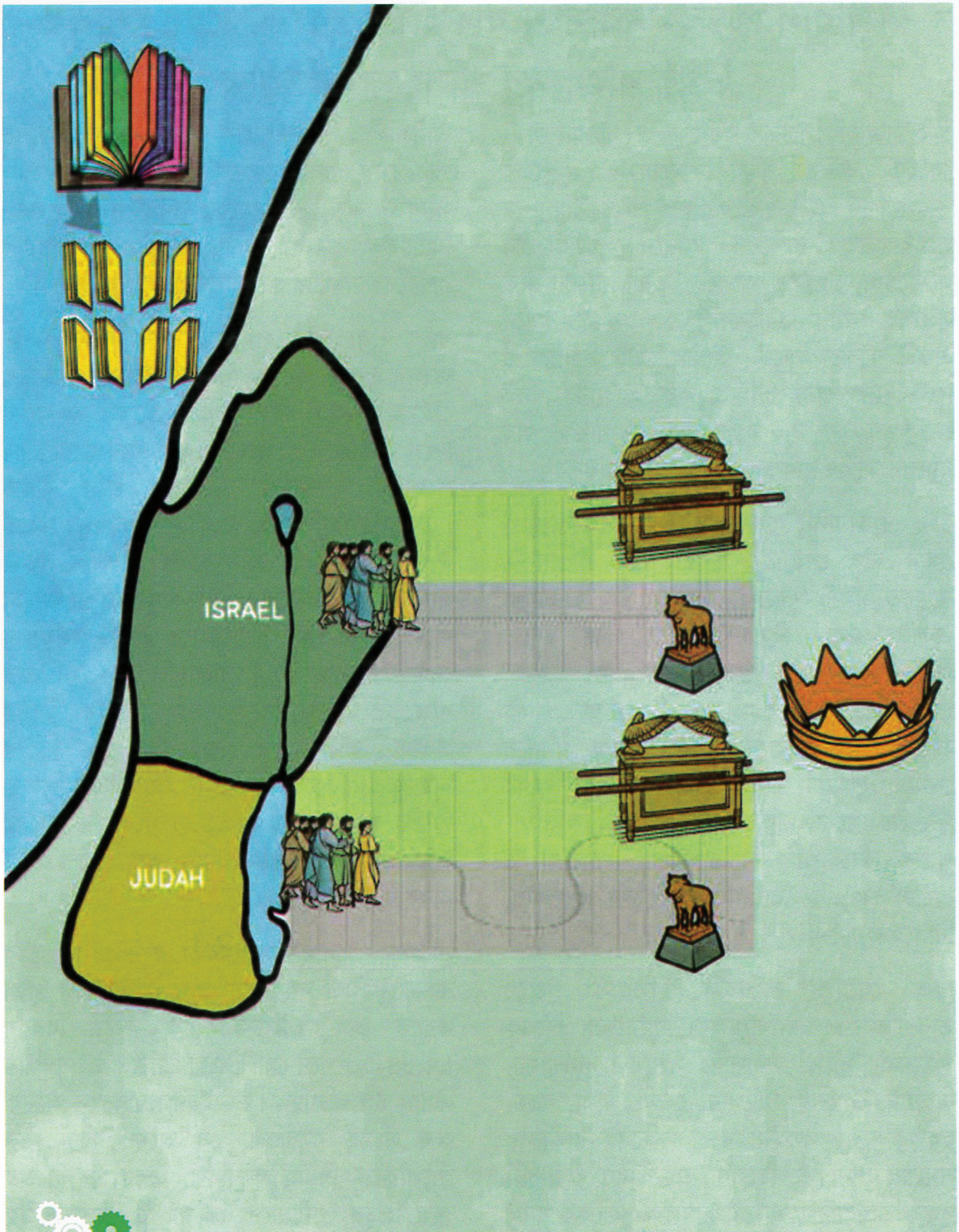
ISRAEL
JUDAH

রাজাবলি পুস্তক-নির্বাসনে যাওয়ার পূর্ব্বে ঈশ্বরের জাতির উপর রাজাদের শাসনের ইতিহাস (চলমান)

শলোমনের অবাধ্যতার কারণে, ইস্রায়েলের একীভুত রাজ্য ভেঙ্গে দুই রাজ্যে পরিণত হয়েছিল–দক্ষিণে যিহূদা রাজ্য ও উত্তরে ইস্রায়েল রাজ্য (১রাজাবলি ১২:১৬-২৪ পদ দেখুন)। রাজা দায়ূদের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাজগণ যিহূদা শাসন করত। যে রাজাগণ রাজা দায়ূদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না তারা ইস্রায়েল শাসন করত। এই শাসনের শুরু থেকেই ইস্রায়েলের উত্তরাংশের রাজ্য প্রতীমা পূজা রূপ মহাদোষে দোষি ছিল। ইস্রায়েলের প্রথম রাজা ইস্রায়েলে দুটি স্বর্ণের গো-বৎসের মুর্তি স্থাপন করেছিল (১রাজাবলি ১২:২৫-৩৩)। সে চাইত না যে ইস্রায়েলের লোকেরা দক্ষিণের যিহুদা রাজ্যের মন্দিরে যাতায়াত করুক। ইস্রায়েলের লোকেরা স্বর্ণময় গো-বৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল। ইস্রায়েলের কোন রাজাই (উত্তরাংশের) সমস্ত অন্তঃকরণের সাথে ঈশ্বরের সেবা করত না। তাদের কেহই একজন অন্যজনকে প্রতিমাপূজা করতে বাধা দিত না। যিহূদার কয়েকজন রাজাও প্রতীমা পূজা করতে বাধা দিত না। তাদের মধ্যে কয়েকজন ইয়াওয়ের বাধ্যতায় চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু রাজাদের অনেকেই কেবল আংশিকভাবে বাধ্য ছিল। এভাবে, যেহেতু যিহূদা ইস্রায়েলের মত পূর্ণরূপে প্রতীমা পূজায় আসক্ত ছিল না, এটা ছিল ইয়াওয়ের প্রতি অবাধ্যতায় গমণাগমনের অপরাধ।

রাজাবলি পুস্তকগুলির মধ্যে ঘটনাবলীর বর্ণনা পর্য্যায়ক্রমে ইস্রায়েল দেশ ও যিহূদা দেশে সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু ইস্রায়েল ও যিহূদাতে রাজগণের শাসনের উপর প্রচুর পরিমাণে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল, সেহেতু রাজাবলি পুস্তকে ভাববাদিগণের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভুত যারা এই সময় কালে ইস্রায়েলে মহৎ অলৌকিক কার্য্য সাধন করেছিলেন। দুইজন ভাববাদী, নির্দিষ্টভাবে, এলিয় ও ইলিশায়ের উপর কেন্দ্রীভুত। এই একই ভাবে ঐ রাজগণ খ্রীষ্টের প্রতীক স্বরূপ, ভাববাদীগণ খ্রীষ্টের প্রতীক। তাদের অলৌকিক কার্য্যগুলি তাদের কার্য্যের ক্ষুদ্র চিত্র যা যীশু লোকদের মধ্যে সাধন করেছিলেন। যীশু মৌলিক রাজা, এবং তিনি মৌলিক ভাববাদী। (তিনি মৌলিক যাজক, সেই কারণ যাজকগণ রাজগণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে কেন্দ্রীভুত নন।)

রাজাবলি পুস্তক বর্ণনা করছে যে ইয়াওয়েকে অনুসরণ করতে ঈশ্বরের লোকদের একজন ঐশ্বরিক রাজা প্রয়োজন। এই পুস্তক আরও বর্ণনা করছে যে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার রাজাদের মধ্যে (এমনকি ঐশ্বরিক ভাবে একজন) কেহই লোকদের হৃদয় পরিবর্তন করতে সমর্থ হননি। এরূপে, এই পুস্তক একজন উত্তম রাজার জন্য বলবতী আকাংখা তৈরী করেছে। যেহেতু রাজাবলি পুস্তকে ঐশ্বরিক রাজাদের বিষয় আছে, এই সকল রাজাদের সমস্যা একই: মৃত্যু। রাজাবলি পুস্তক একজন রাজার জন্য বলবতী আকাংখা তৈরী করেছে যিনি অনন্তকাল রাজত্ব করবেন!

ভাববাদিগণের গুরুত্বপূর্ণ বাক্য ও কার্য্য

রাজাবলি পুস্তকের লেখক ইস্রায়েল ও যিহূদার রাজাদের বাধ্যতা বা অবাধ্যতা ও কার্য্যের উপর এবং ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকদের বাধ্যতা বা অবাধ্যতা ও কার্য্যের উপর কেন্দ্রীভুত করেছেন। কিন্তু অন্য আর এক দল লোক রাজাবলি পুস্তকের মধ্যে কেন্দ্রীভুত। লেখক এই সময় কালের মধ্যে ভাববাদিগণের কার্য্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মনোযোগ আকর্ষণ করতে কেন্দ্রীভুত করেছেন। রাজাবলি পুস্তকে কয়েকজন ভাববাদীর নাম উল্লেখ নেই। রাজাবলির লেখক নির্দিষ্টভাবে দুইজন ভাববাদীর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন: এলিয় ও ইলিশায়।

স্মরণ করুন, ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে দুই পর্য্যায়ের পুস্তক আছে। যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল, ও রাজাবলি ঐতিহাসিক পুস্তক। এই পুস্তকগুলিতে যিহোশূয়ের সময় থেকে ইস্রায়েল দুই জাতিতে (ইস্রায়েল ও যিহূদা) বিভক্ত হওয়া পর্য্যন্ত এবং বাবিল কর্তৃক যিহূদার পরাজয় ও নির্বাসন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল জাতির ইতিহাস লিখিত আছে। যিরমিয়, যিশাইয়, যিহিস্কেল, ও বারটি পুস্তক ব্যাখ্যামূলক। ঐ একই সময়ের ভাববাদিগণের মন্তব্য পুস্তকগুলিতে লিখিত আছে।

একই ভাবে ভাববাদিগণের পুস্তক দুই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে, এই দুই পর্য্যায়ের পুস্তকগুলির ভাববাদিগণের মধ্যেভাববাদিগণকে দুই পর্য্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্য্যায়ের পুস্তকগুলিতে ভাববাদিগণ (যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল, রাজাবলি) তাদের কার্য্য দ্বারা সুপরিচিত। এটি উপযুক্ত, কারণ ভাববাদিগনের পুস্তকের প্রথম পর্য্যায় ইস্রায়েলের ইতিহাস (বা কার্য্য) সম্পর্কীত। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পুস্তকের ভাববাদিগণ তাদের বাক্যের দ্বারা সুপরিচিত। এটি উপযুক্ত, কারণ ভাববাদিগণের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পুস্তক সেই সময়ে ইস্রায়েলের প্রতি সরাসরি ভাববাদিগণের বাক্য।

ভাববাদিগনের এই প্রথম পর্য্যায়ের পুস্তকের লেখক ভাববাদিগণের কার্য্যের উপর কেন্দ্রীভুত কারণ ভাববাদিগণের কার্য্য সেই সময়ে ঈশ্বরের ক্ষমতার বিষয় মনে করিয়ে দেয়। তারা এই বিষয় প্রকাশ করেছিল যে ঈশ্বর যথার্থ এবং লোকদের প্রতিমাপূজার কারণে তাদের অনুতাপ করা প্রয়োজন।

তা ছাড়া, ভাববাদিগনের কার্য্য প্রকাশ করার অভিপ্রেত ছিল যে বাল দেবতা মিথ্যা। ভাববাদীদের কার্য্যগুলি বালের ক্ষমতা ও পরিচিতিকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছিল। ভাববাদীদের দ্বারা অন্য দেবতাদের এই উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যাচারকে কখনও কখনও বিতর্কমূলক ধর্ম্মতত্ত্ব নামে আখ্যায়িত করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এলিয়ের সময়ে সাড়ে তিন বছরের দুর্ভিক্ষের উদ্দেশ্য ছিল বালের মিথ্যাচার, কারণ ইস্রায়েলীয়রা ভেবেছিল বালের পূজা করলে তাদের ভুমি অতিশয় ফলোৎপাদী হবে। বালের মুর্ত্তিতে তার হাতে একটি আলোক বর্ত্তিকা ধরা থাকত। এটি প্রকাশ করত যে সে বৃষ্টির দেবতা। বস্তুত: এলিয়ের কথাতেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল (১রাজাবলি ১৭:১ পদ দেখুন) এবং বালের মিথ্যা প্রদর্শনের অভিপ্রেতের কারণে (১রাজাবলি ১৮:৪১-৪৬) এলিয় প্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হলো না। বাল আবহাওয়ার দেবতা, বৃষ্টি ঘটাতে পারে না।! বাল সম্পর্কে প্রাচীন কাহিনী আছে, বালের প্রতিচ্ছবি ছিল সে রথে করে স্বর্গে আরোহন করছে। এভাবে, এলিয় আহাবের রথের আগে আগে দৌড়াতে লাগলেন যা প্রকাশ করছে যে ইয়াওয়ের ভাববাদী, বাল ও তার রথের চেয়ে দ্রুত বেগে আগে আগে দৌড়াচ্ছে! এটা ছিল বালের মিথ্যা প্রদর্শন। তাই তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করতে আহ্বান করা হলো ও জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে বলা হলো।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২০-২২ পদে কিভাবে ইস্রায়েলীয়রা প্রকৃত ও মিথ্যা ভাববাদী চিনতে পারবে এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তাদের মিথ্যা ভাববাদী গ্রহণের উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে ভাববাদীদের মাধ্যমে প্রদত্ত ঈশ্বরের বাক্য তারা মানে নাই।

ভাববাদীগণ দ্বারা সাধিত অলৌকিক কার্য্য খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্যের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে

পুরাতন নিয়মের অনেক পুস্তকে ঈশ্বরের ভাববাদীদের দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য সাধনের বিষয় আছে। রাজাবলির পাঠক, আমরা ইস্রায়েল ও যিহূদার ভাববাদীদের দ্বারা নির্দিষ্টভাবে অনেক অলৌকিক কার্য্য সাধনের বিষয় পড়ব। ভাববাদিগণের অলৌকিক কার্য্যের উপর আমরা মনোযোগ সহকারে ধ্যান করব। তারা ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করেছেন ও প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে (দুষ্ট রাজা ও সৃষ্টি সহ) এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তারা এই প্রমাণ দিয়েছিল যে তাদের মহা দুষ্টতার সময়েও ঈশ্বর স্বর্গে প্রভুত্ব করছিলেন। তিনি পাপের বিচার করেন। তারা এই প্রমাণ দিয়েছিল যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু পুরাতন নিয়মের ঘটনাবলীর চেয়েও অলৌকিক কার্য্য অধিক। নূতন নিয়মে সম্পাদিত অলৌকিক কার্য্যের সাথেও তারা সংযুক্ত হবেন। বিশেষত: বুদ্ধিমান প্রচারক ও শিক্ষক যীশু দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক কার্য্যের সাথে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের অলৌকিক কার্য্য সংযুক্ত করবেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ খ্রীষ্টের প্রতীক। এর অর্থ তাদের অলৌকিক কার্য্য, যে কোন ভাবে, খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্য ও যাজকত্বের প্রতিচ্ছবি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এলিয় একজন মৃত বালককে জীবিত করলেন (১রাজাবলি ১৭:১৭-২৪) যা পাঠককে খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে উত্থিত হওয়ার বিষয় মনে করিয়ে দেয়। পরিশেষে, খ্রীষ্ট কেবল এক ব্যক্তিকে উত্থাপন করেননি। তিনি প্রত্যেককে উত্থাপন করেছেন যারা তাঁতে আছে! যখন এলিয় সারিপথের বিধবার খাদ্য বৃদ্ধি করলেন (১রাজাবলি ১৭:৮-১৬), এটা ছিল ঈশ্বরের লোকদের সর্বদা যীশুর সাক্ষাত পাওয়ার প্রতিচ্ছবি যা খুবই প্রয়োজন! তিনিই জীবন খাদ্য (যোহন ৬:২২-৫৯ পদ দেখুন)। যীশু বললেন তিনি ছিলেন একজন ভাববাদী (মথি ১৩:৫৭ পদ দেখুন)। তা ছাড়া, খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্য প্রমাণ দেয় যে তিনি একজন ভাববাদী। তিনি পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ন্যায় অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। যীশুর সময়ের লোকেরা স্বীকার করত যে তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন। কেননা তারা বলত, "তিনি একজন ভাববাদী" (মথি ১৬:১৪, ২১:১১, মার্ক ৬:১৫ ও ৮:২৮)। কিন্তু যীশু " একজন ভাববাদী" অপেক্ষা অধিক। তাঁর কার্য্য প্রকাশ করছে যে তিনি "ভাববাদী"। তিনি ভাববাদী, মোশি তাঁর সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ পদে লিখেছিলেন (প্রেরিত ৩:১৭-২৬ পদে দেখুন)। কারণ তিনি ঈশ্বর কর্তৃক "ভাববাদী" রূপে উত্থিত হয়েছেন, সকল মানুষ তাঁর আজ্ঞা শুনবে ও বাক্য সকল পালন করবে। যীশু সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য স্মরণ করুন যখন তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন: "পরে একখানি মেঘ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; আর সেই মেঘ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর কথা শুন।' (মার্ক ৯:৭)। এই বাক্যগুলি পুত্রের কথা শুনবার বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায়ে "ভাববাদীর" কথা শুনবার বিষয়ের সাথে সংযুক্ত। এই বাক্যগুলি প্রকাশ করছে যে যীশু ঈশ্বরের মৌলিক মুখপাত্র। একই ভাবে ইস্রায়েলের লোকেরা ভাববাদীর কথা শুনত যাকে তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, সকল মানুষ খ্রীষ্টের বাক্য শুনবে। যীশুর অলৌকিক কার্য্যের চিহ্নগুলি যোহন ২০:৩০-৩১ পদে দেখুন। জাগতিক চিহ্নগুলি দ্বারা মহত্তর কোন কিছু নির্দেশ করছে। যীশুর অলৌকিক কার্য্যের চিহ্নগুলি তাঁর ক্ষমতা ও মহত্ত্বতা ও ঈশ্বরের দয়া নির্দেশ করছে।

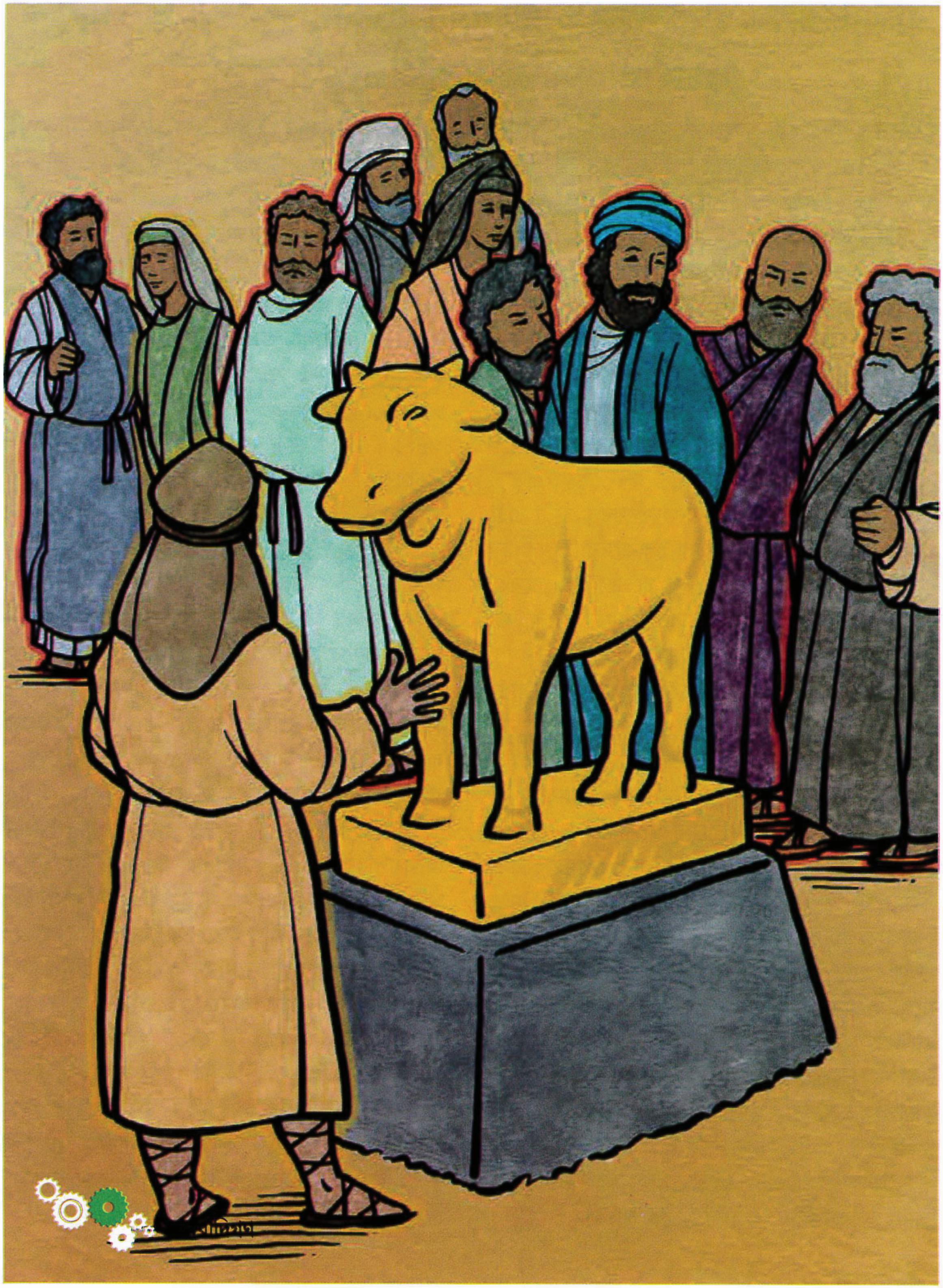

ভাববাদিগণের দ্বিতীয় অংশের পুস্তকগুলি কিভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি তিন ভাগে সাজানো (লূক ২৪:৪৪ পদ দেখুন)। এই ভাগেগুলিকে ব্যবস্থা, ভাববাদিগণ ও লিখিত দলিল রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে (লিখিত দলিলগুলিকে কখনও কখনও গীতসংহিতা বলা হয়)। ভাববাদিগণের পুস্তকগুলির দলকে দুই বিভাগে ভগ্ন করা যেতে পারে। প্রথম বিভাগের পুস্তকগুলি ইস্রায়েলের লোকদের ইতিহাসের উপর কেন্দ্রীভুত। এই পুস্তকগুলি যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল, ও রাজাবলি। দ্বিতীয় বিভাগের পুস্তকগুলি প্রাথমিকভাবে ইতিহাস পুস্তক নয়। এই পুস্তকগুলি ব্যাখ্যামূলক। ইস্রায়েলের কার্য্যের উপর পুস্তকগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন না কোন ভাবে এই পুস্তকগুলি ধর্ম্মোপদেশ সংগ্রহের মত। "ব্যাখ্যামূলক" পুস্তকের ভাববাদিগণের বিভাগ হলো যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয় ও "বার জন"। "বার জন" বলতে ১২টি অপেক্ষাকৃত ছোট ভাববাদী পুস্তককে উল্লেখ করা হয়েছে: হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহূম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি। যেহেতু এই "বারটি" অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাখ্যামূলক পুস্তক সম্পূর্ণ পৃথক, একটি পুস্তকে যিহূদী সম্পৃক্ততা আছে। এভাবে, ভাববাদিগণের ইতিহাস বিভাগে চারটি পুস্তক আছে (যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, শমূয়েল ও রাজাবলি) এবং ভাববাদিগণের ব্যাখ্যামূলক বিভাগে চারটি পুস্তক আছে (যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ও "বার জন")।

যেহেতু ভাববাদিগণের ইতিহাস বিভাগের পুস্তকগুলি সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে, ভাববাদিগণের ব্যাখ্যামূলক বিভাগের পুস্তকগুলি আকার অনুসারে সাজানো হয়েছে। যিরমিয় সবচেয়ে দীর্ঘতম পুস্তক। অতএব ভাববাদিগণের পুস্তকগুলির মধ্যে এটি প্রথম। (বাইবেলের আধুনিক সংস্করণে এটি প্রথম পুস্তক নয়।) দ্বিতীয় দীর্ঘতম পুস্তক হলো যিহিস্কেল। তৃতীয় দীর্ঘতম পুস্তক হলো যিশাইয়। আর সবচেয়ে ছোট পুস্তক হলো "বারটি"।

কখনও কখনও, যিরমিয়, যিহিস্কেল ও যিশাইয়কে "অপেক্ষাকৃত বড়" ভাববাদী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে তারা "অপেক্ষাকৃত ছোট" ভাববাদীদের ("বারটি") চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটা এই অর্থ করে যে তাদের পুস্তকগুলি "অপেক্ষাকৃত ছোট" ভাববাদীদের পুস্তকগুলি অপেক্ষা বৃহত্তর। "অপেক্ষাকৃত বড়" ভাববাদী ও "অপেক্ষাকৃত ছোট" ভাববাদী সকলেই ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণীত। পুস্তকগুলি সত্য এবং তা অধ্যায়ন করা আবশ্যক।

ভাববাদিগণের ব্যাখ্যামূলক বিভাগে প্রধান বিষয় হলো ইস্রায়েল ও যিহূদার প্রতিমাপূজার কারণে তাদের উপর বিচার দন্ড নেমে আসছে। ভাববাদী ইস্রায়েল ও যিহূদাকে তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করতে বলছেন। লোকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত আর কেহই অনুতাপ করতে চায়নি। পরিবর্তে, তারা ভাববাদীদের তাড়না করেছে ও হত্যা করেছে (মথি ৫:১২, ২৩:২৯, ২৩:৩৪-৩৭, ও লূক ১১:৪৭ পদ দেখুন)। ভাববাদীদের হত্যা করা ছিল মহা অপরাধ। এটা ঈশ্বরকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টা!

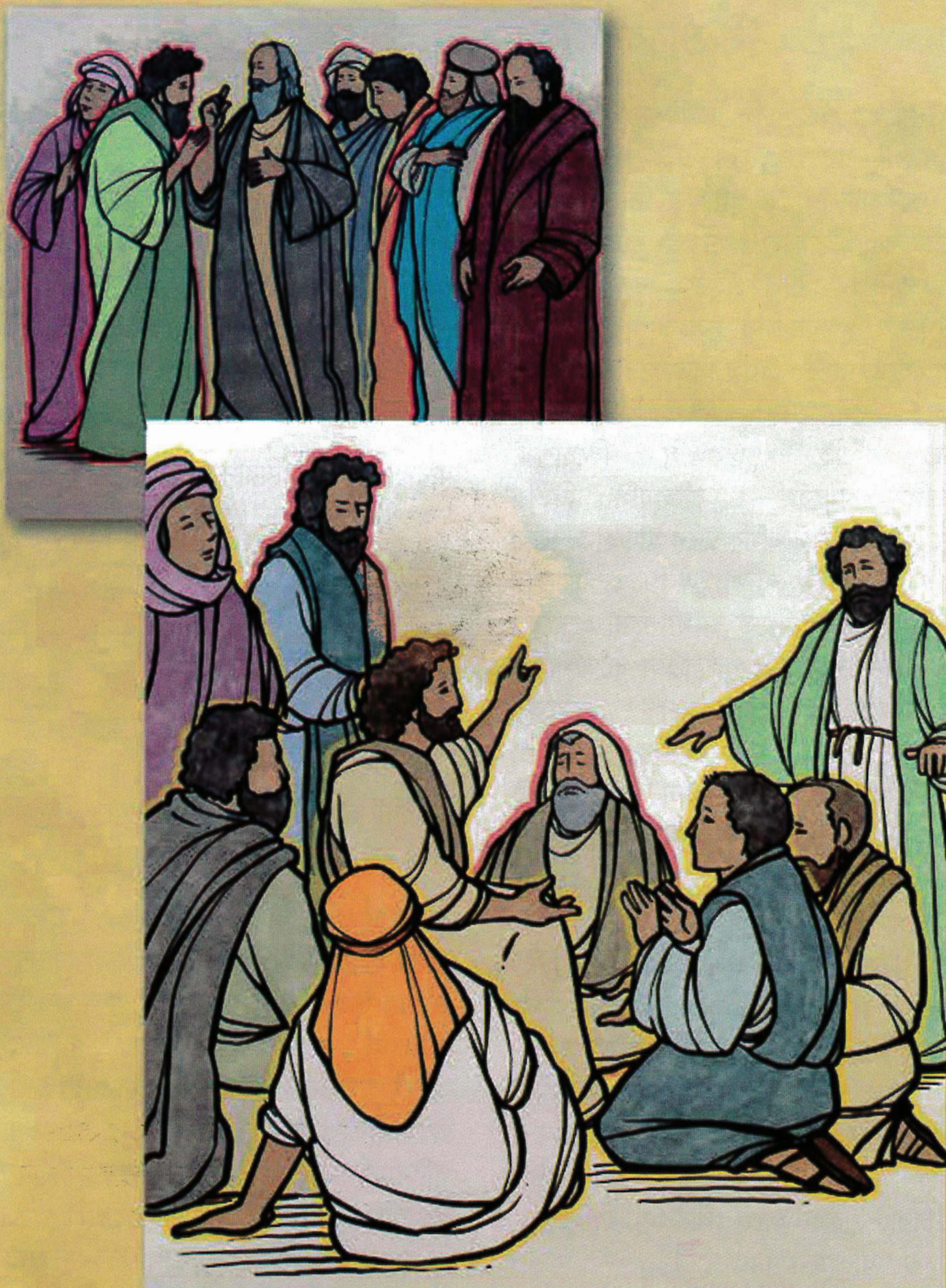

ভাববাদিগণ দ্বারা বলা বাক্যগুলি খ্রীষ্টের বাণীর জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে

"ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক পুস্তকের মধ্যে ঈশ্বর ও তাঁর পথ ও তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে শিক্ষা সংযুক্ত। এই ভাববাদিহণের পুস্তকের শিক্ষাগুলির উপর মনোযোগ সহ ধ্যান করা আবশ্যক। নূতন নিয়মে কিভাবে এই শিক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে, এটি পরিষ্কার এই শিক্ষাগুলি আজ খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা অধ্যায়ন করা ও ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু একইভাবে/পুরাতন নিয়মে ভাববাদিগণের দ্বারা/অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হয়েছে যা আজ আমাদের যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করিতে দেয়, পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণের শিক্ষা ও বাক্যগুলি যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধিমান প্রচারক বা শিক্ষক পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণের বাক্যের সাথে যীশুর শিক্ষা সংযুক্ত করবে। তিনি বাক্যে ও কার্য্যে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ পদে বলা তিনি সেই "ভাববাদী" (আরও প্রেরিত ৩:১৭-২৬/পদ দেখুন)। কারণ তিনি "ভাববাদী" রূপে ঈশ্বর কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছেন, সমস্ত মানুষকে তাঁর কথা শুনতে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তারা তাঁর বাক্য পালন করবে।

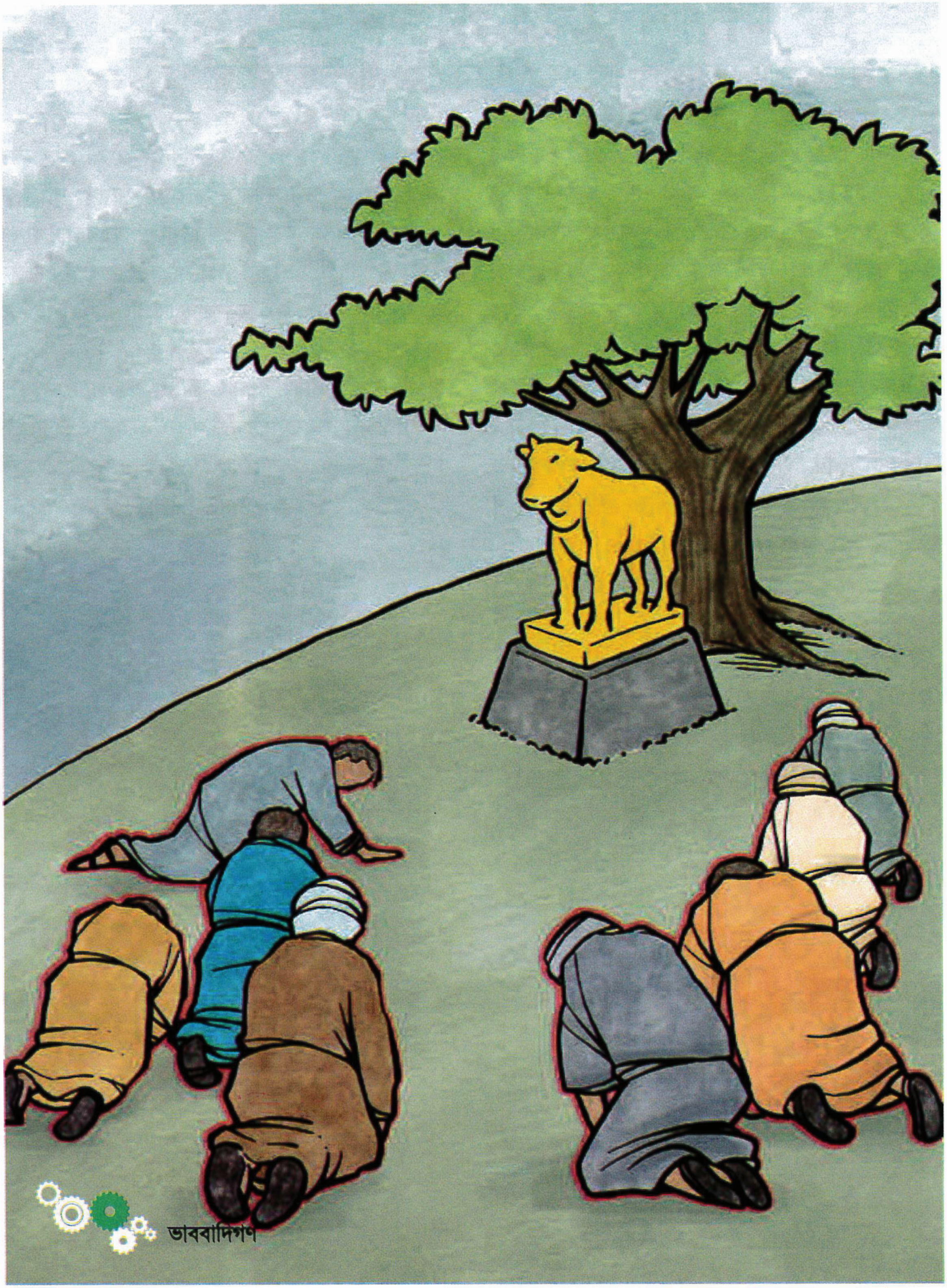

ইস্রায়েল অনেক দেবতার উদ্দেশে আরাধনা করত

একমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন। একমাত্র তিনিই পুজিত হবেন। এটি পুরাতন নিয়মের ও নূতন নিয়মের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে। ইয়াওয়ে ঘোষণা করেছেন যে তিনিই "স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর" (যাত্রা: ২০:৫, ৩৪:১৪, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৪, ৫:৯, ৬:১৫, ৩২:২১ ও যিহোশূয় ২৪:১৯)। তিনি অন্য কাউকে ঈশ্বর বলে মানবেন না। ইস্রায়েল একমাত্র ইয়াওয়ের কাছে আরাধনা করতে আদেশপ্রাপ্ত (যাত্রা: ২০:৩-৫ পদ দেখুন)। তাদের বারংবার এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে যদি তারা অন্য দেবতার সেবা করে, তারা প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে বিতাড়িত হবে (উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-২৬ ও ৩০:১৭-১৮ পদ দেখুন)। যখন যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ইস্রায়েল প্রতিজ্ঞাত ভুমিতে প্রবেশ করল, তখন তারা ঐ ভুমিতে থাকা জাতিসমুহকে ধ্বংস করল কারণ ঐ জাতিগণ মুর্তি পূজারী। এই জাতিগণ "প্রত্যেক সবুজ গাছের নীচে ও পর্ব্বতের উপরে" মুর্তি পূজা করত (দ্বিতীয় বিবরণ ১২:২ পদ দেখুন)। অর্থাৎ ইস্রায়েলের পূর্বে ঐ ভুমিতে যে সব জাতিগণ ছিল তারা ঐ দেশের সর্বত্র মুর্তি পূজা করত। যেখানেই তারা একটি উপযুক্ত স্থান দেখতে পেত, সেখানেই তারা মিথ্যা দেবতার বেদী নির্ম্মাণ করত। ইস্রায়েলীয় লোকদের সতর্ক করা হয়েছিল যেন তারা অন্য দেবতার সেবাকারী ঐ জাতিগণের সাথে কোন প্রকার কুটুম্বিতা না করে। ইস্রায়েল এই আজ্ঞা পালন করে নাই। পরিবর্তে, ইস্রায়েল লোকেরা ঐ জাতিগণের দেবতাদের সেবা করেছে। তারা অন্য জাতির লোকদের সাথে কুটুম্বিতা করেছে। তারা অন্য জাতির লোকদের মত কার্য্য করতে ও অন্য জাতির পুজারিদের মত পুজা করতে শুরু করল। বস্তুতঃ পরজাতিগণ যেভাবে কার্য্য করত ইস্রায়েলও সেইভাবে কার্য্য করল! তারা প্রত্যেক "উঁচু পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক সবুজ বৃক্ষের নীচে" মুর্তি স্থাপন করল (১রাজাবলি ১৪:২৩, ২রাজাবলি ১৬:৪, ১৭:১০, যিরমিয় ২:২০, ৩:৬, ১৭:২, যিহিস্কেল ৬:১৩, ও ২বংশাবলি ২৮:৪)! ভাববাদী ইস্রায়েল লোকদের মুর্তি পূজা সম্পর্কে সতর্ক করল। তারা লোকদের মনে করিয়ে দিল পাপের জন্য অনুতপ্ত না হলে কি ঘটবে। কিন্তু লোকেরা অনুতপ্ত হলো না। পরিবর্তে, তারা ভাববাদীদের হত্যা করল। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, এলিয় কিভাবে তার সময়ে লোকদের কার্য্য সম্পর্কে কথা বলেছিলেন (১রাজাবলি ১৯:১০-১৪)।

"ভাববাদিগণের" ব্যাখ্যামূলক বিভাগে ইস্রায়েল লোকদের মুর্তি পূজা ও তার শাস্তি সম্পর্কে অনেক সতর্কবাণী আছে যা তাদের মুর্তি পূজার কারণে তাদের উপরে আসবে।

ভাববাদিগণ

সীনয় পর্ব্বতে সৃষ্ট নিয়ম পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ বার বার উল্লেখ করতেন

কখনও কখনও, লোকেরা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের বিষয় কথা বলে যাদের প্রাথমিক ভুমিকা ছিল ভবিষ্যতের ভাববাণী করা। যেহেতু এটা তাদের কার্য্যের একটি অংশ ছিল, তথাপি তাদের মূল বিষয় ছিল অনেক পূর্বে সংঘটিত বিষয়ে কথা বলা। তারা ইস্রায়েল লোকদের মনে করিয়ে দিত যে সীনয় পর্ব্বতে ইয়াওয়ের সাথে তাদের যে নিয়ম স্থাপিত হয়েছিল (যাত্রা ২০:২৪)। এরূপে, যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয় ও বার জন অবিরত আজ্ঞাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতেন যা ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত হয়েছিল। ভাববাদিগণ ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকদের ইয়াওয়ের সাথে তাদের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তারা ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকদের নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্তের বিষয় সতর্ক করতেন। এই ভাবে, ভাববাদিগণ আধুনিক পুলিশ কর্ম্মকর্তাদের মত কার্য্য করতেন। তারা নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে ইস্রায়েল লোকদের অভিযুক্ত করতেন।

মোশির পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ) ভাববাদীদের সময়ে শত শত বৎসর পূর্বে লিখিত হয়েছিল। ইস্রায়েলে এটা ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল, মোশির পরবর্তী সময়ে ভাববাদিগণ নিয়মিতভাবে মোশির পুস্তক উল্লেখ করতেন। এটি স্পষ্ট যে ভাববাদিগণ ব্যবস্থা পুস্তক পড়তেন (অন্য নাম হলো মোশির পুস্তক), এটা বুঝতেন, এটা বিশ্বাস করতেন, এবং ঈশ্বরের লোকদের প্রতি এই প্রত্যাশা ছিল যা এতে লিখিত হয়েছে তা তারা পালন করবে।

ভাববাদিগণ গঠনমূলকভাবে তাদের পুস্তকে ব্যবস্থা একীভুত করতেন। তারা ব্যবস্থা পুস্তক থেকে সরাসরি ভাষা গ্রহণ করে ব্যবহার করতেন। তারা মোশির পুস্তক থেকে কাহিনী ও লোকদের বিষয় উল্লেখ করতেন। তারা অবিরত লোকদের সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পাদিত নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিতেন। আর তারা মোশির পুস্তকের লিখিত ঘটনাবলি মানদন্ড রূপে ব্যবহার করতেন যা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, যিরমিয়, যিশাইয়,ও হোশেয় পরিষ্কারভাবে **দ্বিতীয় যাত্রার ঘটনা সম্পর্কে** কথা বলেছেন। তারা প্রথম যাত্রা থেকে বাক্য ও বর্ণনা নিয়েছেন, এবং তাদের দ্বিতীয় যাত্রার ঘটনার বর্ণনা ব্যবহার করেছেন যা ঘটবে। ভাববাদিগণ ব্যবস্থা পুস্তকের ব্যবহারের উপর নির্ভর করেছেন, এটা পরিষ্কার তারা তাদের পাঠকদের কাছে এই প্রত্যাশা করেছেন যেন তারা মোশির পুস্তকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত হয়। এটা স্পষ্ট তারা পুস্তকটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছেন। কারণ মোশির ও ভাববাদিগনের পুস্তকের মধ্যে অনেক সংযোগ রয়েছে, এটা প্রচারক বা শিক্ষকের পক্ষে মোশির পুস্তকের সাথে ভাববাদিগণের পুস্তক অধ্যায়ন করতে মহা সাহায্য হবে।

ভাববাদিগণ

ভাববাদিগণ খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে জানতেন

যেহেতু ভাববাদিগণ অতীতের নিয়ম সম্পর্কে প্রায়ই কথা বলতেন, তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কথা বলতেন। তাদের সকলে, একই ভাবে বা অন্য ভাবে, খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন (প্রেরিত ৩:১৮, ২৪, ও ১পিতর ১:১০-১২)। এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কেন যীশু তাঁর নিজের সম্পর্কে বলা ভাববাদিগণের কথা ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন (লূক ২৪:২৫-২৭ ও ৪৪-৪৭ পদ দেখুন)। এমনকি ভাববাদিগণ ঘোষণা করেছেন যে লোকেরা নিয়ম ভঙ্গ করেছে, তারা বলেছেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি নূতন নিয়ম স্থির করেছেন (যিরমিয় ৩১:৩১ ও যিহিস্কেল ৩৬:২৪-২৭)। ভাববাদিগণ জানতেন যে এই নূতন নিয়ম খ্রীষ্টের আগমন দ্বারা বিধিবদ্ধ হবে। ভাববাদিগণ খ্রীষ্টের আগমনের উদ্দেশে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করেছিলেন (মথি ১৩:১৭ পদ দেখুন)। তারা বিশ্বাসের মানুষ ছিলেন।

ভাববাদিগণ প্রত্যাখ্যাত হলেন

একজন ভাববাদীর পক্ষে এটা মোটেই নিরাপদ ও সহজ ছিল না। ভাববাদিগণের বাণী অধিকাংশ লোকের দ্বারা গৃহিত হয়নি। ভাববাদিগণ বাণী সহ প্রেরিত হতেন যা অধিকাংশ লোককে খুবই রাগান্বিত করত। মনে করে দেখুন ইয়াওয়ে কিভাবে ভাববাদিগণের কার্য্য বর্ণনা করেছেন:

> *এই জন্য আমি ভাববাদিগণ দ্বারা*
> *লোকদিগকে তক্ষিত করিয়াছি,*
> *আমার মুখের বাক্য দ্বারা বধ করিয়াছি;*
> *এবং আমার বিচার বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত*
> *হয়।* **হোশেয় ৬:৫**

ভাববাদিগণের বাক্যে ইস্রায়েলীয়দের বধ করার অভিপ্রেত ছিল! কারণ ঈশ্বর লোকদের প্রেম করেন এবং চান যেন তারা অনুতাপ করে! লোকদের একটি ক্ষুদ্র **অবশিষ্টাংশ** যারা তাদের বাণী বিশ্বাস করেছিলেন, তারা ব্যতীত অধিকাংশ লোক ভাববাদীদের বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভাববাদিগণ নির্যাতীত হয়েছিলেন (মথি ৫:১১-১২, মথি ২৩:২৯-৩৯, মার্ক ১২:১-২, লূক ১১:৪৭-৫১, ১৩:৩৪, প্রেরিত ৭:৫১-৫৩, ও ইব্রীয় ১১:৩২-৩৮)। ঈশ্বরের বাণী তাদের ঘোষণা করতে বলার কারণে তাদের অনেকেই মারা গিয়েছিলেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১রাজাবলি ১৯:১৪ পদ দেখুন)। একজন ভাববাদীকে হত্যা করা মহা পাপ, কারণ এটি ছিল ঈশ্বরকে আক্রমণ করা। স্মরণ করুন, ভাববাদী হলেন ঈশ্বরের মুখপাত্র। অতএব, একজন ভাববাদীকে হত্যা করা হলো ঈশ্বরের কণ্ঠকে “হত্যা” করার চেষ্টা করা। অধিকাংশ লোক ভাববাদীর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছিল। পুরাতন নিয়মের যুগে এটা সত্য ছিল, এবং এটা তখন সত্য ছিল যখন যীশু, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী, পৃথিবীতে কার্য্য করছিলেন।

যাহোক, লোকদের একটি ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ ভাববাদীগণে বিশ্বাস করত ও তাদের বাক্যের অনুরূপ হতো। এটি পুরাতন নিয়মে সত্য ছিল। এটি সত্য ছিল যখন যীশু জগতের উপর কার্য্য করছিলেন। আর এটা আজও সত্য। ঈশ্বরের লোকেরা ভাববাদীদের বাণী শুনছে ও ঐ বাক্যগুলির অনুরূপ হচ্ছে। পুরাতন নিয়মের যুগে, একটি অবশিষ্টাংশ ইয়াওয়ের অনুসরণ করত ও ভাববাদিগণের বাণী শুনত কারণ ইয়াওয়ে তাদের আহ্বান করেছিলেন ও তাঁকে অনুসরণ করতে তাদের সমর্থ করেছিলেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১রাজাবলি ১৯:১৮ পদ দেখুন)। আজও লোকদের অবশিষ্টাংশ ভাববাদীদের বাণী শুনছে কারণ ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে তাদের সমর্থ করেছেন (যোহন ৬:৪৪ পদ দেখুন)।

মন্ডলী প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপর স্থাপিত হয়েছে (ইফিষিয় ২:২০)। কেননা “প্রেরিত” শব্দটি প্রথম ইফিষীয় ২:২০ পদে দৃষ্টিগোচর হয়েছে কারণ প্রেরিতগণ বিশ্বাসীদের কাছে ভাববাদিগণের বাণী ব্যাখ্যা করতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন।

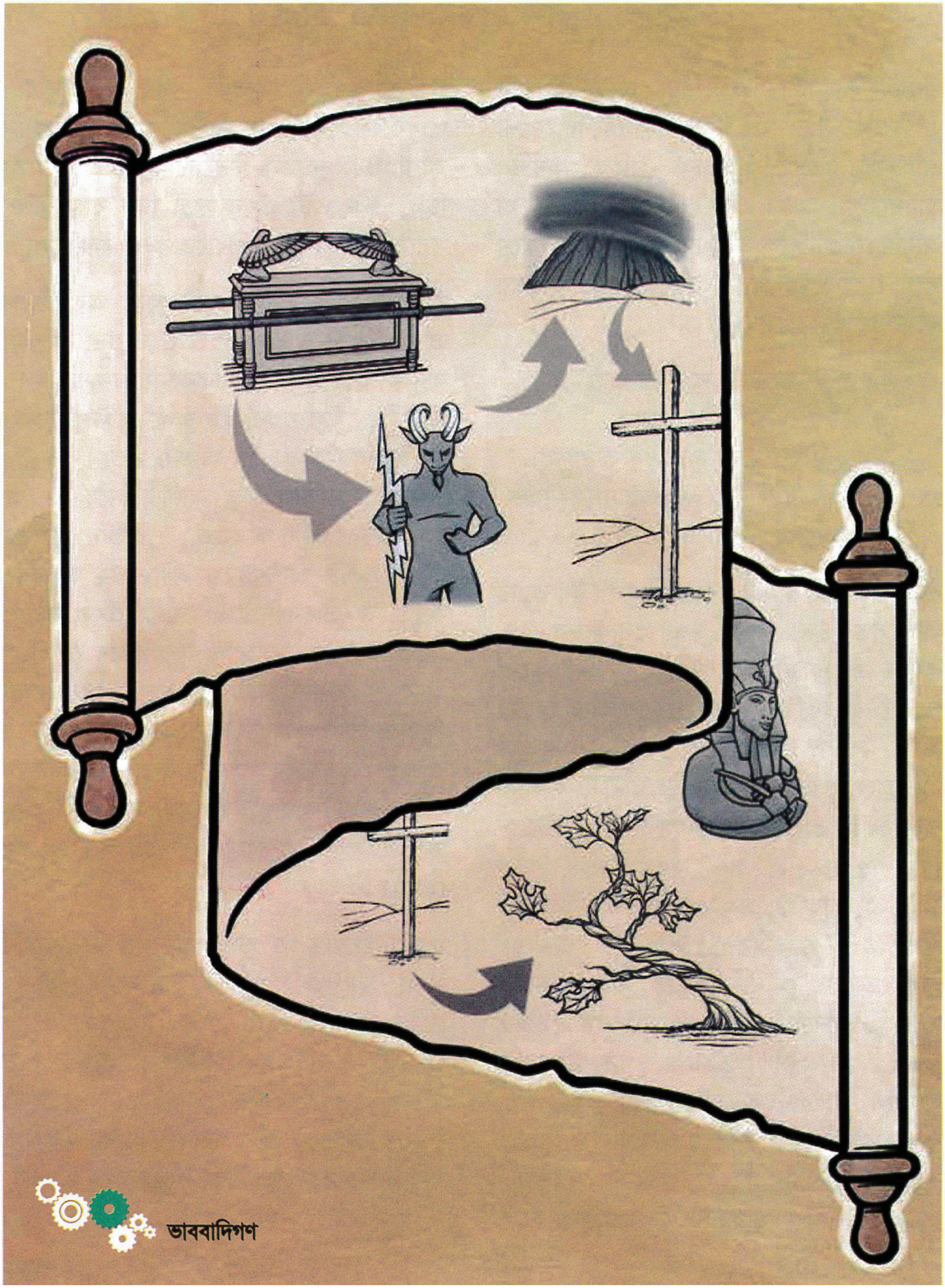

ভাববাদিগণ কিভাবে ব্যাখ্যা পুস্তকের বাণীগুলি সাজালেন

ভাববাদীক পুস্তকগুলি ইস্রায়েলের অতীত পাপের দন্ড ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশার বাণীর মধ্যে বিকল্প রূপে কার্য্য করে। (কখনও কখনও দন্ডের বাণীগুলি অন্য জাতির পাপ সম্পর্কীত।) লেখক এটা ঘোষণা করেন না যখন তিনি মূল বচন অন্যদিকে ফিরান। পাঠকের স্বীকার করা প্রয়োজন যে প্রায়ই ভাববাদীদের পরিবর্তন স্বাভাবিক বিষয়। এভাবে, ভাববাদিগণের ব্যাখ্যামূলক পুস্তক বর্ণনামূলক পুস্তকের মত হয় না।

আবার হিব্রু ভাববানীর বিশিষ্ট অংশ সচারচর না-সূচক ও হ্যাঁ-সূচক বর্ণনাগুলির মধ্যে প্রায়ই পরিবর্তন হয়ে থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট পদের দল না-সূচক। এই না-সূচক পদগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পদগুলির দলের দ্বারা অনুসরণীয় যা হ্যাঁ-সূচক। হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক বিবৃতিগুলি এই চক্রের মধ্যে হিব্রু বাইবেলে ভাববানী পুস্তকে প্রচলিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হোশেয় পুস্তকের নমূণা স্মরণ করুন। হোশেয় ১:১-৯ পদ না-সূচক। এটি ইস্রায়েলের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা। হোশেয় ১:১০-২:১ হ্যাঁ-সূচক প্রতিজ্ঞা। এতে ইস্রায়েলের জীবনে পুরুত্থানের কথা বলা হয়েছে। এতে ইস্রায়েলের মুক্তি ও ভবিষ্যতে কোন একজন মনোনীত নেতার নেতৃত্বে মহা বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। এটি সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা! হোশেয় ২:২-১৩ না-সূচক। হোশেয় ২:১৪-২৩ হ্যাঁ-সূচক। সমস্ত পুস্তকের মধ্য দিয়ে এই আদর্শ অব্যহত আছে। ভাববাদী পুস্তকে ব্যাখ্যামূলক পুস্তকের অন্যান্য পুস্তকগুলিতে এই একই আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে।

ভাববাদিগণের পুস্তকগুলি কেন এরূপ? কেন না-সূচক বিভাগগুলি একত্রে স্থাপিত হয়নি এবং হ্যাঁ-সূচক বিভাগগুলি একত্রে স্থাপিত হয়নি? সম্ভবতঃ হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচকে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত পরিবর্তনের মধ্যে হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক উভয় পুস্তকের মধ্যে বাণীগুলি দেওয়া আছে–নূতন শব্দের মধ্যে বার বার পুনরুক্ত করা হয়েছে। পুস্তকে বাণীগুলি পুনরুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ঈশ্বরের লোকদের বাণীগুলি বার বার শোনা প্রয়োজন। প্রচারক বা শিক্ষকের জন্য মূল বিষয়ের মধ্য দিয়ে গৌবরময় বিষয়ের উপর জোর দেওয়া সহজ। একই সময়ে, মূল বিষয়ে জোর দিতে কঠিন বিষয়গুলি বাদ দেওয়া সহজ। এটি বুদ্ধিমানের কাজ না। বুদ্ধিমান প্রচারক বা শিক্ষক ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া আবশ্যক।

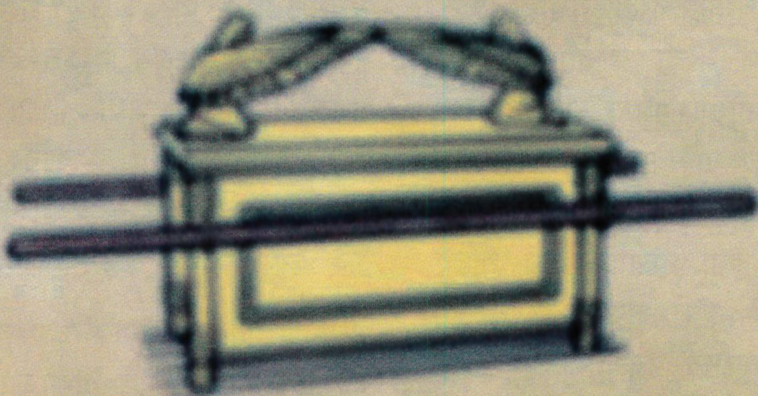

বাল কে?

ভাববাদিগণের সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা অনেক দেবতারে পূজা করত। দেবতাদের মধ্যে একজনকে বাল নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনও কখনও একবচনে "বাল" নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও মূল বচনে "বালগণ" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দিকে, বালের সেবা করা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

অবশেষে বালের আরাধনা বিস্তীর্ন স্থানে ব্যপ্ত হয়েছিল, লোকেরা বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়েছিল। এগুলি ছিল বিপরীত ধর্ম্মী অবৈধ যৌনক্রিয়া কারণ এটা ভাবা হয়েছিল যে বাল অনাতের সাথে (যে দেবতাকে সে বিয়ে করেছিল) একই কর্ম্মে লিপ্ত থাকাতে সে তাদের বিষয়ে সন্তুষ্ট হবে। এভাবে লোকেরা বিশ্বাস করতে লাগল যে পৃথিবীতে মানুষের যৌন সংসর্গ স্বর্গে দেবতাদের যৌন সংসর্গে উৎসাহিত করে, যার ফলে অনুকুল আবহাওয়া হবে ও কৃষিতে সমৃদ্ধি আসবে।

অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীতে বালের সংশ্লিষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন কাহিনীতে সমুদ্র দেবতা ইয়ামের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। অন্য কাহিনীতে মটের সাথে তার যুদ্ধের বর্ণনা আছে, মট একজন দেবতা যে গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টি আনায়ন করেছিল। এই কাহিনীগুলি অনুসারে, বালের প্রধান সহকারী হলো অনাত। অনাতের একজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল। অনাত বালের বোন ও তার স্ত্রী।

ইস্রায়েল ও যিহূদার লোকেরা কেবল বালের সেবা করত না। তারা বাল ও ইয়াওয়ে যৌথ ভাবে উভয়ের "সেবা" করত। এই মিশ্রিত ধর্ম্মমতকে কখনও কখনও **সিনক্রেটিজম** বলা হতো। ভাববাদিগণের বর্ণিত সময়ে ইস্রায়েলের "মিশ্রিত" আরাধনা ইয়াওয়ে কখনও গ্রহণ করেননি (যাত্রা ২০:২-৬ পদ দেখুন)। একই সাথে, বালকে বিশ্বাস করা, ও ইয়াওয়েকে বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল। ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের স্বামী রূপে তাঁর স্ত্রীর জন্য তত্ত্বাবধান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এটা ছিল তার স্ত্রীর (ইস্রায়েল) সাথে তাঁর নিয়মের অংশ। যাহোক, ইস্রায়েল, ইয়াওয়ের "স্ত্রী" হিসাবে তাঁর তত্ত্বাবধান বিশ্বাস করত না। ইস্রায়েল ভাবত যে বাল-ই একমাত্র যে তাদের খাদ্য ও পানীয় ও আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করে থাকে।

ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন নেই। তিনি কখনও "মিশ্রিত" আরাধনা গ্রহণ করবেন না (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মথি ৬:২৪ পদ দেখুন)। একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করার বিষয় লোকেরা অবশ্যই যত্নশীল হবে। যারা অন্য দেবতার সেবা করে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিবেন।

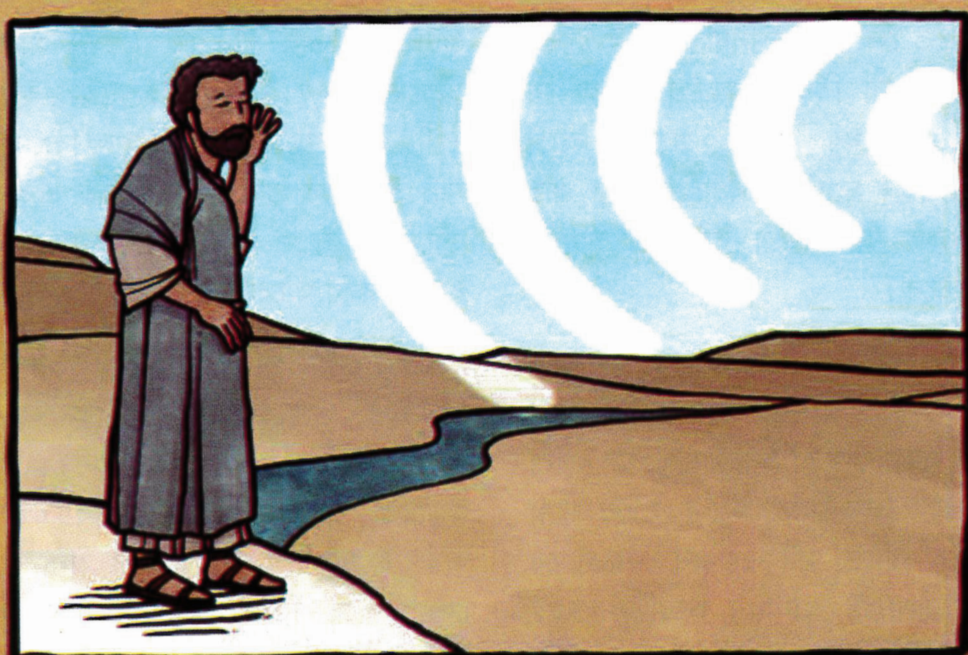

বাইবেলীয় কবিতা কিভাবে কাজ করে?

বাইবেলের ভাববানী কবিতার সাদৃশ্যে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়। এটি যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ও বার জনের মধ্য দিয়ে সত্য হয়েছে। এই পুস্তকগুলিতে কয়েকটি বর্ণনামূলক অংশ ব্যতীত (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিরমিয়, যিশাইয়, হোশেয়, ও যোনার পুস্তকগুলি বর্ণনামূলক), অধিকাংশ ভাববাদী তাদের বাণীগুলি কবিতার আকারে ব্যবহার করে উপস্থাপন করেছেন। কবিতা হলো পাঠক ও প্রচারক বা শিক্ষকের প্রতি মহা দান স্বরূপ। বাইবেলীয় কবিতা কিভাবে পড়তে হয় তা শিক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলীয় কবিতার অংশবিশেষ থেকে কিভাবে প্রচার করতে হয় তা শিক্ষা করা প্রচারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী বর্ণনা (কাহিনী বলার ক্ষেত্রে লেখার ধরণ ব্যবহার করার জন্য), কবিতা হলো পুরাতন নিয়মে লেখার ক্ষেত্রে অতি পরিচিত মাধ্যম। ইয়োব, গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত, যিশাইয়, যিরমিয়, বিলাপ, যিহিস্কেল, দানিয়েল, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্‌কুক, সফনিয় ও সখরিয় সকলেই প্রচুর কবিতা সংযুক্ত করেছেন। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের মধ্যেও কবিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে (যাত্রাপুস্তক ১৫:১-১৮)। তা ছাড়া, পুরাতন নিয়মের অনেক কবিতা নূতন নিয়মে উদ্ধৃত করা হয়েছে (প্রেরিত ২৮:২৬-২৭)। এভাবে, এটা চিনতে, বুঝতে ও বাইবেলীয় কবিতা ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়া প্রচারকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠক বাইবেলে কবিতা সহজেই চিহ্নিত করা শিখতে পারে কারণ বাইবেলীয় কবিতায় চমৎকার শব্দ ও শব্দের নমূনা ব্যবহার করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে যে কবিতা দেখতে পাওয়া যায়, তা শব্দের মিল হওয়া মূল অংশের জন্য নয়। বাইবেলে কবিতার লিখিত পদ সাদৃশ্য রূপে আখ্যায়িত। সাদৃশ্য হলো একটি কাঠামো এক লাইনে যা কিছু বলছে, এবং ইতিমধ্যে প্রথম লাইনে যে মত পুনরুক্ত করা হয়েছে তা ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে, অনুসরণ করছে, যে কোন ভাবে ধারণাটিকে শক্তিশালী করছে। এটি দুটি রেললাইনের চলার পথের সদৃশ্য হতে পারে যা পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় আছে (যদিও মাঝে মাঝে তিনটি বিবরণ পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে)। মনে করুন যে রেলপথে দ্বিতীয় রেলটি প্রথম রেল অপেক্ষা লক্ষণীয় ভাবে শক্তিশালী। বাইবেলীয় কবিতার সাদৃশ্য প্রায় একইভাবে কার্য্য করে।

সাদৃশ্যের বিষয় অন্যভাবে চিন্তা করলে এটা প্রতিধ্বনিত হতে পারে। দ্বিতীয় লাইন চলমান, তাহলে প্রথম লাইনে প্রতিধ্বনি হবে। "স্বাভাবিক" প্রতিধ্বনি, যখন একজন ব্যক্তি কোন বিষয়ে তীব্র চিৎকার করে, তখন ঠিক একই শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। যাহোক, বাইবেলীয় কবিতাতে, একই শব্দে প্রতিধ্বনি ব্যবহৃত হয় না। যদিও তাদের সাদৃশ্য আছে, তবে প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন ভিন্ন। এটা সাধারণত: কোন না কোন ভাবে কম শক্তিশালী হয়ে থাকে।

গীতসংহিতার একটি গীত: থেকে এখানে বাইবেলীয় কবিতার একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। দ্বিতীয় লাইনের ধারণাটি কিভাবে পুনরুক্ত করছে যা প্রথম লাইনে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু এটা করতে শক্তিশালী শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে:

> *সদাপ্রভু, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না।* গীত ৩৮:১

বাইবেলীয় কবিতা কিভাবে কাজ করে? (চলমান)

পুনরায়, দুটি ট্রেন পরস্পর সমান্তরাল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ৩৮:১ পদে দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনের সমান্তরাল। শব্দগুলির মধ্যে এটা দেখা যেতে পারে যা ব্যবহৃত হয়েছে। তারা পরস্পর দেখতে একই। প্রথম লাইনে "ভর্ৎসনা" শব্দটি দ্বিতীয় লাইনে "শাস্তি" শব্দটির মত। কিন্তু "ভৎ্যসনা শব্দটির চেয়ে "শাস্তি" শব্দটি আরও শক্তিশালী। আবার, কবিতার দুটি লাইন রেল লাইনের মত, তারা পরস্পর সমান্তরাল, কিন্তু "দ্বিতীয় রেল" প্রথম রেল অপেক্ষা লক্ষণীয়ভাবে শক্তিশালী। একই ভাবে "শাস্তি" শব্দটি গীত: ৩৮:১ পদে দুই লাইনে "ভর্ৎসনা শব্দটি এক লাইনে সমান্তরাল, "রোষাগ্নি" শব্দটি দ্বিতীয় লাইনে সমান্তরাল "ক্রোধ" শব্দটি এক লাইনে। যাহোক, সমান্তরালের প্রত্যাশা স্বরূপ "রোষাগ্নি" শব্দটি, যেহেতু "রোষাগ্নি" শব্দটি সমান্তরাল, "ক্রোধ" অপেক্ষা আরও শক্তিশালী।

হোশেয় ৬:২ পদ থেকে সামান্তরালের অন্য উদাহরণের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করুন:

> দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবেন, তৃতীয় দিনে উঠাইবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাঁচিয়া থাকিব।

দ্বিতীয় লাইনে কত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ("তৃতীয়") প্রথম লাইনের ("দুই") সংখ্যা অপেক্ষা বড়। এই ভাবে এই সংখ্যাদ্বয় ব্যবহার সমান্তরালের অনুরূপ। প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিতীয় সংখ্যা বৃহত্তর। হিতোপদেশ এই বিষয় কিছু কথা বলেছে তা এরূপ, "এই **ছয় বস্তু** সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, **সপ্ত বস্তু** তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ" (হিতোপদেশ ৬:১৬)। ইয়াওয়ে ছয় বা সাত বস্তু নিয়ে দ্বিধান্বিত নন যা তিনি ঘৃণা করেন। বরং এটি সর্বোত্তম বাইবেলীয় কবিতা। দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনের সমান্তরাল, কিন্তু এটি যে কোন ভাবে প্রথম লাইনকে তীব্রতর করেছে। (আরও, সতর্কতা, কোন বিষয় ইয়াওয়ের "ঘৃণিত" ও কোন বিষয় তাঁর কাছে "ঘৃণাস্পদ" এই দুইয়ের মাঝে অগ্রগতি আছে। দ্বিতীয় বিবরণটি অধিকতর শক্তিশালী।)

কেন ঈশ্বর ভাববাদীদের কবিতার উপর অতিশয় নির্ভর করতে অনুপ্রাণীত করলেন? এই প্রশ্নের সম্ভবতঃ কয়েকটি উত্তর হতে পারে। একটি উত্তর হতে পারে যে ভাববাদীদের বাণীর ধরণ অনুসারে কবিতার চাহিদা আছে। লোকেরা মোশির ব্যবস্থায় লিখিত বাণী শুনত না। অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের বাণী শুনত না! এই কারণ, ভাববাদী পুস্তকে, ঈশ্বর সাহিত্যের ধরণ ব্যবহার করেছেন যা অধিকতর শক্তিশালীভাবে কথা বলে। এটা ঠিক কোন বিষয়ে ভলিউম বাড়িয়ে দেওয়ার মত। লোকেরা শুনতে চাইত না, তাই ঈশ্বর বক্তব্যের "তীব্রতা" বাড়িয়ে দিতে আদেশ করলেন যা অবজ্ঞা করা আরও কঠিন।

অবিরত পুনরুক্তি করা সমান্তরালের অংশ যা নির্দিষ্টভাবে একটি বিষয়ে জোর দেওয়া উপযুক্ত। মূল বিষয়টি বার বার বলা ও পুনরায় বলা শব্দগুলিকে শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী করে। কবিতার শব্দ ব্যবহার করার অন্য কারণ হলো ধারাবাহিক বক্তৃতার চেয়ে আরও তীব্রতর করা। শব্দগুলির তীব্রতা কবিতা তৈরী করে যা অবজ্ঞা করা কঠিন। চরম কারণ এই যে বাইবেলীয় কবিতার শব্দগুলি স্মরণযোগ্য। এক সময় যখন অধিকাংশ লোক পড়তে পারত না, ভাববাদীর কাছে যে বাণীগুলি আসে যেন লোকেরা বার বার বলতে পারে ও স্মরণে রাখতে পারে। এটাই বাস্তব সত্য। বাইবেলের বর্ণনামূলক অংশের চেয়ে ভাববাদিগণের পুস্তকগুলিতে যে বাক্যগুলি দেখতে পাওয়া যায় তা সহজে মনে রাখা যায়।

ভাববাদিগণ

কেন ভাববাদিগণ এরূপ কঠিন বাক্য ব্যবহার করলেন

ভাববাদিগণ এক ভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন যা পাঠকদের আঘাত করার উদ্দেশ্যে হতে পারে। ভাববাদিগণ দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত বাক্যগুলি খুবই শক্তিশালী যা বোঝার যোগ্য কারণ লোকেরা কোন "সাধারণ" কথা খুব বেশি শুনতে চায় না। কেননা লোকেরা "সাধারণ" কথা শুনবে না, কারণ লোকেরা যেন তাদের বাণীগুলি জানতে পারে তাই ভাববাদীরা অধিকতর শক্তিশালী বাক্য জোর দিয়ে ব্যবহার করতেন। এই শক্তিশালী বাক্যগুলি **রূপক**। কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করে এই বাক্যগুলি একটি বিষয় বর্ণনা করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কখনও কখনও ইস্রায়েলকে দ্রাক্ষালতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও এদের অবাধ্য গাধা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাববাদীরা রূপক শব্দ ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন।

উদাহরণ স্বরূপ, ইস্রায়েল লোকেরা প্রতিমা পূজা করত। এই পাপের বিষয়ে তাদের বার বার সতর্ক করা হয়েছিল। তাদের প্রতিমা পূজার বিষয়ে সতর্ক করতে ও তাদের এর জন্য অনুতাপ করতে ভাববাদিগণ প্রেরিত হয়েছিলেন। মূলত: ভাববাদীরা ছিলেন ইস্রায়েলের শেষ ভরষা। ইস্রায়েল অনেক অনেক বৎসর যাবৎ, ঈশ্বরের বাক্য শুনতে অস্বীকার করে আসছিল যা মোশির পুস্তকের মাধ্যমে তাদের কাছে এসেছিল। আদি যুগের ভাববাদীদের মাধ্যমে ইস্রায়েলের কাছে প্রেরিত বাক্য শুনতে তারা অগ্রাহ্য করেছিল। এই কারণ পরবর্তী ভাববাদীদের দ্বারা ঐ বাক্যগুলি আরও জোরে ও চিৎকার করে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যেন তারা অবজ্ঞা করতে না পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, হোশেয় ভাববাদী ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে সতর্ক করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি এই কথা বলতে পেরেছিলেন, "তোমরা প্রতিমাপূজা থেকে ফির"। এই বাক্যগুলি ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্য। কিন্তু হোশেয় এগুলি "সাধারণ" ভাষায় ব্যবহার করলেন না যখন তিনি প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে ইস্রায়েলকে বলছিলেন। ইস্রায়েল হোশেয়ের বাণী শুনল না। হোশেয় জাতিগণের কার্য্যকর পদক্ষেপ বর্ণনা করতে বাক্য ব্যবহার করলেন যা তাদের ঐ প্রতিমাপূজা অপেক্ষা আরও ভয়ংকর আঘাত রূপে আসবে। তিনি ঘোষণ করলেন যে জাতি **বেশ্যাবৃত্তি** করেছে। এই বাক্য এবং এই বাক্যের মত আরও অনেক বাক্য যা হোশেয় নিশ্চিতভাবে জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবহার করলেন!

কবিতার নীচের লাইনগুলি ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজার বিষয় বর্ণনা করছে। এই বাক্যগুলি শুনতে শুনতে আপনি মনে করুন একজন ইস্রায়েলীয় রূপে হোশেয়ের সময়ে বাস করছেন:

> "তোমরা বিবাদ কর, তোমাদের মাতার সহিত বিবাদ কর, কেননা সে আমার স্ত্রী নয়,
> এবং আমিও তাহার স্বামী নই;
> সে আপনার দৃষ্টি হইতে আপন বেশ্যাচার,
> এবং আপানর স্তনযুগলের মধ্য হইতে আপন ব্যাভিচার দুর করুক
> **হোশেয় ২:২**

কেন ভাববাদিগণ এরূপ কঠিন বাক্য ব্যবহার করলেন (চলমান)

হোশেয় একজন বেশ্যা রূপে ইস্রায়েলকে বর্ণনা করলেন! কবিতার এই লাইনের গুরুত্ব অনুভব করুন, মনে করুন যদি কেহ আপনার মায়ের বিষয় এই ভাবে বর্ণনা করত! লোকেরা যে ভাববাদীদের হত্যা করতে চাইত এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়। ভাববাদীর কঠিন বাক্যের উদ্দেশ্য ছিল যেন ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পেয়ে তাদের অন্তরে গভীর ক্ষত হয়। যখন ভাববাদীদের পাঠান হয়েছিল তখন ঈশ্বর কি করছিলেন তা তিনি নিজেই ঘোষণা করলেন। এই কবিতার লাইনগুলি বিবেচনা করুন (এটি কবিতার তিন লাইনের একটি উদাহরণ যা পরস্পর সমান্তরাল):

এই জন্য আমি ভাববাদিগণ দ্বারা লোকদিগকে তক্ষিত করিয়াছি,
আমার মুখের বাক্য দ্বারা বধ করিয়াছি;
এবং আমার বিচার বিদ্যুতের ন্যায়
নির্গত হয়। **হোশেয় ৬:৫**

পুরাতন নিয়মের যুগের লোকদের এরূপ কঠিন বাক্য শুনা প্রয়োজন ছিল এবং বর্তমান কালের লোকদেরও এরূপ কঠিন বাক্য শুনা প্রয়োজন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পুরাতন নিয়মের যুগে এইরূপ কঠিন বাক্য লোকদের জন্য কোন উপকার হয়নি। আজও লোকদের এই একই বাক্য শুনা প্রয়োজন। আমাদের সহানুভুতিহীনতার কারণে আঘাত পাওয়া প্রয়োজন! এটি ঈশ্বর নিরূপিত ভাববাদীদের বাক্য। লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তারা সতর্কতার সাথে মনোনীত হয়েছিলেন যেন এই লোকেরা অবশ্যই ঈশ্বরের উত্তম বাক্য শুনতে পায়, অনুতাপ করে, ও বাধ্যতায় চলে (ইব্রীয় ৪:১২)।

পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণের অসম্পূর্ণ জ্ঞান

যদিও পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ খ্রীষ্ট আসার আগে বাস করতেন, সকল ভাববাদী খ্রীষ্টের সম্পর্কে ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে জানতেন ও তাঁর সম্পর্কে কথা বলতেন (লূক ২৪:২৫-২৭, ৪৪-৪৮, প্রেরিত ৩:১৮-২৬, ও ১পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন)। যদিও তারা **পুরাতন নিয়মের** অধীনে বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি ভাববাদিগণ **নূতননিয়মের** যুগ সম্পর্কে প্রত্যাশা করতেন, কথা বলতেন ও লিখতেন। তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা জানতেন যে খ্রীষ্টের দিন আসবে এবং খ্রীষ্টের দিনে বাস করবারও প্রত্যাশা করতেন (মথি ১৩:১৭)। যাহোক, যদিও তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে বাস্তবভাবে কথা বলতেন, তথাপি এই সম্পর্কে ভাববাদীদের ধারণা অসম্পূর্ণ ছিল। তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা কেবল মোশির পুস্তকে (আদিপুস্তক-দ্বিতীয় বিবরণ) যা প্রকাশিত হয়েছিল তাই জানতেন, অন্য পুরাতন নিয়মে যা লিখিত হয়েছিল ঈশ্বর তা পূর্ণতা সাধন করলেন, যা ঈশ্বর তাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ খ্রীষ্ট সম্পর্কে এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছিল যা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা জানত না। খ্রীষ্ট সম্পর্কে সত্য পুরাতন নিয়মে **বর্ধিষ্ণু** ভাবে প্রকাশিত ছিল। আদিযুগের ভাববাদিগণের কাছে যে বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল তার উপর পরবর্তী ভাববাদিগণ স্থাপিত হয়েছিলেন। পুরাতন নিয়মের বিভাগগুলির মাধ্যমে খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি পাঠকের কাছে স্বচ্ছ থেকে আরও স্বচ্ছ হয়েছে।

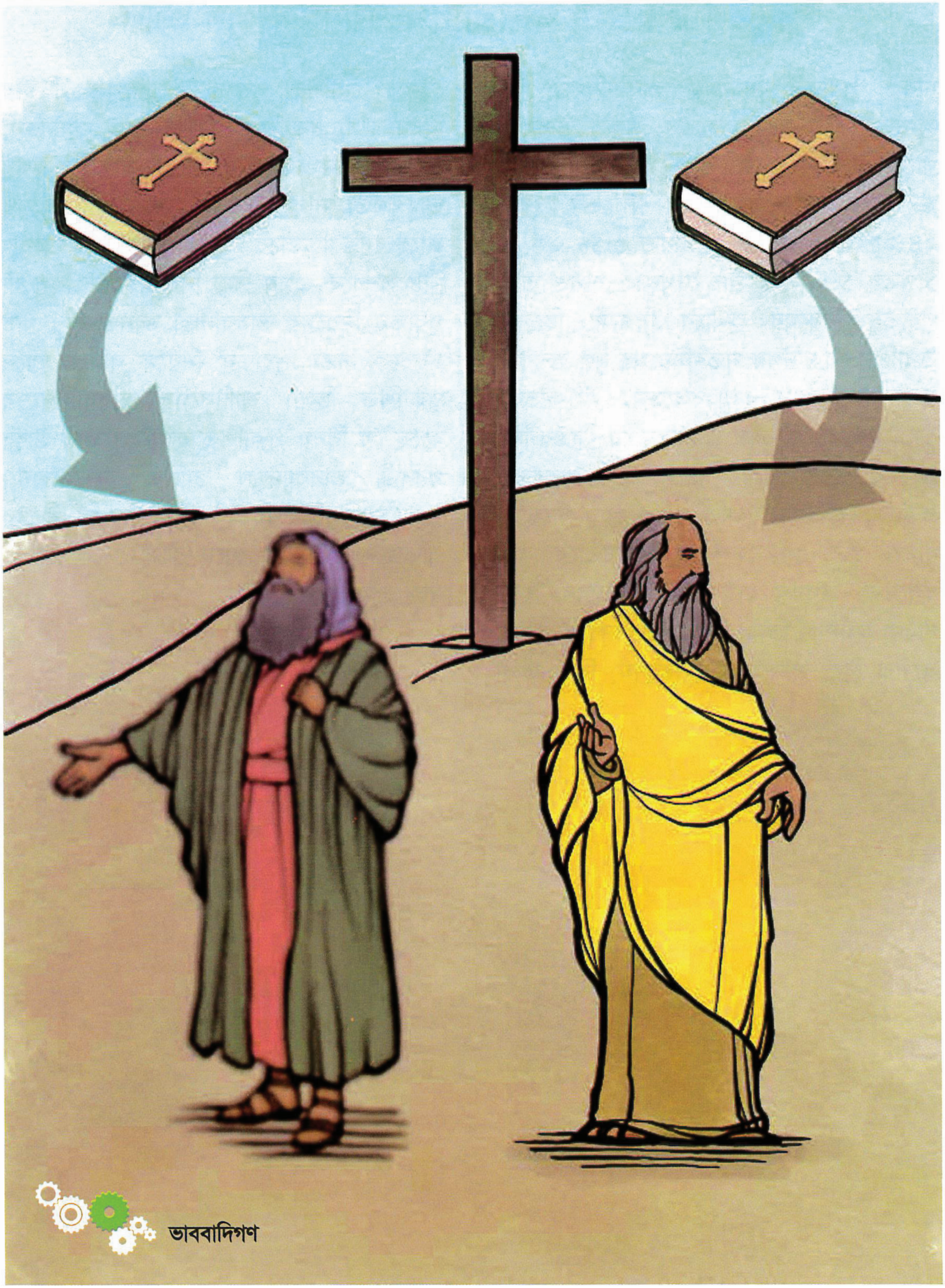
ভাববাদিগণ

প্রেরিতগণের পরিপূর্ণ জ্ঞান

নূতন নিয়মের প্রেরিতগণ ও পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ উভয়েই খ্রীষ্টের সম্পর্কে লিখেছিলেন। এই কারণ মন্ডলী "প্রেরিত ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের" উপরে স্থাপিত হয়েছে (ইফিষীয় ২:২০ পদ দেখুন)। ইফিষীয়দের প্রতি পত্রের এই অংশে প্রেরিতগণ প্রথম তালিকাভুক্ত হয়েছেন কারণ তারা ভাববাদীপুস্তকের ব্যাখ্যাকার। ভাববাদিগণের পুস্তক সঠিকভাবে বুঝবার বিষয় তারা পাঠককে দেখিয়েছেন। এমনকি যদিও পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে লিখেছিলেন, নূতন নিয়মে যতটা পরিষ্কারভাবে খ্রীষ্টের সম্পর্কে লিখিত হয়েছে পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ দ্বারা পাঠক ততটা আশা করতে পারেন না। প্রেরিতগণ খ্রীষ্টকে একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁকে তারা স্পর্শ করেছেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণ খ্রীষ্টকে দেখেননি। তারা সেই মানুষদের মত যারা অনেক দুরের বিষয় বর্ণনা করে। কোন ব্যক্তি অনেক দুরের বিষয় বড় আকারে দেখতে পারে, কিন্তু কোন ক্ষুদ্র বিষয় পরিষ্কারভাবে দেখতে হলে সেই বিষয়টি আরও কাছ থেকে বর্ণনা করতে হবে।

আবার, ভাববাদিগণের বাক্যগুলি সুস্পষ্টভাবে সত্য, কিন্তু তারা যে সকল ঘটনার বর্ণনা করেছেন ভাববাদীরা তার পূর্বেই বেঁচে ছিলেন। অতএব, পাঠক প্রত্যাশা করতে পারে খ্রীষ্টের ও সুসমাচারের ঘটনার বিষয় ভাববাদিগণের বর্ণনা নিশ্চিতভাবে স্পষ্টতার অভাব ছিল। এই স্পষ্টতার অভাব বাস্তবিকভাবে পাঠকের কাছে একটি দান স্বরূপ। এটি ভাববাদীকে খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের অনেক কবিতা বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দিতে উৎসাহিত করেছে। পুরাতন নিয়মের কবিতায় খ্রীষ্ট সম্পর্কে আশ্চর্য্যজনক সৌন্দর্য্য আছে। তা ছাড়া, তারা কবিতা বিষয়ক অবয়বের মধ্যে আছে, এগুলি মুখস্ত করা সহজ। এই বাক্যগুলি নূতন নিয়মে লিখিত বাক্য অপেক্ষা কোন না কোন ভাবে কঠিন। কিন্তু, অন্যভাবে, এগুলির গভীরতা ও সারযুক্ত অবস্থা আছে যা প্রেরিতদের বাক্যকে অতিক্রম করে। কবিতা ব্যক্তির অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে ও গভীরতম অনুভূতি সৃষ্টি করে। পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের ও তাঁর রাজ্যের বর্ণনা নূতন নিয়মের বিশ্বাসীদের গভীরভাবে উৎসাহিত করে। ভাববাদিগণ জানতেন তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্য লিখেছিলেন যারা ঈশ্বরকে প্রেম করবে। তারা জানতেন এই পরবর্তী বংশধরগণ তাদের বাক্যগুলি পড়বে ও তাদের উৎসাহিত করবে।

এভাবে, পুরাতন নিয়ম থেকে ভাববাণী পড়া নূতন নিয়ম থেকে প্রৈরিতিক পত্র পড়ার মত নয়। প্রৈরিতিক পত্রে লেখাগুলি খুবই যথাযথ। তারা সর্বদা পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ও এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাণী পুস্তকের লেখাগুলি নূতন নিয়মে প্রৈরিতিক পত্রের লেখাগুলির মত যথাযথ নয়। এগুলিতে সঙ্গীত বিষয়ক কৃতিত্ব বেশি। ভাববাদিগণের বাক্যগুলি শক্তিশালী অনুভূতি আবির্ভূত করে। এদের যথাযথ হওয়ার অভিপ্রেত নয়।

ভাববাদিগণ

প্রেরিতগণের পরিপূর্ণ জ্ঞান (চলমান)

ভাববাদিগণের বাক্যগুলি যারা শোনে তাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। তাদের বাক্যগুলি খ্রীষ্টের আগমনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। বস্তুত: পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের বিষয় বুঝতে না পারার কারণে যীশু তাঁর দুই জন শিষ্যকে "শিথিল চিত্ত" বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন (লূক ২৪:২৫-২৭ পদ দেখুন)। কিন্তু এটা এই অর্থ করে না যে ভাববাদিগণের বাক্য বুঝবার জন্য সকল মানুষ শিথিল চিত্ত! এটা পরিষ্কার কিছু কিছু লোক ভাববাদিগণের বাক্যে বিশ্বাস করেছিলেন এবং যখন খ্রীষ্ট এসেছিলেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যীশুর মা মরিয়ম ও যোহন বাপ্তাইজকের পিতা সখরিয় পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং খ্রীষ্টেতে তাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে তৈরী করেছিল (লূক ১:৪৬-৫৫ ও ৬৭-৭৯ পদ দেখুন)।

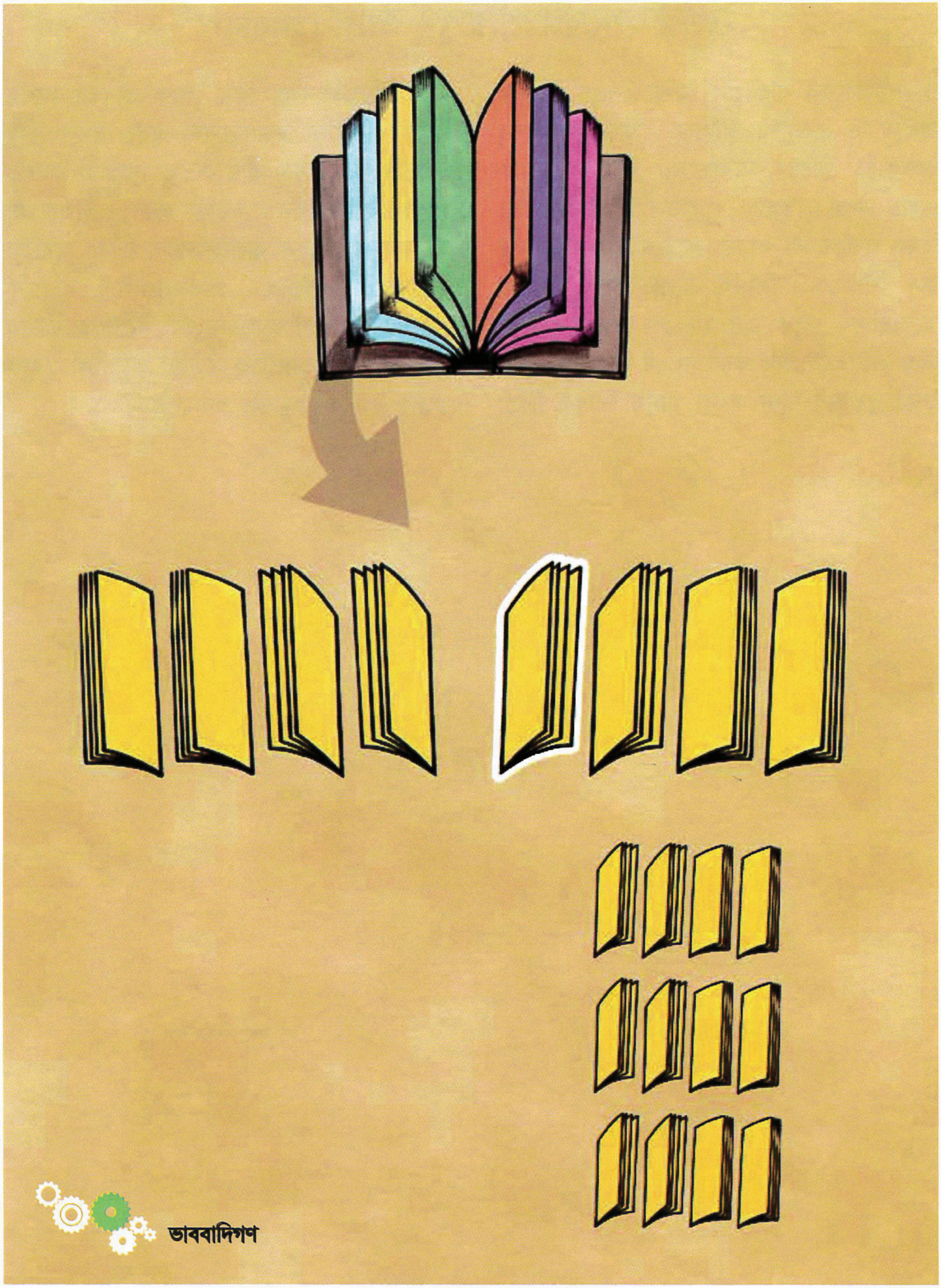

যিরমিয় পুস্তক

যিরিমিয় ভাববাদিগণের পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগের প্রথম পুস্তক (ব্যাখ্যামূলক পুস্তক)। এই ভাববাদিগণের পুস্তকের বিভাগের মধ্যে প্রথম পুস্তকের মত যিরমিয়ের অবস্থানের কারণ এই নয় যে এই বিভাগে যিরমিয় অতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। বাইবেলের সকল পুস্তকই "ঈশ্বর-নিশ্বসিত" ও গুরুত্বপূর্ণ (২তীমথিয় ৩:১৬)। আর এই বিভাগে প্রথম পুস্তকের মত যিরমিয়ের অবস্থানের কারণ এই নয় যে যিরমিয় এই বিভাগের আদি ভাববাদী। বস্তুত: যোনা, আমোষ, হোশেয়, যিশাইয়, মীখা, নহুম, হবক্কুক ও সফনিয় সকলেই যিরমিয়ের আগের ভাববাদী।

যিরমিয় প্রথমে উপস্থাপিত হওয়ার কারণ ভাববাদিগণের বিভাগে এটি সবচেয়ে দীর্ঘতম পুস্তক। যেহেতু পুস্তকগুলি বাস্তবিক চামড়ার জড়ানো কাগজে লিখিত হতো, একটি জড়ানো কাগজ দীর্ঘতম কার্য্য তালিকার প্রথমে রাখা হতো, আর এগুলির জন্য একটি কক্ষ নিশ্চিত করা হতো যেখানে একটি জড়ানো চামড়ার কাগজে সম্পূর্ণ লেখাগুলি রাখা হতো। যদি চামড়ার জড়ানো কাগজগুলি সংক্ষিপ্তভাবে কাজ করা হতো, তবে তাদের রাখার জন্য প্রশস্ত কক্ষের দরকার হতো না কারণ দীর্ঘ পুস্তক একটি চামড়ার জড়ানো কাগজে পূর্ণতা সাধিত হয়ে থাকে।

যিরমিয় ৬২৭-৫৮০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে ভাববাণী বলেছিলেন। তিনি যিহূদার লোকদের জন্য লিখেছিলেন, তাদের পাপের কারণে ও যে দিন আসছে সেই দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেছিলেন। অন্য ভাববাদীদের ন্যায় যিরমিয় নির্যাতীত হয়েছিলেন। তিনি নূতন নিয়ম সম্পর্কে লিখেছিলেন (৩১:৩৩-৩৪ পদ দেখুন)। তিনি ঈশ্বরের জাতির জন্য "দ্বিতীয় যাত্রা" সম্পর্কে লিখেছিলেন (১৬:১৪-১৫ এবং ২৩:৭-৮ পদ দেখুন)। যিরমিয় এই দ্বিতীয় যাত্রায় দায়ূদের কুল থেকে রাজার আগমনের বিষয় যুক্ত করেছিলেন (২৩:৫-৬ পদ)। এই রাজা দায়ুদের কুল থেকে এসেছেন (মথি ১:১ পদ দেখুন)!

ভাববাদিগণ

যিহিস্কেল পুস্তক

যিহিস্কেল হলো ভাববাদিগণের (ব্যাখ্যামূলক পুস্তক) পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় পুস্তক। এই বিভাগে দ্বিতীয় পুস্তকের মত যিহিস্কেলের অবস্থান হওয়ার কারণে যিহিস্কেল এই বিভাগের দ্বিতীয় আদি ভাববাদী ছিলেন না। তার পূর্বে অনেক ভাববাদী ভাববাণী বলেছিলেন। ভাববাদীগণের এই বিভাগের পুস্তকগুলি সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়নি। যিহিস্কেল এই বিভাগের দ্বিতীয় পুস্তক কারণ এটি ভাববাদিগণের এই বিভাগের দীর্ঘতম পুস্তক।

যিহিস্কেল ছিলেন যাজক ও ভাববাদী। তিনি খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৯৩-৫৭০ অব্দের মধ্যে ভাববাণী বলেছিলেন। তিনি যিহূদার লোকদের জন্য লিখেছিলেন। তিনি যিরূশালেম ও মন্দিরের ধ্বংসের পূর্বে ও আগে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেছিলেন। যিহিস্কেলের বাক্যগুলি ঈশ্বরের লোকদের প্রত্যাশা দান করেছিল যারা তাদের স্থান ও মন্দির হারিয়েছিল। তারা অবশ্যই অবাক হতো যদি তাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা থাকত। যিরমিয়ের মত, যিহিস্কেলও দ্বিতীয় যাত্রার ঘটনার বিষয় বলেছিলেন (৩৪:১১-১৬ এবং ৩৬:২২-৩৮ পদ দেখুন)। যিহিস্কেল ঈশ্বরের লোকদের পুনর্জন্মের কথা (৩৭:১-১৪) এবং দায়ূদের কুল থেকে আগত একজন রাজার অধীনে জীবন যাপনের কথা লিখেছিলেন (৩৭:১৫-২৮)। তিনি ইস্রায়েলের শত্রুদের বিনাশের কথা লিখেছেন (৩৮-৩৯)। আর তিনি ভবিষ্যতে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হওয়ার বিষয় লিখেছেন (৪০:৪৮)। যীশু পবিত্র আত্মার কাজ ও লোকদের জন্য যে জীবন আনায়ন করবেন সেই বর্ণনা যিহিস্কেলের এই বিভাগের ভাষা থেকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রেরিত যোহন প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায়ে নূতন যিরূশালেমের বর্ণনায় যিহিস্কেলের বাক্যের ও সাদৃশ্যের অনেক কিছু ব্যবহার করেছিলেন।

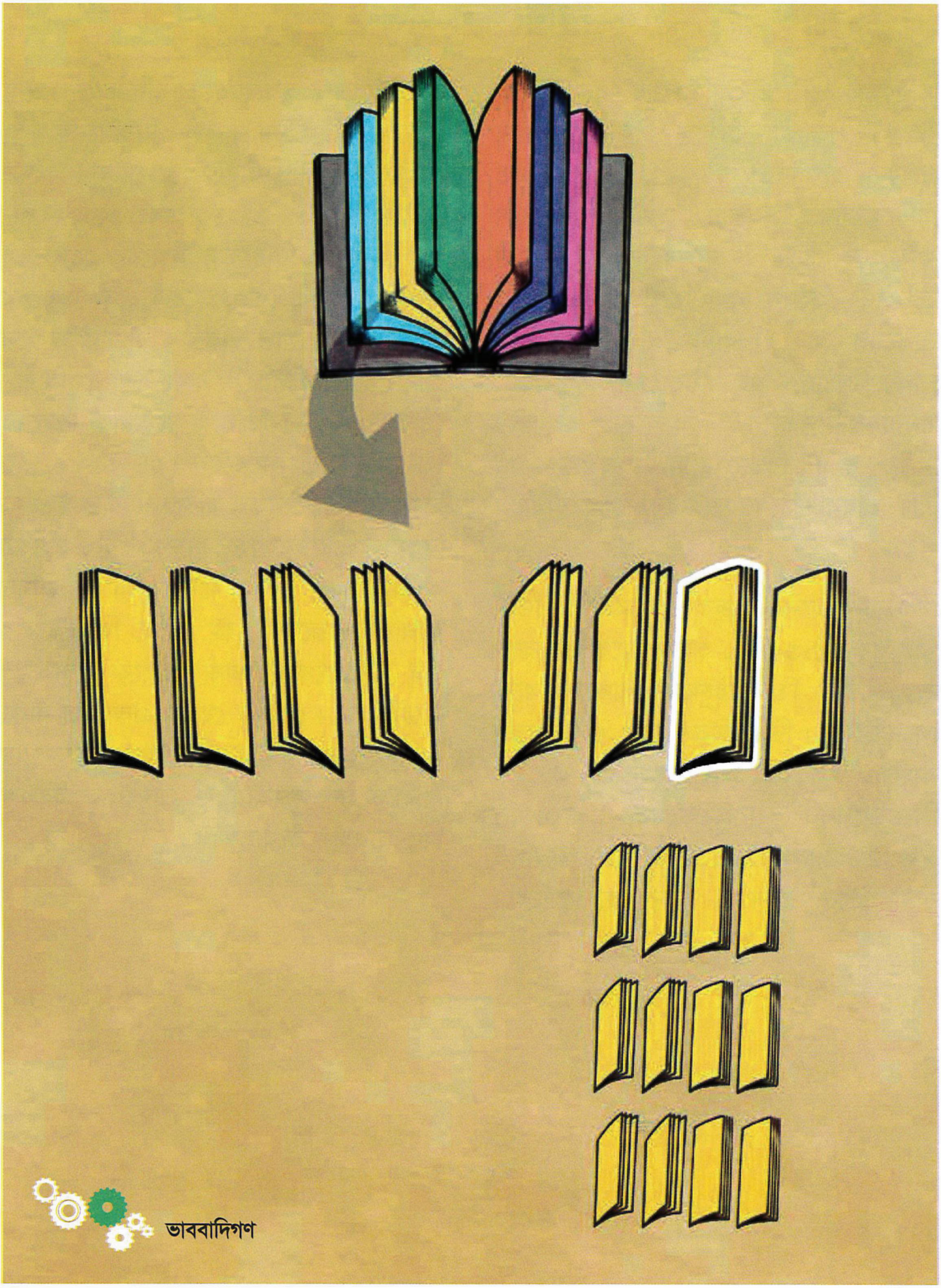

ভাববাদিগণ

যিশাইয় পুস্তক

যিশাইয় হলো ভাববাদিগণের পুস্তকের (ব্যাখ্যামূলক পুস্তকের) দ্বিতীয় বিভাগের তৃতীয় পুস্তক। যিশাইয় ৭৪০-৭০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে ভাববাণী বলেছিলেন। তিনি যিহূদার লোকদের বাবিলে নির্বাসনের পূর্বে তাদের উদ্দেশে লিখেছিলেন। যিশাইয়ের মত একই সময়ে হোশেয় ভাববাণী বলেছিলেন, যদিও তার কার্য্যকাল ছিল সরাসরি ইস্রায়েলের লোকদের জন্য। ঐ একই সময়ে মীখাও ভাববাণী বলেছিলেন। বস্তুতঃ যিশাইয় ও মীখা প্রায় একই বিভাগে কার্য্যরত ছিলেন (যিশাইয় ২:১-৫ পদের সাথে মীখা ৪:১-৫ পদের তুলনা করুন)। এর অর্থ এই ভাববাদিগণের একজন (হয় যিশাইয় নয় মীখা) অন্য ভাববাদীর বাক্য শুনেছিলেন ও তার উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন! প্রমাণ এই যে ভাববাদিগণ পরস্পরের প্রতি মনোযোগী ছিলেন!

যিরমিয় ও যিহিস্কেলের মত, যিশাইয় দ্বিতীয় যাত্রার বিষয় বলেছিলেন। তিনি ইয়াওয়ের "দাসের" সম্পর্কে প্রচুর কথ বলেছেন। ঐ দাস হলেন যীশু। বস্তুতঃ যিশাইয়তে চার জন "দাসের সঙ্গীত" আছে (৪২:১-৪, ৪৯:১-৬, ৫০:৪-৯, ও ৫২:১৩-৫৩:১২)। খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর রাজত্বের বিষয় যিশাইয়তে অনেক ভাববাণী আছে (উদাহরণ স্বরূপ, ৯:১-৭ পদ দেখুন)। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে "দাস" ঈশ্বরের লোকদের পাপ বহন করবেন (৫৩)। যিশাইয় ছিলেন বিশ্বাসের মানুষ। তিনি ইয়াওয়ের দর্শন দেখেছিলেন (৬:১-১৩ পদ দেখুন), এবং তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা সাধনের দিনের জন্য প্রত্যাশা করেছিলেন সেই দিন যে দিন ঈশ্বর তাঁর লোকাদের সাথে বাস করবেন (৬৪:১-১২)। যীশু যিশাইয় ৬১ অধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যখন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন (লূক ৪:১৬-২১)। যীশু বললেন, "অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল"। এর অর্থ তিনি যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক পড়ছিলেন এবং তিনি বুঝাতে চাইলেন যে যিশাইয় তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন!

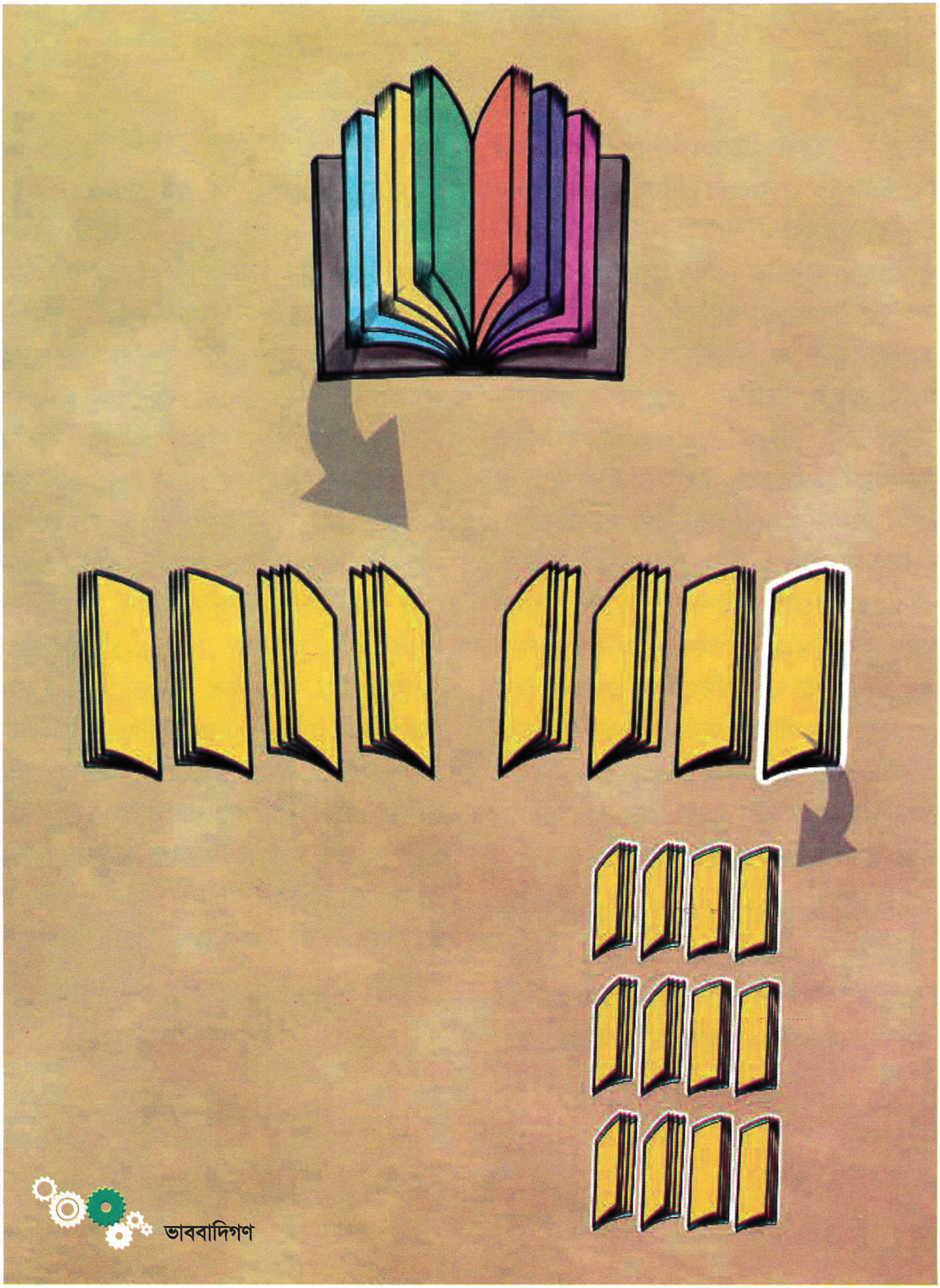
ভাববাদিগণ

“বারজনের” পুস্তক

বার জনের ১২টি অংশ দ্বারা একটি পুস্তক রূপে যিহূদীদের দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ১২টি পুস্তক একক পুস্তক রূপে শাস্ত্রের আধুনিক পাঠকদের কাছে মহা মূল্যায়ন রয়েছে। এই বিবেচনায়, যিরমিয়, যিহিস্কেল বা যিশাইয়ের মত, একত্রে, তাদের স্বাভাবিক কার্য্য করেছিল। তারা (বার জন) একই ভাবে যিশাইয়ের মত একটি পুস্তক রূপে গণ্য হতে পারে।

এটা স্পষ্ট একটি পুস্তকের মধ্যে ১২টি পুস্তক সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়নি। যদি এটা সময়ানুক্রমিক সাজানো হতো তবে যোনা, আমোষ, ও হোশেয় হতো প্রথম পুস্তক। বরং ১২ জনের পুস্তকের মধ্যে ১২টি পুস্তক মূল বচন দ্বারা সাজানো দেখতে পাওয়া যায়। একটি পুস্তকের শেষে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ পরবর্তী পুস্তকের শুরুতে শব্দগুলির সুদৃঢ় অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। কিভাবে পুস্তকগুলি একত্রে স্থাপিত হয়েছে তা আবিষ্কার করা প্রচারকের কাছে আনন্দের বিষয়।

যেহেতু প্রথমে এটা প্রকাশিত হয়েছে, তাই হোশেয় ১২টি পুস্তকের সমগ্র “পুস্তক” রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এভাবে, সমগ্র পুস্তকের জন্য হোশেয় সূচীপত্র রূপে গণ্য হয়েছে। যেহেতু শেষে, মালাখি পুস্তক বারটি পুস্তকের সমগ্র “পুস্তক” এর উপসংহার রূপে গণ্য হয়েছে।

কখনও কখনও, বারটি পুস্তকের ভাববাদীদের “ছোট ভাববাদী ” রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এটা এই অর্থ করে না যে তারা “বড় ভাববাদীদের” (যিরমিয়,যিহিস্কেল, ও যিশাইয়) চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। এটা সাধারণত: এই অর্থ করে যে “বড় ভাববাদীদের পুস্তক” এর ন্যায় দীর্ঘ নয়। সকল শাস্ত্রলিপি “ঈশ্বর-নিশ্বসিত ও গুরুত্বপূর্ণ (২তীমথিয় ৩:১৬ পদ দেখুন), বার জনের মধ্যেই ছোট পুস্তকগুলি দেখতে পাওয়া যায়। সকল পুস্তকের মধ্যেই খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

যিরমিয়, যিহিস্কেল, ও যিশাইয় সহ বারটির মধ্যে ঈশ্বরের জাতির দ্বিতীয় যাত্রার বিষয়, খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়, খ্রীষ্টের রাজত্বের বিষয়, ঈশ্বরের শত্রুর পরাজয়ের বিষয় বলা হয়েছে। এই পুস্তকগুলির প্রত্যেকটি “শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী” (২তীমথিয় ৩:১৬ পদ দেখুন)। এই বারটি পুস্তকের মধ্য থেকেই প্রেরিতগণ সচারচর উদ্বৃতি দিয়েছেন।

বার জন ভাববাদীর ভাববাণী প্রকাশের আনুমানিক তারিখ ও তাদের প্রত্যেকের নামের খসড়া-চিত্র নিম্নে দেওয়া হলোঃ

হোশেয় – ৭৬০-৭৩০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

যোয়েল – সম্ভবতঃ ৬০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

আমোষ – সম্ভবতঃ ৭৬০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

ওবদিয় – সম্ভবতঃ ৫৮৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

যোনা – সম্ভবতঃ ৭৭০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

মীখা – ৭৩৭-৬৯০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

নহূম – সম্ভবতঃ ৬৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

হবক্‌কূক – সম্ভবতঃ ৬৩০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

সফনিয় – সম্ভবতঃ ৬২৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

হগয় – সম্ভবতঃ ৫২০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

সখরিয় – ৫২০-৫১৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

মালাখি – সম্ভবতঃ ৪৩৩ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ

লিখিত দলিল পুস্তক

বিকশিত নেতৃত্ব কর্মশালা

লেখক রেভাঃ টম কেল্‌বী

লিখিত দলিল পুস্তক সূচিপত্র

লিখিত দলিলপুস্তক কি?.. ৮৫
কিভাবে লিখিত দলিল পুস্তকগুলি সজ্জিত হয়েছে?.. ৮৭
ব্যবস্থা পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন?...................................... ৮৯
লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভাববাদী পুস্তকের সাদৃশ্য?.. ৯৫
ভাববাদী পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন?..................................... ৯৭
লিখিত দলিল পুস্তকে বর্নিত লোকেরা বিশ্বাসের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত................................ ১০৩
লিখিত দলিল পুস্তকে কি বিষয়ে বলা হয়েছিল?... ১০৫
কেন লিখিত দলিল পুস্তকে কবিতা সচারচর দেখা যায়?.. ১০৯
লিখিত দলিল পুস্তকের মূল চরিত্র ভাববাদীগণের সময়ে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকদের থেকে খুবই ভিন্ন। লিখিত দলিল পুস্তকের মূল চরিত্র হলো মহা পরীক্ষার মধ্যেও ইয়াওয়ের প্রতি বাধ্য থাকা।.. ১১৩
লিখিত দলিল পুস্তকের মূল বিষয় ছিল মূর্ত্তি-পূজা না করা।.. ১১৫
মূল বিষয়গুলি হলো ঈশ্বর ভক্তের জীবনে দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত যখন সে যাতনা ভোগ করছে।................ ১১৭
লিখিত দলিল পুস্তকগুলি প্রত্যাশা দ্বারা পূর্ণ।.. ১১৯
রূতের বিবরণ লিখিত দলিলপুস্তকের যথার্থ মুখবন্ধ।... ১২১
গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক।............................. ১৩১
গীতসংহিতার অনেক পুস্তক দুইভাবে পড়া যায়।.. ১৪৭
ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।....................... ১৫৫
হিতোপদেশ ঈশ্বরের লোকদের মন্দ “পথ” এড়াতে ও সঠিক “পথে” চলতে বিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়ে থাকে।.......... ১৬৫
উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে।........ ১৭৩
শলোমনের পরমগীত প্রেমের মৌলিক কাহিনীর গুণকীর্ত্তন করছে।... ১৮৫
যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ-.. ১৯৫
প্রবাসে বসবাসরত বিশ্বস্ত লোকদের জন্য দানিয়েল আশার সঞ্চার করেছিলেন।.......................... ২০৭
ইষ্টের ঈশ্বরের লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা কার্য্য করছেন। তিনি এটি করছেন এমন কি যখন তারা “দেখতে” পাচ্ছে না তিনি কি করছেন। ২১৫
ইস্রা-নহিমিয়ের পুস্তক দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বা তাঁর অবস্থান ভুলে যান না।.. ২২৩
একজন দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক প্রকৃত মন্দির নির্ম্মানের উপর বংশাবলি কেন্দ্রীভুত।.................. ২২৯
বংশাবলি পুস্তক যীশুতে সেতু স্বরূপ এবং কাহিনীটি নূতন নিয়মে বলা হয়েছিল।...................... ২৩৫

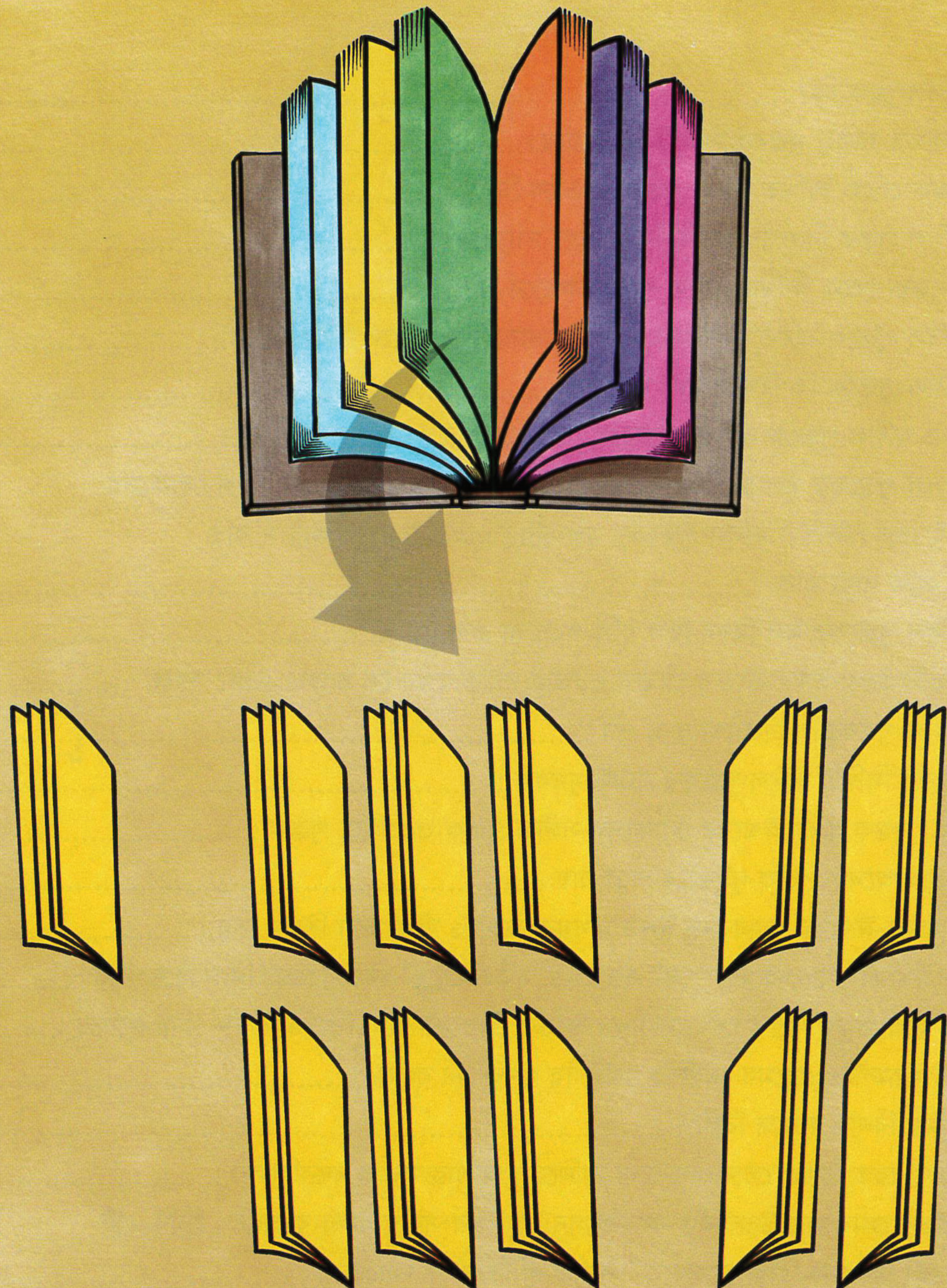

লিখিত দলিলপুস্তক কি?

লিখিত দলিল পুস্তক পুরাতন নিয়মে খুঁজে পাওয়া পুস্তকগুলির একটি সংকলন। পুরাতন নিয়মে পুস্তকগুলির তিনটি সংকলন আছে। এগুলি ব্যবস্থা পুস্তক, ভাববাদী পুস্তক ও লিখিত দলিল পুস্তক নামে সংকলিত। হিব্রু বাইবেলে ব্যবস্থা ও ভাববাদী পুস্তকের পরেইলিখিত দলিল পুস্তক অবস্থিত।

পুরাতন নিয়ম আধুনিক বাইবেলের পুস্তকগুলির ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সংকলিত পুস্তকের মত বিভক্ত নয়। যাহোক, এটি এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যীশু নিজেই পুরাতন নিয়মের এই ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সংকলণ স্বীকার করেছেন এবং তিনি তাঁর শিক্ষার মধ্যে এই তিনিটি পুস্তকের সংকলন থেকে উপকরণ ব্যবহার করেছেন **(লূক ২৪:৪৪-৪৫)**।

প্রেরিত পৌলও পুরাতন নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের সংকলন স্বীকার করেছেন। যীশুর মত তিনিও তাঁর প্রচার ও শিক্ষার মধ্যে এই ভিন্ন ভিন্ন সংকলন ব্যবহার করেছেন **(প্রেরিত ২৮:২৩)**।

ব্যবস্থা পুস্তকগুলি হলো আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ। এই পুস্তকগুলি সবই মোশির দ্বারা লিখিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে প্রাচীন ইতিহাস থেকেও আরও বেশী কিছু আছে। এই পুস্তকগুলি খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রকাশ করেছে **(যোহন ৫:৪৫-৪৭)**। ব্যবস্থা পুস্তকগুলি প্রথমে প্রদত্ত হওয়ার কারণে বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পুস্তকগুলিতে বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকগুলির বিষয় কখনও কোন উদ্বৃতি বা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবে, প্রায়ই বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকগুলির দ্বারা ব্যবস্থা পুস্তকগুলি উদ্বৃতি বা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ভাববাদী পুস্তকগুলি হলো যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ, শমূয়েল (১-২ শমূয়েল প্রকৃত পক্ষে একটি পুস্তক), রাজাবলি (১-২ রাজাবলি মূলত: একটি পুস্তক হিসাবে ছিল), যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ও "বারজনের" পুস্তক। কখনও কখনও এই বার জনকে "ছোট ভাববাদী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে (হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহূম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয় ও মালাখি)। এই পুস্তকগুলিতে খ্রীষ্টের ও সুসমাচারের কথাও বলা হয়েছে **(প্রেরিত ৩:১৭-২৬ ও ১ পিতর ১:১০-১২)**।

লিখিত দলিল পুস্তক পুরাতন নিয়মের তৃতীয় সংকলন। প্রকৃত ঘটনা হলো ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন লিপিতে এই বিভাগের পুস্তকগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত রয়েছে। যাহোক, অধিকাংশ প্রাচীন লিপিতে এগুলি নিম্ন লিখিতভাবে সজ্জিত আছে: রূতের বিবরণ, গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, শলোমনের পরমগীত, বিলাপ, দানিয়েল, ইষ্টের, ইস্রা-নহিমিয় (ইস্রা ও নহিমিয় মূলত: একটি পুস্তক হিসাবে বিবেচিত ছিল), ও বংশাবলি (১-২ বংশাবলি মূলত: একটি পুস্তক হিসাবে ছিল)। এই পুস্তকগুলিতে ব্যবস্থা ও ভাববাদী পুস্তকের মত খ্রীষ্টের ও সুসমাচার বিষয়ক ঘটনার কথা বলাহয়েছে **(১ পিতর ১:১০-১২ পদ পুনরায় দেখুন)**।

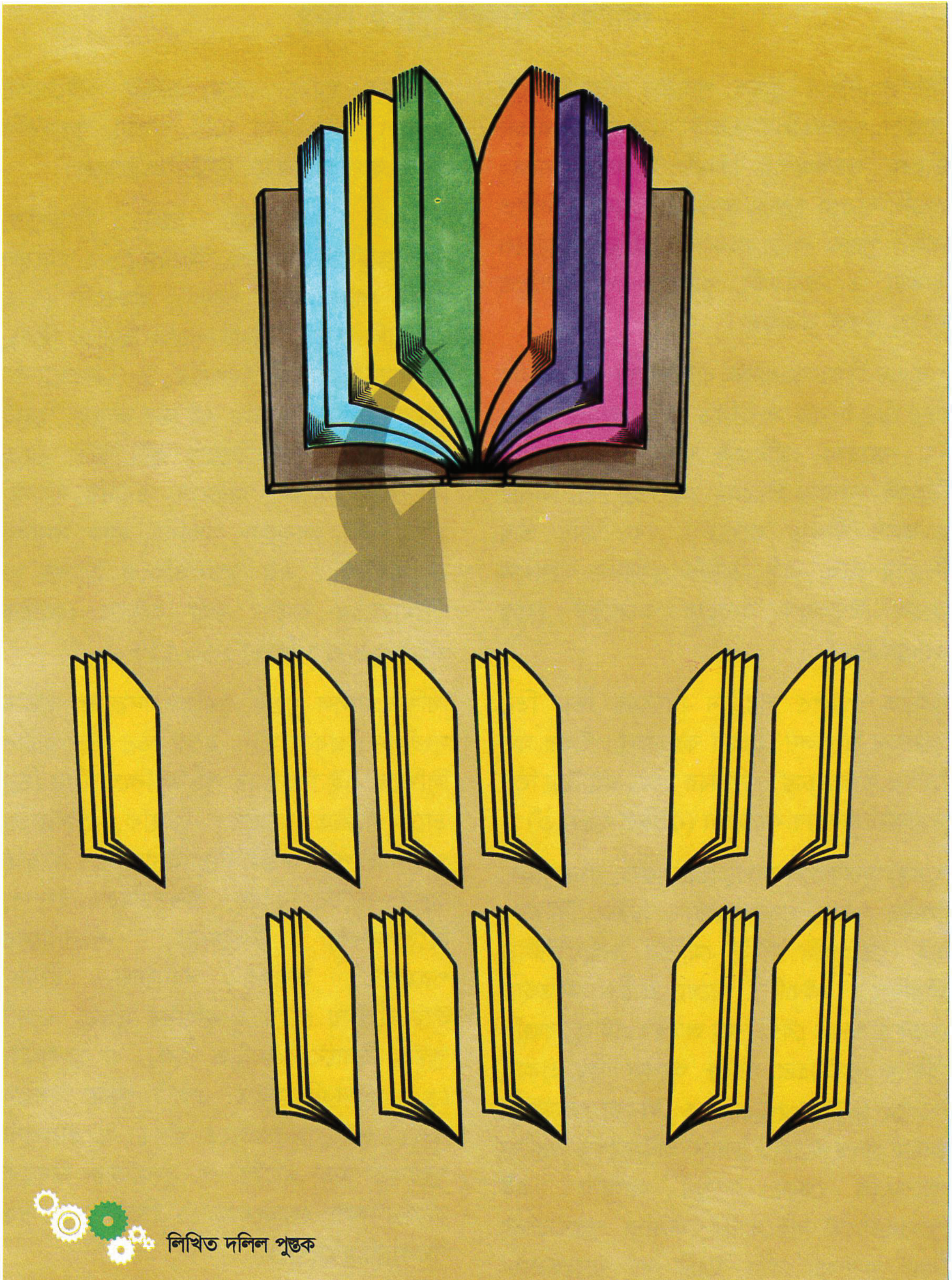

কিভাবে লিখিত দলিল পুস্তকগুলি সজ্জিত হয়েছে?

ভাববাদী পুস্তকের পরেই লিখিত দলিল পুস্তকগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ লিখিত পুস্তকগুলির প্রথম পুস্তক (রূতের বিবরণ) ভাববাদী পুস্তকের শেষ পুস্তকের (মালাখি) ঠিক পরে অবস্থিত।

লিখিত দলিল পুস্তকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় উপস্থাপিত হয়েছে। যাহোক, অতি প্রাচীন লিপিতে নিম্নলিখিত ভাবে পুস্তকগুলি উপস্থাপিত হয়েছে: রূতের বিবরণ, গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, শলোমনের পরমগীত, বিলাপ, দানিয়েল, ইষ্টের, ইস্রা-নহিমিয় (ইস্রা ও নহিমিয় মূলত: একটি পুস্তক হিসাবে বিবেচিত ছিল), ও বংশাবলি (১-২ বংশাবলি মূলত: একটি পুস্তক হিসাবে ছিল)।

লিখিত দলিল পুস্তকের পুস্তকগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকতে পারে। এগুলি কাব্য পুস্তক। এই পুস্তকগুলি একত্রে স্থাপিত। আর সেখানে বর্ণনামূলক পুস্তকও রয়েছে। এই পুস্তকগুলিও একত্রে অবস্থিত। লিখিত দলিল পুস্তকের কাব্য বিভাগে ছয়টি পুস্তক রয়েছে। এই পুস্তকগুলি হলো গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, শলোমনের পরমগীত, ও বিলাপ। লিখিত দলিল বিভাগে চারটি বর্ণনামূলক পুস্তক রয়েছে। এই পুস্তকগুলি হলো দানিয়েল, ইষ্টের, ইস্রা-নহিমিয়, ও বংশাবলি। লিখিত দলিলের মধ্যে একমাত্র পুস্তক রূতের বিবরণ যা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। রূতের বিবরণ একটি বর্ণনামূলক পুস্তক, তথাপি এটা বর্ণনামূলক পুস্তকের মধ্যে স্থান পায়নি। পরিবর্তে, এটি কাব্য পুস্তকের পূর্বে স্থান পেয়েছে। লিখিত দলিলের মধ্যে রূতের বিবরণ প্রথম পুস্তক। এই নির্দিষ্ট একটি পুস্তক কেন প্রথমে স্থান পেল? সম্পাদক (বা সম্পাদকবৃন্দ) এর কারণে রূতের বিবরণ প্রথমে স্থান পেয়েছে বলে মনে হয়, যারা পুরাতন নিয়ম সজ্জিত করেছেন তারাই রূতের বিবরণকে লিখিত দলিলের মধ্যে উপযুক্ত মুখবন্ধ স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

লিখিত দলিল পুস্তকের শেষ পুস্তক হলো বংশাবলি পুস্তক। কিন্তু এটি লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে শেষ পুস্তকের চেয়েও বেশি কিছু। যেহেতু পুরাতন নিয়মের মধ্যে লিখিত দলিল হলো প্রথম সংকলন, বংশাবলি হলো পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক। বংশাবলি শেষে উপস্থাপিত হওয়ার কারণ মনে হয় সম্পাদক যিনি পুরাতন নিয়ম সজ্জিত করেছেন তিনি পুরাতন নিয়মে বংশাবলিকে উপযুক্ত সমাপ্তি স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক রূপে বংশাবলিতে আরও বেশি কিছু সম্পাদিত হয়েছে। এতে নূতন নিয়মের পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। বংশাবলি পুস্তকটি মথি লিখিত সুসমাচারের পথ নির্দেশক।

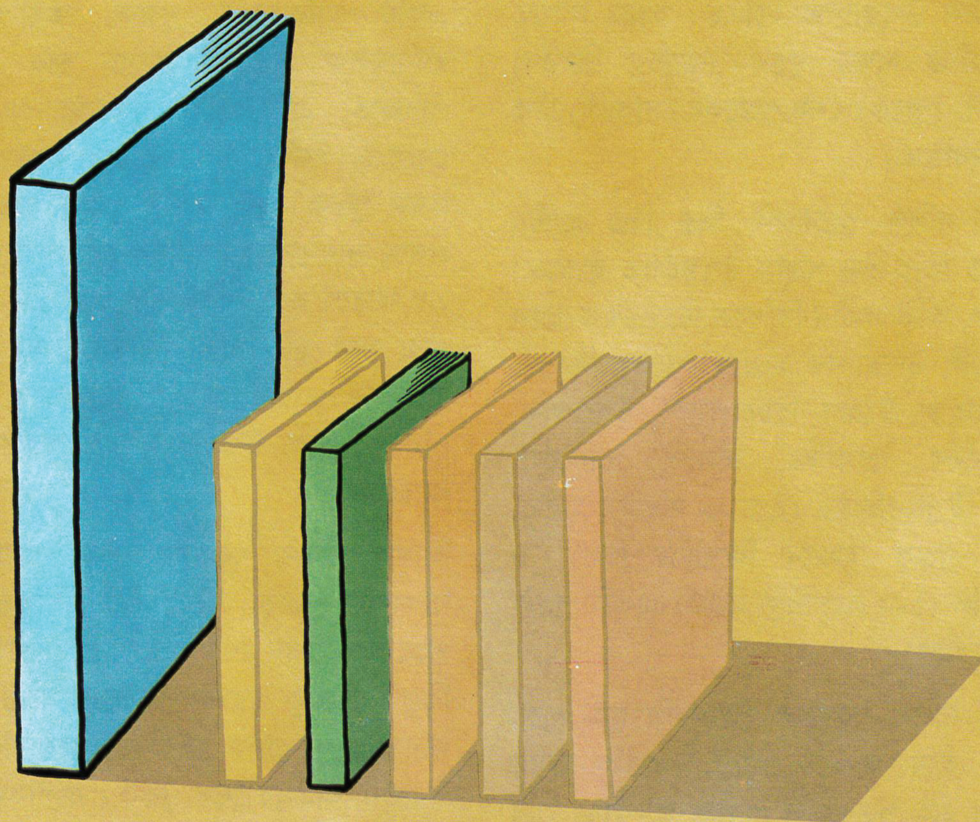

লিখিত দলিল পুস্তক

ব্যবস্থা পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন?

ব্যবস্থা পুস্তক হলো পুরাতন নিয়ম তথা সমুদয় বাইবেলের মুখবন্ধ স্বরূপ। বাইবেলের অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, ব্যবস্থা পুস্তক পাঠককে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্যবস্থা পুস্তক পাঠককে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এই বর্ণনা করে যে কেন তারা সৃষ্ট হয়েছিল। বাইবেলে যে সব কাহিনী বলা হয়েছে ব্যবস্থা পুস্তক তার সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়। ব্যবস্থাপুস্তক পাঠককে ঈশ্বরের স্থানের গুরুত্ব, ঈশ্বরের বাক্যের গুরুত্ব, পাপের সমস্যা, ও পাপের জন্য ঈশ্বরীয় সমাধান বুঝিয়ে দেয়।

লিখিত দলিল পুস্তক এই বিষয়গুলির কোনটিই করে না। **এগুলি ভুমিকাস্বরূপ মূল বিষয় নয়**। উদাহরণ স্বরূপ, লিখিত দলিল পুস্তক পাঠককে ঈশ্বরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় না। এর পরিবর্তে, লিখিত দলিল পুস্তক অব্যহত ভাবে ঈশ্বরের বিষয় বর্ননা করে। তারা ক্রমোন্নতি অব্যহত রাখে যা ব্যবস্থা পুস্তকে শুরু করা হয়েছিল। বাইবেলে যে সব কাহিনী বলা হয়েছে ব্যবস্থা পুস্তক তার সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয় না। এর পরিবর্তে, লিখিত দলিল পুস্তক সেই সব কাহিনীর বিষয় অব্যহত রাখে যা ব্যবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে লিখিত দলিল পুস্তক লোকদের সাথে, পাপের সমস্যার সাথে, ও পাপের জন্য ঈশ্বরীয় সমাধানের সাথে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয় না। এভাবেই, লিখিত দলিল পুস্তক ভুমিকাস্বরূপ নয়। তারা স্বভাবগতভাবেই ক্রমবর্ধমান।

লিখিত দলিল পুস্তক সহজাত গুণাবলিকে স্মরণীয়করে রাখে। এমন কি যদিও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে স্মরণীয় (গুণ বিচার করা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, **যাত্রাপুস্তক ১৫** বিজয়ের কবিতা), লিখিত দলিল পুস্তক অনেক, অনেক স্থানে স্মরণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতসংহিতা নিয়মিত ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার গুণ (খ্রীষ্টের), ঈশ্বরের সৃষ্টির, তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান, ঈশ্বরের বাক্যের, ঈশ্বরের ধার্ম্মিকগণের স্বভাব, ঈশ্বরের ন্যায্য বিচার, ও ঈশ্বরের সহায়তার বর্ননা করে। এই সকল বিষয়গুলি ব্যবস্থাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু তারা বিশেষভাবে লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে পরিচিত। হিতোপদেশ প্রজ্ঞার গুণকীর্ত্তন করে। হিতোপদেশ ধার্মিকা স্ত্রীর দানের গুণকীর্ত্তন করে। এই ধারণায় বলা যায়, এমন একটি বিষয়ে গুণকীর্ত্তন করে যা আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে স্মরণীয়। শলোমনের পরমগীত বিবাহ ও বন্ধুত্বের গুণকীর্ত্তন করে। এই মূল বিষয়গুলি শলোমনের পরমগীতে এভাবে বলা হয়েছে যা আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ের এই মূল বিষয়ের উভয়কে পরিচয় করিয়ে দেয়।

ব্যবস্থা ও লিখিত দলিলের মধ্যে এক বড় ধরণের ভিন্নতা হলো এই যে ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পুস্তকগুলি কখনও লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যবর্তী কোন পুস্তকের উদ্বৃতি দেয় না। তা ছাড়া, ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পুস্তকগুলি কখনও লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যবর্তী পুস্তকগুলির পরোক্ষভাবে কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ ব্যবস্থার পুস্তকগুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবে লিখিত দলিল পুস্তকের কোন উল্লেখ নেই।

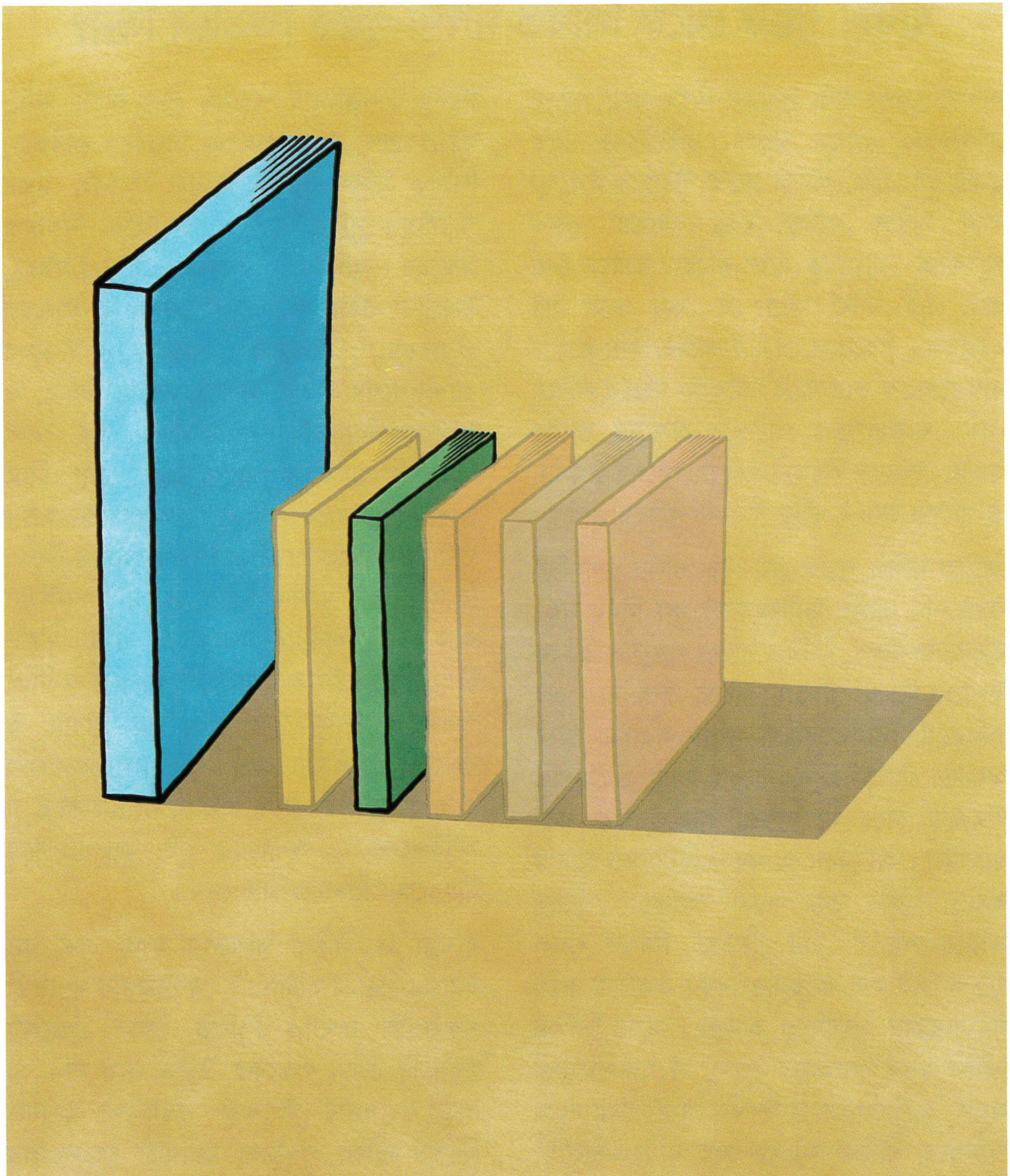

ব্যবস্থা পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন? (চলমান)

যাহোক, লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যবর্তী পুস্তকগুলি প্রায়ই ব্যবস্থা থেকে পদগুলির বা পদগুলির অংশবিশেষের উদ্বৃতি দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, লিখিত দলিল পুস্তকগুলিতে লেখক পরোক্ষভাবে বিষয়গুলির প্রতি প্রায়ই ইঙ্গিত করেছেন যা ব্যবস্থা পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়।

তাদের ব্যবস্থা পুস্তকের বারংবার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যবর্তী পুস্তকগুলির বিষয় লেখক মনে করেছেন যে তাদের পাঠকগণ ব্যবস্থা পুস্তক পড়ে থাকেন। লিখিত দলিল পুস্তকগুলির মধ্যে অনেক অনেক কবিতা ও কাহিনী রয়েছে যা যদি কোন পাঠক ব্যবস্থা পুস্তক পাঠ করেন তবে তার মধ্যে একটি ধারণা তৈরী করবে।

এটি খুব গভীর কুয়ার জলের সাথে ব্যবস্থার একটি তুলনা করতে সহায়ক হতে পারে। লিখিত দলিল পুস্তক (এবং শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ) এই কুয়ার কাছে নিয়মিত ভ্রমণ করায় (যথা, ব্যবস্থা) ও এই কুয়া থেকে জল তুলতে সাহায্য করে। যাহোক, ব্যবস্থা পুস্তক, লিখিত দলিল পুস্তকগুলি থেকে (বা শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ থেকে) কখনও কোন জল তোলে না।

একটি ছায়ার অন্য উদাহরণ হতে পারে। ব্যবস্থা পুস্তক লিখিত দলিল পুস্তক (এবং বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকের উপর) এর উপর একটি অতি বৃহৎ ছায়া ফেলেছে। অর্থ এই যে, প্রচারক ও শিক্ষকের লিখিত দলিল পুস্তকগুলি ভালভাবে বুঝতে ব্যবস্থার বিষয় জানা প্রয়োজন। যদি প্রচারক বা শিক্ষক ব্যবস্থা বুঝতে না পারে, তাহলে তারা ছায়ার ব্যাখ্যা করতে পারবে না যা লিখিত দলিল পুস্তকের উপর পতিত হয়েছে।

ব্যবস্থা ও লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে অন্য বড় ধরণের পার্থক্য হলো ঈশ্বরের জাতির অবস্থান যা তাদের উপর কেন্দ্রীভুত। প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ সম্পর্কীত ইস্রায়েলের সঙ্গে ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়েছে। লোকেরা বহির্গমনের একটি অংশ। মোশি লোকদের এই বলে সতর্ক করলেন যে তাদের অবাধ্যতার কারণে, তারা দীর্ঘকাল এই দেশে থাকতে পারবে না। তারা যদি সত্যই প্রতিমাপূজা করে তবে তারা এই দেশ থেকে বিতাড়িত হবে **(দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৫-৩১ পদ দেখুন)**।

ভাববাদীগণের সময়ে প্রতিজ্ঞাত দেশ থেকে এই নির্বাসনের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ ৪ অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ঠিক নির্বাসন সম্পর্কে ছিল না। তিনি তাঁর লোকদের আবার দেশে ফিরিয়ে আনবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এটি **দ্বিতীয় যাত্রার বিষয়** উল্লেখ করে। লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যের লোকদের অধিকাংশ, ঐ দ্বিতীয় যাত্রার জন্য অপেক্ষা করেছে। এখনও তাদের চুড়ান্ত বিশ্রামের স্থানের বিষয় স্থির হয় নাই। তারা নির্বাসিত জীবন যাপন করছে (উদাহরণ স্বরূপ, ইষ্টের ও দানিয়েল), ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে ফিরে যাবার জন্য সংগ্রাম করছে (উদাহরণ স্বরূপ, ইস্রা-নহিমিয়)। অনেক পুস্তক আছে শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ ভোগের সময়ে ধার্ম্মিকতায় জীবন যাপন সম্বন্ধে (উদাহরণ স্বরূপ, ইয়োব ও বিলাপ)। এরূপে, লিখিত দলিল পুস্তক ঈশ্বরের জাতির লোকদের পক্ষে তাদের স্থানে সম্পূর্ণরূপে পুনঃস্থাপনের জন্য অপেক্ষা করছে।

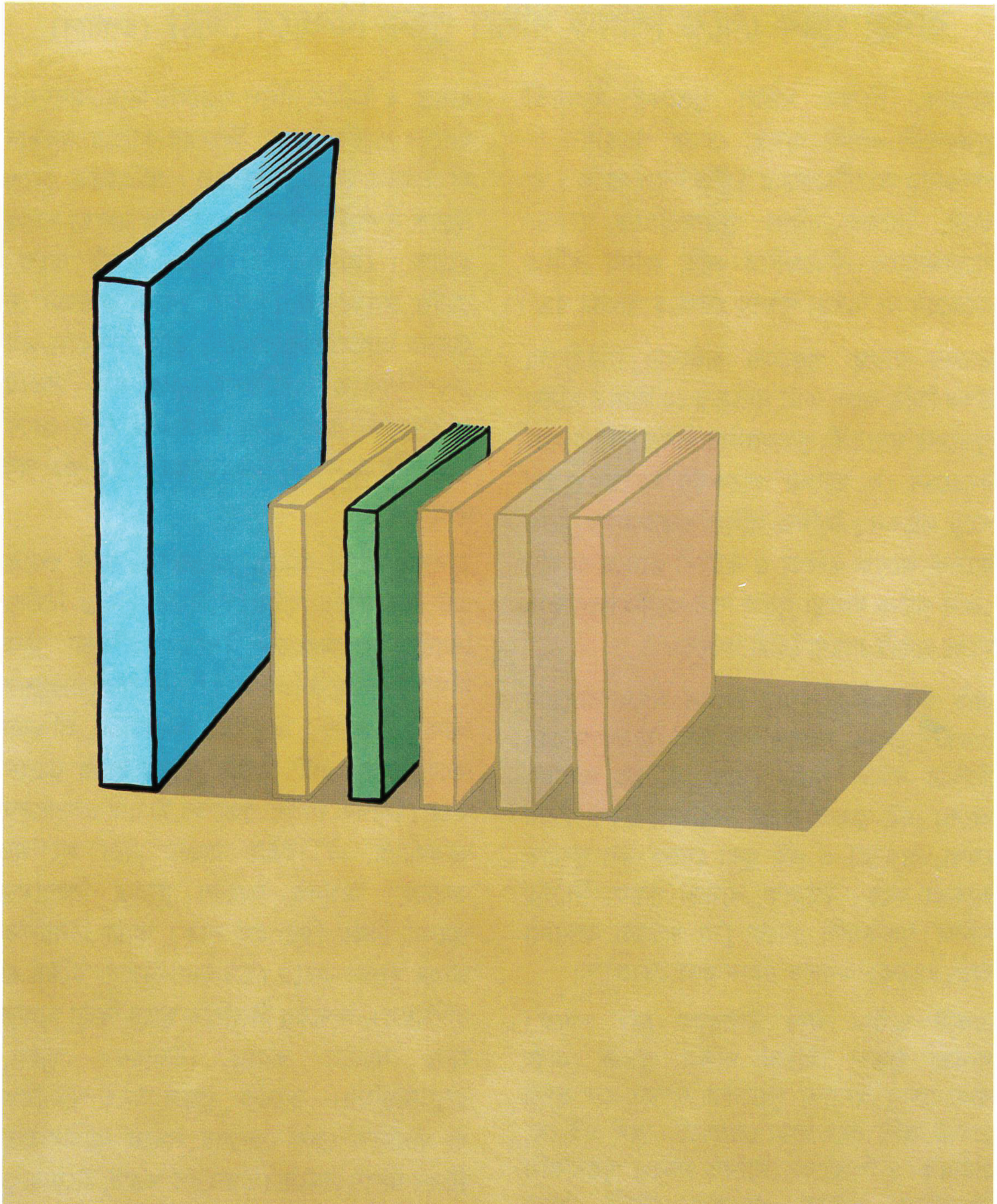

ব্যবস্থা পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন? (চলমান)

দীর্ঘ নির্বাসনের পর ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত দেশে পুনঃপ্রবেশের দ্বারা লিখিত দলিল পুস্তকের সমাপ্তি হবে। কিন্তু যদিও এমনকি ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিজ্ঞাত দেশে পুনঃপ্রবেশ করেছে, এটা স্পষ্ট যে ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন **(আদিপুস্তক ১২:১-৩ পদ দেখুন)** তা এখনও পূর্ণতাসাধিত হয়নি। প্রথম মন্দির অপেক্ষা দ্বিতীয় মন্দির কম গৌরবযুক্ত। এটি ক্ষুদ্র বিষয়। তা ছাড়া, লোকেরা এখনও বাধ্য হয়নি। এই বিষয়ে ইস্রা-নহিমিয় পরিষ্কার করেছিলেন, লোকেরা এখনও অবাধ্য। এখনও তাদের হৃদয়ের **"ত্বকছেদ"** করা হয়নি **(দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬ পদ দেখুন)**। এরূপে, ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত বাসস্থানের জন্য ও ঈশ্বরের জাতির বাধ্যতায় গমনাগমনের জন্য পাঠকের অপেক্ষা করার দ্বারা লিখিত দলিল পুস্তকের সমাপ্তি হবে।

এই কারণ বংশাবলি পুস্তকের শেষ বাক্যগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ। বংশাবলি পুস্তক হলো লিখিত দলিল পুস্তকের শেষ পুস্তক। এরূপে, বংশাবলি পুস্তকের শেষ বাক্যগুলি লিখিত দলিল পুস্তকের শেষ বাক্য এবং, একই সাথে, পুরাতন নিয়মের শেষ বাক্য। রাজা কোরস কর্তৃক ঈশ্বরের জন্য গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত ঘোষণা লিখিত দলিল পুস্তকের শেষ বাক্য: "পারস্য-রাজ কোরস এই কথা কহেন, 'স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি যিহুদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মান করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে, তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক, তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন, সে সেখানে যাউক।"
২ বংশাবলি ৩৬:২৩ পদ।

মন্দির নির্ম্মানের জন্য একটি আদেশের দ্বারা বংশাবলি পুস্তকের সমাপ্তি হয়েছে। কে কোরসের বাক্যগুলির পূর্ণতাসাধন করবে? সেই লোক কে যে ঈশ্বরের গৃহ (তাঁর মন্দির) নির্ম্মানের জন্য উঠে যাবে? পরিশেষে বলা যায়, যীশুর দ্বারাই কোরসের বাক্যগুলি পূর্ণতাসাধিত হয়েছে। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের জন্য "গৃহ" নির্ম্মান করলেন **(যোহন ২:১৮-২২ ও ইফিষিয় ২:১৯-২২ পদ দেখুন)**। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রথম আদম যা করতে পারেননি তিনি তাই করলেন। তিনি ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে ফিরিয়ে আনলেন। ও প্রকৃত ভজনা করতে চালিত করলেন।

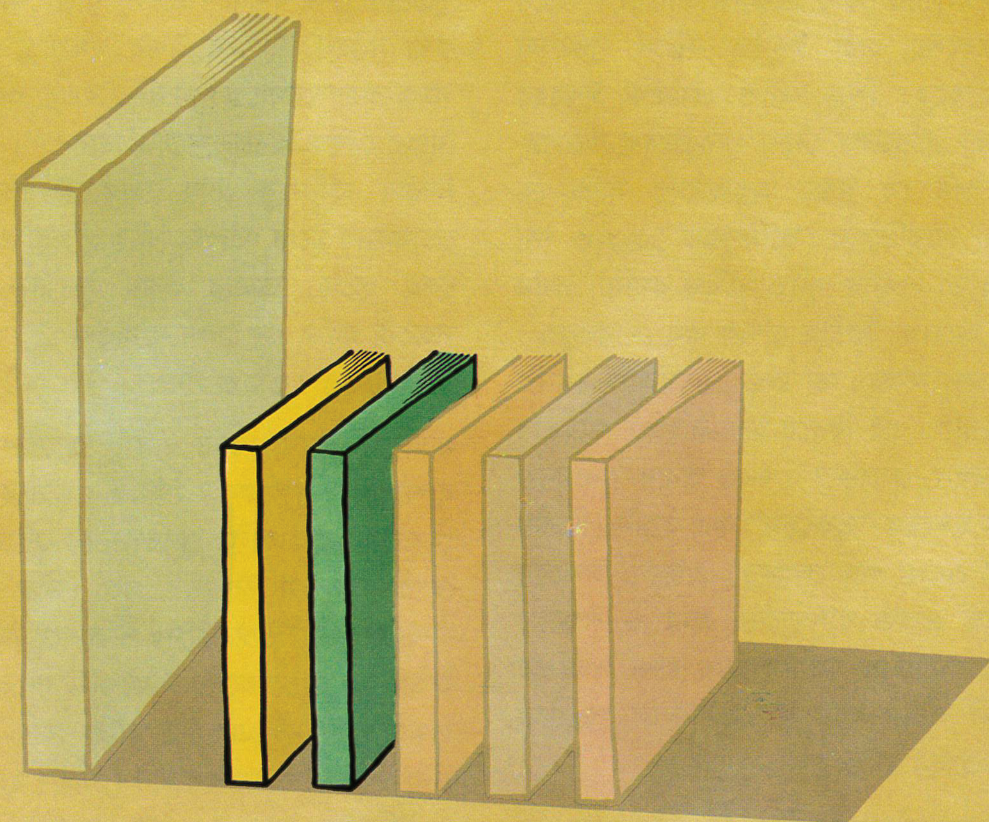

লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভাববাদী পুস্তকের সাদৃশ্য?

ভাববাদী পুস্তক ও লিখিত দলিল পুস্তকের কয়েক পর্য্যায়ে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। নিম্নে কয়েকটি পর্য্যায়ের বিষয় প্রকাশ করা হলো।

প্রথম, উভয় বিভাগ, সমস্ত শাস্ত্রের মত, খ্রীষ্টের ও সুসমাচারের বিষয় বলছে **(লূক ২৪:২৫-২৭, ২৪:৪৪-৪৭, ও ১পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন)**।

দ্বিতীয়, উভয় বিভাগের উভয় অংশই ঈশ্বরের অনুপ্রাণীত বাক্যের অংশ এবং যা কিছু ঘটবে সেই বিষয়েই লিখিত হয়েছে **(যোহন ১০:৩৫ পদ দেখুন)**।

তৃতীয়, উভয় বিভাগের উদ্দেশ্য মন্ডলীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। ভাববাদী পুস্তক ও লিখিত দলিল পুস্তক উভয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, **"ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত** প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ও ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী" **(২তীমথিয় ৩:১৬ পদ দেখুন)**।পুরাতন নিয়মের এই বিভাগগুলি ঈশ্বর থেকে দান স্বরূপ দেওয়া হয়েছে এই অভিপ্রায়ে যেন ঈশ্বরের সন্তানেরা (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) মন্ডলীর দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে ব্যবহার করতে পারে যেন তারা পরিপক্ক হয়ে বৃদ্ধি পায় **(২তীমথিয় ৩:১৭ পদ দেখুন)**।
চতুর্থ, ভাববাদী ও লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্য থেকে নূতন নিয়মে প্রায়ই উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই উভয় বিভাগ থেকেই যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ প্রায়ই উপকরণ ব্যবহার করেছেন। বস্তুত: পুরাতন নিয়ম পুস্তক নূতন নিয়মে যার অধিকাংশ উদ্ধৃতি বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো গীতসংহিতা। এটি লিখিত দলিল পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। পুরাতন নিয়মের পুস্তক থেকে দ্বিতীয় সর্বাধিক উদ্ধৃতি বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো যিশাইয় পুস্তক। এটি ভাববাদী পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম, ভাববাদী পুস্তক ও লিখিত দলিল পুস্তক উভয়ে বর্ননামূলক পুস্তক ও কবিতা পুস্তক অন্তর্ভুক্ত। ভাববাদী পুস্তক ও লিখিত দলিল পুস্তক উভয়ের মধ্যে, বর্ননামূলক পুস্তক একত্রে সংস্থাপিত ও কবিতা পুস্তক একত্রে সংস্থাপিত। ভাববাদী পুস্তকে বর্ননামূলক পুস্তক হলো যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ, শমূয়েল ও রাজাবলি। লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে বর্ননামূলক পুস্তক হলো দানিয়েল, ইষ্টের, ইস্রা-নহিমিয়, ও বংশাবলি। ভাববাদী পুস্তকের মধ্যে কবিতা পুস্তক হলো যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ও বারজন। লিখিত দলিল পুস্তকে কবিতা পুস্তক হলো গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, শলোমনের পরমগীত, ও বিলাপ।

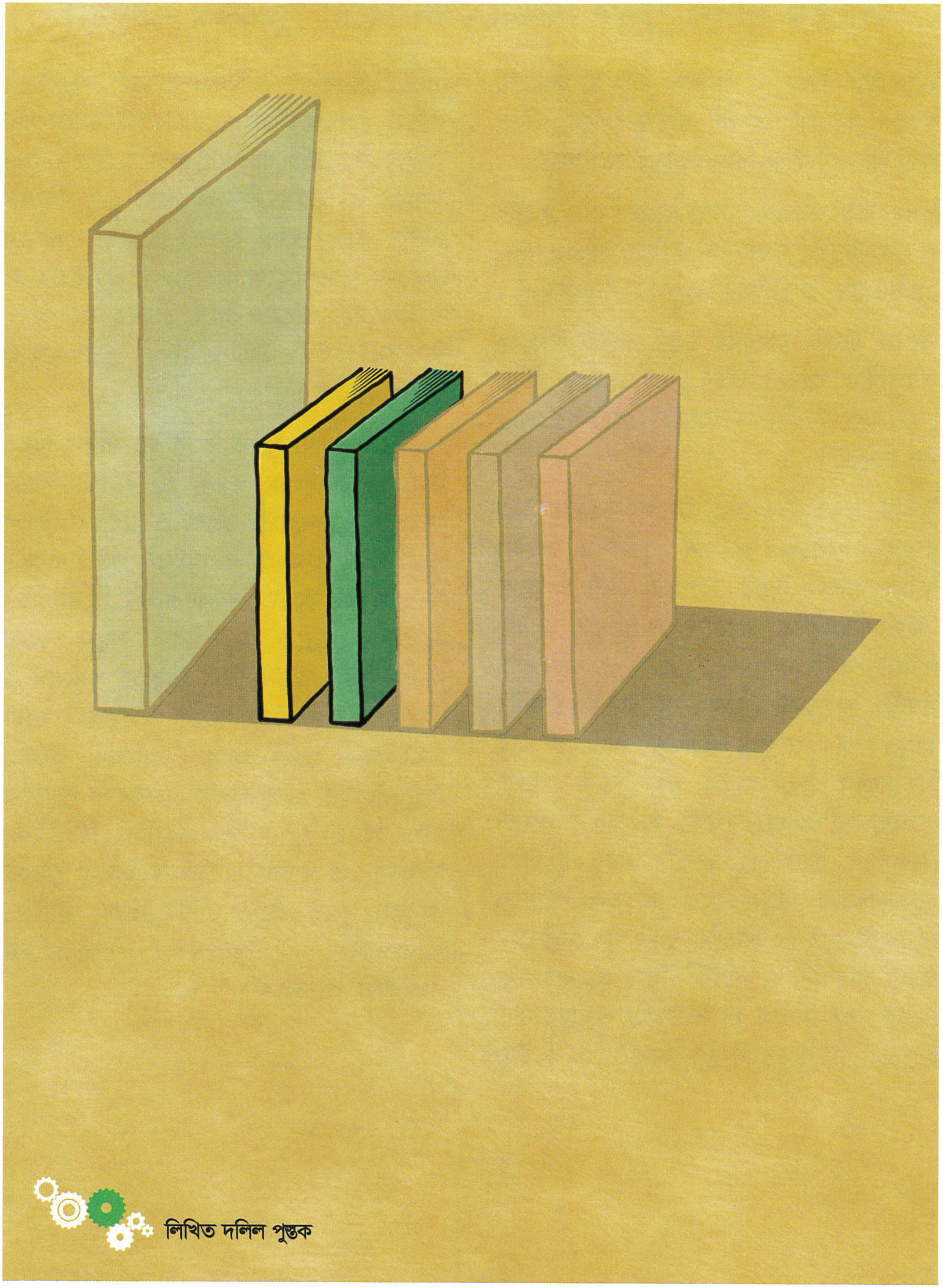

ভাববাদী পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন?

যেহেতু লিখিত দলিল ও ভাববাদী গ্রন্থের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে, তথাপি সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। নীচের খসড়া-চিত্রে লিখিত দলিল ও ভাববাদী গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেওয়া হলো।

সেখানে পুরাতন নিয়মের গভীর খাদের (গভীর খাদ হলো বাইবেলের পুস্তকগুলির গ্রহণযোগ্য তালিকায় ব্যবহৃত শব্দ) মধ্যদিয়ে সংস্থাপনে ভিন্নতা আছে। পুরাতন নিয়মের বিভাগের মাঝখানে ভাববাদী গ্রন্থগুলি অবস্থিত।এগুলি লিখিত দলিল পুস্তকের আগে প্রকাশিত। এটি সম্পাদক প্রকাশ করেছেন যিনি পুরাতন নিয়মে লিখিত দলিল পুস্তকেরবাণীর আগে ভাববাদী পুস্তকের বাণী সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন। অন্য দিকে, লিখিত দলিল পুস্তক পড়ার আগে ভাববাদীগণের পুস্তক পড়া সুবিধাজনক। লিখিত দলিল পুস্তক পড়ার আগে ভাববাদী পুস্তকের বাণী পড়া হিতকর। এটি এই অর্থ করে না যে লিখিত দলিল পুস্তক তাদের নিজের মত করে পড়তে পারবে না। সেই কারণ, এটি এই অর্থ করে, প্রথমে ভাববাদীগণের পুস্তক পড়া মহা হিতকর। ভাববাদীগণের পুস্তকের বাণীর প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ বুঝতে পাঠককে পূর্ব হতেই প্রস্তুত করে রাখবে যা তিনি লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যদি একজন পাঠক ভাববাদী গ্রন্থ (যার মধ্যে যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ও বারজন সম্পৃক্ত আছেন) পাঠ করেন, তাহলে তিনি গীতসংহিতার মধ্যমনি রূপে রাজা দায়ূদের উপর খুব বেশি জোর দিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন। এটি একজন ব্যক্তিকে দায়ূদ “সম্পর্কে” গীতসংহিতার বিষয় চিন্তা করতে আরও অনুপ্রাণীত করবে। যাহোক, যখন একজন ব্যক্তি ভাববাদীগণের গ্রন্থ (যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ও বারজনের গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত) পড়ার পর গীতসংহিতা পড়বেন, তখন তিনি সম্ভবতঃ রাজা দায়ূদকে গীতসংহিতার মধ্যমনি রূপে দেখতে পাবেন না। বরং, পাঠক বুঝবেন যে লিখিত দলিল গ্রন্থ দায়ূদের সময়ের পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করছে না। তারা দায়ূদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার-খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে! যিনিসকল ভাববাদী গ্রন্থ পড়ার পর গীতসংহিতা পড়ছেন তিনি গীতসংহিতার মধ্যমনি রূপে আরও অধিকতর ভাবে খ্রীষ্টকে দেখতে পাবেন। এটিই হলো গীতসংহিতার সঠিক অধ্যায়ন। এগুলি তাঁর সঙ্গীত।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পুরাতন নিয়মের উপসংহার হলো লিখিত দলিল গ্রন্থ। এটি সংকল্পিত। তারা, ভাববাদীগণ নয়, নূতন নিয়মের আশাপ্রদ সেতু রূপে কার্য্য করছেন। বংশাবলি গ্রন্থের শেষ বাক্যগুলি একজনের জন্য অপেক্ষা করতে পাঠককে সমর্পণ করছে যিনি প্রকৃত মন্দির নির্ম্মান করবেন। সেই ব্যক্তি এসেছেন। তাঁর নাম যীশু।

তারা নৈতিক মনোভাবের দিক থেকে ভিন্ন। ভাববাদীগণ, সেই সব ব্যক্তির প্রতি ও তাদের অবাধ্যতা সম্বন্ধে কথা বলেছেন, যাদের প্রকৃত গুণের অভাব রয়েছে। লিখিত দলিল গ্রন্থ, সেই সব ব্যক্তির প্রতি ও তাদের বাধ্যতা সম্বন্ধে কথা বলা হয়েছে, যারা যথার্থ।

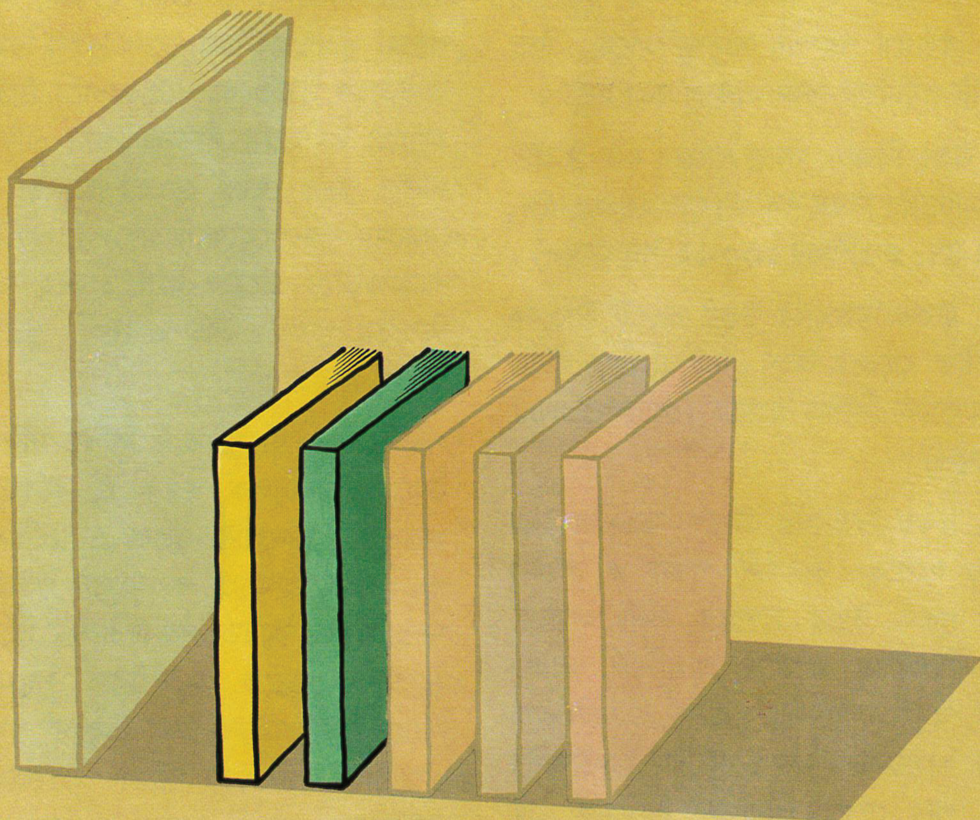

লিখিত দলিল পুস্তক

ভাববাদী পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন? (চলমান)

এটি এই অর্থ করে না যে ভাববাদীগণের কেবল বিপরীত বিভাগ রয়েছে। এটিই তদন্তের বিষয় নয়। ভাববাদী গ্রন্থে অনেক সুন্দর সুন্দর বিভাগ রয়েছে যেখানে খ্রীষ্টের মহিমার কথা ও তাঁর রাজ্যের কথা ও ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে তাঁর লোকদের পূনঃস্থাপনের কথা বলা হয়েছে। ভাববাদী গ্রন্থে ঈশ্বরের অনেক বাধ্য অনুসারীর কথা বলা হয়েছে। যাহোক, সর্বসমেত নৈতিক মনোভাব এই যে, লিখিত দলিল গ্রন্থ যথার্থ।

তারা তাদের অবস্থানে ভিন্ন। ভাববাদী গ্রন্থের অধিকাংশ বিষয়, ঈশ্বরের জাতি সম্পর্কীত কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ যখন তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে বাস করছিলেন। এই পুস্তকগুলি বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয় বর্ননা করেছে যখন ইস্রায়েল প্রতিমাপূজার কারণে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল **(দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫ ও ২৯:১৬-২৮ পদ দেখুন)**। লিখিত দলিল গ্রন্থের অনেক পুস্তক সেই লোকদের উপর কেন্দ্রীভুত যারা নির্বাসনে গিয়েছিল ও যারা ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে বিশ্বাসে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল যেহেতু তারা ঈশ্বরের উত্তম স্থানে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল যে তিনি তাদের সেখানে ফিরিয়ে নিবেন **(দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৭-৩১ ও ৩০:১-১০ পদ দেখুন)**।

এগুলির লক্ষ্যে ভিন্নতা আছে। ভাববাদীগণ ইস্রায়েলের কাহিনী বর্ননা করেছিলেন, আর এর অধিকাংশ স্থানে, তাদের পাপে জীবন যাপনের কথা লিখিত আছে। ভাববাদীগণ অনুতাপের জন্য অনেক আহ্বান সংযুক্ত করেছেন। আর লিখিত দলিল গ্রন্থে ঈশ্বরের লোকদের নির্বাসনে যাওয়ার বিষয় বলা হয়েছে। লিখিত দলিল গ্রন্থের একটি বড় অংশ জুড়ে কোন অনুতাপের আহ্বান জানানো হয়নি। বরং, তারা ভক্তদের জন্য একাগ্রহতে ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করতে আহ্বান প্রাপ্ত যেন তারা পরিপূর্ণ হতে তাদের জন্য অপেক্ষা করে।

লিখিত দলিল গ্রন্তে কবিতা (গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত, ও বিলাপ) ঈশ্বরের সেই গৌরবময় দিনের পূর্বে সংকটময় দিনে বিশ্বস্তভাবে জীবন যাপন করতে লোকদের সাহায্য করবার অভিপ্রেত বলে মনে হয় যখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পুরিপূর্ণতা সাধিত হবে। এই কবিতাগুলি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের লোকদের জন্য মহা সাহায্য যুগিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, লিখিত দলিল গ্রন্থের মধ্যে কবিতা গ্রন্থ ভয়ংকর যাতনার মধ্যে মহা সান্তনা ও সাহস যুগিয়ে থাকে (ইয়োব, গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, উপদেশক, বিলাপ)। কবিতা গ্রন্থগুলি ঈশ্বরের লোকদের জন্য উপদেশ যুগিয়ে দেয় যারা বিবাহিত (উপদেশক ও পরমগীত)। আবার কবিতা গ্রন্থ সেই লোকদের জন্য সাহায্যের বন্দোবস্ত করে যারা পুনঃপুনঃ বিশৃঙ্খল হওয়া জগতে জ্ঞানবানের ন্যায় চলে (হিতোপদেশ ও উপদেশক)।

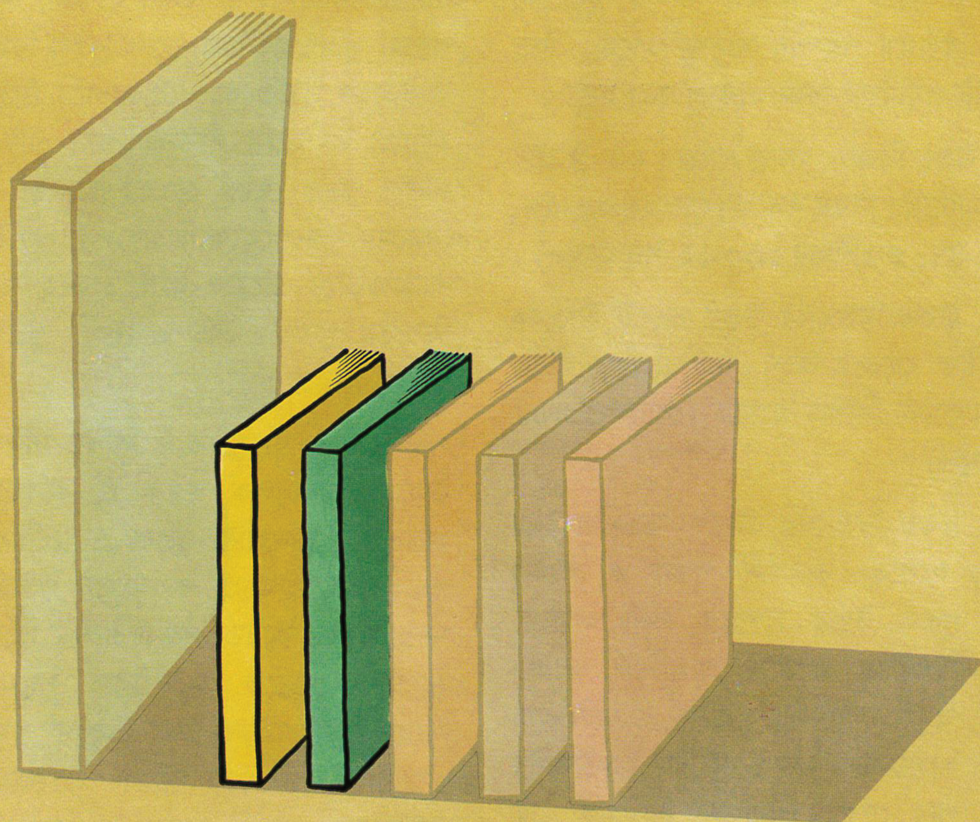

লিখিত দলিল পুস্তক

ভাববাদী পুস্তক থেকে লিখিত দলিল পুস্তক কিভাবে ভিন্ন? (চলমান)

যাদের একজন ঈশ্বরের জাতির উপর রাজত্ব করেছিলেন যারা সেই সময়ে বাস করতেন তিনি তাদের থেকে ভিন্ন। ভাববাদীগণের মধ্যে লোকেরা ছিল, ভাববাদী গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই রাজার অধীনে জীবন যাপনের বিষয় বর্ননা করা হয়েছে যিনি ঈশ্বরের জাতিকে বাধ্যতায় চালিত করেছিলেন। এই রাজাদের মধ্যে কয়েকজন ইয়াওয়ের বাধ্য ছিলেন। অধিকাংশ রাজা অবাধ্য ছিলেন।

যাহোক, লিখিত দলিল গ্রন্থের বর্ননামূলক পুস্তকে মূল ঘটনাবলি বর্ননা করা হয়েছে যাদের উপরে যিহূদার রাজা বা ইস্রায়েলের রাজা রাজত্ব করতেন না। লিখিত দলিল গ্রন্থে কয়েকজন লোকের বিষয় বলা হয়েছে যাদের উপর বিদেশী রাজা রাজত্ব করত (দানিয়েল, দানিয়েলের তিন বন্ধু, মর্দখয়, ইষ্টের, ইস্রা ও নহিমিয়)। কিন্তু এই লোকেরা ঈশ্বরের সকল লোকদের মত, ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা-খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। বিশ্বাসীরা আজ আর ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন না। তিনি এসেছেন। তাঁর নাম যীশু, এবং স্বর্গের ও মর্ত্যের সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে **(মথি ২৮:১৮-২০ পদ দেখুন)**। তিনি এই মুহূর্তে, "পরাক্রমশালী ঈশ্বরের পুত্র"**(রোমীয় ১:৪)**।

এইরূপে, ভাববাদীগণের সময়ে বর্নিত লোকদের থেকে বর্তমান কালের ঈশ্বরের লোকেরা ভিন্ন। আবার লিখিত দলিল গ্রন্থের সময়ে বর্নিত লোকদের থেকে বর্তমান কালের ঈশ্বরের লোকেরাও ভিন্ন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের লোকদের উপর একজন বাধ্য রাজা রাজত্ব করছেন। ঈশ্বরের লোকেরা আর তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছেন না। তাঁকেই সমস্ত কর্তৃত্ব দত্ত হয়েছে।

যাহোক, লিখিত দলিল পুস্তকের লোকদের মত, ঈশ্বরের লোকেরা এখনও অপেক্ষা করছেন। ঈশ্বরের জাতি আজও তাদের রাজা-প্রভু যীশুর জন্য অপেক্ষা করছেন-যে তিনি আবার আসবেন। সেই দিন পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের জাতি দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

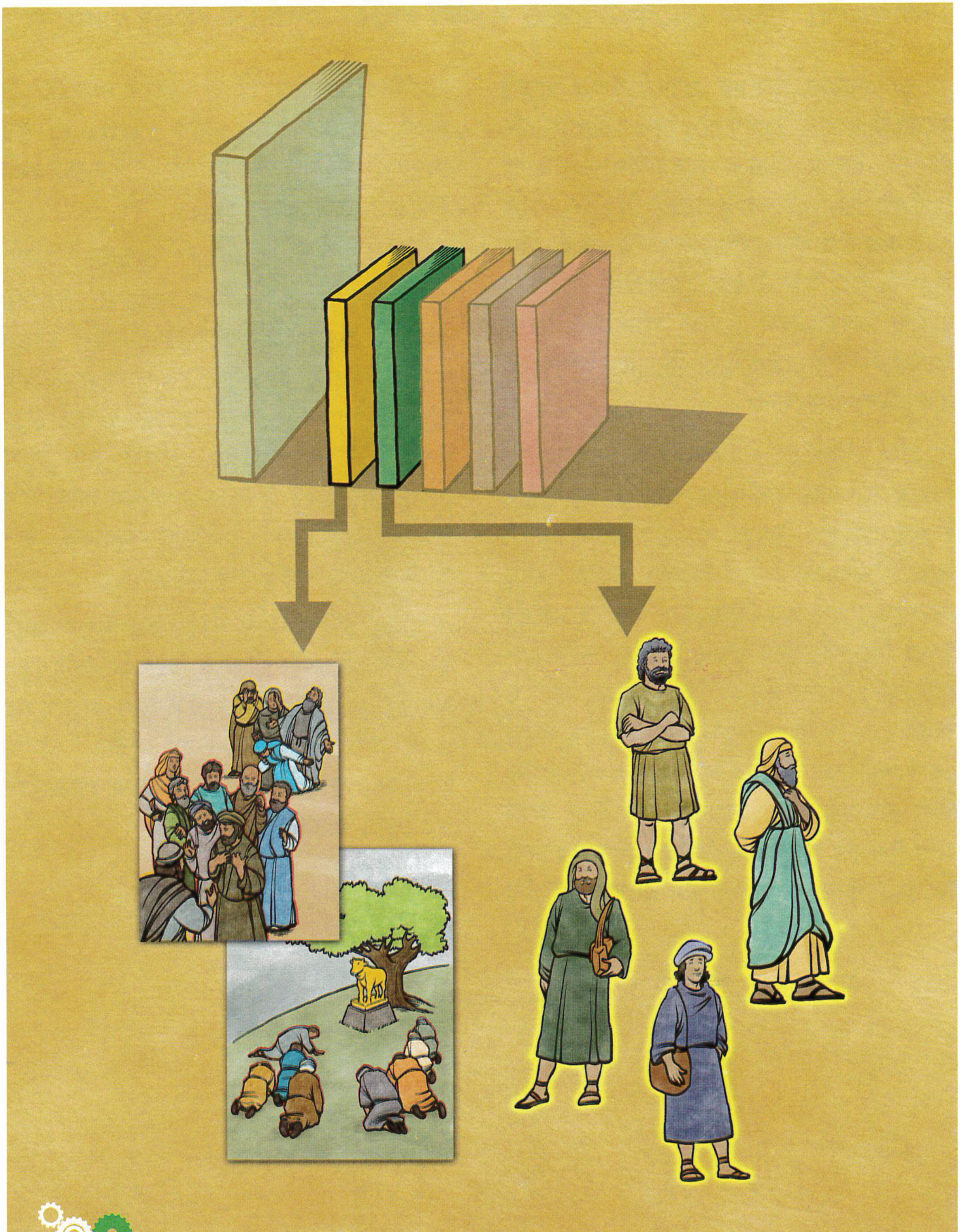

লিখিত দলিল পুস্তকে বর্নিত লোকেরা বিশ্বাসের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত

ভাববাদী পুস্তক ও লিখিত দলিল পুস্তকের প্রত্যেক বিভাগের বর্ণনামূলক অংশের মধ্যদিয়ে বর্নিত লোকদের আচরণগত ভিন্নতা রয়েছে। যেহেতু ভাববাদী পুস্তকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বস্ত লোক রয়েছে, সেখানে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা কেবলমাত্র আংশিক বাধ্যতা বা সম্পূর্ণ অবাধ্যতায় জীবন যাপন করেছে। ভাববাদী পুস্তকের গ্রন্থকারগণ ইয়াওয়ের বাধ্য অনুসারীদের দোষ-ত্রুটি সতর্কতার সাথে বর্ননা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভেবে দেখুন, কিভাবে দায়ূদের বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার বিষয় বর্ননা করা হয়েছে।

অন্য দিকে, লিখিত দলিল গ্রন্থের মূল চরিত্র, বিশ্বস্তরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চিত্রিত হয়েছে। লিখিত দলিল গ্রন্থের প্রধান চরিত্রগুলি মনোযোগের সাথে বিবেচনা করে দেখুন কিভাবে তা বর্ননা করা হয়েছে। লিখিত দলিল গ্রন্থে প্রধান চরিত্রগুলি হলো নয়মী, রূত, বোয়স, ইয়োব, দানিয়েল, দানিয়েলের তিন বন্ধু, মর্দখয়, ইষ্টের, ইস্রা, ও নহিমিয়। এই সকল চরিত্রগুলি বাধ্য ও বিশ্বস্ত রূপে চিত্রিত। এই লোকদের কারও মধ্যে আংশিক বাধ্যতা দেখা যায় নাই। তারা ইয়াওয়ের বিশ্বস্ত অনুসারী রূপে চিত্রিত।

বাস্তবিক, লিখিত দলিলের অন্যতম উদ্দেশ্য আজ ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বস্ততার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত অবলম্বন করতে চালিত করা। এই পুস্তক সবিস্তারে বর্ননা করছে কিভাবে যুবকেরা (দানিয়েল ও তার তিন বন্ধু), যুবতীরা (রূত ও ইষ্টের), বয়স্ক লোকেরা (বোয়স, ইয়োব, মর্দ্দেখয়, দানিয়েল, দানিয়েলের তিন বন্ধু, ইস্রা ও নহিমিয়), ও বয়স্ক স্ত্রীলোক (নয়মী) শারিরীক ও মানসিক মহা ক্লেশের মধ্যেও বিশ্বস্ত জীবন যাপন করেছেন।

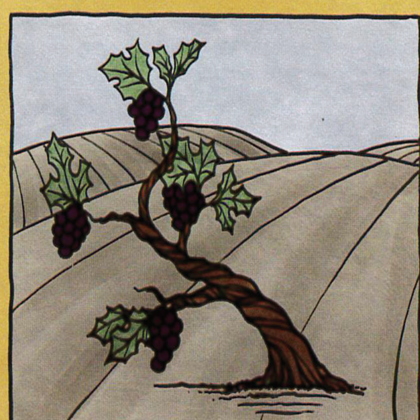

লিখিত দলিল পুস্তকে কি বিষয়ে বলা হয়েছিল?

লিখিত দলিল পুস্তকে ঈশ্বরের লোকদের কাহিনী অনেক ভাবেইভাববাদী পুস্তকে ঈশ্বরের লোকদের কাহিনীর বিপরীত।

এখানে ভাববাদী গ্রন্থে কথিত দুঃখজনক কাহিনীর পর্য্যবেক্ষণ দেওয়া হলো:
প্রতিজ্ঞাত দেশে ইস্রায়েলের প্রবেশের মধ্য দিয়ে মোশির পুস্তকের সমাপ্তি হয়েছে। পাঠক প্রত্যাশা করছেন যে ইস্রায়েল ইয়াওয়ের প্রতি বাধ্যতায় চলবে। যাহোক, মোশির পুস্তক গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়লে ইস্রায়েলের অবাধ্যতা ও মিথ্যা দেবের পূজার কারণে দুঃখজনক ইতিহাসের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করবে। মোশি ভাববানী করেছিলেন যে যদি ইস্রায়েল অবাধ্য হয় তাহলে তারা এই দেশে থাকতে পারবে না (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-২৮ পদ দেখুন)। যদি পাঠক ভাববাদী পুস্তক পাঠ করেন, তাহলে যিহোশূয়ের পুস্তক, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ, শমূয়েল ও রাজাবলি পুস্তকের মধ্য দিয়ে মোশির ভাববাণীর পূর্ণতাসাধন দেখতে সমর্থ হবেন। একেবারে শুরু থেকে, ইস্রায়েল ইয়াওয়ের প্রতি বাধ্যতায় চলতে অস্বীকার করেছে (যিহোশূয় ৭ অধ্যায় দেখুন)। যদিও ইস্রায়েলকে ইয়াওয়ে বার বার সতর্ক করেছেন, কিন্তু ইস্রায়েল বার বার অবাধ্য হয়েছে। ইস্রায়েল মিথ্যা দেবের পূজা করেছে। ইয়াওয়ে ভাববাদী পাঠিয়ে ইস্রায়েলকে অনুতাপ করবার আহ্বান জানিয়েছেন।ইস্রায়েল তা শুনতে অস্বীকার করেছিল। অবশেষে, ঠিক মোশির ভাববাণী অনুসারে, ইস্রায়েল দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরের প্রথম পুত্র (আদম) ঈশ্বরের উত্তম স্থান (এদন উদ্যান) থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, ঈশ্বরের "পুত্র" ইস্রায়েল ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে বেশি দিন থাকতে সমর্থ হয়নি।

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলকে সাধারনতঃ রূপক ভাবে দ্রাক্ষালতা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে (গীতসংহিতা ৮০:৮-১৮, যিশাইয় ৫:১-৭, যিরমিয় ২:২১, ৫:১০, ৬:৯ও ৮:১৩ পদ দেখুন)। ইয়াওয়েকে বাগানের একজন মালী রূপে তুলনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর দ্রাক্ষালতা (ইস্রায়েল) রোপন করতে ভুমি প্রস্তুত করেছিলেন (যিশাইয় ৫:২ পদ দেখুন)।নিরূপিত সময়ের জন্য, দ্রাক্ষালতা উৎপন্ন হয়েছিল (১রাজাবলি ৪:২৫)। যাহোক, দ্রাক্ষালতায় বুনো আঙ্গুর ধরেছিল (যিশাইয় ৫:২ ও হোশেয় ১০:১)। অবশেষে দ্রাক্ষলতা ভুমি থেকে তুলে ফেলা হলো ও ভুমি শুন্য পড়ে রইল (গীতসংহিতা ৮০:৮-১৪)। দুঃখজনক ভাবে এই হলো ঈশ্বরের উত্তম স্থানে ইস্রায়েলের ইতিহাস। মথি ২১:৩৩-৪৬, মার্ক ১২:১-৯, লূক ১৩:৬-৯, ও ২০:৯-১৮ পদে যীশুর উপমাগুলিতে এই দুঃখজনক কহিনীর অভিপ্রেত লোকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

লিখিত দলিল পুস্তকে, অনেক ভাবে, ভুমি ও দ্রাক্ষালতার বিষয় পুন:পুন: বলা হয়েছে। যাহোক, এই সময়ে, ঈশ্বরের জাতির অবাধ্যতা ও ফলহীনতার বিষয় কাহিনী উপর কেন্দ্রীভুত নয়। এর পরিবর্তে, এখন ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয় তাদের অপেক্ষার জন্য ঈশ্বরের জাতির বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার উপরে কেন্দ্রীভুত।

লিখিত দলিল পুস্তকের প্রথম পুস্তক রূতের বিবরণ। লিখিত দলিলের যথার্থ পরিচিতি এই পুস্তকের কাহিনীতে বলা হয়েছে। এই পুস্তকটি একজন ইস্রায়েলীয়ের (নয়মী) উপর কেন্দ্রীভুত যিনি স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে বসবাসের জন্য গিয়েছিলেন। এই বিদেশী ভুমি নয়মীর জন্য ফলবতী স্থান ছিল না। নয়মীর পুত্রেরা বিদেশী কন্যাদের বিবাহ করেছিল। নয়মীর পুত্রদের কোন সন্তান ছিল না। আর তার স্বামী ও দুই পুত্র নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ে মারা গেল। যাহোক, নয়মী তার নির্বাসনকালীন সময়ে মারা গেল না। তার পরিবর্তে, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঈশ্বরের উত্তম স্থানে ফিরে এসেছিল। রূতের বিবরণ বিবাহ ও ফলে পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। নয়মী ঐশ্বরিকভাবে সন্তান-সন্ততি দেখতে পেলেন। লিখিত দলিল পুস্তকের এই প্রথম পুস্তক লিখিত দলিল পুস্তকের সকল পুস্তক প্রসঙ্গ সহ পাঠ করতে পাঠককে অনুভুতি যোগায়।

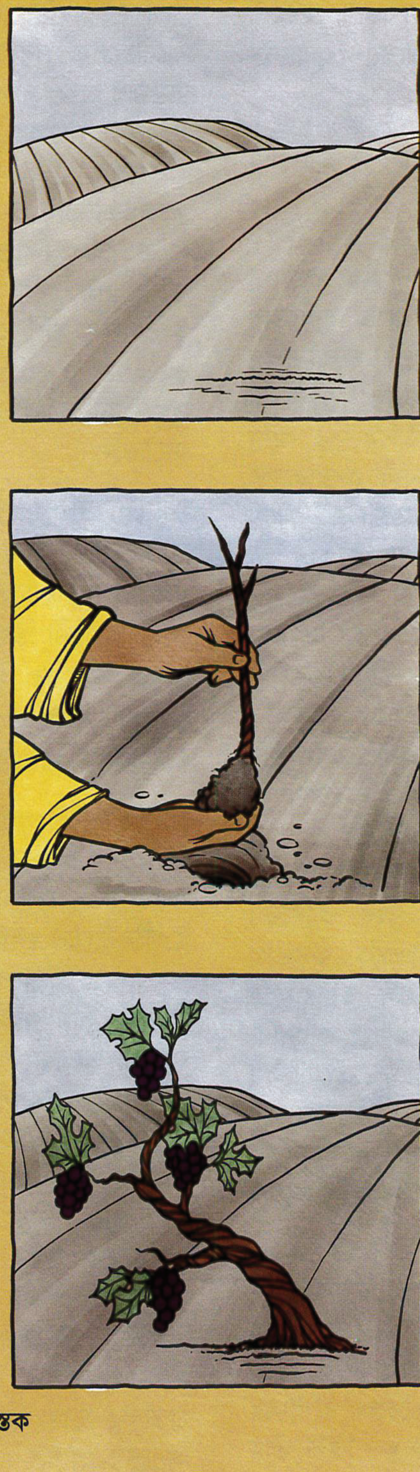

লিখিত দলিল পুস্তকে কি বিষয়ে বলা হয়েছিল? (চলমান)

এই পুস্তকগুলি সেই লোকদের জন্য লিখিত হয়েছে যারা, নয়মীর মত, নির্বাসনে আছে কিন্তু ঈশ্বরের উত্তম স্থান ভ্রমণ করছে। ঈশ্বরের জাতির প্রয়োজনের জন্য লিখিত দলিল পুস্তকে জোর দেওয়া হয়েছে যারা নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে চুড়ান্তভাবে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে প্রবেশের অপেক্ষা করছে। যদিও, এমনকি ঈশ্বরের লোকেরা নির্বাসনে থাকে, ঈশ্বর অবিরত তাদের মুক্ত করণ দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততা প্রকাশ করছেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইয়োব, দানিয়েল, দানিয়েলের তিন বন্ধু, মর্দখয় ও ইষ্টের দেখুন)।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করেছেন। আমরা ঈশ্বরের মানুষ হিসাবে, ঐ স্থানের জন্য ক্ষুধার্ত, যদিও আমরা ঐ স্থানের বাইরে বাস করছি। এই হলো লিখিত দলিল পুস্তকের মূল বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গীতসংহিতা হলো আরোহন-পথ (গীতসংহিতা ১২০-১৩৪)। সমস্ত গীতসংহিতা ভজনা করতে ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে ভ্রমণের জন্য গুণকীর্ত্তন করছে। বিলাপ পুস্তকও দেখুন। এই কবিতাগুলি ঈশ্বরের উত্তম স্থান ও এই বিষয় বর্ননা করছে যে ঈশ্বরের লোকেরা সেই স্থানে বাস করবার প্রত্যাশা করছে। একবারে শুরু থেকে, লিখিত দলিল পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বরের উত্তম স্থানে পুনঃপ্রবেশের জন্য প্রথম সুযোগ গ্রহণের বিষয় বলছে।

ঈশ্বরের "দ্রাক্ষালতার" কাহিনী লিখিত দলিল পুস্তকে সমাপ্ত হয়নি। নূতন নিয়মেও ঈশ্বরের ফলবতী লোকদের কাহিনী প্রকাশ অব্যহত আছে। কাহিনীটি যীশুর দ্বারাই শুরু হয়েছে। তিনি, ইস্রায়েলের মত, দ্রাক্ষালতার সাথে তুলনা করেছিলেন (যোহন ১৫)। তিনিই প্রকৃত "দ্রাক্ষালতা"। ইস্রায়েলের মত নয়, কিন্ত যীশু সর্বদা উত্তম ফল ধারণ করেন (গীতসংহিতা ১:৩)। তাঁহাতে অবস্থিত সকলেই উত্তম ফল ধারণ করছে (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

কেন লিখিত দলিল পুস্তকে কবিতা সচারচর দেখা যায়?

বাইবেলে পাঠকের সমীপে উপস্থাপিত বাণীগুলিকবিতার আকারে দেখতে পাওয়া যায়। কবিতা পড়তে অসুবিধা হতে পারে, কারণ এটা কোন সাধারণ বক্তব্য নয়। যাহোক, কিভাবে বাইবেলীয় কবিতা পড়তে হয় তা শেখা গরুত্বপূর্ণ। বাইবেলীয় কবিতার অংশ থেকে কিভাবে প্রচার করবেন তা প্রচারকের জন্য শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা পাঠক ও প্রচারক বা শিক্ষকের জন্য মহা দান স্বরূপ। সঙ্গীতের মত, কবিতাতে হৃদয় থেকে কথা বলা ও উত্তেজনাকারী অনুভূতি প্রকাশের প্রবণতা আছে।

পরবর্ত্তী বর্ননায় (এই প্রকার লেখার ধরণ কাহিনী বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে), পুরাতন নিয়মে লিখিত দলিল পুস্তকের অতি প্রচলিত প্রথা হলো কবিতা। আর এটাই হলো লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যদিয়ে লেখার অতি প্রচলিত প্রথা। বাইবেলীয় কবিতা ভালভাবে না বুঝে লিখিত দলিল পুস্তক থেকে প্রচার করা খুবই অসুবিধাজনক। লিখিত দলিল পুস্তক, গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত, ও বিলাপ এর মধ্যে সব বিশিষ্ট অংশগুলিতে কবিতা প্রচুর পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে। এরূপে, এটি চিহ্নিত করতে, বুঝতে, ও বাইবেলীয় কবিতা ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়া প্রচারকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠক বাইবেলীয় কবিতা সহজেই শিখতে পারেন কারণ বাইবেলীয় কবিতায় অনুপম শব্দ ও শব্দের নমূনা ব্যবহার করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে যে সব কবিতা দেখা যায় তার অধিকাংশই মিত্রাক্ষরে লেখা। তা ছাড়া, বাইবেলে লিখিত কবিতার পদের বিন্যাস সামান্তরাল রূপে আখ্যায়িত। সামান্তরাল এমন একটি কাঠামো যার একটি লাইনে যা কিছু বলছে, এর ঠিক পরবর্তী লাইনে প্রথম লাইন থেকে মতামত নিয়ে এটি পুনরুক্ত করছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে যে কোন ভাবে মতামতকে শক্তিশালী করছে।

অন্য ভাবে এই সমান্তরালের বিষয় চিন্তা করলে দেখা যায় এটি একটি প্রতিধ্বনি স্বরূপ। ঠিক একই ভাবে, দ্বিতীয় লাইনটি, প্রথম লাইনের একটি প্রতিধ্বনি। একটি "স্বাভাবিক" প্রতিধ্বনিতে, যখন একজন লোক কোন বিষয় নিয়ে তীব্র চিৎকার করে, ঠিক একই শব্দ ব্যবহার করে প্রতিধ্বনির উত্তর দেওয়া হয়। যাহোক, বাইবেলীয় কবিতাতে একই শব্দে প্রতিধ্বনি ব্যবহার করা হয় না। এমন কি যদিও এগুলি সমপর্য্যায়ের, দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইন থেকে ভিন্ন। এটি কোন না কোন ভাবে একটু কম শক্তিশালী। কোন একটি গীতসংহিতা থেকে এখানে বাইবেলীয় কবিতার উদাহরণ দেওয়া হলো। লক্ষ্য করুন দ্বিতীয় লাইনে পুনরুক্ত মতামত কিভাবে প্রথম লাইনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এটা করতে শক্তিশালী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে: সদাপ্রভু, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না।গীত ৩৮:১

মনে করুন দুটি ট্রেনের বগি পরস্পর সমান্তরাল দাঁড়িয়ে আছে, ৩৮:১ এর মধ্যে দ্বিতীয় লাইনটি প্রথম লাইনের সমান্তরাল। এই শব্দগুলিতে এটি দেখতে পাওয়া যেতে পারে যা ব্যবহৃত হয়েছে। তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পরস্পর একই রূপ। প্রথম লাইনের "ভর্ৎসনা" শব্দটি দ্বিতীয় লাইনের "শাস্তি" শব্দটি একই রূপ। কিন্তু লক্ষ্য করুন "ভর্ৎসনা" শব্দটি থেকে "শাস্তি" শব্দটি বেশী শক্তিশালী। ঠিক একই ভাবে গীতসংহিতা ৩৮:১ পদের দ্বিতীয় লাইনে "শাস্তি" শব্দটি প্রথম লাইনের "ভর্ৎসনা" শব্দের সমান্তরাল,

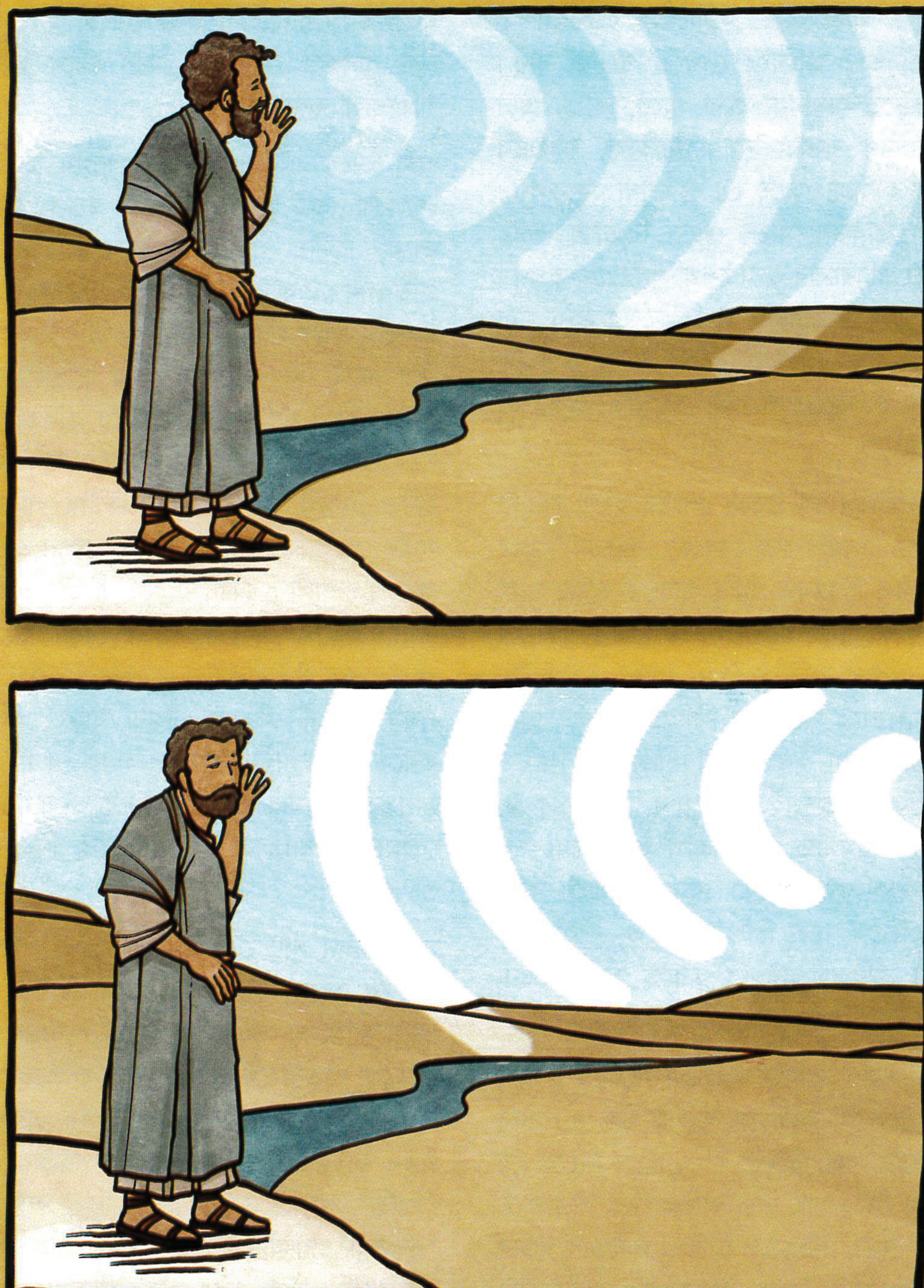

কেন লিখিত দলিল পুস্তকে কবিতা সচারচর দেখা যায়? (চলমান)

, আবার প্রথম লাইনের "ক্রোধ" শব্দটি দ্বিতীয় লাইনের "রোষাগ্নি" শব্দটির সমান্তরাল। যাহোক, সমান্তরালে প্রত্যাশা স্বরূপ "রোষাগ্নি" শব্দটি, যেহেতু "ক্রোধ" শব্দটির সমান্তরাল,সেহেতু এটি "ক্রোধ" শব্দ অপেক্ষা শক্তিশালী।

হিতোপদেশ ৬:১৬ পদ থেকে অন্য সমান্তরাল পদের উদাহরণ দেখি:

এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত,
এমন কি, সপ্ত বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ।

লক্ষ্য করুন দ্বিতীয় লাইনে কিভাবে সংখ্যা ("সপ্ত") উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রথম লাইনের ("ছয়") সংখ্যা থেকে বৃহত্তর। এভাবে এই সংখ্যাগুলির ব্যবহার সমান্তরালে আদর্শস্বরূপ। প্রথম সংখ্যা থেকে দ্বিতীয় সংখ্যা বৃহত্তর। লক্ষ্য করুন, কোন বিষয়ে ইয়াওয়ের "ঘৃণা" ও কোন বিষয়ে তাঁর "অত্যন্ত ঘৃণা"র মধ্যে ক্রমবর্ধমান। দ্বিতীয় বিবৃতিটি অধিকতর শক্তিশালী।

আবার, লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে কবিতা হলো সাহিত্যের অতি প্রচলিত ধরন। কেন লিখিত দলিলের মধ্যে কবিতার আকারে পাঠকের কাছে আরও বেশি বাণী উপস্থাপিত হয়েছে? এই প্রশ্নের কিছু সাম্ভব্য উত্তর আছে। এখানে চারটি কারণ দেওয়া হলো।

১। কবিতা সঙ্গীত বা চিত্রাঙ্কনের মত। কবিতা সঙ্গীত বা চিত্রাঙ্কনের মত, তবে হৃদয়ের ভাষায় কথা বলে। এটাই অন্যতম কারণ কেন হাজার হাজার বছর ধরে গীতসংহিতা শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

২। কবিতা প্রেম, আনন্দ, প্রত্যাশা, ও মাধূর্য্য একই ভাবে প্রকাশ করে সাহিত্যের অন্য ধরন তা সরলভাবে প্রকাশ করতে পারে না। এই বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে প্রেম, আনন্দ, প্রত্যাশ, ও মাধূর্য্য লিখিত দলিল পুস্তকের অধিকতর প্রয়োজনীয় মূল বিষয়।

৩। কবিতাতে ব্যবহৃত "হৃদয়ের" ভাষার ধরন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন লোকেরা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকে। দুঃখ-কষ্টের সময়ের মধ্যে সহিষ্ণুতা হলো লিখিত দলিল পুস্তকের অধিকতর প্রয়োজনীয় মূল বিষয়, সেই কারণ কবিতা হলো লিখিত দলিল পুস্তকের জন্য সাধারণ মনোনয়ন। কবিতাগুলি তাদের জন্য দান স্বরূপ যারা দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছে।

৪। অপরিবর্তনীয় পুনরুক্তি যা সমান্তরালের অংশ যা একটি পয়েন্টের উপর জোর দিতে বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। একটি কবিতার মধ্যে মূল শব্দগুলিশক্তিশালী ও অধিকতর শক্তিশালীভাবে বলা ও পুন:বলা হয়েছে।

৫। বাইবেলীয় কবিতার শব্দগুলি বাইবেলের বর্ননামূলক অংশ অপেক্ষা অধিকতর সহজ। এমন এক সময় ছিল যখন অধিকাংশ মানুষ পড়তে পারত না, তখন লিখিত দলিল পুস্তকের বাণী এমন একটি ধারায় এসেছিল যা লোকেরা পুনরাবৃত্তি ও স্মরণ করতে পারে। যেখানে লোকেরা পড়তে পারে সেখানে শাস্ত্রের বাক্যগুলি মুখস্ত করা লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের অন্যান্য অংশের চেয়ে কবিতা মুখস্ত করা অধিকতর সহজ, এটা হতে পারে যে ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তাঁর মানুষেরা কাব্যিক অংশগুলি বিশেষভাবে মুখস্ত করে রাখে।

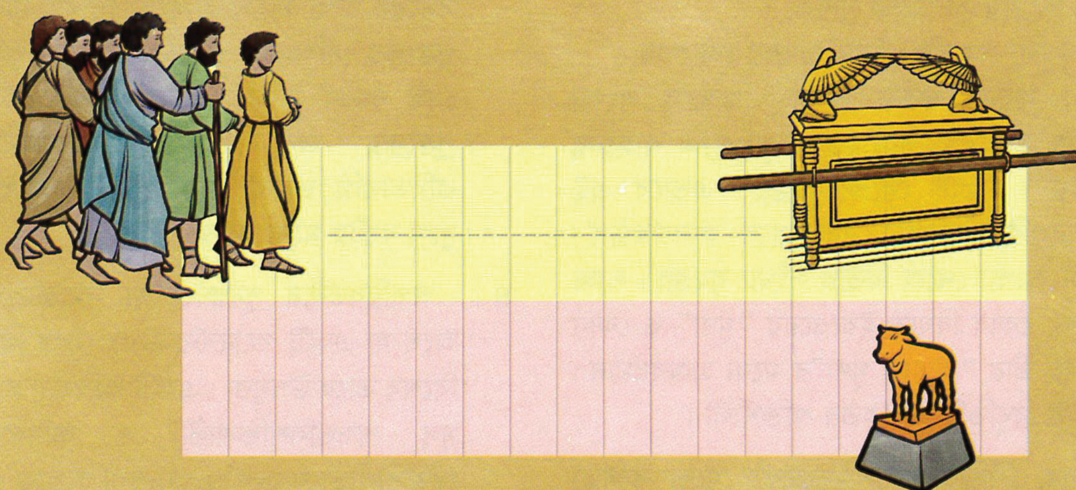

লিখিত দলিল পুস্তকের মূল চরিত্র ভাববাদীগণের সময়ে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকদের থেকে খুবই ভিন্ন। লিখিত দলিল পুস্তকের মূল চরিত্র হলো মহা পরীক্ষার মধ্যেও ইয়াওয়ে-য়র প্রতি বাধ্য থাকা।

লিখিত দলিলের বর্ননামূলক পুস্তকে মূল চরিত্র বর্ননা করা হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্য থাকা। ইয়োব, নয়মী, রূত, বোয়স, দানিয়েল, দানিয়েলের তিন বন্ধু, ইষ্টের, ইস্রা ও নহিমিয় হলেন ইয়াওয়ের বিশ্বস্ত অনুসারীর উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি। তারা বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে এই লোকদের কারও জীবনে "বড়ধরণের" কিম্বা "ছোটধরণের" কোন পাপ স্পর্শ করে নাই।

কিন্তু বর্ননামূলক অংশে এটি ঠিক মূল বিষয় নয় তবে তাদের বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার কারণে তারা অনুকরণীয়। কবি লিখিত দলিল পুস্তকের কবিতা অংশ বাধ্য ইস্রায়েলের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ বলেছেন। বিলাপ পুস্তকের কবি হলেন একটি দৃষ্টান্ত যে বাধ্য ইস্রায়েলয়রা কিভাবে শোক করেছে। পরমগীতের কবি হলেন একটি দৃষ্টান্ত যে বাধ্য ইস্রায়েলীয়রা কিভাবে বিবাহের বিষয় চিন্তা করেছে। আর গীতসংহিতার প্রত্যেক কবি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের লোকদের পূর্ব হতে সংগ্রহ করে রেখেছেন যেন যে কোন বিষয়ে ঐশ্বরিক লোকেরা চিন্তা করতে বা সেই রূপ কার্য্য করতে পারে।

লিখিত দলিল পুস্তকের সমকালীন লোকদের মূল চরিত্রের বাধ্যতা ভাববাদীগণের সমকালীন অধিকাংশ লোকদের বর্নিত অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাববাদীগণের সময়ে, ইস্রায়েল একটি নির্দিষ্ট সময় অবাধ্যতায় চলেছে, তারপর আংশিক অনুতপ্ত হয়েছে, পরবর্তীতে আবার অবাধ্য হয়েছে, তখন আবার আংশিক অনুতপ্ত হয়েছে। ইস্রায়েলের এই অব্যহত ব্যর্থতায় এটাই প্রকাশিত হয় যে ইস্রায়েলীয়দের একটি পরিবর্তীত হৃদয় প্রয়োজন ছিল যেন তারা ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে।

কেন লিখিত দলিল পুস্তকের সময়ের লোকদের বাধ্যতার বিষয় বর্ননা করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে প্রচারক বা শিক্ষকের মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা প্রয়োজন। লোকেরা বাধ্য কারণ তাদের বাধ্য হতে ঈশ্বর সাহায্য করেছেন।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে লিখিত দলিল পুস্তকের সময়ে তাদের উপরে বৈশিষ্ট্যময় চরিত্রের কোন রাজা ছিল না। লিখিত দলিল পুস্তকের সময়ের লোকেরা ঈশ্বরের লোকদের উপরে রাজত্ব করতে একজন প্রকৃত রাজার অন্বেষণ করেছিল। সেই রাজা হলেন খ্রীষ্ট।

লিখিত দলিল পুস্তকের মূল বিষয় ছিল মূর্ত্তি-পূজা না করা।

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-২৮ পদে আছে, মোশি ভাবিবানী করেছিলেন যে এমন এক দিন আসছে যে দিন ইস্রায়েল তাদের মূর্ত্তি-পূজার কারণে ঈশ্বরের উত্তম ভুমি থেকে বিতাড়িত হবে। ঠিক তাই ঘটেছিল। যদিও, এমনকি, ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে, ইস্রায়েলে কিছু সংখ্যক লোক প্রতিমা-পূজা করে নাই (উদাহরণ স্বরূপ **১ (রাজাবলি ১৯:১৮ পদ দেখুন)**, অধিকাংশ লোক ভাববাদীদের বর্ননা অনুসারে প্রতিমা-পূজায় লিপ্ত ছিল। এই পাপের কারণে, ইস্রায়েলের লোকেরা ও যিহূদার লোকেরা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ভাববাদীগণ ইস্রায়েলের প্রতিমা-পূজার বিষয় বর্ননা করেছিলেন, ভাববাদীগণ থেকে এই আহ্বান এসেছিল যে ইস্রায়েলকে অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে, ইস্রায়েল অনুতাপ করতে অস্বীকার করল, এবং, এই কারণে, ইস্রায়েল দেশ থেকে নির্বাসিত হলো।

লিখিত দলিল পুস্তকের বর্ননামূলক পুস্তকে বর্নিত মূল চরিত্রের লোকেরা (দানিয়েল, ইষ্টের, ও ইস্রা-নহিমিয় দেখুন) প্রতিমা-পূজক ছিল না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, তারা কোন মিথ্যা দেবতাদের পূজা করে নাই। যাহোক, তারা যেমন চেয়েছিল সেভাবে পরিপূর্ণ ভাবে সত্য ঈশ্বরের আরাধনা করতেও সমর্থ হয় নাই। আর এই কারণে অধিকাংশ সময়ে সেখানে কোন মন্দির, কোন মহাযাজক, এবং তাদের নেতৃত্ব দিতে কোন রাজা ছিল না।

হোশেয় ৩:৪ পদে লিখিত দলিল পুস্তকের সময়ে বসবাসকারী লোকদের বিষয় বর্ননা করা হয়েছে:

কেননা ইস্রায়েল সন্তানগণ রাজাহীন, অধ্যক্ষহীন, যজ্ঞহীন, স্তম্ভহীন, এফোদ বা ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন বসিয়া থাকিবে।

যদিও তারা মিথ্যা দেবতাদের পূজা করত না, লিখিত দলিল পুস্তকের সময়ের লোকেরা অপেক্ষা করছিল। তারা এই অপক্ষা করছিল যে ঈশ্বর অনুগ্রহ করে তাঁর প্রকৃত মন্দির নির্ম্মান করতে তাদের অনুমতি দিবেন। তারা ঈশ্বরের জন্য এই অপেক্ষা করছিল যে তিনি তাদের উপরে একজন ধার্ম্মিক রাজা স্থাপন করবেন। বর্তমান কালের ঈশ্বরের লোকেরা মন্দির ও তাদের রাজার জন্য আর অপেক্ষা করছে না। **হোশেয় ৩:৫** পদে বর্নিত সময় এখন এসেছে! *পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ফিরিয়া আসিবে, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে, এবং উত্তরকালে সভয়ে সদাপ্রভুর ও তাঁহার মঙ্গল-ভাবের আশ্রয় লইবে।*

এই পদে কথিত "উত্তরকাল" এসে গেছে! প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দায়ূদের প্রকৃত সন্তান, তিনি সিংহাসনের উপর তাঁর আসন গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের লোকেরা, কারণ তারা "অব্রাহামের সন্তান", সভয়ে সদাপ্রভুর ও তাঁর মঙ্গল-ভাবের আশ্রয়" নিয়েছে। সকল বিশ্বাসীই অব্রাহামের সন্তান এবং, এরূপে, "ইস্রায়েল সন্তান" এই সকল প্রতিজ্ঞার যথাযথ উত্তরাধিকারী, **রোমীয় ২:২৮-২৯, গালাতীয় ৩:৭-৯, ১৪, ও ২৯ পদ দেখুন)**।

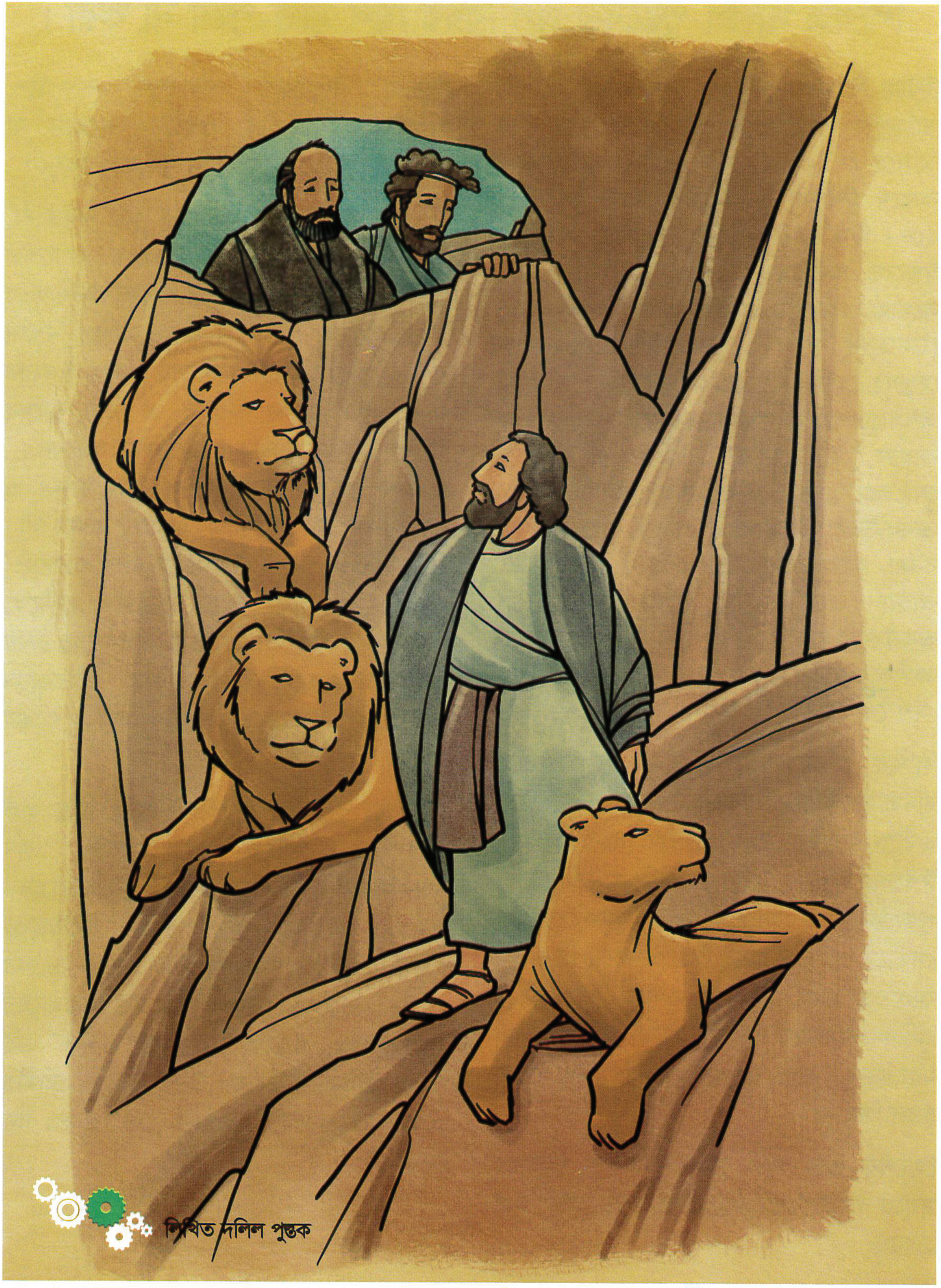

মূল বিষয়গুলি হলো ঈশ্বর ভক্তের জীবনে দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত যখন সে যাতনা ভোগ করছে।

লিখিত দলিল পুস্তকের বর্ননামূলক বিভাগে মহা যাতনার মধ্যেও ঈশ্বর ভক্তের জীবনে দৃঢ়তার দুষ্টান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। দানিয়েল, দানিয়েলের তিন বন্ধু, মর্দখয়, ইষ্টের, ইস্রা ও নহিমিয় মহা নির্যাতিত হয়েছিল। এটি এই প্রমাণ দেয় যে ঈশ্বর সর্বদা এই পৃথিবীতে তাঁর লোকদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ও সমৃদ্ধি অনুমোদন করেন না। কিন্তু বিষয়টি এই যে এই লোকদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা এই প্রমাণ দেয় যে তাঁর লোকেরা যত পরীক্ষার সন্মুখিত হবে ঈশ্বর তাদের সহ্য করবার তত ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। কিন্তু লিখিত দলিল পুস্তকের বর্ননামূলক বিভাগে মূল বিষয় হলো লিখিত দলিল পুস্তকে কেবল লোকেরাই যাতনা ভোগ করে নাই। ভুমিকাস্বরূপ পুস্তক, রূতের বিবরণের যাতনা ভোগ আরও বড় বিষয়। নয়মী ও রূত মহা যাতনা ভোগ করেছেন। গীতসংহিতার অনেক লেখক সুস্পষ্টভাবে যাতনা ভোগ করেছেন। ইয়োব ভয়ংকর পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। বিলাপের লেখক যাতনা ভোগ করেছিলেন। লিখিত দলিল পুস্তকের সময়ে ঈশ্বরের লোকদের যাতনা ভোগ একটি বড় বিষয়। কিন্তু লোকেরা যে কেবল যাতনা ভোগ করেছেন তা নয়। তারা যাতনা ভোগের সময়েও তাদের বিশ্বাস রক্ষা করেছেন।

ঈশ্বরের লোকেরা আজও, লিখিত দলিল পুস্তকে বর্নিত লোকদের মত মহা যাতনা ভোগ করছে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লোকদের সমস্ত মন্দ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের লোকেরা অবশ্যই লিখিত দলিল পুস্তকের লোকদের মত, একাগ্র, সুতরাং যখন তারা পরীক্ষায় উর্ত্তীন্ন হয় তখন তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। বস্তুত: যীশু এসেছিলেন ও তিনি মরলেন ও পুনরায় উঠলেন এই অর্থ করে না যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য আর বেশি যাতনা ভোগের বিষয় নেই। অনেক শাস্ত্রাংশে ঈশ্বরের লোকদের বিষয় বলা হয়েছে তারা অবশ্যই যাতনা সহ্য করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, **(২তীমথিয় ৩:১২, ৪:৫, ইব্রীয় ১০:৩২-৩৯, ১২:২-৩, ১২:৭, ১৩:১২-১৪, যাকোব ১:২, ও ১পিতর ২:১৯-২৩ পদ দেখুন)**।

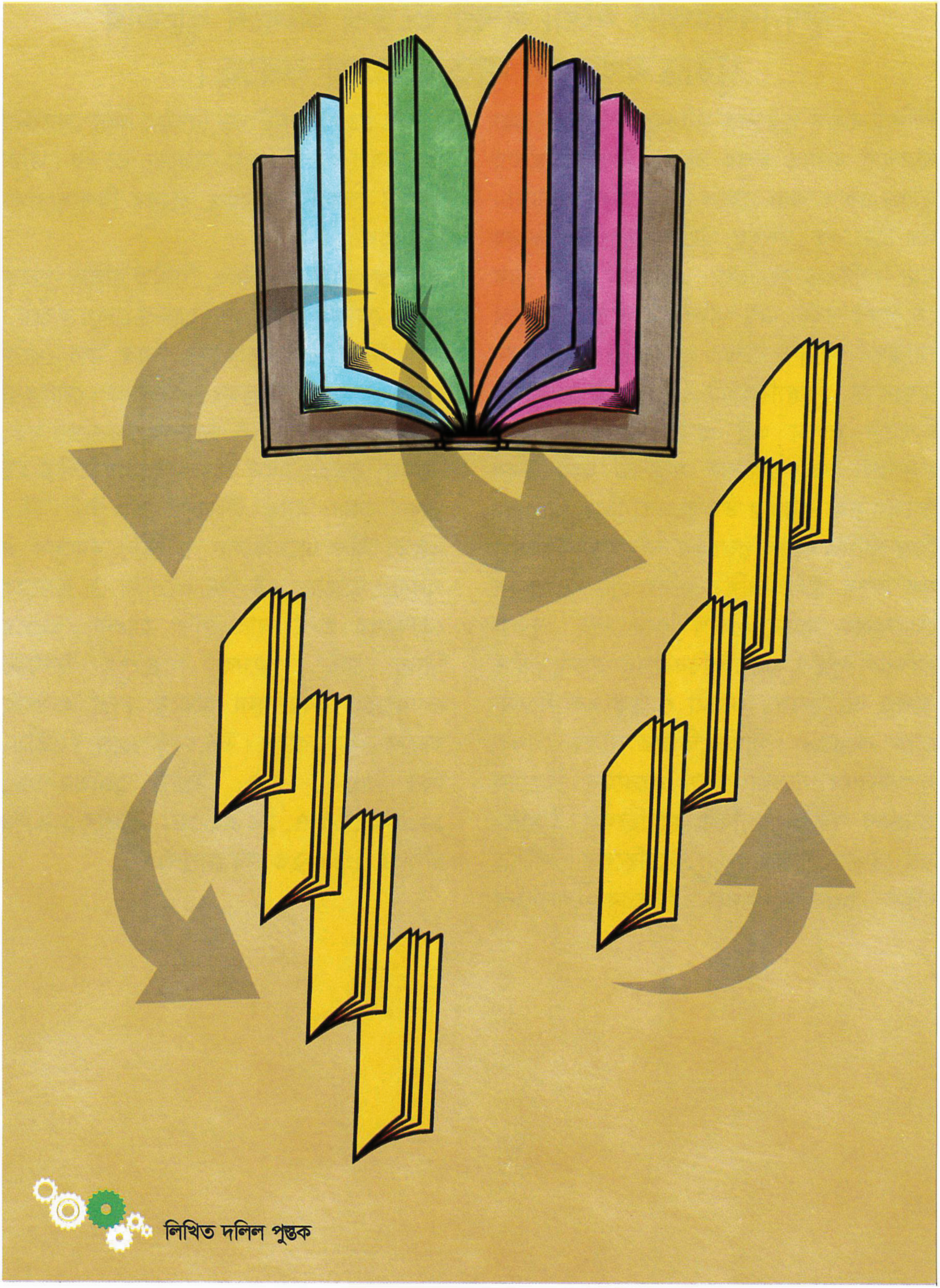
লিখিত দলিল পুস্তক

লিখিত দলিল পুস্তকগুলি প্রত্যাশা দ্বারা পূর্ণ।

ভাববাদীগণ ঈশ্বরের লোকদের ইতিহাসে অবাধ্যতার ভয়ংকর সময়ের বিষয় বর্ননা করেছেন। এমনকি ভাববাদীগণের শেষ পুস্তকে (হগয়, সখরিয়, ও মালাখি), যেখানে এমন একটি সময়ের বিষয় বলা হয়েছে ইস্রায়েল লোকেরা আর বেশি দিন প্রবাসী জীবন যাপন করে নাই, তারা ইয়াওয়ের সাক্ষাতে হৃষ্টচিত্তে গমনাগমন করে নাই। এমনকি যদিও লোকেরা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল এবং এখন প্রতিজ্ঞাত দেশে বাস করছে, তথাপি তারা ঈশ্বরীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক নয় **(উদাহরণ স্বরূপ হগয় ১:১-১১, সখরিয় ১:২-৬ ও মালাখি ১:১-২:১৭)**। যদিও তারা এখন বালের আরাধনা করছে না, তথাপি তারা ইয়াওয়ের প্রকৃত আরাধনা করছে না।

কিন্তু এমনকি অবাধ্যতার সময়েও, সেখানে সর্বদা এক দল লোক ছিল যারা ইয়াওয়েকে প্রেম করত। আর এই লোকেরাই লিখিত দলিল পুস্তকের মূল চরিত্র। এই সকল ঈশ্বর-ভক্ত লোকদের কখনও কখনও অবশিষ্টাংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লিখিত দলিল পুস্তক ঈশ্বর-ভক্ত **অবশিষ্টাংশ** লোকদের জন্য প্রত্যাশায় পূর্ণ। তারা বর্ননা করছেন যে যখন এই সব ঈশ্বর-ভক্ত লোকেরা নির্বাসনে ছিল তখনও ঈশ্বরের প্রতি তারা বিশ্বস্ত ছিল। লিখিত দলিল পুস্তকে ঈশ্বরের প্রকৃত লোকদের জন্য প্রত্যাশা ও সাহায্য যুগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার (খ্রীষ্ট) জন্য অপেক্ষা করছে ও যারা প্রবাসে নির্যাতিত হয়েছে তাদের জন্য লিখিত দলিল পুস্তকে সাহস যোগানো হয়েছে।

বর্তমান কালের বিশ্বাসীরা এমন একটি সময়ে বাস করছে যখন লিখিত দলিল পুস্তক লিখিত হয়েছিল সেই সময় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজা এসেছেন! মন্দিরের অস্তিত্ব নির্ম্মিত হয়েছে **(ইফিষীয় ২:১৯-২২)**।বিশ্বাসীদের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করছেন এবং প্রত্যেক পরি-স্থিতিতে সাহায্য করছেন ও সাহস দিচ্ছেন **(যোহন ১৪:১৫-১৭)**। আর বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়ম সমুদয় অংশই আজ বিশ্বাসীদের কাছে রয়েছে। বিশ্বাসীরা আজও ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে বাস করছে। আমরা ইতিমধ্যে জীবন গ্রহণ করেছি, যাহোক আমরা এখনও সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করি নাই। এই কারণ **যাকোব ১:১ ও ১পিতর ১:১ পদে** বিশ্বাসীদের "প্রবাসে" জীবন যাপনের বিষয় বলা হয়েছে। লিখিত দলিল পুস্তক বর্তমান বিশ্বাসীদের জন্য প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ। তারা বর্ননা করছেন যে প্রবাসে বসবাসকারীস তাঁর লোকদের তিনি তত্ত্বাবধান করছেন এবং খুব কঠিন সময়েও বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব। বস্তুতঃ সকল বিশ্বাসীই নির্যাতিত হবে **(মথি ৫:১০-১২, ২তীমথিয় ৩:১২ ও প্রকাশিত বাক্য ১২)**। বিশ্বাসীরা অবশ্যই তাদের প্রভুকে অস্বীকার করবে না। লিখিত দলিল পুস্তকের একটি বিষয় এই যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের এমন "সংগতি" দিয়েছেন যে তারা নির্যাতন সহ্য করবে এবং তাঁকে কোন মতে অস্বীকার করবে না।

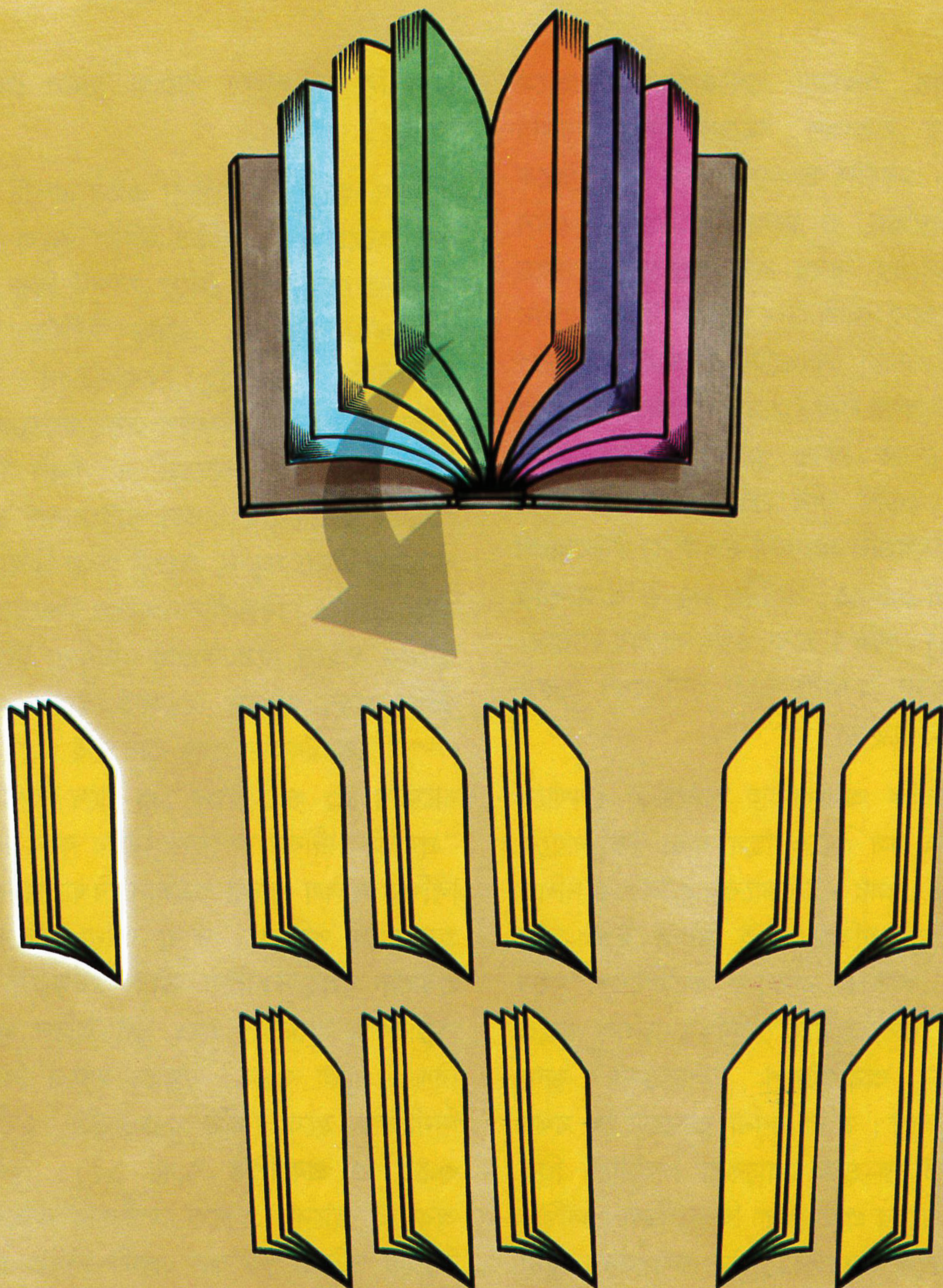

লিখিত দলিল পুস্তক

রূতের বিবরণ লিখিত দলিলপুস্তকের যথার্থ মুখবন্ধ।

লিখিত দলিল পুস্তকের প্রথম পুস্তক রূত। অতএব, এটি পুরাতন নিয়মের গভীর খাদ স্বরূপ একটি বিশেষ স্থান (গভীর খাদ বাইবেলীয় পুস্তকসমূহের প্রামাণ্য তালিকা)। রূত লিখিত দলিল গ্রন্থের সকল পুস্তকের পাঠকের ভুমিকা স্বরূপ কার্য্য করেছে। অর্থাৎ এটি লিখিত দলিল গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের জন্য নৈতিক মনোভাব স্বরূপ এবং এটি পাঠকের কাছে লিখিত দলিল গ্রন্থের প্রধান মূল বিষয় স্বরূপ উপস্থাপিত।

রূতের পুস্তক কে লিখেছিলেন বা কখন লেখা হয়েছিল তা জানা যায় নাই। যাহোক, এটা জানা যায়, রূতের বিবরণে যে ভাবে বর্ননা করা হয়েছে সেভাবেই ঘটেছিল। রূতের পুস্তকে বর্নিত ঘটনা ঠিক সে ভাবেই ঘটেছিল "যখন বিচারকর্তৃগণ শাসন করত" **(রূত ১:১)**।অর্থাৎ রূতের ঘটনা বিচারকর্তৃগণের পুস্তকে লিখিত সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। এই কারণ আধূনিক বাইবেলে বিচারকর্তৃগণের পুস্তকের ঠিক পরেই রূতের পুস্তক স্থান পেয়েছে। যাহোক, বিচার কর্তৃগণের পুস্তক থেকে রূতের পুস্তক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। লিখিত দলিল গ্রন্থের অন্যান্য পুস্তকের উদ্দেশ্যের সাথে এর উদ্দেশ্য একই বলে মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই রূতের পুস্তক ভাববাদীগণের গ্রন্থে স্থান না পেয়ে লিখিত দলিল গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

রূত ও বিচারকর্তৃগণের পুস্তকের মধ্যে পার্থক্য সহজেই দেখা যায়। যদিও এমনকি বিচারকর্তৃগণের পুস্তকে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক দেখতে পাওয়া যায়, তবে এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে লোকেরা অবাধ্যতা ও অবিশ্বস্ততার উপর কেন্দ্রীভুত হয়ে আছে। অধিকাংশ স্থানের লোকেরা ঈশ্বরের অনুসারী হতে চায় নাই। যাহোক, রূত, এর মূল চরিত্র বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততার উপর কেন্দ্রীভুত। বিচারকর্তৃগণের সময়ে, "যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত" **(বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫)**। রূতের বিবরণে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা সঠিক তাই যত্নসহকারে করাই ছিল মূল বিষয়। বিচারকর্তৃগণের বিবরণে, মনে হয় ঈশ্বর অধিকাংশ লোকদের থেকে দুরত্বে অবস্থান করছিলেন। রূতের বিবরণে, মনে হয় ঈশ্বর লোকদের খুবই নিকটবর্ত্তী ছিলেন। ঈশ্বরের স্বহস্তের কার্য্য এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে এই সকল ঘটনাই সেই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল।

লিখিত দলিল গ্রন্থের অন্যান্য পুস্তকের সাথে পাঠক রূতের পুস্তকও বর্ননামূলক পুস্তক রূপে প্রত্যাশা করতে পারেন। অন্যদিকে, দানিয়েল, ইষ্টের, ইস্রা-নহিমিয় ও বংশাবলির সাথে স্থাপিত হওয়া রূতের পুস্তকের জন্য স্বাভাবিক। যাহোক, লিখিত দলিল গ্রন্থের অন্যান্য বর্ননামূলক পুস্তকের সাথে রূতের পুস্তক স্থাপিত হয়নি। বস্তুত: লিখিত দলিল গ্রন্থের মধ্যে সকল কবিতা পুস্তক (গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত ও বিলাপ) রূতের বিবরণ ও লিখিত দলিল গ্রন্থের অন্যান্য বর্ননামূলক পুস্তকের মধ্যে অবস্থিত। লিখিত দলিল গ্রন্থের অন্যান্য "কাহিনী" থেকে রূতের বিবরণ এক পার্শ্বে অবস্থিত। রূতের বিবরণ এক পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ার কারণে মনে হয় গ্রন্থকার যিনি বাইবেলীয় পুস্তকগুলি সজ্জিত করেছেন তিনি মনে করেছেন রূতের বিবরণ লিখিত দলিল গ্রন্থের অবশিষ্ট্য পুস্তকের যথার্থ মুখবন্ধ স্বরূপ হবে।

লিখিত দলিল গ্রন্থের অন্যতম প্রধান মূল বিষয় **বিশ্বস্ততা** বলে মনে হয়। লিখিত দলিল গ্রন্থ ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত নিয়মের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা জোর দিয়ে প্রকাশ করেছে।

রূতের বিবরণ লিখিত দলিলপুস্তকের যথার্থ মুখবন্ধ। (চলমান)

লিখিত দলিল গ্রন্থ ঈশ্বরের নির্যাতীত লোকদের রক্ষা করতে তাঁর বিশ্বস্ততা জোর দিয়ে প্রকাশ করেছে। লিখিত দলিল গ্রন্থ ঈশ্বরের লোকদের তাঁর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস এমনকি তারা নির্যাতিত হলেও তাদের পূর্ণ ও চুড়ান্ত মুক্তির অপেক্ষায় থাকা লোকদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা জোর দিয়ে প্রকাশ করেছে। লিখিত দলিল গ্রন্থ ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা, সঠিক সময়, তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের তাদের যাতনাভোগ থেকে মুক্ত করা ও তাদের বিশ্রামে প্রবেশ করানোর বিষয় জোর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সকল বিষয়ে রূতের পুস্তকে জোর দেওয়া হয়েছে। রূতের বিবরণীতে লিখিত কাহিনী ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার ও তাঁর নির্যাতীত লোকদের বিশ্বস্ততার জন্য পাঠককে যথার্থভাবে প্রস্তুত করছে যা লিখিত দলিল গ্রন্থের অবশিষ্ট্য পুস্তকে দেখা যায়।

রূতের পুস্তক উৎসাহজনক ভাবে শুরু হয়নি। বস্তুত: **রূত ১:১-৫ পদ** বিচারকর্তৃগণের বিবরণের অনুরূপ মনে হয়। ইস্রায়েলে একটি দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছিল (১:১)। "দুগ্ধ মধূ প্রবাহিত" উত্তম দেশ যার বিষয় ঈশ্বর অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ব্যাপক ভাবে কোন দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হতে দেখা যাবে না। বরং এই দুর্ভিক্ষ কোন ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ দেখা যাবে যদি ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতিমা পূজা ও অবাধ্যতার কারণে অসন্তুষ্ট হন **(দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৫-২৪)**। দুর্ভিক্ষের কারণে নয়মীর স্বামী তার পরিবার নিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশ ছেড়ে মোয়াব দেশে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনা ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ করছে। সে মোয়াব দেশে মারা গেল। নয়মীর দুই পুত্র সেই দেশে বিজাতীয় কন্যাদের বিবাহ করেছিল যারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের অনুসারী ছিল না। তাদের বিবাহের পর, নয়মীর পুত্রদের কোন সন্তান হলো না। অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব, ফলবতী নয়, নয়মীর পরিবারে স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। অবশেষে, নয়মীর দুই পুত্রও মারা গেল। এই সকল ঘটনাগুলি বিচারকর্তৃগণের বিবরণ পুস্তকের মত একই রূপ বলে মনে হয়। এতে বোঝা যায় ঈশ্বর নয়মীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। নয়মীর স্বামীও মারা গিয়েছে। তার পুত্ররাও মারা গিয়েছে। এতে মনে হয় তার সকল আশা-আকাঙ্খার মৃত্যু হয়েছে। এই কারণ সে তার নাম নয়মী পরিবর্তন করে মারা রাখল **(রূত ১:২০)**। তার জন্য জীবন "তিক্ত" হয়ে উঠল।

যেহেতু পুস্তকের নাম "রূতের বিবরণ" হয়েছে, তবে রূতের পুস্তকে রূত প্রধান চরিত্র নয়। নয়মীই প্রধান চরিত্র। এর অনেক প্রমাণ আছে। পুস্তকটি নয়মীর উপর জোরালো ভাব প্রকাশ করে শুরু ও সমাপ্ত হয়েছে (৪:১৪-১৭ পদ দেখুন)। তাছাড়া, পুস্তকের মূল বিষয়গুলি পাঠককে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেবে যে নয়মীই মূল চরিত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পুস্তকের শেষে, বৈলেহমের স্ত্রীলোকেরা এই ভাবে রূতের পুত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিল: "নয়মীর এক পুত্র জন্মেছে"।

পুস্তকের মূল বিষয় নয়মীর ইস্রায়েল দেশ ছেড়ে যাওয়া ও মৃত্যু ও তার জীবনের ফলহীনতানয়। নির্বাসন ও মৃত্যু ও ফলহীনতা এই কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পটভুমিকা।

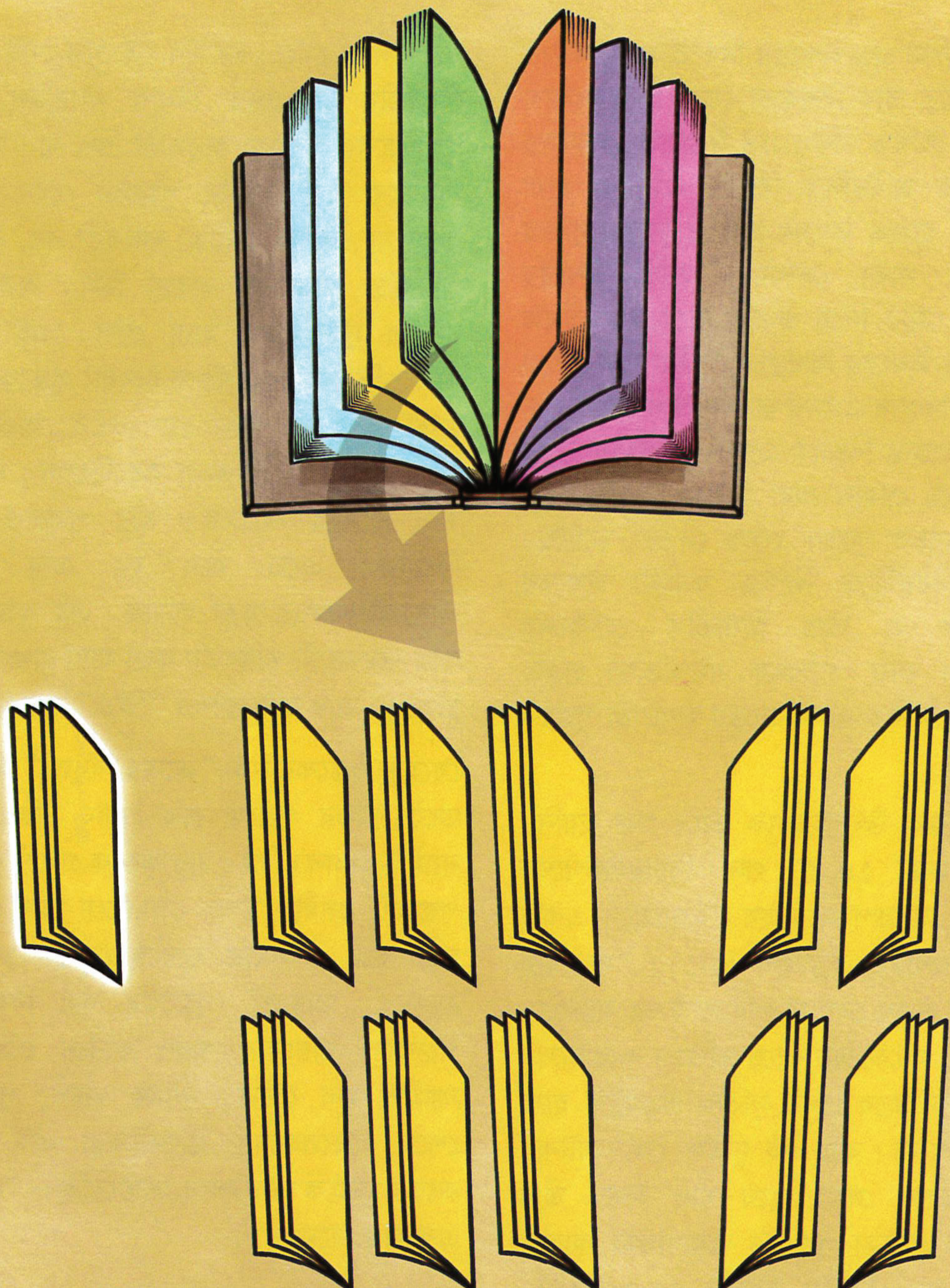

যাহোক, রূতের বিবরণের কাহিনী হলো নয়মীর ইস্রায়েল দেশে ফিরে আসা ও ঈশ্বর তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এই সম্পর্কীত। ঈশ্বর নয়মীকে ফলবতী ও বহুবংশ করলেন **(আদিপুস্তক ১:২৬-২৮)** যদিও তার আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে নয়মীর ফলবতী হওয়ার ফলস্বরূপ একজন মুক্তিদাতার জন্মের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল **(রূত ৪:১৪)**।

রূতের পুস্তকে বলা কাহিনী হলো, মূলত: লিখিত দলিল গ্রন্থের সময়ের ঈশ্বরের লোকদের কাহিনী। এই সময়ে নয়মী ছিল ইস্রায়েলের মত, নির্বাসনে গিয়েছিল। নয়মীর মত ঈশ্বরের লোকেরা পরদেশে বাস করেছিল। তারা যাতনা ও মৃত্যু ভোগ করেছিল ও তাদের কোন ফল ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর মহা করুণায় তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনলেন। নয়মীর মত ইস্রায়েলের (প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দের মত) তাদের নির্বাসিত দেশ থেকে যাত্রা করার অভিজ্ঞতা ছিল। পুনরায়, ইস্রায়েল ফলবতী হলো ও মুক্তিদাতা (প্রভু যীশু!) জন্মগ্রহণ করল। এই মুক্তিদাতা হলেন, নয়মীর পৌত্রের মত, ঈশ্বরের লোকদের "জীবনের আরোগ্যকারী"।

এরূপে, যদিও রূত একটি সত্য কাহিনী, তবে এটি একটি বৃহৎ কাহিনীর প্রতিচ্ছবি। নয়মীর মত ঈশ্বরের লোকেরা "দ্বিতীয় যাত্রায়" তাঁর কাছে আসছেন। রূতের বিবরণ এইটা দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর কখনও তাঁর লোকদের বা তাঁর পরিকল্পনা ভুলে যান না। তিনি নিজে তাঁর লোকদের ফিরিয়ে আনতে সমর্থ ও তাদের ফলবান করেন। তিনি মুক্তিদাতা যীশুর জন্মের মাধ্যমে তা করেছেন। রূতের বিবরণ অনেক ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতামন্ডলীর জন্য মহা উৎসাহদানের দ্বারা পরিপূর্ণ।

-এই পুস্তকটি যিহূদীদের উৎসাহ আনায়ন করেছিল যারা নির্বাসিত ছিল। এটি দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাদের প্রেম করেন যারা তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং তিনি তাঁর উত্তম স্থানে তাদের ফিরিয়ে আনতে উৎফুল্ল বোধ করেন। পুরাতন নিয়মের মনোযোগী পাঠক এটা দেখতে পাবেন যে রূতের বিবরণে যে কাহিনী বলা হয়েছিল তা নূতন ছিল না। **দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯-৩১ ও ৩০:১-২১০ পদে** মোশি নির্বাসন থেকে ইস্রায়েলের ফিরে আসা সম্পর্কে বলেছিলেন।

-বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যও এই পুস্তক মহা উৎসাহদান নিয়ে এসেছে, নির্বাসিত যিহূদীদের মত, তারা ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে বাস করছে। বর্তমান বিশ্বাসীদের "ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ বংশের" **(যাকোব ১:১)** মত ও "মনোনীত ছিন্নভিন্ন প্রবাসীগণ" **(১পিতর ১:১)** বলে বর্ননা করা যায়। অর্থাৎ বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ তাদের চুড়ান্ত "বিশ্রামের" স্থানে নেই। রূতের পুস্তক বিশেষভাবে প্রকাশ করছে যে অতীতে ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তিনি এও প্রকাশ করছেন যে তাঁর লোকদের তাঁর উত্তম স্থানে ফিরিয়ে আনতেও তাদের বিশ্রাম দিতে তিনি সমর্থ আছেন। আজ যখন ঈশ্বরের লোকেরা জানতে উৎসুক হচ্ছে যদি ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণতাসাধন করেন, তবে তারা রূতের বিবরণে মহা উৎসাহদান দেখতে পাবে।

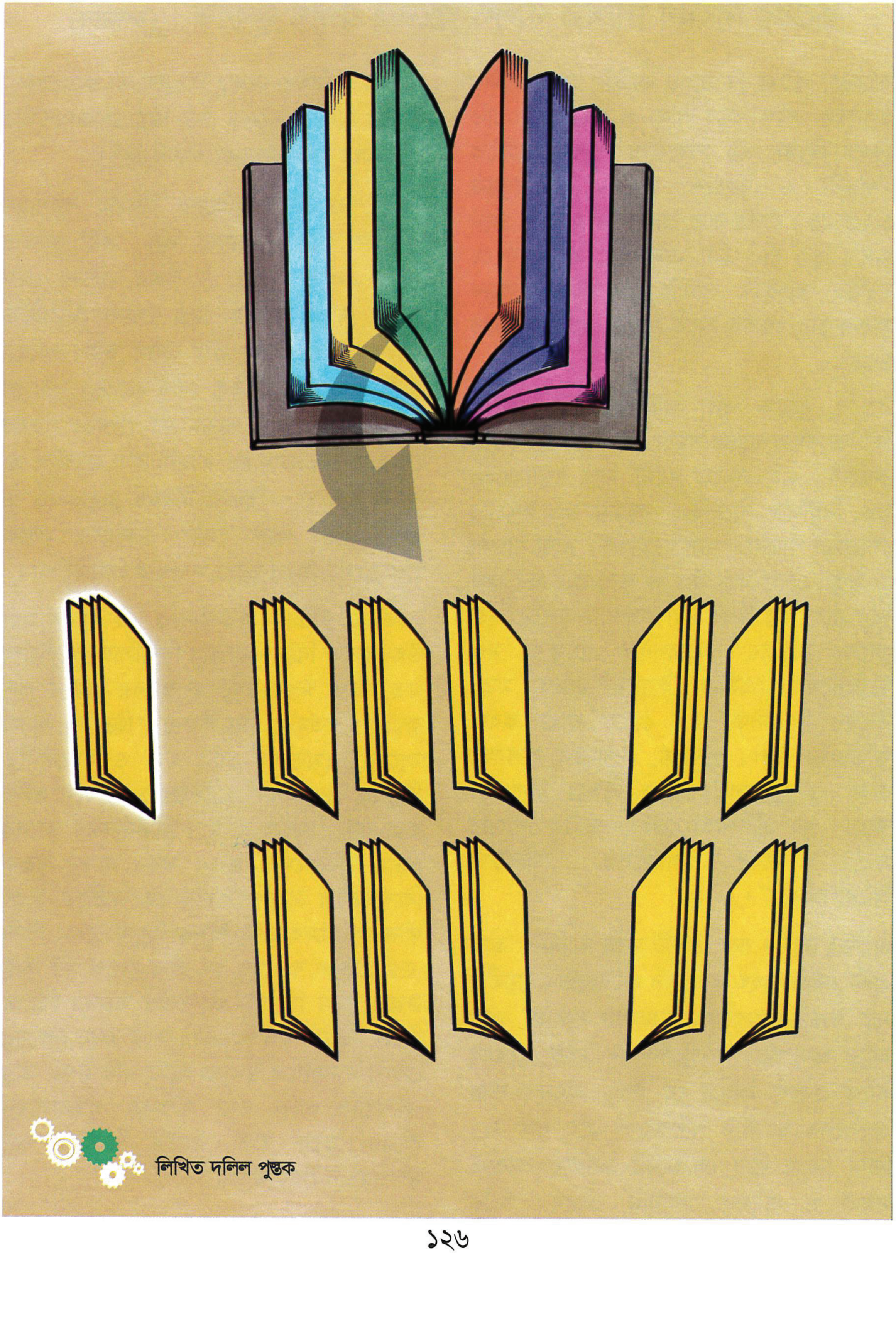
লিখিত দলিল পুস্তক

-পুস্তকটি এই উৎসাহদান এনেছে যে খ্রীষ্ট ও তাঁর লোকদের মধ্যে মহৎ বিবাহ যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। রূত ও বোয়সের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ খ্রীষ্ট ও তাঁর লোকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের ছায়া স্বরূপ। বস্তুত: রূত ও বোয়সের মধ্যে বিবাহ নিশ্চিত করতে কার্য্যক্ষেত্রের পিছন থেকে ঈশ্বর কার্য্য সাধন করেছিলেন যা এই প্রমাণ করে যে তিনি খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে নিশ্চিতভাবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কার্য্যক্ষেত্রের পিছনে ঈশ্বর কার্য্য করছেন যা অতি শীঘ্রই সংঘটিত হবে **(প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬-১০)**।

-পুস্তকটি সেই সব লোকদের উৎসাহদান করেছিল যারা খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করেছিল। আর এটি সেই সব লোকদের উৎসাহদান করবে যারা খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর জীবন যাপনকরছে। রূতের বিবরণ দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেছে যে খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকে ঈশ্বর অনেক অদৃশ্য অলৌকিক কার্য্য সাধন করেছিলেন। পুস্তকটি দায়ূদের জন্মের বিষয় জোর দিয়ে প্রকাশ করছে **(রূত ৪:১৭ ও ২২)**, কারণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দায়ূদের অন্যতম একজন পুত্র চিরকালের তরে সিংহাসনে বসবেন **(২শমূয়েল ৭:১-১৭)**। দায়ূদের উত্তরাধিকারী (খ্রীষ্ট) হলেন লিখিত দলিল গ্রন্থের প্রধান বিষয়। এটাই যথাযথ যে লিখিত দলিল গ্রন্থের প্রথম পুস্তকে এই বিষয়ে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

- এই পুস্তক এই বিষয় সকলের চোখের সামনে তুলে ধরছে যে ঈশ্বর সমস্ত জাতি থেকে তাঁর লোকদের গ্রহণ করবেন যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করে। রূতের বিবরণে পরজাতীয়দের গভীরভাবে উৎসাহদান করা হয়েছে। বস্তুত: রূত ছিলেন মোয়াবীয়-অতীতের খুবই প্রশ্নবোধক একজন মানুষ **(আদিপুস্তক ১৯:৩০-৩৮)**-এটাই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর সমস্ত স্থান ও অবস্থা থেকে লোকদের গ্রহণ করবেন। ঈশ্বর পরজাতীয়দের (রূতের মত) সমাদৃত করবেন ও "তাঁর পক্ষের নীচে আবৃত করবেন" যেন তারা "আশ্রয়" পায় **(রূত ২:১২)**।

-পুস্তকটি বিধবা ও বিদেশীদের উৎসাহিত করছে। এটি এই জগতের সেই সব লোকদের দেখাচ্ছে যাদের কোন "স্থান" বা "আবরণ" নেই যে ঈশ্বর তাদের ভুলে যান নাই এবং তাঁর পরিকল্পনার মধ্যেই তাদের জন্য একটি স্থান আছে। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাদের "আশ্রয়" দেন যারা তাঁর "পক্ষের" নীচে আবৃত হতে আসে **(রূত ২:১২)**। আজ, মন্ডলীতে একটি মাত্র উপায়ে ঈশ্বর বিধবা, অনাথ, ও বিদেশীদের আবৃত করার জন্য তত্ত্বাবধান করছেন **(যাকোব ২:২৭)**।

-রূতের বিবরণ নির্বাসনের এই বর্তমান সময়ে পাঠককে মনোযোগী করবে। নয়মীর মত, ঈশ্বর তাঁর সকল লোকদের একটি যাত্রার মধ্যদিয়ে অবশ্যই তাঁর নিজের স্থানে ফিরিয়ে আনবেন। এমনকি যদিও রূতের পুস্তকের ঘটনা বিচারকর্তৃগণের সময়ে ঘটেছিল, তথাপি এটি বর্তমান কালের নির্বাসিত লোকদের **(১পিতর ১:১ ও যাকোব ১:১)** তাদের নূতন যিরূশালেমের উদ্দেশে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:১-২২:৫)।

-রূতের বিবরণে মূল চরিত্র হলো কঠিন সময়েও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। এরূপে, নয়মী, রূত, ও বোয়স পাঠকদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ।

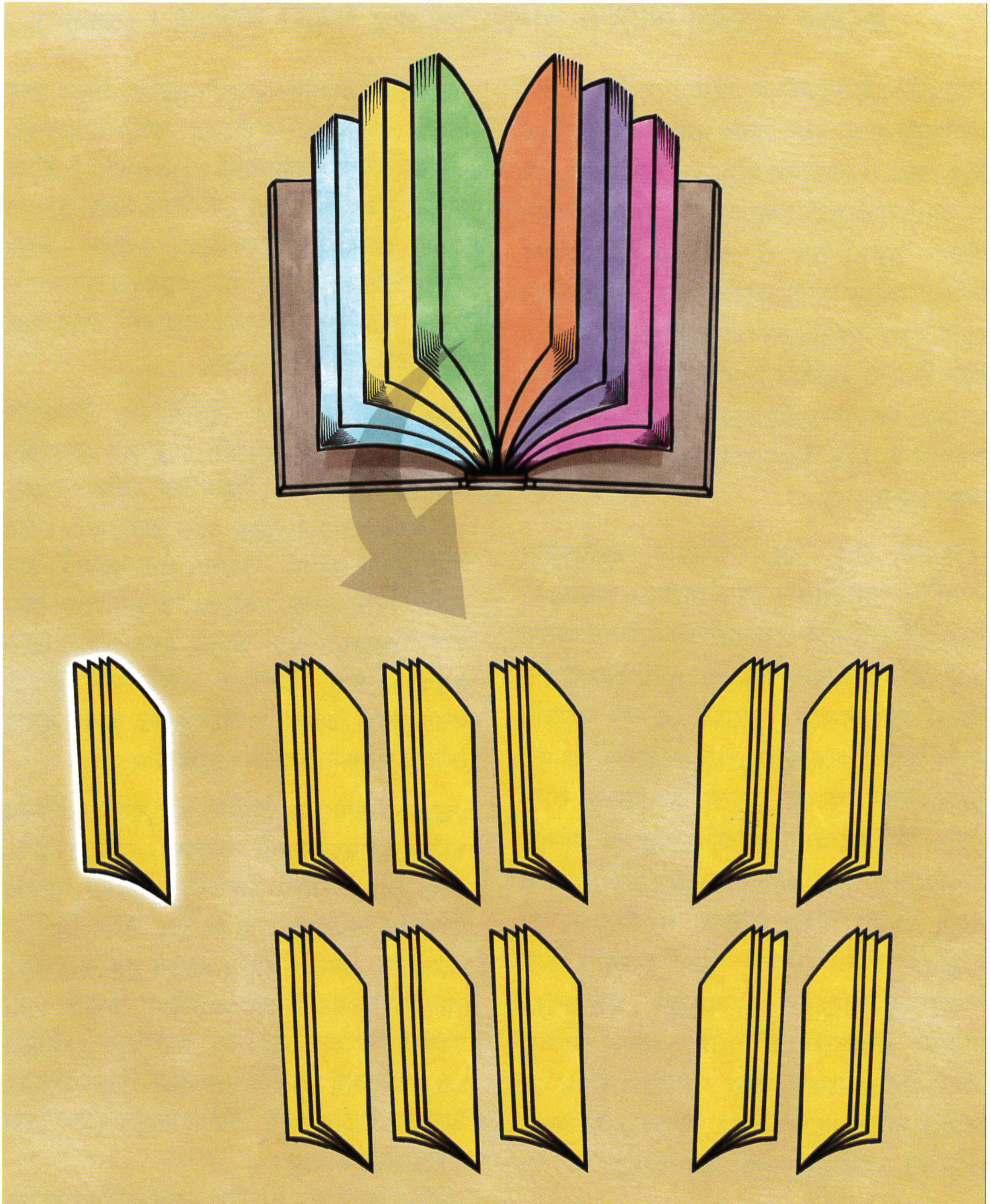

রূতের বিবরণ লিখিত দলিলপুস্তকের যথার্থ মুখবন্ধ। (চলমান)

রূতের বিবরণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় জানা যায় নাই, তবে এটি অবশ্যই খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ ও ১০৫০ অব্দের মধ্যে ঘটেছিল। এটি স্মরণে রাখা গুরুত্বপুর্ণ যে রূতের ঘটনা বাস্তব। এগুলি পৌরাণিক কাহিনী নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ প্রভু যীশু রূতের বংশ থেকে এসেছিলেন **(মথি ১:৫)**। যদি আমরা যীশুকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, তবে আমরা তাঁর পূর্বপুরুষদেরও সত্য বলে বিশ্বাস করব।

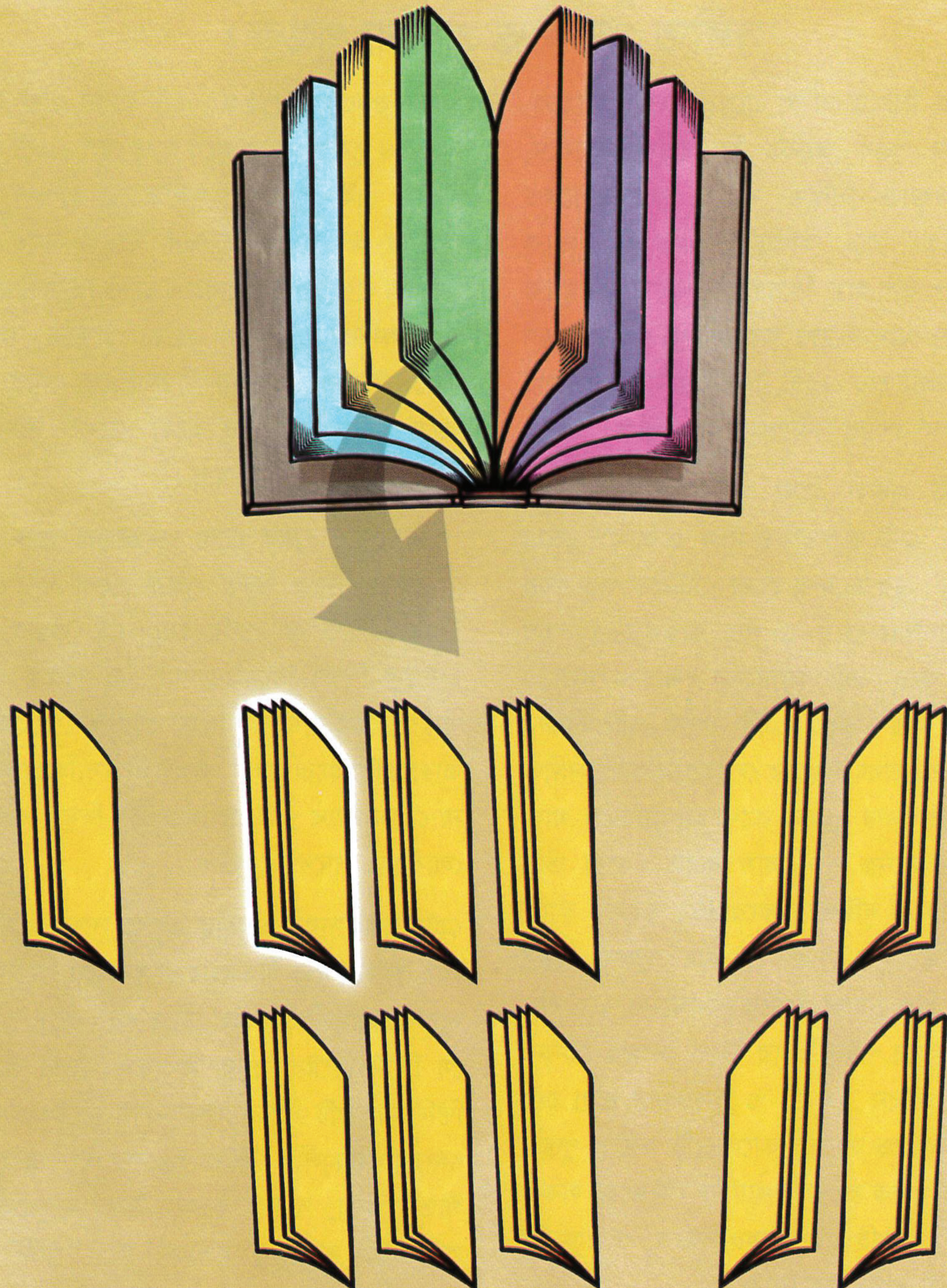

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক।

গীতসংহিতা লিখিত দলিল গ্রন্থের অংশ। যাহোক, গীতসংহিতা পুস্তক অনেক বড় হওয়ার কারণে, কখনও কখনও লিখিত দলিল পুস্তকগুলিকেও "গীতসংহিতা" বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কিভাবে লিখিত দলিল পুস্তক **লূক ২৪:৪৪ পদে উল্লেখ করা হলো**)। এর কারণ হলো গীতসংহিতার একটি বৃহৎ মার্জিন আছে, এটি লিখিত দলিল গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বড় পুস্তক।

এই একটি পুস্তক হলো গভীর দু:খ ও মহা আনন্দের। এটি অপরিমিত দুঃখ ও আনন্দ ভোগ করার জন্য। এর উদ্দেশ্য হলো এটি হতাশার সময় সান্তনা আনায়ন করে ও গাঢ় অন্ধকারের সময় আশান্বিত করে। এটি আমাদের ঈশ্বর ও পিতা ও খ্রীষ্টের গুণকীর্ত্তন করে। এই কারণ এটি হাজার হাজার বৎসর যাবৎ ঈশ্বরের লোকদের কাছে সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনার পুস্তক রূপে আখ্যায়িত। যারা খ্রীষ্টের আগমনের পুর্বে বাস করত (তারা তাঁর রাজত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল) তাদের কাছে এটি সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনার পুস্তক রূপে আখ্যায়িত ছিল। যারা খ্রীষ্টের আগমনের পরে বাস (তারা বিজয়ের পটভুমিকার দিকে দেখছে কেননা তিনি তাঁর জীবন , মুত্যু, ও পুনরুত্থান দ্বারা জয় করেছেন) করছে তাদের কাছে এটি সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনার পুস্তক রূপে আখ্যায়িত। ঈশ্বরের সকল লোকেরা গীতসংহিতা পুস্তকের সঙ্গীত, ও প্রার্থনার দ্বারা সর্বদাই একতাবদ্ধ থাকে।

গীতসংহিতাতে মনে রাখার মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এই বিষয়গুলির কয়েকটি খসড়া-চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। এটি যীশুর জন্ম, জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থানের পূর্বে সত্য ছিল। এটি আজও সত্য। এই পুস্তকের সঙ্গীত ও প্রার্থনা সকল বয়সের ঈশ্বরের লোকদের সংযুক্ত করে। এটি মন্ডলীর দ্বারা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে **(ইফিষীয় ৫:১৯ ও কলসীয় ৩:১৬)**। বস্তুত: একত্রে আরাধনা করতে ঈশ্বরের লোকেরা গীতসংহিতা ব্যবহার করে থাকে যেমন পুস্তকের মধ্যে অনেক বাদ্যযন্ত্রের বর্ননা দেখতে পাওয়া যায়।

-গীতসংহিতা পুস্তক হলো ধর্ম্মতত্ত্বের পুস্তক। নূতন নিয়মে সর্বাধিক উদ্বৃত পুস্তক হলো গীতসংহিতা পুস্তক। যীশু ও প্রেরিতেরা এই পুস্তক থেকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই পুস্তক থেকেই তাঁরা খ্রীষ্টের রাজত্বের বিষয় দেখতে পেয়েছিলেন। তারা এটা করেছিলেন কারণ গীতসংহিতা – কোন না কোন ভাবে খ্রীষ্ট, সুসমাচারের বিষয়, ও খ্রীষ্টের লোকদের সাথে সংযুক্ত।

প্রেরিতেরা দায়ূদ ও তার রাজত্ব সম্পর্কে ইতিহাস পাঠ শিক্ষা দিতে গীতসংহিতা ব্যবহার করেন নাই। দায়ূদ গীতসংহিতার মূল চরিত্র নয়। তিনি জানতেন যে তিনি খ্রীষ্টের বিষয় লিখছেন। তিনি জানতেন তিনি কয়েকটি সঙ্গীত লিখছেন যা খ্রীষ্টের লোকদের জন্য অনন্তকালীয় সঙ্গীত পুস্তকের অংশ হবে।

গীতসংহিতা, পাঠক কিভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে, তাঁর অভিষিক্ত রাজা ("মশীহ" বা "খ্রীষ্ট" রূপে আখ্যায়িত), ঈশ্বরের মানুষ, ঈশ্বরের শত্রু, জগৎ, পাপ, শাস্ত্র, ও আগত শেষবিচার সম্পর্কে চিন্তা করবে সেই শিক্ষা দেয়। গীতসংহিতার প্রধান বিষয় হলো খ্রীষ্ট। প্রত্যেক ছোট গীত, কোন না কোন ভাবে খ্রীষ্টের সাথে সম্পৃক্ত।

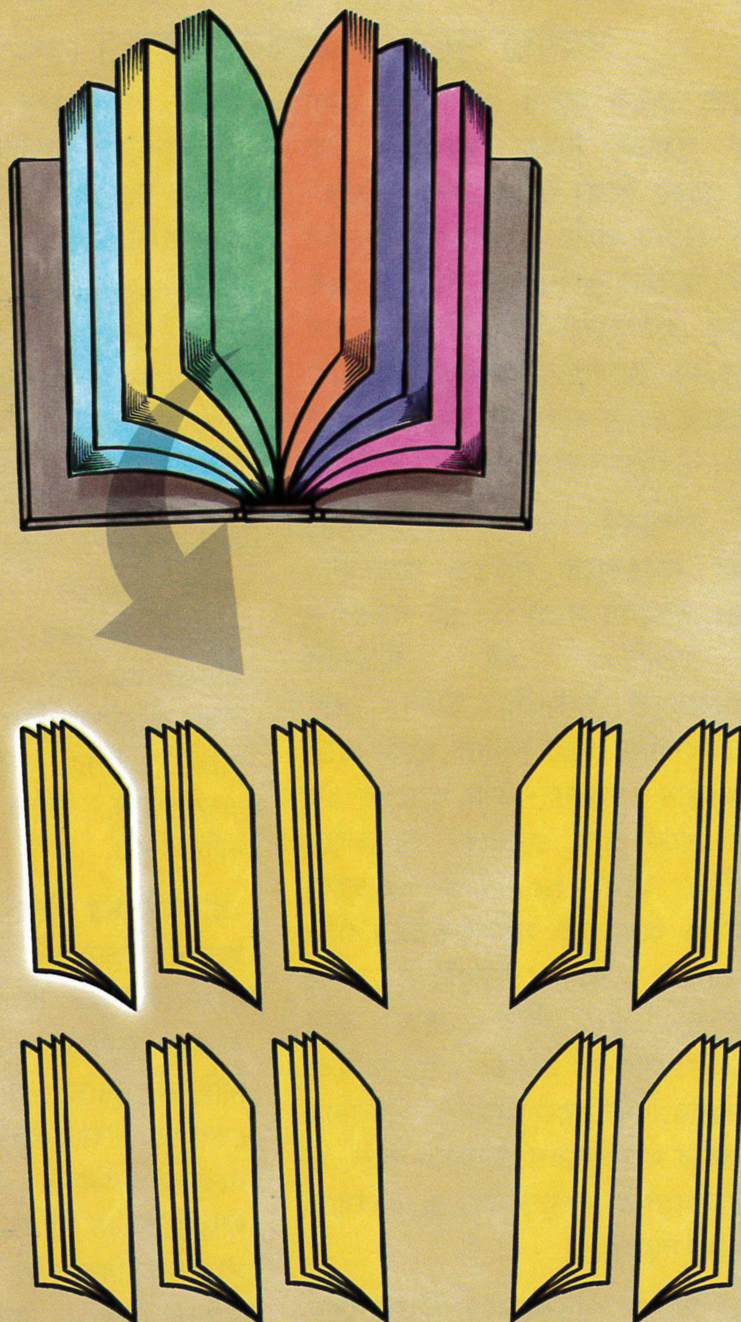

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

-গীতসংহীতা থেকে প্রচার ও শিক্ষা হলো বর্ননামূলক পুরাতন নিয়ম, সুসমাচার, বা প্রৈরিতিক পত্রের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রেরিতেরা তাদের প্রচার ও শিক্ষায় সচারচর গীতসংহিতা ব্যবহার করেতন। বর্তমান প্রচারক ও শিক্ষকের প্রেরিতদের বাক্যগুলি মনোযোগ সহকারে পড়তে মহা সহায়ক হয়েছে এবং তারা আরও শিখেছে প্রচার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে গীতসংহিতা ব্যবহার করতে হয়।

-একজন সম্পাদক (বা সম্পাদকগণ) গীতসংহিতা সতন্ত্রভাবে সজ্জিত করেছেন। গীতসংহিতা পুস্তকের মধ্যে ১৫০টি ব্যক্তিগত সঙ্গীত রয়েছে। এই গীতগুলি সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়নি। যদি গীতসংহিতা মোশির দ্বারা লিখিত হতো তবে ৪র্থ পুস্তকে স্থান পেত না। এটি পুস্তকের ১ম গীত শুরু থেকে স্থান পেয়েছে! তা ছাড়া, মোশির গীত হলো ৯০ গীত! এভাবে, গীতসংহিতা ১ অধ্যায়কে সংকল্পিতভাবে গীত লেখক প্রথমে স্থান দিয়েছেন এবং সংকল্পিতভাবে ১৫০ গীত শেষে স্থান দিয়েছেন। সম্পাদক এভাবে গীতসংহিতা সজ্জিত করণের বিষয় কোন নির্দেশনা দেননি। পাঠকের গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়া, ও কিভাবে গীতসংহিতা সংযুক্ত হয়েছে এবিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা দরকার।

গীতসংহিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও খ্রীষ্টের শেষ বিজয়ের বিষয় বর্ননা করছে। গীতসংহিতা ভাল ও মন্দের মধ্যে একটি বিবাদের চিত্র দ্বারা শুরু হয়েছে (গীতসংহিতা ১-২)। মন্দ প্রবল। গীতসংহিতা প্রশংসা দিয়ে শেষ হয়েছে। ১৫০ গীতে কোন মন্দ বিষয় দেখা যায় না। গীতসংহিতার প্রারম্ভিক অংশে, সেখানে অনেক বিলাপ রয়েছে। সমাপ্তিসূচক পুস্তকে, অনেক প্রশংসা-গীত রয়েছে।

যেহেতু গীতসংহিতার অনেক গীত এমন একটি সময় লিখিত হয়েছে যখন ইস্রায়েলের সিংহাসনে রাজা ছিলেন, গীতসংহিতার শেষ সম্পাদক একটি সময়ের মধ্যে গীতসংহিতা সজ্জিত করেছেন যখন ইস্রায়েলের সিংহাসনে কোন রাজা স্থায়ী হতো না। তথাপি, গীতসংহিতাতে অভিষিক্ত রাজার বিধি বিধান লেখা হয়েছিল। অতএব, গীতলেখকদের সংগঠন ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি সম্পাদকদের মহা বিশ্বাসের বিষয় বর্ননা করেছিল। সম্পাদক এমন একজন রাজার উপর নির্ভর করেছিলেন যিনি এসেছিলেন, যদিও এমনকি তাকে দেখা যাচ্ছিল না!

-ভাববাদীদের দ্বারা গীতসংহিতা উদ্বৃত করা হয়েছে। ভাববাদী গ্রন্থে গীতসংহিতা থেকে কয়েকটি উদ্বৃতি বা গীতসংহিতার উল্লেখ করা হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, **যিরমিয় ১৭:৭-৮, যিহিস্কেল ৪৭:১২, ও সখরিয় ৯:১০**)। অর্থ এই যেঅন্ততঃ কয়েকজন ভাববাদী গীতসংহিতা ব্যবহার করবার সুবিধা পেয়েছেন। যা গীতসংহিতায় লিখিত হয়েছিল তারা মনোযোগ সহকারে বিষয়গুলি অধ্যায়ন করেছিলেন ও তাদের পুস্তকে লিখেছিলেন। এটি অবাক হওয়ার বিষয় নয়। পিতর এই বিষয় বলেছিলেন ভাববাদীগণ যা পেয়েছিলেন তাই শাস্ত্রে লিখেছিলেন এটি যথার্থ **(১পিতর ১:১০-১২)**!

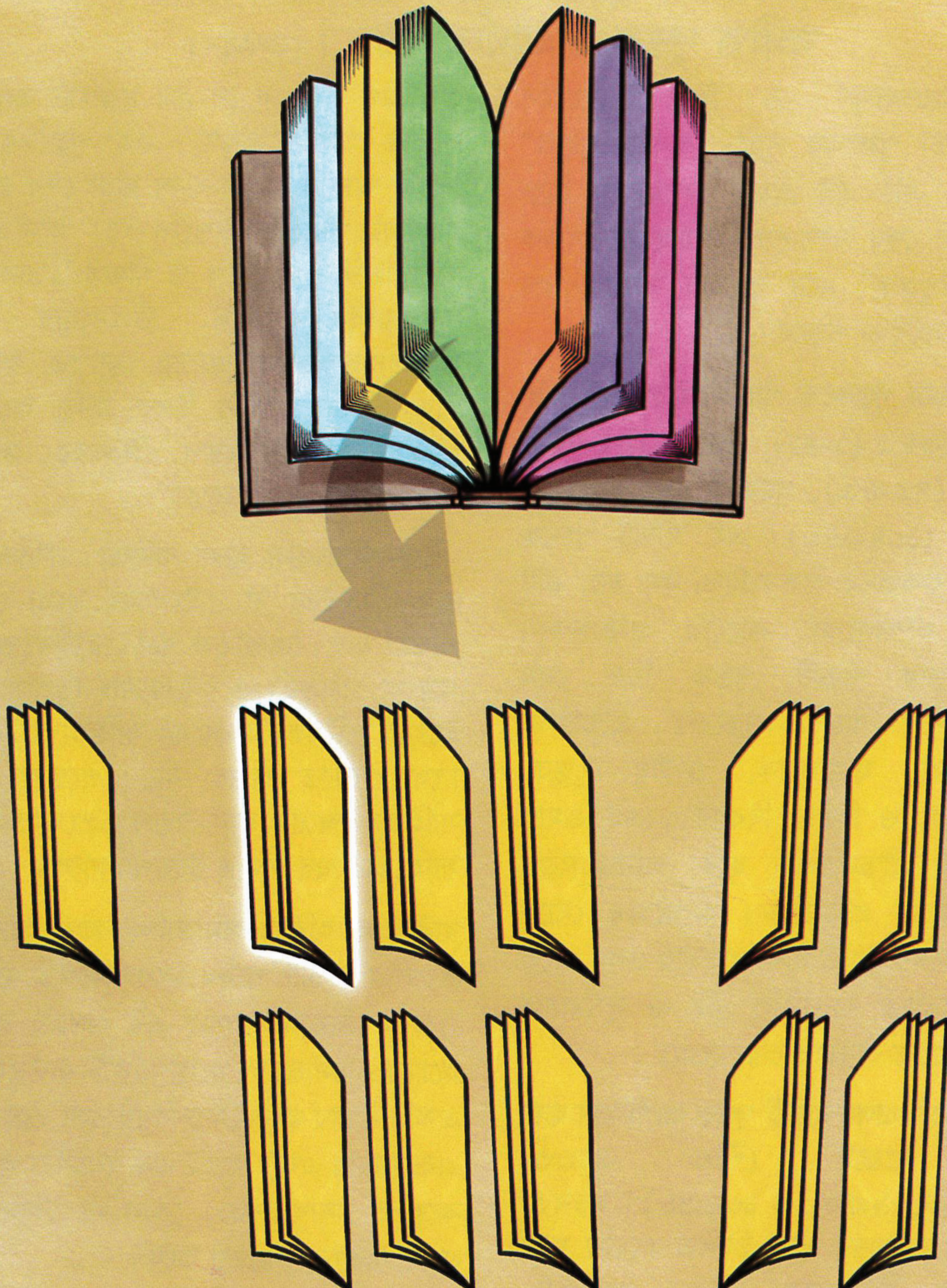

লিখিত দলিল পুস্তক

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে হিব্রু বাইবেলে গীতসংহিতা পুস্তকের পূর্বে "ভাববাদীপুস্তক" অবস্থিত। এটি এই প্রমাণ দিচ্ছে যে হিব্রু বাইবেলের শেষ সম্পাদক চেয়েছিলেন পাঠক "ভাববাদীপুস্তক" মনে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে গীতসংহিতা পড়বে।

-গীতসংহিতা পুস্তককে পাঁচটি খন্ডে ভাগ করা হয়েছে: পুস্তক ১ (১-৪১), পুস্তক ২ (৪২-৭২), পুস্তক ৩ (৭৩-৮৯), পুস্তক ৪ (৯০-১০৬, ও পুস্তক ৫ (১০৭-১৫০)। এই পাঁচটি খন্ডকে একত্রে এককভাবে গীতসংহিতা বলা হয়, এটি একজন সম্পাদকের কার্য্যের প্রতিফলন। গীতসংহিতার পাঁচটি পুস্তক ঠিক যেন ব্যবস্থাগ্রন্থের পাঁচটি পুস্তকের প্রতিফলন (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক, ও দ্বিতীয় বিবরণ)। এই প্রমাণ দিচ্ছে যে গীতসংহিতা হলো ব্যবস্থাগ্রন্থের পাঁচটি খন্ডের প্রতিফলন। ব্যবস্থাগ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট অংশের উদ্বৃতি গীতসংহিতায় দেখা যেতে পারে, ব্যবস্থার বাক্যগুলি খ্রীষ্ট ও সুসমাচার বিষয়ক কার্য্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

গীতসংহিতার প্রথম চারটি পুস্তক আশীর্বচন দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে (গীত: ৪১:১৩, ৭২:১৮-২০,৮৯:৫২, ও ১০৬:৪৮)। সম্ভবত: আশীর্বচন সম্পাদক দ্বারা লিখিত হয়েছে যারা চুড়ান্তভাবে গীতসংহিতা সজ্জিত করেছেন। সেখানে সম্পাদকের গভীর বিশ্বাস বর্ননা করা হয়েছে। ৫ম পুস্তক প্রথম চারটি পুস্তকের মত আশীর্বচন দিয়ে সমাপ্ত হয়নি। বস্তুত: ৫ম পুস্তক ভিন্ন আঙ্গিকে শেষ হয়েছে, সেইকারণ, এটি এই অর্থ করে না যে ৫ম পুস্তকটি আশীর্বচন ব্যতীত সমাপ্ত হয়েছে। ৫ম পুস্তকের শেষ পাঁচটি অধ্যায় একই বাক্য দ্বারা শেষ হয়েছে, "তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর!" মনে হয় এই অধ্যায়গুলি ৫ম পুস্তক ও গীতসংহিতার সমস্ত পুস্তকগুলির যথার্থ উপসংহার রূপে উদ্দেশ্যমূলকভাবে একত্রে স্থাপিত হয়েছে। গীতসংহিতার বাণীর উপর ভিত্তি করে, যা খ্রীষ্টের কাহিনী স্বরূপ, ঈশ্বরের লোকেরা "সদাপ্রভুর প্রশংসা করে!"

-গীতসংহিতাগুলি হলো কবিতা। কবিতা এক প্রকার সাহিত্য যা বাইবেলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রৈরিতিক পত্র (রোমীয়দের প্রতি পত্র বা ১পিতর) ও বর্ননামূলক (১শমূয়েল বা ইষ্টের) দুটি ভিন্ন প্রকারের সাহিত্য বাইবেলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্রকার সাহিত্য ঈশ্বরের দান স্বরূপ। প্রত্যেক প্রকার সাহিত্যের এর নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে।

বাইবেলে কবিতা সমান্তরাল রূপে আখ্যায়িত প্রণালীর একটি পদের মধ্যে লিখিত হয়েছে। পুরাতন নিয়মের সর্বত্র এই প্রণালী ব্যবহৃত হয়েছে। সমান্তরাল হলো একটি কাঠামো যার একটি ধারার মধ্যে কিছু বিষয় বলা হয়ে থাকে, এবং ধারার একটু পরেই এর পুনরুক্তি অনুসরণ করে ও (সাধারণত:) কোন না কোন ভাবে প্রথম ধারাকে তীব্রতর করে।

কবিতা আবেগময়তার দিক থেকে শক্তিশালী। গানের মত, কবিতা একইভাবে বাক্যের শব্দ ও নমূনা ব্যবহার করে যার উদ্দেশ্য অন্তরকে নাড়া দেওয়া। অর্থাৎ কবিতার অতিরিক্ত শক্তি একইভাবে পাঠকের অনুভুতি তৈরী করে।

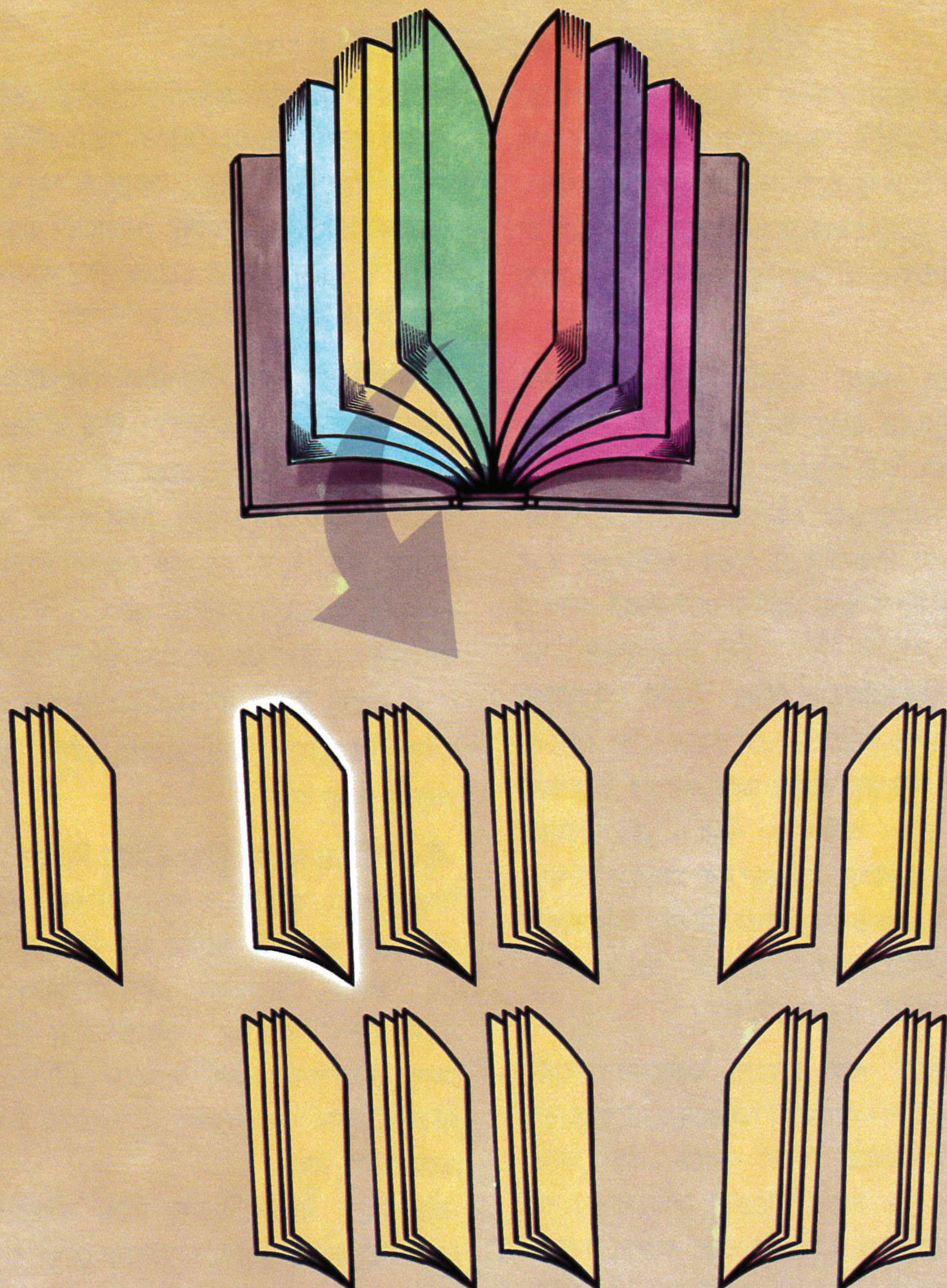

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

বাইবেলের অন্য প্রকার সাহিত্য থেকে কবিতা ভিন্ন কারণ কবিতা স্মরণযোগ্য। বাক্যগুলির শব্দ ও নমূনার উদ্দেশ্য হলো সহজে মুখস্ত করা যায়। এই কারণ হাজার হাজার বছর যাবৎ গীতসংহিতা ঈশ্বরের বাক্যের অতিশয় মুখস্ত যোগ্য অংশ রূপে গন্য।

গীতসংহিতা হলো একটি বৃহৎ বর্ননামূলক (কাহিনীর) এর মধ্যে অবস্থিত কবিতা। এমনকি যদিও গীতসংহিতা পুস্তকের মধ্যে কোন বর্ননামূলক (কাহিনী) সংযুক্ত নেই, পাঠকের অবিরত মনে রাখা প্রয়োজন যে গীতসংহিতা পুস্তক অধিকতর বৃহৎ বর্ননামূলক বিষয় দ্বারা বেষ্টিত যা ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যদিয়েই বলা হয়েছিল। বৃহৎ বর্ননামূলক বিষয় এই যে গীতসংহিতার মধ্যে খ্রীষ্টের আগমনের কাহিনী স্থাপিত যিনি তাঁর লোকদের রক্ষা করবেন যেন তারা ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করবার অধিকারী হয় ও তাঁর আরাধনা করে। এই বৃহত্তর বর্ননামূলকের সাক্ষ্য স্তোত্রগ্রন্থের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়। অতএব, গীতসংহিতার কবিতাগুলি বৃহৎ কাহিনীতে সংযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কোনটিই এককভাবে নয়।

-কবি "বাস্তব" শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাস্তব শব্দগুলি সেই শব্দ যা খাঁটি জিনিসের সাথে সংযুক্ত যা আপনি দেখতে, স্পর্শ করতে, স্বাদ নিতে, শুনতে, বা ঘ্রাণ নিতে পারেন। কবি বাস্তব শব্দ ব্যবহার করেন যখন এমনকি তারা তাদের মতামত সম্পর্কে লিখেন তখন তা বাস্তবে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, **গীত ১৮:৩৪ পদে**, গীত লেখক বলছেন যে তিনি "তাম্রময় ধনুকে চাড়া" দিতে পারেন। তাম্রময় ধনুক একটি বাস্তব বিষয় যা একজনের হাতে ধারণ করতে পারে। যাহোক, কবি এই অর্থ করছেন না যে বাস্তবিক তিনি তাম্র ছাড়া তৈরী ধনুক নিক্ষেপ করতে পারেন। বস্তুত: তিনি প্রকৃত যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে লেখেননি। বরং, "তাম্রময় ধনুক" হলো ঈশ্বরের মহাশক্তির বর্ননা দেওয়ার বাস্তবসম্মত উপায় যা তাকে দেওয়া হয়েছে যেন তার শত্রুগণ তার উপরে জয়লাভ করতে না পারে।

-গীতসংহিতার কিছু কিছু গীত বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে (হিব্রুতে)। গীত ৯-১০, ২৫, ৩৪, ৩৭, ১১১-১১২ ও ১১৯ এই ভাবে সাজানো হয়েছে। গীতসংহিতাগুলি এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যেন মনে হয় অখন্ডতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীত ১১৯ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাক্যের গুণকীর্ত্তন করেছে ("A থেকে Z")। বর্ণানুক্রমিক সুস্পষ্ট হবে না যখন গীতসংহিতা অন্য ভাষায় (যেমন ইংরেজী) অনুবাদ করা হবে।

-গীতসংহিতা মূলতঃ হিব্রু ভাষায় লিখিত। কারণ গীতসংহিতা প্রাচীন ভাষায় লিখিত হয়েছিল, পন্ডিতগণ কয়েকটি শব্দের অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। প্রায়ই, পন্ডিতগণ বাদ্য যন্ত্রগুলি বুঝতে যন্ত্রণা ভোগ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পন্ডিতগণ *সেলা* নির্দেশনার অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। গীতসংহিতার অর্থ বুঝতে হিব্রুশব্দের অর্থ বুঝা প্রয়োজনীয় নয়।

-অধিকাংশ গীতসংহিতার মধ্যে শিরোনামযুক্ত লেখা সংযুক্ত আছে।শিরোনামযুক্ত লেখা বাক্যগুলি উল্লেখ করছে যে গীতসংহিতাতে কবিতার খাঁটি শব্দগুলির বিপরীতে অবস্থিত (যেমন "দায়ূদের সঙ্গীত, যখন তিনি তার পুত্র অবশালেমের থেকে পলায়ন করেছিলেন" বা প্রধান বাদ্যকরের জন্য: বাদ্যের জন্য। দায়ূদের সঙ্গীত")।

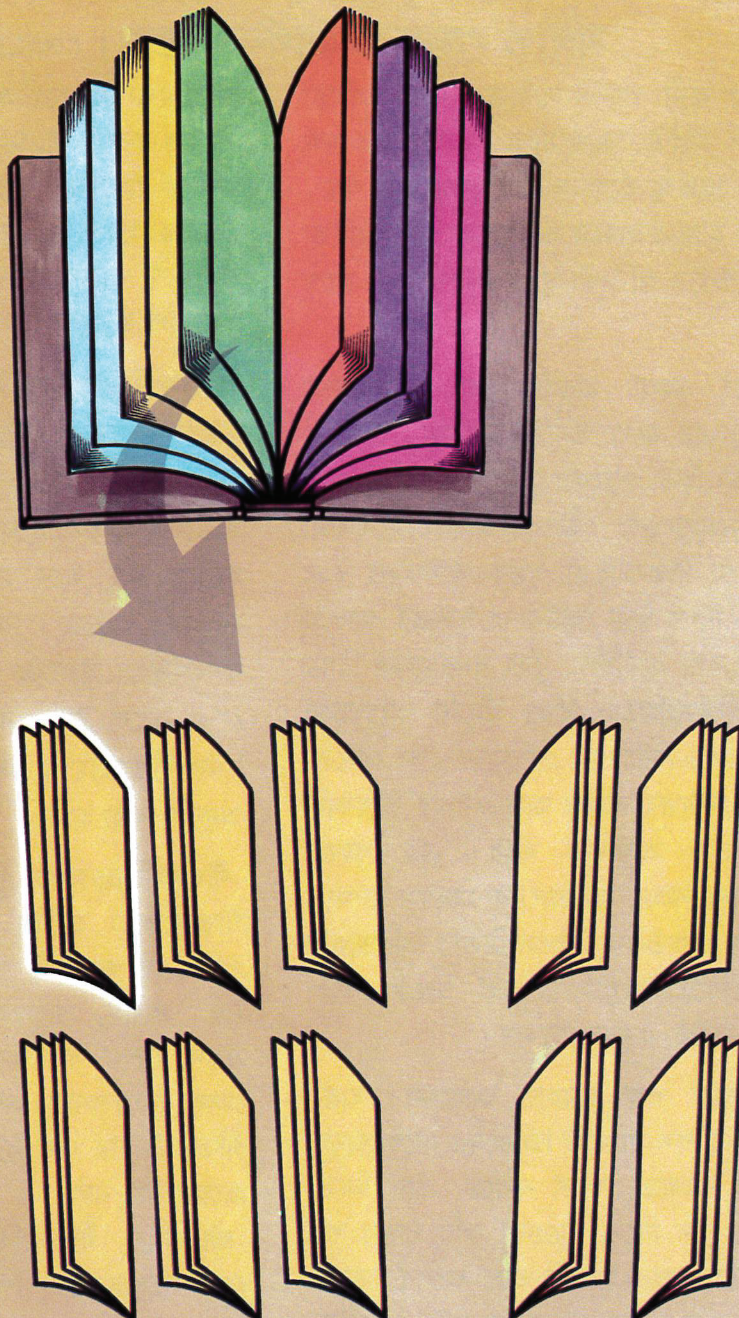

লিখিত দলিল পুস্তক

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

এই শিরোনামগুলি মনোযোগ সহকারে দেখা আবশ্যক এবং এগুলি প্রচার ও শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে কারণ এগুলি বাইবেলের সংস্করণ যা আমাদের আছে। সেখানে কোন প্রাচীন পান্ডুলিপি যা এই শিরোনামগুলি হতে পারে। এগুলির উদ্দেশ্য পাঠককে সাহায্য করা। গীতসংহিতার সংস্করণে শিরোনামগুলি ছিল যা প্রেরিতদের দ্বারা পড়া হয়েছিল। যাহোক, প্রেরিতগণ কখনও এরূপে শিরোনাম ব্যবহার করেননি যে শিরোনাম গীতসংহিতার অর্থ নির্ধারণ করেছিল। পাঠক সতর্কতার সাথে চিন্তা করুন নূতন নিয়মের লেখকগণ শিরোনাম ব্যবহার করতেন বা করতেন না। অনেক শিরোনামে কয়েক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের নির্দেশনা সংযুক্ত আছে। আজ ঈশ্বর এই নির্দেশনাগুলি লোকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে গীতসংহিতার উদ্দেশ্য হলো সম্মিলিত আরাধনায় ব্যবহার করা।

-গীতসংহিতার অনেক প্রধান বিষয় হলো "খ্রীষ্ট"। শত শত বছর আগে গীতসংহিতা লিখিত হয়েছিল। এই সময়ে অনেক রাজা রাজত্ব করেছিলেন। যাহোক, গীতসংহিতা **অনেক** ভিন্ন ভিন্ন রাজার উপর কেন্দ্রীভুত নয়।গীতসংহিতা **একজন** নির্দিষ্ট রাজার উপর কেন্দ্রীভুত। এই এক জন রাজার পরিচয় গীত:২ এ প্রথম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত–খ্রীষ্ট।

এটি এই অর্থ করে না যে খ্রীষ্টই গীতসংহিতার একমাত্র বিষয়। আর এটি এই অর্থও করে না যে প্রত্যেক গীত একই ভাবে খ্রীষ্ট ও সুসমাচার বিষয় সম্পর্কীত। যাহোক, এটি, এই অর্থ করে যে প্রত্যেক গীতে খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সম্পর্কীত জ্ঞানে কিভাবে অনুপ্রাণীত করে তা দেখা যায়। প্রমাণ এই যে খ্রীষ্ট হলেন গীতসংহিতার প্রধান বিষয় যা নূতন নিয়মের সর্বত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখি, **লূক ২৪:৪৪, যোহন ৫:৪৬, প্রেরিত ৩:১৮-২৪, ও ১:১০১২**।

কোন গীতসংহিতায় খ্রীষ্টকে পূর্ণরূপে বর্ননা করা হয়নি। যেহেতু গীতসংহিতা ২ এ খ্রীষ্টকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটি যথেষ্ট নয়। অন্য গীতে খ্রীষ্ট সম্পর্কে অনেক তথ্য সংযুক্ত আছে। এভাবে, পাঠক গীতসংহিতা থেকে গীতসংহিতায় তার নিজের "খ্রীষ্ট বিষয়ক ধর্ম্মতত্ত্ব" বৃদ্ধি করতে পারে। পাঠক প্রত্যেক গীতসংহিতায় "খ্রীষ্টকে পুন:আবিষ্কার" করতে পারবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীত: ২ থেকে রাজা সম্পর্কে কি শিক্ষা লাভ করা গেল যখন পাঠক গীত ৩ পড়বেন তখন স্মরণ করুন। খ্রীষ্টের বর্ননা এত ভিন্ন যে কখনও কখনও সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। রাজার এত ভিন্ন ভিন্ন বর্ননা সামঞ্জস্য করা পাঠকের কাছে আনন্দের ও প্রচারকের কাছে বাধ্যবাধকতার বিষয় হয়ে যায়।

-গীতসংহিতায় প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র সংযুক্ত আছে। অনেক প্রকার বাদ্য-যন্ত্রের দ্বারা কনসার্টের মত, গীতসংহিতা পুস্তকে অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরণের গীত সংযুক্ত। ভিন্ন ভিন্ন গীতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্টকে, তাঁর লোকদের, ও সুসমাচার বিষয়ক ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

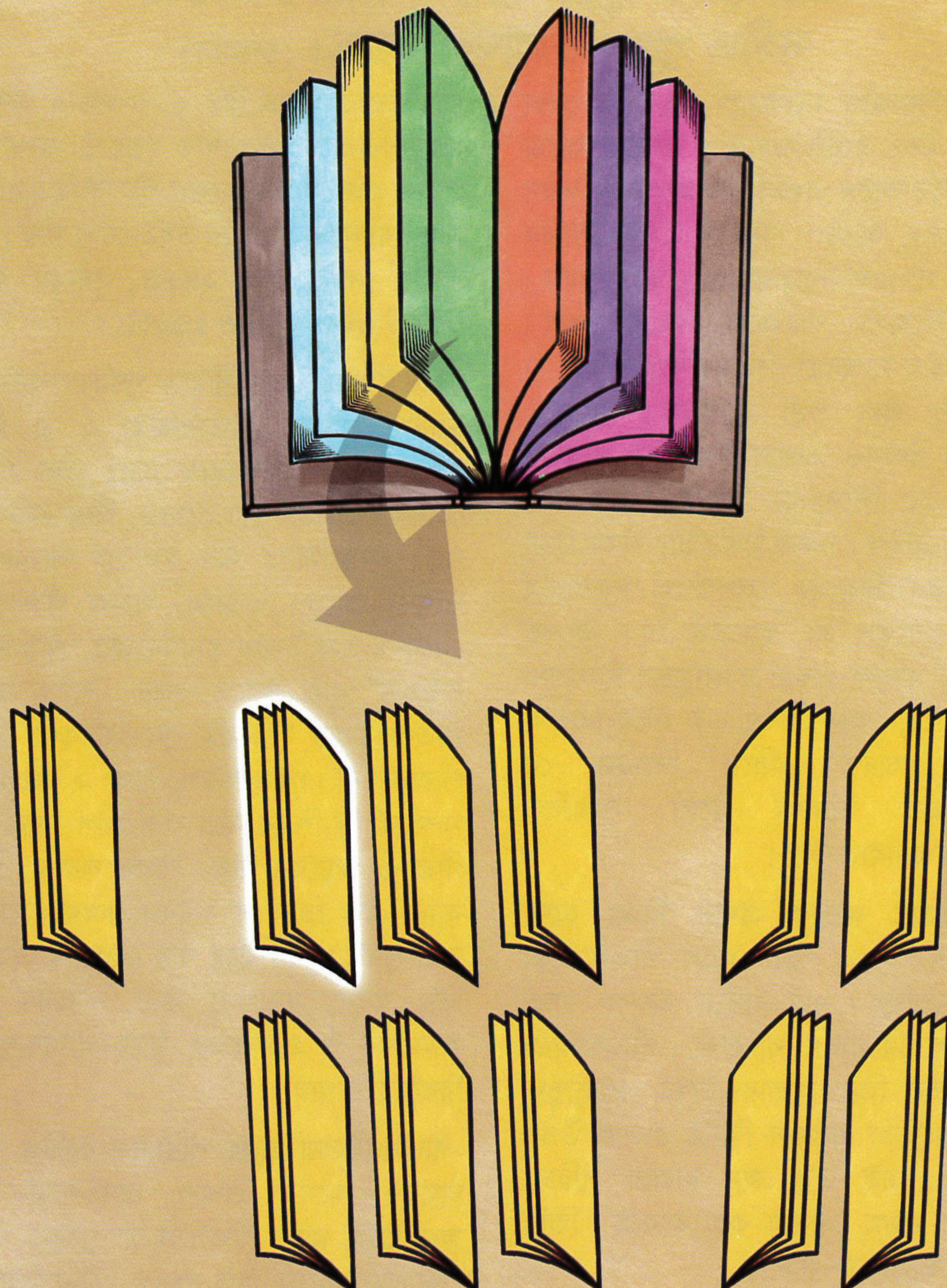

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

-পাঠকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে চিন্তা করুন প্রেরিতগণ কিভাবে গীতসংহিতা উদ্বৃত করতেন। প্রেরিতগণ হলেন পুরাতন নিয়মের অর্থ প্রকাশের বিশ্বাসভাজন সহায়ক। উপরের কুঠুরীতে প্রেরিতগণের প্রতি তাঁর বাক্যের দ্বারা, এটি পরিষ্কার যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের কাছে এটা জানতে চেয়েছিলেন যে শাস্ত্রে লিখিত প্রেরিতগণের শিক্ষা সত্য ও নির্ভরযোগ্য **(যোহন ১৪:২৬ ও যোহন ১৬:১২-১৫)**। যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ **মশীহ্** বিষয়ক ধারায় সুস্পষ্টভাবে গীতসংহিতা পড়তেন। পাঠক সতর্কতার সাথে ভেবে দেখুন কিভাবে যীশু ও প্রেরিতগণ গীতসংহিতা পুস্তকের উল্লেখ করতেন। সমস্ত গীতসংহিতার মধ্যে তারা যা উদ্বৃত করতেন তা যীশু খ্রীষ্টের সাথে বা তাঁর লোকদের সাথে বা ঈশ্বরের শত্রুদের সাথে বা সুসমাচার বিষয়ক ঘটনার সাথে সম্পর্কীত ছিল। গীতসংহিতা ব্যাখ্যা করবার সময় প্রেরিতেরা মোশীহ বিহীন ও সুসমাচার বিহীন কোন উদাহরণ ব্যবহার করতেন না। প্রেরিতরা **কখনও** বলতেন না যে গীতসংতিহার চুড়ান্ত অর্থ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যা তৎকালে ইস্রায়েল দেশে ঘটেছিল যখন নির্দিষ্ট গীতসংহিতা লেখা হয়েছিল।

গীতসংহিতা থেকে সরাসরি উদ্বৃত খসড়া-চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো যা সুসমাচারে দেখতে পাওয়া যায়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে নীচের উদ্বৃত গীতসংহিতাগুলি সকলই যীশু খ্রীষ্টের, বা তাঁর লোকদের, বা ঈশ্বরের শত্রুদের বা সুসমাচার বিষয়ক ঘটনার সাথে সম্পর্কীত।

মথি: মথি ৪:৬ (গীত: ৯১:১১-১২ পদ দেখুন), মথি ৭:২৩ (গীত: ৬:৮ পদ দেখুন), মথি ১৩:৩২ (গীত: ১০৪:১২ পদ দেখুন), মথি ১৩:৩৫ (গীত: ৭৮:২ পদ দেখুন), মথি ১৬:২৭ (গীত: ৬২:১২ পদ দেখুন), মথি ২১:৯ (গীত: ১১৮:২৫-২৬ ও গীত: ১৪৮:১ পদ দেখুন), মথি ২১:১৬ (গীত: ৮:২ পদ দেখুন), মথি ২১:৪২ (গীত: ১১৮:২২-২৩ পদ দেখুন), মথি ২২:৪৪ (গীত: ১১০:১ পদ দেখুন), মথি ২৩:৩৯ (গীত: ১১৮:২৬ পদ দেখুন), মথি ২৬:৩৮ (গীত: ৪২:৫-৬ পদ দেখুন), মথি ২৭:৩৫ (গীত ২২:১৮ পদ দেখুন), মথি ২৭:৪৬ (গীত: ২২:১ পদ দেখুন)।

মার্ক: মাকং ৪:৩২ (গীত: ১০৪:১২ পদ দেখুন), মার্ক ১১:৯ (গীত: ১১৮:২৫-২৬ পদ দেখুন), মার্ক ১১:১০ (গীত: ১৪৮:১ পদ দেখুন), মার্ক ১২:১০ (গীত: ১১৮:২২-২৩ পদ দেখুন), মার্ক ১২:৩৬ (গীত: ১১০:১ পদ দেখুন), মার্ক ১৪:৩৪ (গীত: ৪২:৫-৬ পদ দেখুন), মার্ক ১৫:২৪ (গীত: ২২:১৮ পদ দেখুন), মার্ক ১৫:৩৪ (গীত: ২২:১ পদ দেখুন)।

লূক: লূক ৪:১০-১১ (গীত: ৯১:১১-১২ পদ দেখুন), লূক ১৩:১৯ (গীত: ১০৪:১২ পদ দেখুন), লূক ১৩:২৭ (গীত ৬:৮ পদ দেখুন), লূক ১৩:৩৫ (গীত: ১১৮:২৬ পদ দেখুন), লূক ১৯:৩৮ (গীত: ১১৮:২৬ পদ দেখুন), লূক ২০:১৭ (গীত: ১১৮:২২ পদ দেখুন), লূক ২০:৪২ (গীত: ১১০:১ পদ দেখুন, লূক ২৩:৩৪ (গীত: ২২:১৮ পদ দেখুন), লূ২৩:৪৬ (গীত: ৩১:৫ পদ দেখুন)।

যোহন: যোহন ২:১৭ (গীত: ৬৯:৯ পদ দেখুন), যোহন ৬:৩১ (গীত: ১০৫:৪ পদ দেখুন), যোহন ১০:৩৪ (গীত: ৮২:৬ পদ দেখুন), যোহন ১২:১৩ (গীত: ১১৮:২৫-২৬ পদ দেখুন), যোহন ১৫:২৫ (গীত: ৩৫:১৯), যোহন ১৯:২৪ (গীত: ২২:১৮), যোহন ১৯:৩৬ (গীত: ৩৪:২০)।

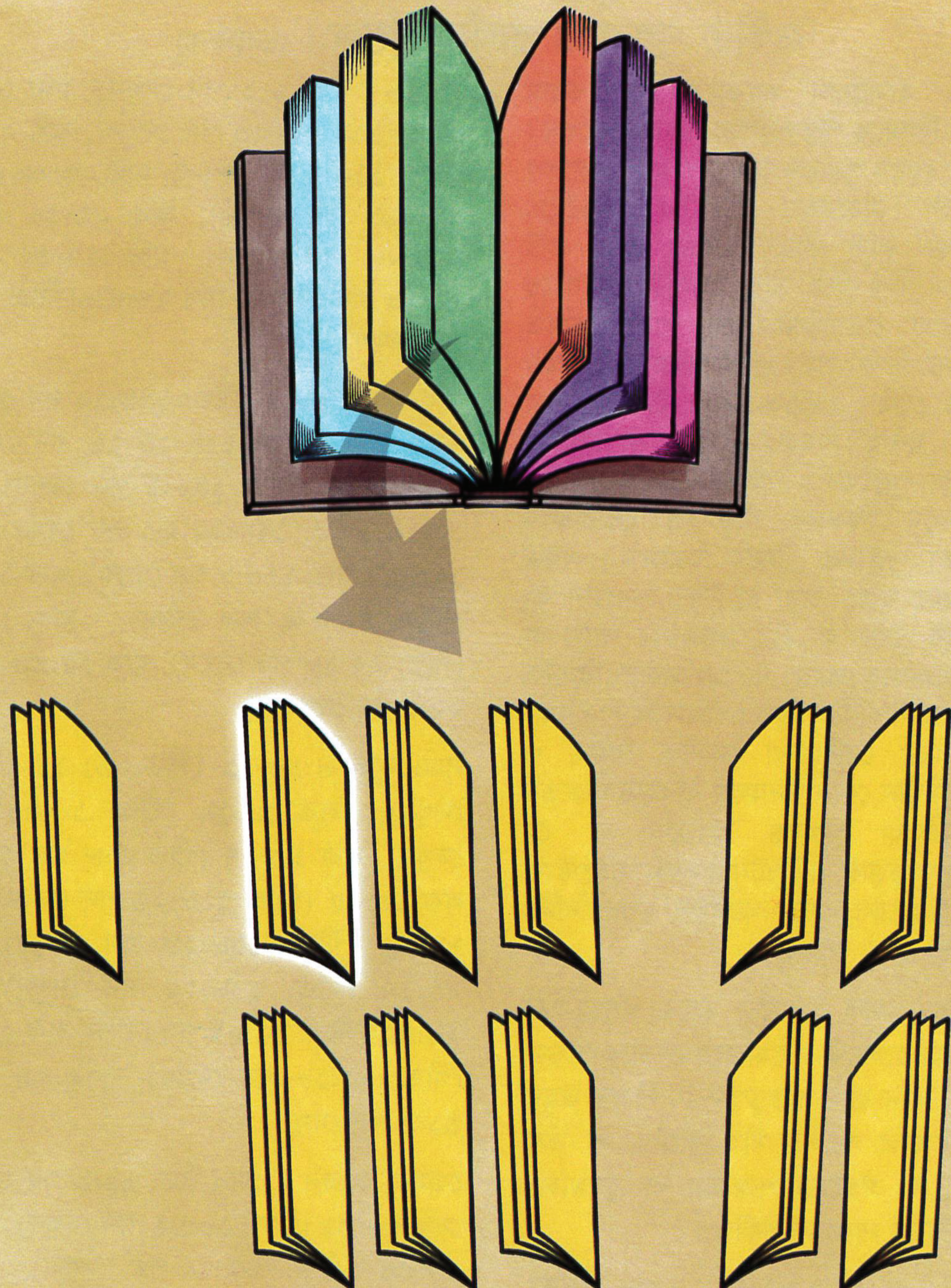

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

-প্রেরিতগণ প্রতিটি গীতসংহিতার উদ্বৃতি দেননি। এটি এই অর্থ করে না যে আজকের পাঠকগণ এই গীতসংহিতা থেকে ব্যাখ্যা করা বা প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। পাঠকের জানা আবশ্যক যে প্রেরিতেরা সুসমাচার প্রচার করতে ও খ্রীষ্ট ও তাঁর লোকদের গুণকীর্ত্তন করতে প্রত্যেক গীতসংহিতা ব্যবহার করেছেন।

-যখন প্রেরিতেরা একটি গীতসংহিতার একটি অংশ উদ্বৃত করতেন, তারা জানতেন যে পাঠকেরা সম্পূর্ণ গীতসংহিতা সম্পর্কে চিন্তা করবে। যখন প্রেরিতেরা একটি গীতসংহিতা উদ্বৃত করতেন, তারা প্রত্যাশা করতেন পাঠকেরা সম্পূর্ণ গীতসংহিতা পড়বে ও গীতসংহিতার প্রসঙ্গ নিয়ে মনোযোগের সাথে গবেষণা করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, **মথি২৭** অধ্যায়ে, প্রেরিত মথি **গীতঃ ২২** অধ্যায়ের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রত্যাশা করেছেন যে পাঠক গীত ২২ অধ্যায়ে যাবে ও মনোযোগের সাথে সম্পূর্ণ গীতসংহিতাটি অধ্যায়ন করবে, তিনি যা উল্লেখ করেছেন কেবল সেই কয়েকটি পদ পড়বে না। তিনি তাঁর পাঠকদের প্রতি একটি সংকেত পাঠিয়েছেন যে সম্পূর্ণ গীতসংহিতাটি ক্রুশারোপন সংঘটিত হওয়ার বিষয় সংশ্লিষ্ট আছে।

-দায়ূদ, অনেক গীতসংহিতার লেখক, তিনি জানতেন যে তিনি খ্রীষ্টের সম্পর্কে লিখছিলেন। দায়ূদ ভাববাদী ছিলেন **(প্রেরিত ২:৩০)**। প্রেরিত পিতরের লেখা অনুসারে, সকল ভাববাদীগণ খ্রীষ্টের আগমন ও সুসমাচার বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন **(প্রেরিত ৩:১৮-২৪ ও ১০:৪৩)**। পিতরের মতামত অনুসারে, ভাববাদীগণ জানতেন যে তাদের বাক্যগুলি লোকদের মহা সহায়ক হবে যারা বাক্যের কাছে আসবে (১পিতর ১:১০-১২)। অর্থ এই যে দায়ূদ, একজন ভাববাদী হিসাবে, জানতেন যে তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে লিখছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তাঁর বাক্যগুলি লোকদের সহায়ক হবে যারা তাঁর পরবর্তী সময়ে আসবে **(প্রেরিত ২:২৯-৩৬)**।যীশুর বক্তব্য অনুসারে, দায়ূদ জানতেন, তাছাড়া ঈশ্বর, অন্য এক জন রাজা যিনি তাঁর উর্দ্ধে। এই কারণ **গীতসংহিতা ১১০** এই বাক্য দিয়ে শুরু, "প্রভু আমার প্রভুকে বললেন" **(গীতঃ ১১০:১ ও মার্ক ১২:৩৫-৩৭)**।এই পদগুলি দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে দায়ূদ জানতেন যে একজন রাজা আছেন যিনি তাঁর থেকে আরও মহান। সমস্ত গীতসংহিতাগুলি এই আলোকেই পড়তে হবে।

-গীতসংহিতা পুস্তক ঈশ্বরের শত্রুর উপর ও খ্রীষ্টের শত্রুর উপর প্রচুর মনোযোগের সাথে কেন্দ্রীভূত। গীতসংহিতা পুস্তকের একেবারে প্রথম থেকেই এটি শুরু হয়েছে। গীতসংহিতার মূল বিষয় ঠিক ঈশ্বরের লোকদের শত্রুর উপর কেন্দ্রীভূত নয়। এটা অনেক গীতসংহিতার আগে শিরোনামে অবস্থিত দেখা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গীতসংহিতা ৩ এরআগের শিরোনামটি, **"তাঁহার স্বীয় পুত্র অব্‌শালেমের নিকট হইতে দায়ূদের পলায়নকালীন সঙ্গীত"**।

-গীতসংহিতার প্রধান বিষয় খ্রীষ্টের যাতনাভোগ। গীতসংহিতার ১ম পুস্তকের প্রথম ৪১টি গীতের ৩০টি গীতে (গীতসংহিতা ১-৪১) এক ব্যক্তির (অভিষিক্ত খ্রীষ্টের) যাতনাভোগের ও মুক্তির জন্য তাঁর আর্ত্তনাদের বর্ননা করা হয়েছে । খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও কিভাবে তিনি উত্তর দেন অন্ততঃ তার দুটি কারণ খ্রীষ্টিয়ানের দেখা প্রয়োজন। প্রথম, খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মৃত্যু ঈশ্বরের সকল লোকদের জন্য ক্ষমা ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছিল।

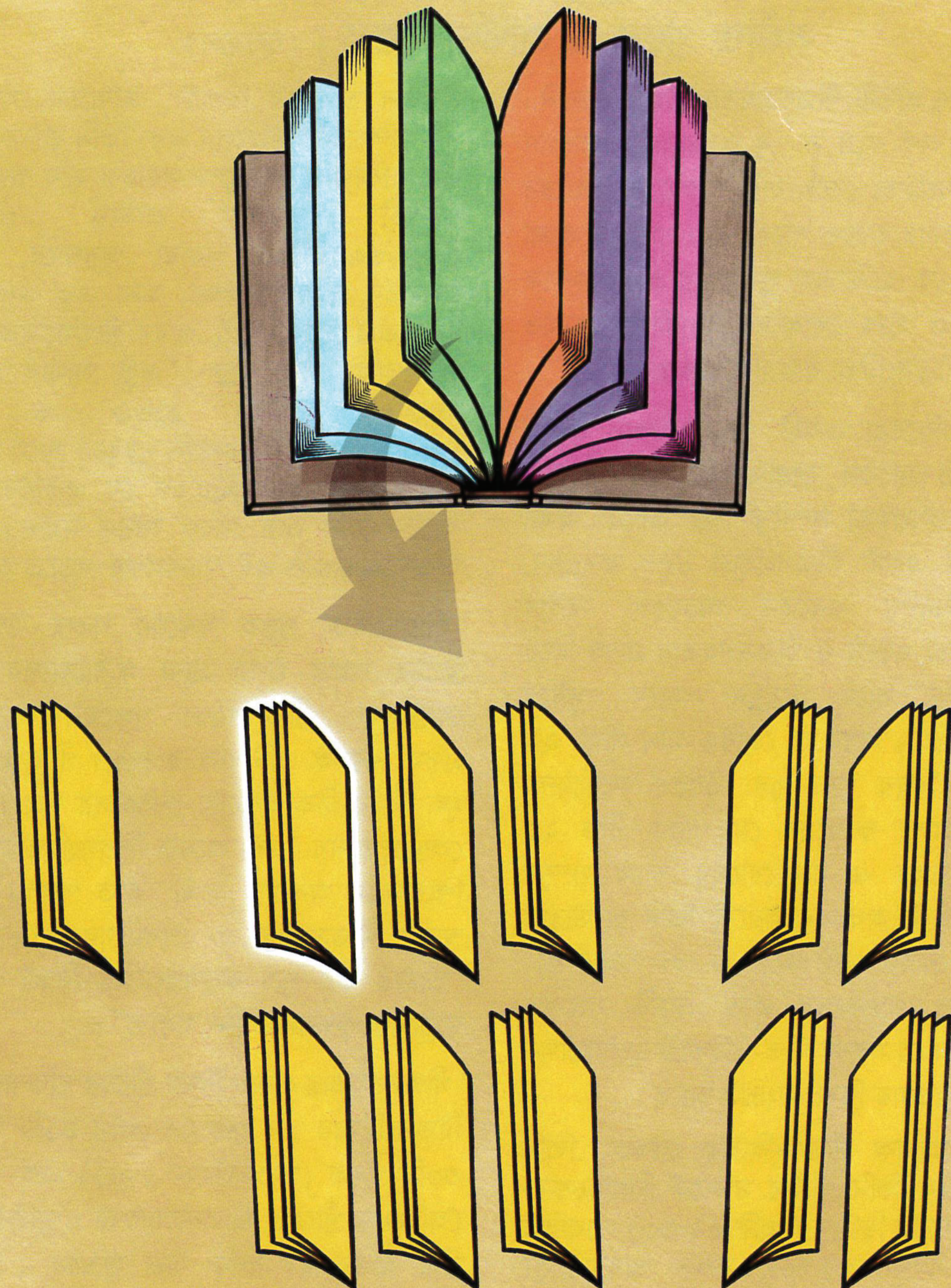

গীতসংহিতা পুস্তক হলো ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গীত পুস্তক ও প্রার্থনা পুস্তক। (চলমান)

তাঁর যাতনাভোগ কৃতজ্ঞতা, আরাধনা, ও প্রশংসার দিকে চালিত করে। দ্বিতীয়, খ্রীষ্টের যাতনাভোগের অংশী হতে খ্রীষ্টিয়ানদের আহ্বান করা হয়েছে। এরূপে খ্রীষ্টের যাতনাভোগ অবিরত স্মরণ করা প্রয়োজন যেন খ্রীষ্টিয়ান মনে না করে যে যখন তারা যাতনাভোগ করে তখন অদ্ভুত কোন কিছু ঘটছে **(১পিতর ৪:১২-১৭)**।

-গীতসংহিতার **"মূল চরিত্র" অনুকরণীয়**। ব্যক্তিটি বলছেন ঈশ্বরের মানুষের জীবন-যাপন, যাতনাভোগ, প্রার্থনা, আরাধনা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, ও অনুতাপ দৃঢ়ভাবে গীতসংহিতাতে বর্ননা করা হয়েছে।

-খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের লোকদের আরাধনার কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের নৈবেদ্য নিবেদন করা, মুক্তিদাতা, রাজা, ও যাজক হিসাবে খ্রীষ্টের ভুমিকার কারণে তাঁর যাজকত্বের এই বিভিন্ন দিক হলো তত্ত্বাবধান করা। গীতসংহিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বরের আরাধনা কার্য্যে ও ঈশ্বরের লোকদের আরাধনায় নেতৃত্ব দিতে, আরাধনা হলো বিলাপ করা, বিশ্বাস করা, ধন্যবাদজ্ঞাপন করা, বা প্রশংসা করা এতে খ্রীষ্ট আনন্দিত হন। এরূপে, গীতসংহিতা পিতা ঈশ্বরের জন্য যীশুর প্রেম ও তাঁর মহা প্রত্যাশা প্রকাশ করে দেখিয়েছে যে ঈশ্বরের লোকেরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করবে **(যোহন ৪:২৩-২৪)**। গীতসংহিতা আমাদের শিখিয়েছে যীশু কিভাবে তা করেছিলেন, যদি তিনি আজও জগতে মন্ডলীর সাথে থাকতেন, তবে তাঁর লোকদের আরাধনা করতে চালিত করতেন।

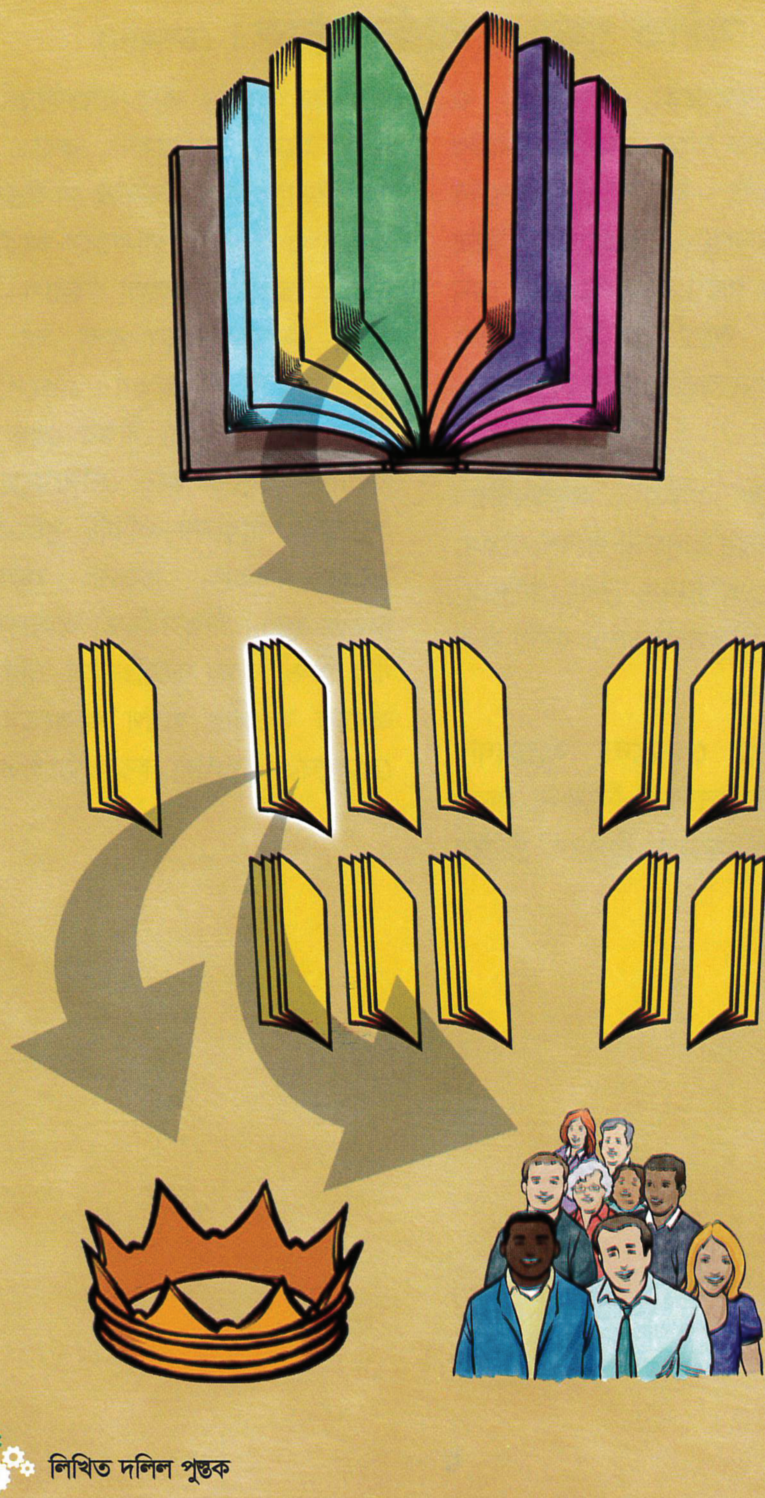

গীতসংহিতার অনেক পুস্তক দুইভাবে পড়া যায়।

গীতসংহিতা পুস্তকে ১৫০টি বিশেষ গীত আছে। এই বিশেষ গীতগুলি সবই একই রকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক গীত আছে। কিছু আছে ধন্যবাদজ্ঞাপনের প্রার্থনা। কিছু আছে বিলাপের প্রার্থনা। কিছু আছে গভীর দুঃখের গীত (এগুলিকে বলা হয় বিলাপের গীত)। কিছু আছে একজন ব্যক্তির প্রার্থনা যিনি তার শত্রুদের হাতে চরমভাবে যাতনাভোগ করছেন। আর কিছু আছে যেগুলিকে প্রার্থনা বলা যায় না। সেগুলিতে একজন ব্যক্তির জীবনের ও কার্য্যের বর্ননা আছে।

এটি বুঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সেই ব্যক্তিটি যিনি প্রার্থনা করছেন, বিলাপ করছেন, যাতনাভোগ করছেন,ও বিশেষ গীতসংহিতাতে আরাধনা করছেন তিনি ঈশ্বরে মহা বিশ্বাসের একজন ব্যক্তি। আর ব্যক্তিটি যার জীবন ও কার্য্য ঈশ্বরে মহা বিশ্বাসের একজন ব্যক্তি রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এরূপে, গীতসংহিতাতে “মূল বিষয়” হলো যে-কোন লোকের তাঁর অনুকারী হওয়া আবশ্যক।

গীতসংহিতার উপর কেন্দ্রীভুত ঈশ্বরের এই বিশ্বাসে-পূর্ণ অনুসারী কে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গীতসংহিতা ১ এ “ধন্য সেই ব্যক্তি” কে? অথবা কে সেই ব্যক্তি যিনি গীতসংহিতা ৩ এ পাপীদের হাতে যাতনাভোগ করছেন? কে সেই ব্যক্তি যিনি গীতসংহিতা ২৩ এ তাঁর মেষপালক স্বরূপ ঈশ্বরের অন্বেষণ করছেন? এই গীতসংহিতার তিনটিতে এবং অন্যান্য আরও অনেক, অনেক গীতে, এই প্রশ্নের দুটি উত্তর আছে।

১। **গীতসংহিতাতে কেন্দ্রীভুত ঈশ্বরের বিশ্বাসে-পরিপূর্ণ অনুসারী হলেন খ্রীষ্ট**। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে রাখুন, গীতসংহিতা ১ অধ্যায়। এই গীত “ধন্য সেই ব্যক্তি” সম্পর্কে যিনি কখনও মন্দ কাজ করেন না এবং যিনি “দিবা-রাত্র” ঈশ্বরের ব্যবস্থা ধ্যান করেন। এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপেই ফলেপূর্ণ। কে এই নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি? খ্রীষ্টিয়ানগণ সম্মত হবেন যে প্রভু যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যার এই গীত ১ এ “ধন্য সেই ব্যক্তির” বর্ননার সাথে সম্পূর্ণই মিল আছে। যীশু “ধন্য সেই ব্যক্তি”যিনি দিবা-রাত্র ইয়াওয়ের ব্যবস্থা ধ্যান করছেন। যীশু কখনও পাপ করেননি। তিনি কখনও দুষ্টলোকের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন না, একবারের জন্যও না। আর যীশু সেই জীবন বৃক্ষ সদৃশ্য। তিনি সম্পূর্ণই ফলেপূর্ণ। তিনি সবকিছুই সমৃদ্ধির জন্য করেন। যীশু নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিযিনি ঈশ্বর কর্তৃক ধন্য হয়েছেন এবং তিনি ঐ ধন্য হওয়াতে পূর্ণ শক্তিতে গমন করছেন। তিনি জানেন কেন তিনি জগতে এসেছেন এবং যা সঠিক কেবল তিনি তাই করেন। অতএব, “কে গীতসংহিতাতে কেন্দ্রীভুত বিশ্বাসে-পরিপূর্ণ ঈশ্বরের অনুসারী?” এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর হলো খ্রীষ্ট।

কিন্তু গীতসংহিতার লেখক চান না যখন আমরা গীতসংহিতা পাঠ করি তখন মূল বিষয় রূপে ঠিক খ্রীষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করি। এটাই গীতসংহিতা পাঠ করবার একমাত্র পন্থা হতে পারে না। গীতসংহিতা পাঠ করবার দ্বিতীয় উপায় আছে।

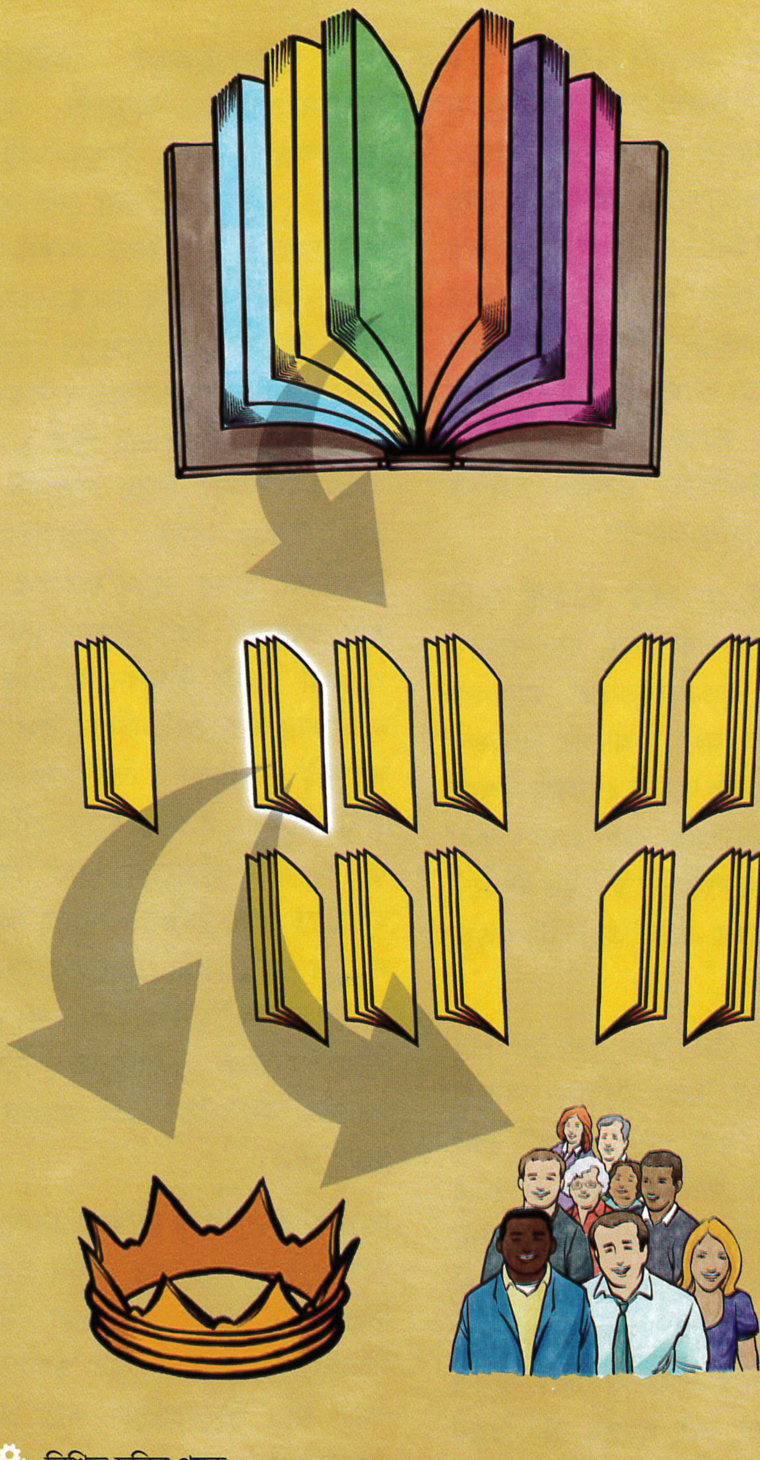

২। গীতসংহিতাতে কেন্দ্রীভুত বিশ্বাসে-পরিপূর্ণ ঈশ্বরের অনুসারী হলেন বিশেষ খ্রীষ্টিয়ান।

প্রভু যীশুতে বিশ্বাসীগণ, কারণ তারা "খ্রীষ্টেতে" আছে, সত্য সত্যই বলা যেতে পারে যে গীতসংহিতা তাদের নিজেদের সম্পর্কে বলছে। পুনরায়, গীতসংহিতা ১ স্মরণ করুন, হাজার হাজার বছর যাবৎ, বিশ্বাসীরা গীত ১ এর বাক্যগুলি পড়েছেন এবং তাদের নিজেদের উপরে আরোপ করেছেন। খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক হতে পারেন, মন্দ লোকদের প্রতিরোধ করতে ও "দিবা-রাত্র" ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করতে কঠোর চেষ্টা করেছেন। খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী, পুরুষ বা স্ত্রীলোক হতে পারেন, ঈশ্বর কর্তৃক "ধন্য" ও "ফলেপরিপূর্ণ" হয়েছেন। খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসীগণ "বিচারে দাঁড়াতে" সমর্থ হবেন। আবার, "খ্রীষ্টেতে" বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই এটা হবে।

"খ্রীষ্টেতে" থাকার কারণে, খ্রীষ্টিয়ান তা পারবে, বাস্তবিক তারা গীতসংহিতার মূল বিষয়ের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আবার ঈশ্বরের লোকেরা কেন এই ব্যাখ্যা করছে, হাজার হাজার বছর যাবৎ, একটি বিষয় হিসাবে তারা নিজেরা গীতসংহিতা পাঠ করেছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ খ্রীষ্টের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর জীবন হলো খ্রীষ্টিয়ানের জীবন। **রোমীয় ৬:১-১১, ইফিষীয় ২:৪-৬, কলসীয় ৩:১-৪** ও আরও অন্যান্য অনেক স্থানে প্রেরিত পৌল এই ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ খ্রীষ্টিয়ান "খ্রীষ্টেতে" আছে, বিষয়টি তাঁহাতে সত্য হয়েছে, খ্রীষ্টিয়ান বাস্তবভাবে এটি বলতে পারে।

অতএব, সুসমাচার বিষয়ক কারণে, প্রেরিতগণ এই বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন যেন অনুপমভাবে খ্রীষ্টেতে প্রয়োগ করতে ও যারা "খ্রীষ্টেতে" আছে তাদের প্রতি প্রয়োগ করতে পারেন। এই অর্থ করে যে গীতসংহিতা অনুপমভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে ও ভক্তগণ সম্বন্ধে ব্যবহার করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতসংহিতা ২ এ খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের "পুত্র" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। গীতসংহিতা ২ এ খ্রীষ্টের নিজের সম্বন্ধে অনেক বার উদ্বৃতি আছে। এই গীতটি হলো তাঁর নিজের সম্বন্ধে।

যাহোক, গীত ২ এ ভক্তগণ সম্বন্ধে উদ্বৃতি আছে। যীশুর' জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থানের কারণে যীশুই একমাত্র "ঈশ্বরের পুত্র" নন। তিনি অনেক "পুত্রকে প্রতাপে" আনায়ন করেছেন **(ইব্রীয় ২:১০ ও রোমীয় ৮:১৪)**।এই কারণ পরবর্তী লেখকগণ গীতসংহিতা ২ এর পদগুলি গ্রহণ করে খ্রীষ্টেতে প্রয়োগ করতে ও ভক্তগণে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গীত ২:৯ পদ অনুপমভাবে খ্রীষ্টেতে প্রয়োগ করা হয়েছে। **প্রকাশিত বাক্য ১২:৫ ও প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৫**,এটি যীশু সম্বন্ধে উদ্বৃত করা হয়েছে। যাহোক, প্রকাশিত বাক্য ২:২৬-২৭,এই পদ ভক্তগণের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে! **গীত: ২:৭** হলো অন্য একটি পদ যা সুস্পষ্টভাবে খ্রীষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট। তথাপি এটি প্রেরিত যোহন কর্তৃক প্রকাশিত বাক্যে ২১:৭ পদে ভক্তগণের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার, যীশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে বিশ্বাসী বাস্তবিক খ্রীষ্টের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এই কারণ গীতসংহিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে ও খ্রীষ্টেতে যারা বিশ্বাস করে তাদের উদ্দেশে ব্যবহৃত হতে পারে। একমাত্র দুইভাবে গীতসংহিতা পড়া লোকদের জন্য আদর্শস্বরূপ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোকেরা চিন্তা করে যে দায়ূদ গীতসংহিতার প্রধান চরিত্র।

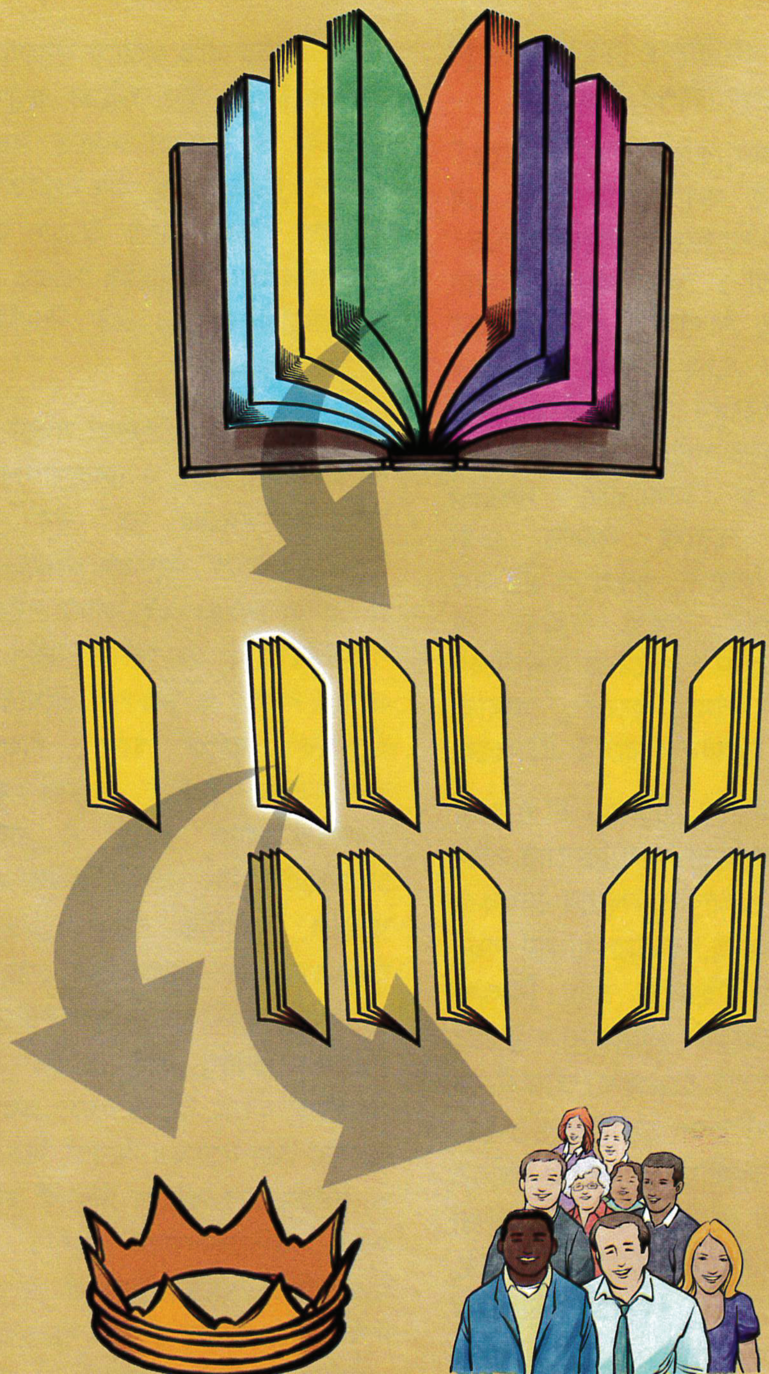

গীতসংহিতার অনেক পুস্তক দুইভাবে পড়া যায়। (চলমান)

খ্রীষ্ট কেবল এর উপর কেন্দ্রীভুত, তারা কয়েকটি গীতসংহিতা থেকে এটা শিখতে পারে। প্রেরিতগণ কিভাবে গীতসংহিতা ব্যবহার করেছেন এটি কোন বিষয় নয়। যাহোক, কেবল তিনি "খ্রীষ্টেতে" থাকার কারণে তিনি প্রধান চরিত্র। তিনি ভক্তদের মধ্যে অন্যতম, সেই কারণ গীতসংহিতা তার প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা অবশ্যই গীতসংহিতার প্রধান চরিত্র হিসাবে খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করতে পারি না। উভয়েই সত্য! বিশ্বাসীদের জন্য, বিশেষ করে প্রচারক ও শিক্ষকদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ, কেন্দ্রীভুত এই "বিষয়গুলি" সহ কিভাবে গীতসংহিতা ব্যবহার করতে পারে তা শিখতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ, ভেবে দেখুন, প্রচারক বা শিক্ষক কিভাবে গীতসংহিতা ১ ব্যবহার করতে পারে। প্রচারক "ধন্য সেই ব্যক্তি" হিসাবে যীশুর উপর কেন্দ্রীভুত করতে পারে। প্রচারক ঘটনার উপর কেন্দ্রীভুত যীশুর জীবন প্রচার করতে পারে, যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কখনও পাপ করেন নাই এবং তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরিপূর্ণভাবে দিবা-রাত্র সদাপ্রভুর ব্যবস্থা ধ্যান করতেন। প্রচারক খ্রীষ্টের ফলে পরিপূর্ণতার উপর কেন্দ্রীভুত করতে পারেন, জীবন জলের ধারে রোপিত ফলবান বৃক্ষ রূপে তাঁর উপর কেন্দ্রীভুত। কিন্তু প্রচারক, ঠিক বাস্তবরূপে, গীতসংহিতা ১ ব্যবহার করে তাদের উপর কেন্দ্রীভুত করতে পারেন যারা প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী। প্রচারক বিশ্বাসীদের মন্দ থেকে ফিরতে ও দিবারাত্র ঈশ্বরের ব্যবস্থা ধ্যান করতে আহ্বান করতে পারেন। যারা "খ্রীষ্টেতে" আছে প্রচারক তাদের সাথে ফলে পরিপূর্ণতা সম্পর্কে কথা বলতে পারেন।

আরও, ভেবে দেখুন, কিভাবে প্রচারক গীতসংহিতা ৩ ব্যবহার করতে পারেন। এই গীতসংহিতাটি একজন নির্দোষ ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি যাতনাভোগ করছেন। এই ব্যক্তি তাঁকে রক্ষা করতে ঈশ্বরকে আহ্বান করছেন। ঈশ্বর এই নির্দোষ ব্যক্তির প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন ও তাঁকে "পতন হতে রক্ষা" করেছেন। প্রার্থনারত ব্যক্তি জানেন যে ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করবেন। তিনি দুষ্টদের বিচারে আনায়ন করবেন। প্রচারক এই সব বিষয়গুলি চিন্তা করবেন ও প্রভু যীশুর যাতনাভোগের উপর বিষয়টি কেন্দ্রীভুত করবেন। তিনি যে কোন ব্যক্তি চেয়ে আরও অধিক কিছু যিনি অনন্তজীবী, তিনি দুষ্ট লোকদের দ্বারা যাতনাভোগ করেছিলেন। তিনি তাঁকে মুক্ত করতে ঈশ্বরকে আহ্বান করেছিলেন ও তিনি তাঁর শত্রুদের থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

কিন্তু প্রচারক এই একই গীতসংহিতা ব্যবহার করে খ্রীষ্টের লোকদের সম্পর্কে কথা বলতে পারেন। যারা খ্রীষ্টেতে আছে তারা সকলে নির্যাতন ভোগ করবে **(২ তীমথিয় ৩:১২)**। ঠিক একইভাবে ঈশ্বর খ্রীষ্টকে পতন থেকে রক্ষা করেছিলেন যখন তিনি "নিদ্রিত" ছিলেন (এটি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে হতে পারে!), তিনি সকলকে পতন থেকে রক্ষা করবেন যারা "তাঁহাতে" আছে। যখন তারা খ্রীষ্টের মত, "ঘুমে পতিত" হচ্ছে, তিনি তাদের রক্ষা করবেন। এটাই ঈশ্বরের ভক্তগণকে রক্ষা করাঈশ্বরের সাথে বাস্তব সম্বন্ধ যখন তারা রাত্রে বা বিপদাপন্ন সময়ে পতিত হয়। ঈশ্বর তাঁর লোকদের অন্ধকারাবৃত সময়ে পতন থেকে রক্ষা করতে সমর্থ। এটি মৃত্যুতে তাঁর ভক্তগণকে রক্ষা করতে ঈশ্বরের সাথে একটি কাব্যিক সম্বন্ধ (উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কিভাবে স্তীফানের মৃত্যুর বিষয়ে **প্রেরিত৭:৬০** পদে বর্ননা করা হয়েছে)। প্রচারক ও শিক্ষক অবশ্যই এই গীতসংহিতা থেকে সাহস প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে সমর্থ হবেন।

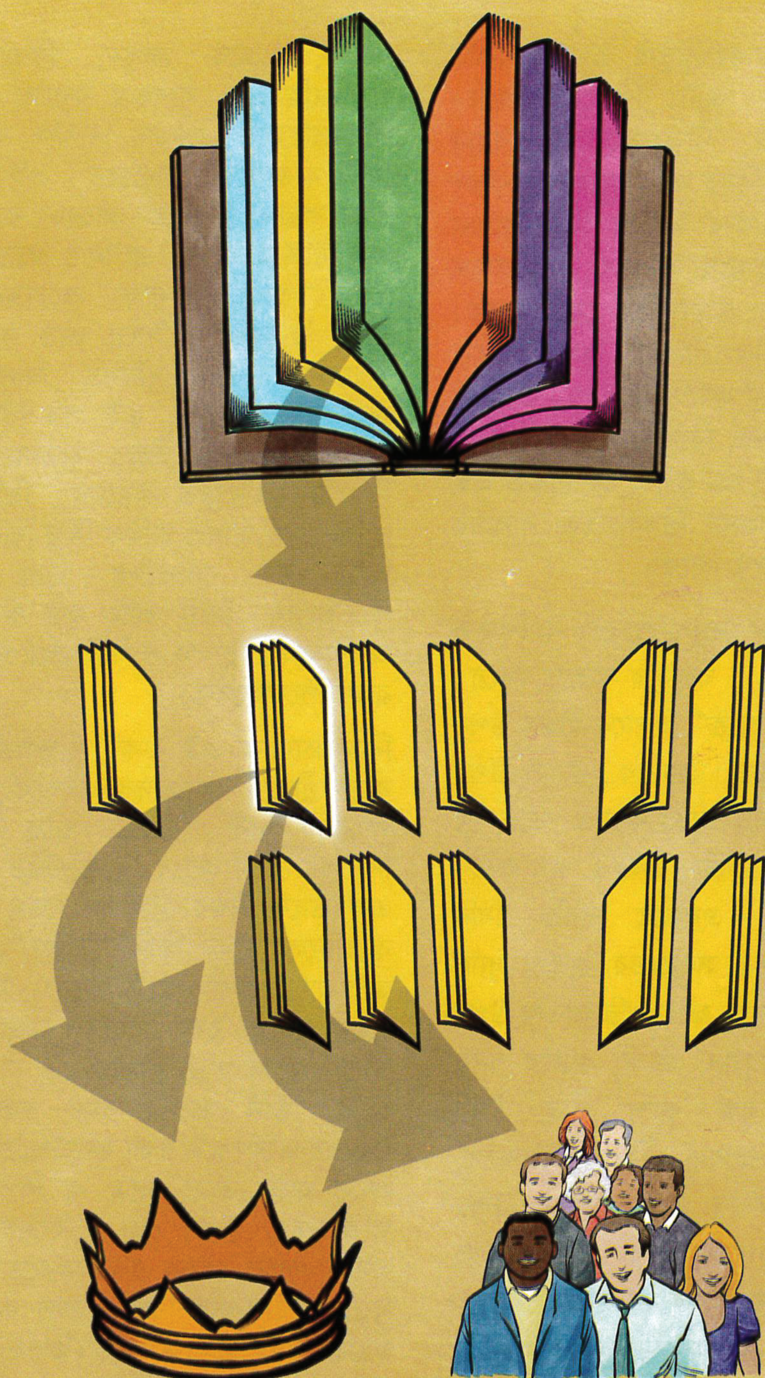

গীতসংহিতার অনেক পুস্তক দুইভাবে পড়া যায়। (চলমান)

গীতসংহিতা ৮ এ "মনুষ্য পুত্র" কে? প্রচারক অবশ্যই বলবেন যে তিনি খ্রীষ্ট। এটি নূতন নিয়ম থেকেই সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটিই গীতসংহিতা পড়বার মত একমাত্র উপায় নয়। প্রচারক অবশ্যই জানবেন, ও ঘোষণা করবেন, যে ঐ "মনুষ্য পুত্র" ঈশ্বরের লোকেরা! এটি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যারা মন্ডলীতে এটি দেখছে। ঈশ্বরের এই বিশ্বব্রম্মান্ডে এটি মন্ডলীতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে! এই গীতের উভয় উপাদান ইব্রীয় ২:১-৩ পদে দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

প্রচারক এই বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভুত করতে পারেন যে খ্রীষ্টই একক্ ভাবে ২৩ গীতে কথা বলেছেন। কিন্তু প্রচারক বিষয়টির উপর কেন্দ্রীভুত করতে পারেন যে ২৩ গীত: তাদের সম্বন্ধে যারা "খ্রীষ্টেতে" আছে।

কেন গীতসংহিতা এ ভাবে লেখা হয়েছে? কেন এটা খ্রীষ্টের উপরে ও, একই সাথে খ্রীষ্টের লোকদের উপরে কেন্দ্রীভুত? এই প্রশ্নের অনেক উত্তর আছে।

খ্রীষ্টের উপর কেন্দ্রীভুত হওয়ার দ্বারা, খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যুর বিষয় গীতসংহিতা বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তাঁর দুঃখভোগ আমাদের "অনুভব" করতে দিচ্ছে। তাঁর মানবতা আমাদের স্মরণ করতে দিচ্ছে। তিনি যখন নির্যাতিত হচ্ছিলেন তিনি কিভাবে প্রার্থনা করছিলেন তা আমরা দেখি। আমরা তাঁর ধার্ম্মিকতা স্মরণ করি। খ্রীষ্টের উপর কেন্দ্রীভুত হওয়ার দ্বারা, বিশ্বাসীদের অনুসরণ করবার একটি যথার্থ "দৃষ্টান্ত" দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, খ্রীষ্টের উপর কেন্দ্রীভুত হওয়ার দ্বারা, এই গীতসংহিতাগুলি এই বিষয়ে আমাদের আনন্দ করতেদেয় যে ঈশ্বর তাঁকে উদ্ধার করেছেন। আমরা আমাদের পরিত্রাণের কাহিনী শুনছি! এভাবেই খ্রীষ্টের উপরে কেন্দ্রীভুত গীতসংহিতা আজ ঈশ্বরের অনুসারীদের সাহায্য করছে ও তাঁর কার্য্য ও ফলেপরিপূর্ণতার গুণকীর্ত্তন করছে।

একই সময়ে, যারা খ্রীষ্টেতে আছে তাদের উপর কেন্দ্রীভুত হয়ে, গীতসংহিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আমরা যাতনাভোগ করব। তারা আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আমরা অবশ্যই প্রার্থনা করব। তারা আমাদের আরও স্মরণ করাচ্ছে যে এক সময়ে আমরা, আমাদের মনের অনিশ্চিত অবস্থার সন্মুখিন হব, এবং আমরা অবশ্যই মনের অনিশ্চিত অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং ঈশ্বরের উপর আবার বিশ্বাসে স্থির হব। তারা আমাদের স্মরণ করাচ্ছে যে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের অন্বেষণ করব।

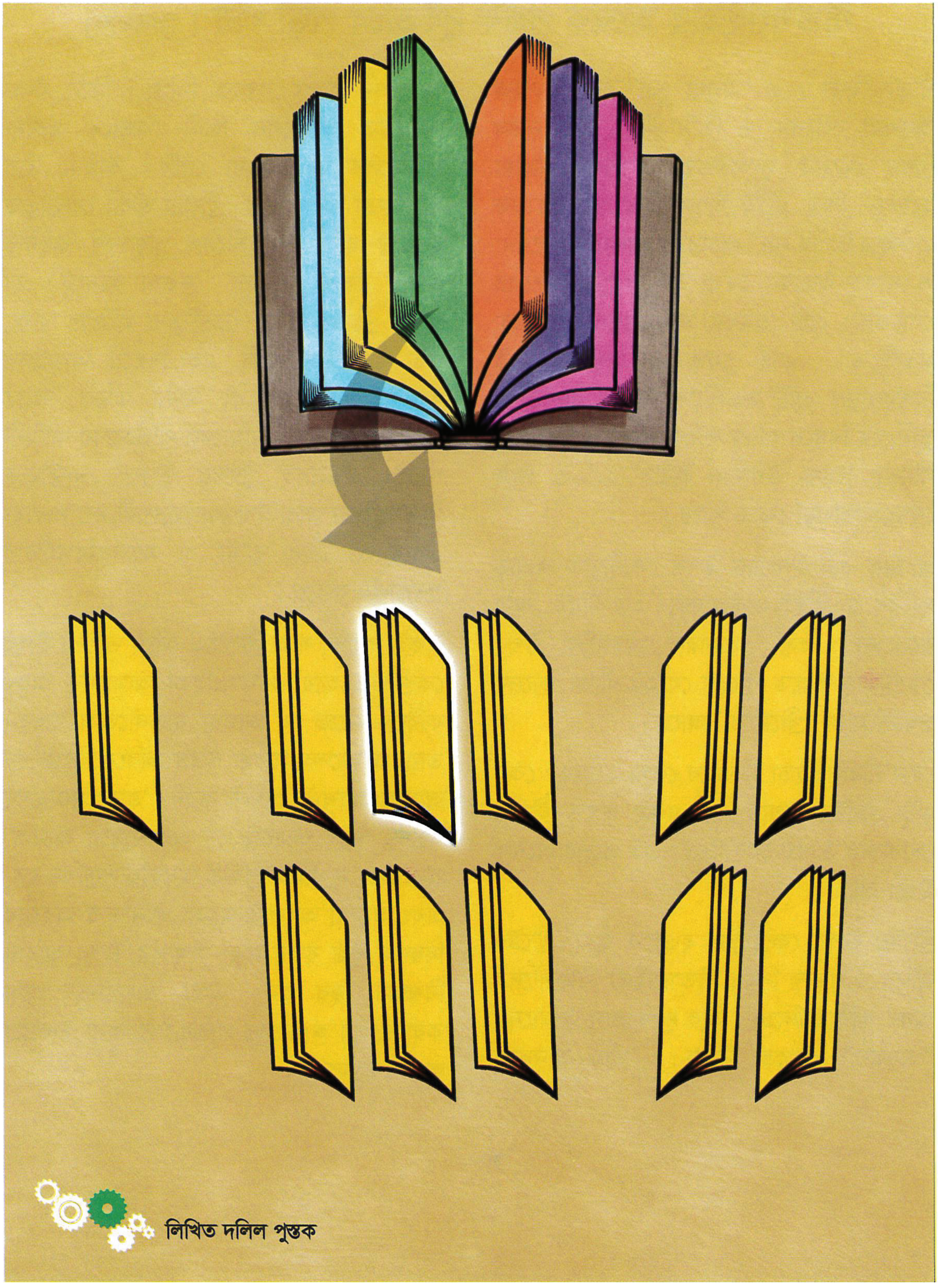

ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।

যেহেতু পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক বিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ণ এবং "আপনাকে যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানবান রূপে তৈরী করতে সমর্থ" (২তীমথিয় ৩:১৫), পুরাতন নিয়মের পাঁচটি পুস্তক বিশেষভাবে বিজ্ঞতার বিষয় সংযুক্ত। এই পাঁচটি "বিজ্ঞতার" পুস্তক হলো গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও পরমগীত। এই পুস্তকগুলির পাঁচটিই লিখিত দলিল গ্রন্থের মধ্যে একত্রে অবস্থিত। এই পুস্তকগুলির প্রত্যেকটি এই বর্তমান কালের জীবনের জন্য পাঠককে বিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রত্যেক পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই পাঁচটি বিজ্ঞতার পুস্তকে যে বিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া হয় তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান।গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও পরমগীত বিজ্ঞতার পুস্তকগুলিঈশ্বরের লোকদের সাহায্য করার জন্য তাঁর "অনুগ্রহের সংকল্প" স্বরূপ। এই পুস্তকগুলি ঈশ্বরের লোকদের জন্য বিজ্ঞতা প্রস্তুত করে রেখেছে যেন এই মন্দ ও যাতনাভোগের যুগে তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে।

বিজ্ঞতার পাঁচটি পুস্তকের সকলই ভিন্ন ভিন্ন কিছু বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভুত যা ঈশ্বরের লোকদের এই বর্তমান যুগে বুদ্ধিমানের মত জীবন যাপন করবার বিষয় জানা প্রয়োজন। ইয়োবের পুস্তকে কি প্রকার বিজ্ঞতার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইয়োবের লেখক পাঠককে বিজ্ঞতা কি এই বিষয় কিছু বলেননাই যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে, লেখকও কখনও এরূপ কোন কিছু বলেননি, "ইয়োবের পুস্তকে এই বিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যথাযথ ভাবে লোকদের ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করা প্রয়োজন।" লেখক কখনও বলেননি, "ইয়োবের পুস্তকে এই বিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যথাযথ ভাবে লোকদের কার্য্য করা প্রয়োজন।" বিজ্ঞতা কি এই সম্পর্কে পাঠককে বলা অপেক্ষা বরং, লেখক পাঠককে বিজ্ঞতা কি তা দেখিয়েছেন।

ইয়োবের পুস্তকে শিক্ষার বিষয় লেখক পাঠককে প্রকৃত বিজ্ঞতা দেখিয়েছেনযে ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা ঈশ্বর ও তাঁর কার্য্য সম্পর্কে কি বলছে তা পাঠককে "মনোযোগ দিয়ে শুনতে" অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর ও তাঁর কার্য্য সম্পর্কে ইয়োব কি বলছে তা পাঠক "মনোযোগ দিয়ে শুনুন"। ঈশ্বর ও তাঁর কার্য্য সম্পর্কে ইয়োবের তিন বন্ধু কি বলছে পাঠক মনোযোগ দিয়ে শুনুন।ঈশ্বর ও তাঁর কার্য্য সম্পর্কে ইয়োবের স্ত্রী কি বলছে পাঠক মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ঈশ্বর ও তাঁর কার্য্য সম্পর্কে ইলীহূ নামে একজন যুবক কি বলছে পাঠক মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এই সব কথোপকথনে, লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে বলছে তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। এই লোকেরা আরও ইয়োবকে বলছে তার কি করা আবশ্যক।

কিন্তু ঈশ্বর, যারা তাঁর সম্পর্কে প্রত্যেকে কথা বলছে, তিনি নীরব। পাঠক ইয়োব ১ ও ২ অধ্যায়ে ঈশ্বরের কথা "মনোযোগ দিয়ে শুনুন"। এই প্রথম দুটি অধ্যায় পাঠকের জানা আবশ্যক যে ইয়োবের পুস্তকের মধ্যদিয়ে যে লোকেরা কথা বলেছে তাদের জ্ঞানের অভাব। তারা সাধারণভাবেও জানে না কেন বিষয়টি ঘটছে। ঈশ্বর জানেন।

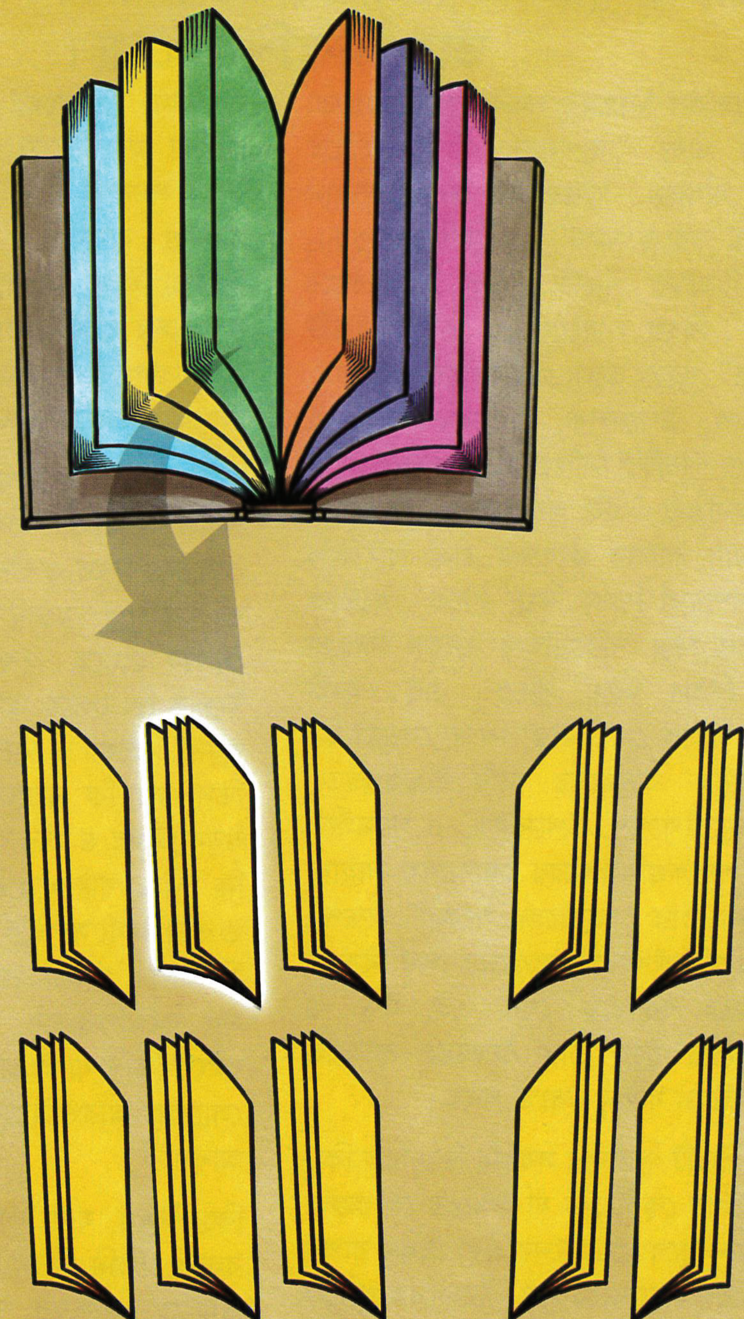

ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (চলমান)

যাহোক, ইয়োব ৩-৩৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত ঈশ্বর নীরব ছিলেন। এই সময় কাল ব্যাপীয়া ঈশ্বর কি ভাবছেন বা করছেন পুস্তকটি তার উপরে কেন্দ্রীভুত নয়। তা ছাড়া, অন্য লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে কি বলছে ও ইয়োবের কি করা আবশ্যক সেই সম্পর্কে পাঠক "মনোযোগ দিয়ে শুনুন"। এমনকি যদিও ইয়োবের বন্ধুরা অনেক সত্য বিষয়ে কথা বলেছে, তারা তাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা কথা বলেছে। তারা ঈশ্বর নয় ও তারা সব বিষয় জানে না। তাদের কেহই জানে না ঈশ্বর কেন ইয়োবকে যাতনাগ্রস্থ করতে অনুমতি দিলেন। এভাবে, মানুষের জ্ঞানের বিষয় ইয়োব ৩-৩৭ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। এটি কখনও কখনও সহায়ক হতে পারে, কিন্তু এটি সর্বদাই অসম্পূর্ণ। লোকেরা সাধারণভাবে যা জানে না ঐ একই বিষয় ঈশ্বর জানেন। যদি তিনি লোকদের থেকে তাঁর উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখতে চান, তবে তারা বাস্তবিক কখনও জানবে না কেন কোন কিছু ঘটে।

অবশেষে, ভিন্ন ভিন্ন লোকদের থেকে অনেক অনেক ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের পর (সকলই কবিতার ছন্দে), ঈশ্বর নিজের পক্ষে কথা বললেন (ইয়োব ৩৮-৪১)। কিন্তু ইয়োব ৩৮-৪১ অধ্যায়ের ঈশ্বরের বাক্যগুলি বিস্ময়কর। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে ইয়োবের কোন একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। পরিবর্তে, তিনি ইয়োবকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন!

পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ূর মধ্য হইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন,

" এ কে, যে জ্ঞানরহিত কথা দ্বারা মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে? তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর;

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও।"

"যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

যদি তোমার বুদ্ধি থাকে, তবে বল" ইয়োব ৩৮:১-৪ পদ।

এই পদগুলিতে, ইয়োব কেন যাতনাভোগ করছে ঈশ্বর এই বিষয়ে কখনও কোন ব্যাখ্যা দেননি। বস্তুত: অন্তত: ইয়োবের পুস্তকে, ইয়োব কখনও বলেননি যে তিনি কেন যাতনাভোগ করছেন। ঈশ্বর কখনও তাকে বলেননি যে ঈশ্বরের মহত্ত্বতা ও ঈশ্বরের জন্য ইয়োবের প্রেমের বাস্তবতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে ইয়োবকে পরীক্ষা করতে শয়তানকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাঠক কারণ জানেন যে কেন, কিন্তু ইয়োব এই বিষয় কিছু বলেননি। দৃশ্যত:, ঈশ্বরও এটা চিন্তা করেননি যে এই বিষয় ইয়োবের জানা গুরুত্বপূর্ণ। ঐশ্বরিক আদর্শে এই জগতে জীবন যাপন করার বিষয় জানা তার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যদিও ইয়োবের তার দুঃখভোগ সম্পর্কে কিছু জানবার প্রয়োজন নেই, তাহলে তার কি প্রয়োজন? তার প্রয়োজন ঈশ্বরের মঙ্গলভাব,ঈশ্বরের বিজ্ঞতা, ঈশ্বরের সৃজনশীলতা, ও সমস্ত কিছুর উপরে ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। তার আরও প্রয়োজন নিজের শক্তির দুর্ব্বলতা, ও তার নিজের জ্ঞানের দুর্ব্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। ঈশ্বর ইয়োব সম্পর্কে সবই জানেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে তাকে জানেন (গীত: ১৩৯:১-৪), যাহোকইয়োবের এটা শিক্ষা করা প্রয়োজন যে সে ঈশ্বর সম্পর্কে সবকিছু জানে না। ঈশ্বর ইয়োব থেকে অনেক উর্দ্ধে। ইয়োব ৩৮:৪১ পদে ইয়োব ঈশ্বরের দ্বারা এই বিজ্ঞতা শিক্ষা করলেন।

ইয়োব ঈশ্বরের বাক্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তিনি বিজ্ঞতা অর্জন করলেন। ইয়োব পাঠগুলি সংক্ষিপ্ত করলেন যা তিনি ইয়োব ৪২:২-৬ পদে শিক্ষা করলেন।এটাই সেই বিজ্ঞতা যা তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করলেন। তিনি পাঠগুলি সংক্ষিপ্ত করলেন যা তিনি নিম্নোক্ত ভাবে শিখেছিলেন:

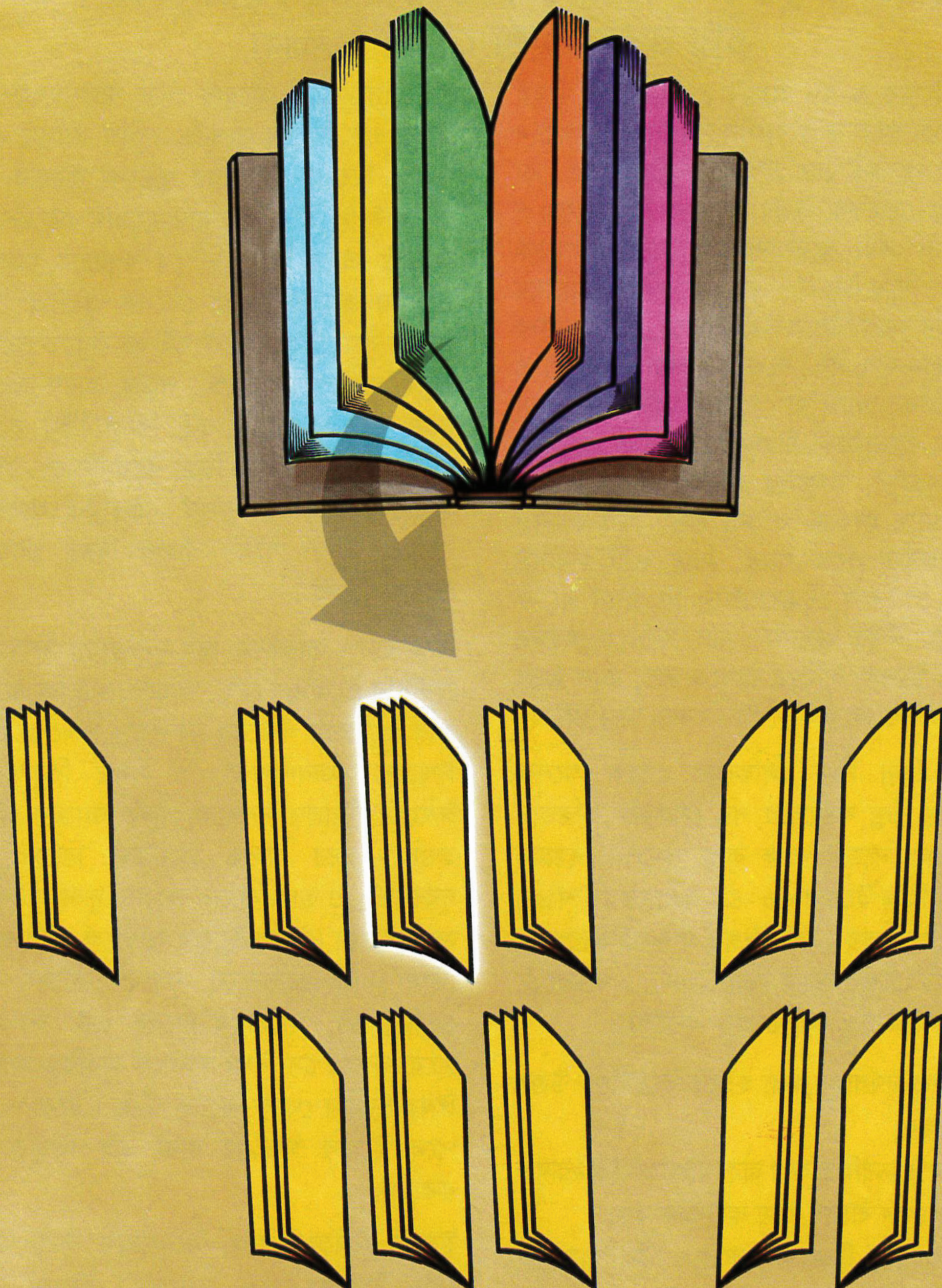

ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (চলমান)

"আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার,
কোন সংকল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে?
সত্য, আমি তাহাই বলিয়াছি, যাহা বুঝি নাই,
যাহা আমার পক্ষে অদ্ভুত, আমার অজ্ঞাত।
বিনয় করি, নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও।
পূর্ব্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম,
কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল।
এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি,
ধূলায় ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।"

ইয়োব শিক্ষা করলেন যে সে, তুলনা করে "জ্ঞান বিনা" ঈশ্বরের সমকক্ষ হয়েছিল। সে শিক্ষা করল যে ঈশ্বর সবকিছুই করতে পারেন এবং কেহই তাঁর উদ্দেশ্য বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। ইয়োব শিখেছিলেন যে, ঈশ্বরের সাথে নিজেকে তুলনা করে,সে কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়।

ইয়োবের পুস্তকে ঈশ্বর ও তাঁর মঙ্গলভাব সম্পর্কে বর্তমান লোকদের কাছে কিভাবে বিজ্ঞতা উপস্থাপিত হচ্ছে? ইয়োবের পুস্তক বিশ্বাসের লোকদের এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, তারা ইয়োবের মত ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। ঈশ্বরের লোকদের, ইয়োবের মত, জানা প্রয়োজন যে তিনি সবই জানেন ও তিনি সকলের উর্দ্ধে। ইয়োবের "বিজ্ঞতা" খ্রীষ্টিয়ানের জ্ঞাত হওয়া ও আনন্দ করা প্রয়োজন।খ্রীষ্টিয়ানের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে কিছু ঘটনা ঘটবে কিন্তু কখন ঘটছে, কি ঘটছে বা কেন ঘটছে তা তারা জানে না। এমন কিছু বিষয় আছে যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের বলা প্রয়োজন মনে করেন না। এটা ইয়োবের ক্ষেত্রে সত্য ছিল। তিনি এটা জানতেন না কেন ঈশ্বর তাঁকে যাতনাগ্রস্ত করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। একটি সুনির্দিষ্ট কারণের জন্য ঈশ্বর তাকে যাতনাগ্রস্তকরতে অনুমতি দিয়েছিলেন (এই কারণ ইয়োব ২-৩ অধ্যায়ে পাঠকের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যাহোক, কিন্তু কেন ঈশ্বর এটা করলেন তা তার কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করেননি। এরূপে, বিজ্ঞতার অংশ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় যেএমন কিছু বিষয় আছে যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কার্য্য সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারব না। আমাদের এই জ্ঞানে "ক্ষমতাভুক্ত থাকার" যোগ্য হওয়া প্রয়োজন।
মোশি নিম্নোক্ত ভাবে ঈশ্বরের "গুপ্ত বিষয়" সম্পর্কে কথা বলেন:

"নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করিতে পারি।" দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯

বর্তমান খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আমরা অবশ্যই জানব যে আমাদের জীবনে একটি বিষয় থাকবে যা আমরা বুঝি না। এই সময় কালে, আমাদের ইয়োবের বিজ্ঞতা স্মরণ করা আবশ্যক।

"আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার,
কোন সংকল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়।
এ কে যে জ্ঞান বিনা মন্ত্রণাকে গুপ্ত রাখে?
সত্য, আমি তাহাই বলিয়াছি, যাহা বুঝি নাই,
যাহা আমার পক্ষে অদ্ভুত, আমার অজ্ঞাত।
বিনয় করি, নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি;
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও।

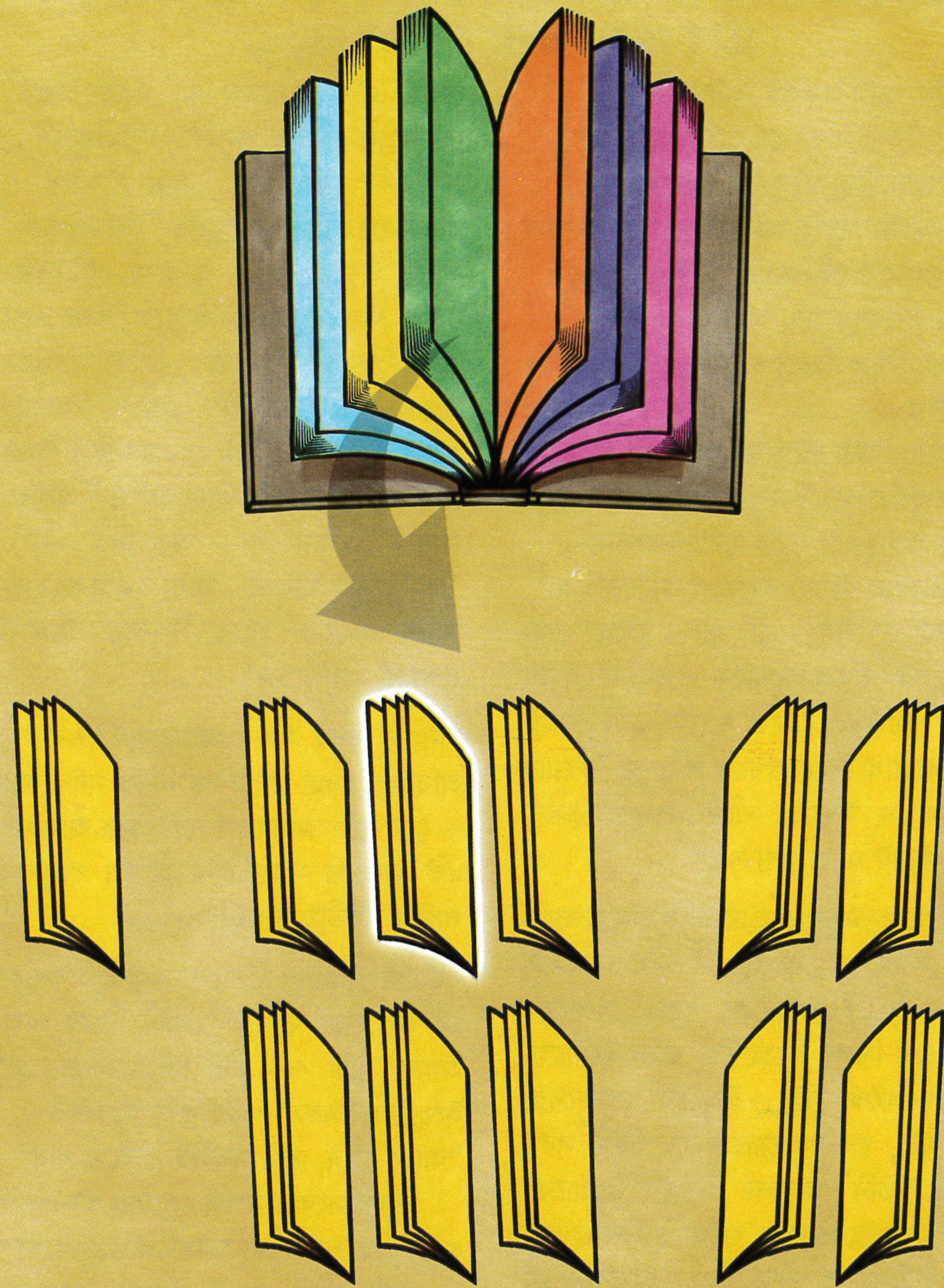

ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (চলমান)

পূর্ব্বে তোমার বিষয় কর্ণে শুনিয়াছিলাম,
কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল।
এই নিমিত্ত আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি,
ধূলায় ও ভষ্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।"

(ইয়োব ৪২:২-৬) তা ছাড়া ইয়োবে জ্ঞানের শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়, খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা ইয়োবের পুস্তক অন্য ভাবে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক।

১। এইা পুস্তক খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মুক্তির বিষয় বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিতে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। খ্রীষ্টের যাতনাভোগ, মৃত্যু, ও পুনরুত্থান সম্পর্কে চিন্তা করে যীশুর সম্মান ও প্রশংসার দিকে চালিত হওয়া আবশ্যক। ইয়োব সুস্পষ্টভাবে খ্রীষ্টের প্রতীক। তিনি রাজার-মত আকৃতিতে আবির্ভূত। তার যাজকীয় প্রতীক স্বরূপ। তিনি এমন একজন ধার্ম্মিক মানুষ, তিনি যাজকের মত, যিনি তার সন্তানদের জন্য প্রতিনিয়ত মধ্যস্থতা করতেন। ইয়োব যাতনাভোগ করলেন, কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি তার পাপের কারণে যাতনাভোগ করেননি। তিনি ঈশ্বরের কারণে যাতনাভোগ করলেন, তার নিজের উদ্দেশে, তাকে যাতনাগ্রস্ত করতে অনুমতি দেওয়া হলো। ঈশ্বর ইয়োবকে যাতনাগ্রস্ত করতে অনুমতি দিলেন, তিনি জানতেন যে সে পরীক্ষায় উর্ত্তীন্ন হবে। ঈশ্বর তাকে মুক্ত করলেন, তার মুক্তির পর, তার পূর্বে যা কিছু ছিল তার অধিক সদাপ্রভু তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তার মুক্তির পর, ইয়োব একজন যাজকের মত কার্য্য সাধন করলেন। তিনি তার বন্ধুদের জন্য মধ্যস্ততা করলেন যেন তারা জীবিত থাকে। যদি ইয়োব তা না করতেন তবে তারা মারা পড়ত। এভাবেই সমস্ত কার্য্য সাধনের দ্বারা, ইয়োব খ্রীষ্টর মত কার্য্য সাধন করলেন। তার জীবন খ্রীষ্টের জীবনের মত ক্ষুদ্র "ছায়া" স্বরূপ। কিভাবে ইয়োব খ্রীষ্টের মত তার মহা মূল্যতা চিন্তা করা যায়। প্রচারক ইয়োবের পুস্তকের মধ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন।

২। কেননা খ্রীষ্টিয়ান "খ্রীষ্টেতে" আছে, ইয়োব বিশ্বাসীর "প্রতীক" স্বরূপ। খ্রীষ্টের কারণে, ধার্ম্মিক খ্রীষ্টিয়ান, এই জগতে শয়তানের দ্বারা যাতনাভোগ করবে। খ্রীষ্টিয়ানের শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ-কষ্টে অবিচলিত থাকা প্রয়োজন। তাদের স্থিরতার কারণে, তারা ইয়োবের মত, তারা মহা পুরষ্কার গ্রহণ করবে। খ্রীষ্টিয়ানগণ, ইয়োবের মত, "রাজা ও যাজক" **(প্রকাশিত বাক্য ১:৬)**। এরূপে, ইয়োব বিশ্বাসীর মত। অতএব, ইয়োবের জীবন, এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা বিশ্বাসীর অনুসরণ করা আবশ্যক **(যাকোব ৫:১১)**। যখন সে যাতনাভোগ করছিল তখনও সে "স্থিরসংকল্প" ছিল। বিশ্বাসীরা অবশ্যই যাতনাভোগের সময় ইয়োবের স্থিরতা অনুকরণ করবে।

৩। ইয়োবের তিন বন্ধু ও তার স্ত্রী বিশ্বাসীদের জন্য এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে তাদের অনুসরণ করা যাবে না! আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা কিভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলব ও কিভাবে অন্যদের কার্য্যে উৎসাহিত করব। আমরা অবশ্যই নিশ্চিত থাকব যে বাক্যগুলি আমরা বলছি, বিশেষভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে, তা যেন সঠিক হয় **(ইয়োব ৪২:৭)**। আমরা অবশ্যই লোকদের "ভ্রান্ত" পথে চালিত করব না।

৪। শয়তান শক্তিশালী। এটি সুস্পষ্টভাবে ইয়োবে দেখতে পাওয়া যায়। যাহোক, ইয়োবের পুস্তক বিশ্বাসীদের এই সাহস দিচ্ছে যে

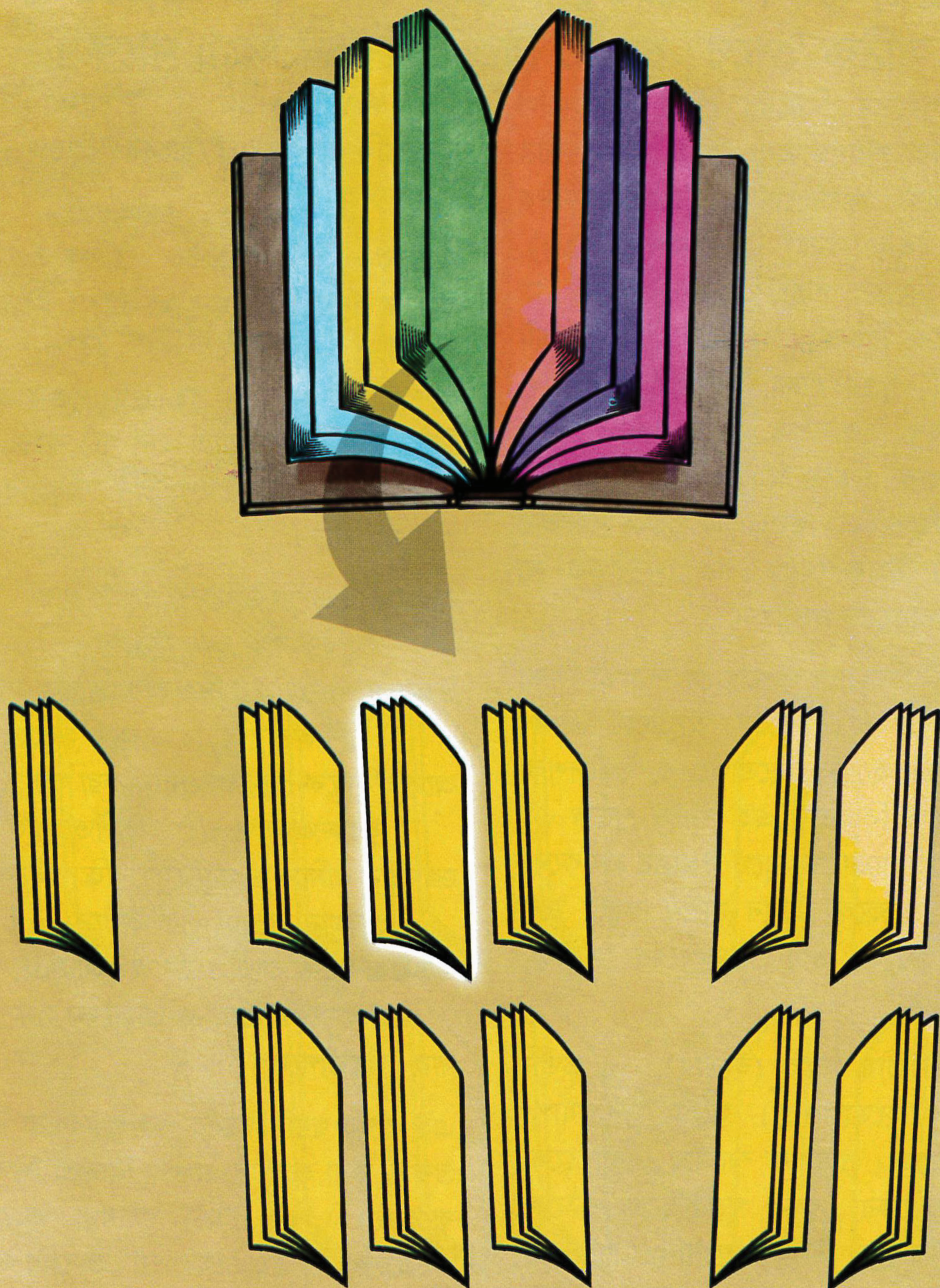

লিখিত দলিল পুস্তক

ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও তাঁর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (চলমান)

শয়তান ঈশ্বরের ক্ষমতার অধীন এবং ঈশ্বর অনুমতি না দেওয়া পর্য্যন্ত সে কিছুই করতে পারে না। এটি ভক্তগণকে মহা উৎসাহ দান করে থাকে, কারণ ঈশ্বর দয়ালু ও প্রেমময়।

৫। ইয়েবের পুস্তক এই শিক্ষা দেয় যে যারা সহ্য করে সেই ভক্তদের জন্য মহা পুরষ্কার আছে। কেবলমাত্র যারা "বিজয়ী" হবে তারা সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে যা ভক্তগণকে দিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ২:৭, ২:১০-১১, ২:১৭, ২:২৬, ৩:৫-৬, ৩:১২-১৩, ও ৩:২১-২২)।

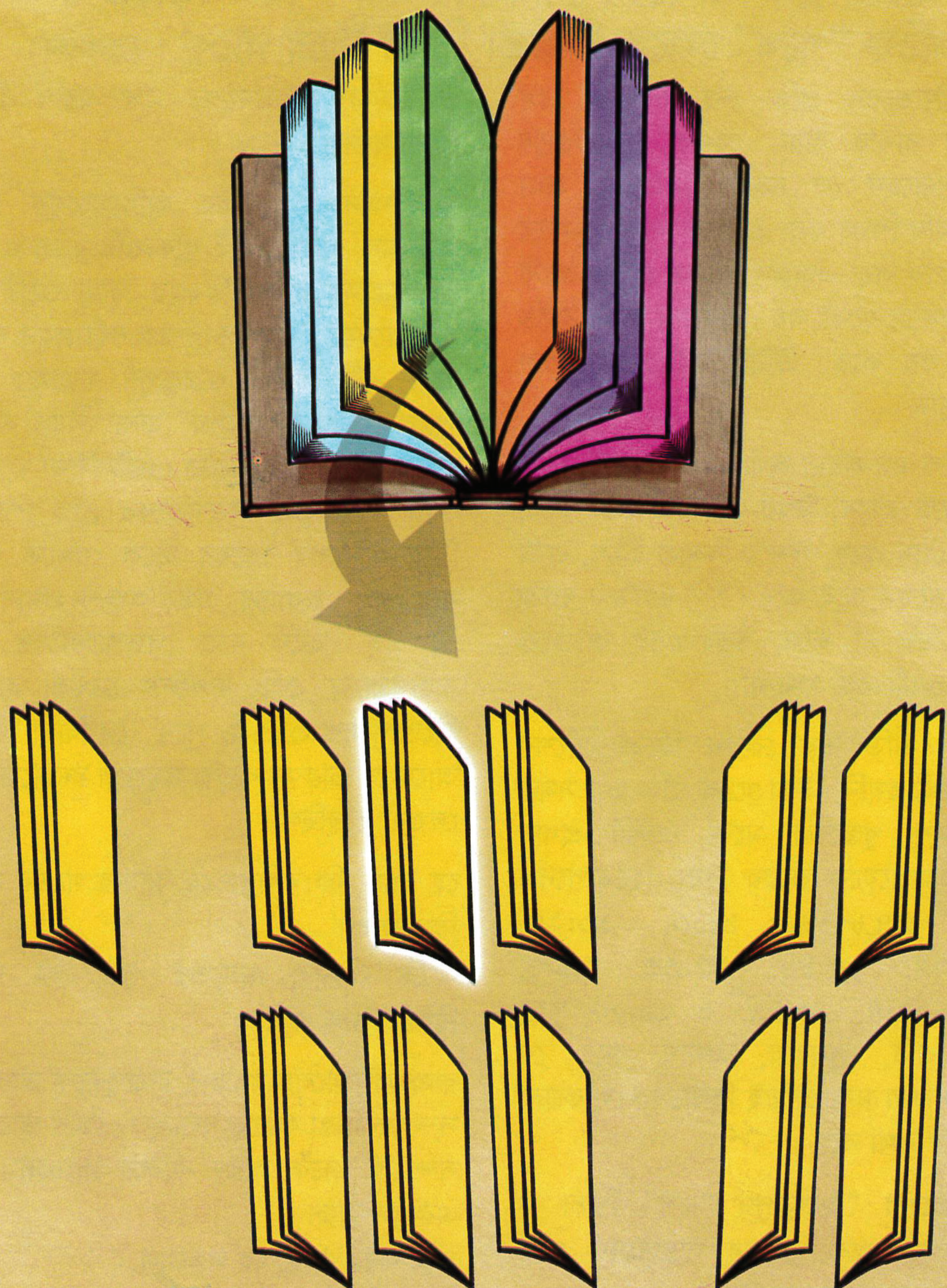

হিতোপদেশ ঈশ্বরের লোকদের মন্দ "পথ" এড়াতে ও সঠিক "পথে" চলতে বিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়ে থাকে।

যেহেতু পুরাতন নিয়মের সমস্ত পুস্তকগুলি বিজ্ঞতা দ্বারা পরিপূর্ণ এবং "খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা আপনাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান তৈরী করে" **(২তীমথিয় ৩:১৫)**, পুরাতন নিয়মে পাঁচটি পুস্তক রয়েছে যা বিশেষভাবে বিজ্ঞতা সম্বন্ধীয়। এই পাঁচটি "বিজ্ঞতার" পুস্তক হলো গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও পরমগীত। এই পাঁচটি পুস্তক একত্রে লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে অবস্থিত। এর প্রত্যেকটি পুস্তক বিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের উপর কেন্দ্রীভুত যা ঈশ্বরের লোকদের প্রয়োজন।

এই পাঁচটি বিজ্ঞতার পুস্তকে যে বিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া হয় তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও পরমগীত বিজ্ঞতার এই পাঁচটি পুস্তক এই মন্দ ও যাতনাভোগের যুগে ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার জন্য সাহায্য করতে তাঁর "অনুগ্রহের সংকল্প" স্বরূপ।

বিজ্ঞতার দ্বিতীয় পুস্তক (ইয়োব), ও তৃতীয় পুস্তকের (হিতোপদেশ) মধ্যে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভিন্নতা আছে। প্রারম্ভিক স্মরণীয় বিষয় হলো, ইয়োব পুস্তকের লেখক পুস্তকটিতে পাঠকের বিজ্ঞতা শিক্ষার বিষয় বলেননি। পরিবর্তে, লেখক পাঠককে বিজ্ঞতা শিক্ষার বিষয় দেখিয়েছেন।তিনি অনেক অনেক কবিতার মাধ্যমে এটা করেছেন। পাঠকের কবিতাগুলি পাঠ করা প্রয়োজন ও ইয়োবের সর্বশেষ বাক্যগুলি দৃঢ়ভাবে ইয়োবের পুস্তকে বিজ্ঞতা শিক্ষা দেয়।

যাহোক, হিতোপদেশের লেখক পাঠককে জ্ঞানের বিষয় বলছেন যা শিক্ষা দিয়েছেন। পুস্তকটির একেবারে শুরু থেকে, লেখক সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে এই পুস্তক তাদের বিজ্ঞতা শিক্ষা দেয় যারা এটা পাঠ করে।
শলোমনের হিতোপদেশ;তিনি দায়ূদের পুত্র, ইস্রায়েল রাজ।

এতদ্বারা প্রজ্ঞা ও উপদেশ পাওয়া যায়,
বুদ্ধির কথা বুঝা যায়;
উপদেশ পাওয়া যায় বিজ্ঞতার আচরণ সম্বন্ধে,
ধার্ম্মিকতা, বিচার ও ন্যায় সম্বন্ধে;
অবোধদিগকে চতুরতা প্রদান করা যায়,
যুবক জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা প্রাপ্ত হয়।
জ্ঞানবান শুনিবে ও পাণ্ডিত্যে বৃদ্ধি পাইবে,
বুদ্ধিমান সুমন্ত্রণা লাভ করিবে।
এতদ্বারা দৃষ্টান্ত কথা ও রূপক বুঝা যায়,
জ্ঞানবানদের বাক্য ও তাহাদের সমস্যা বুঝা যায়। **হিতোপদেশ ১:১-৬**

এই প্রথম ছয়টি পদের পর পুস্তকটির উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে, লেখক বিজ্ঞতা শিক্ষা শুরু করেছেন। তিনি এটা ঘোষণা করে শুরু করেছেন যে "ইয়াওয়ের ভয়" জ্ঞানের আরম্ভ। সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ; অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে। **হিতোপদেশ ১:৭**

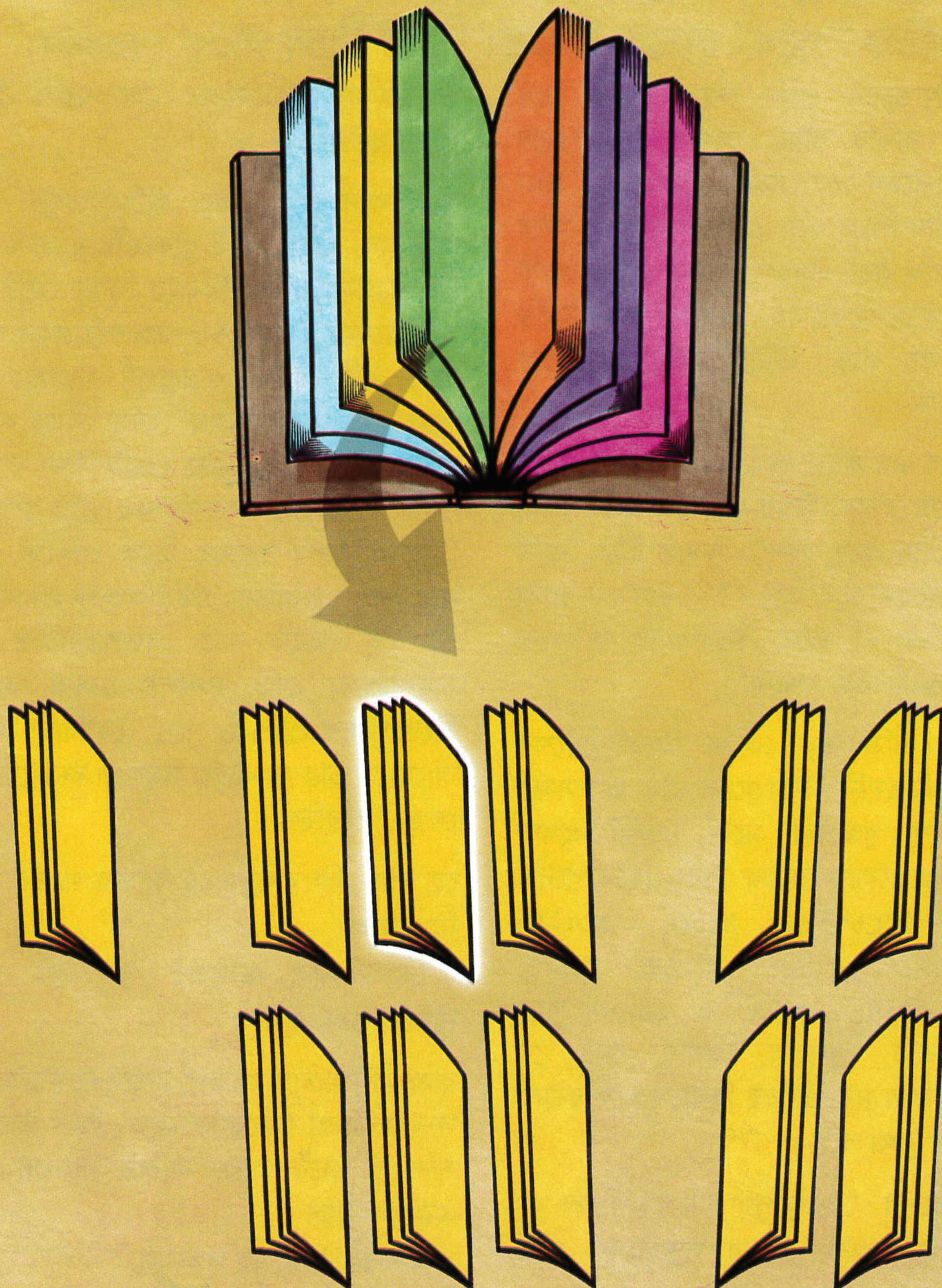

লিখিত দলিল পুস্তক

হিতোপদেশ ঈশ্বরের লোকদের মন্দ "পথ" এড়াতে ও সঠিক "পথে" চলতে বিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (চলমান)

প্রথমে ইয়ওয়ের প্রতি ভয় সম্পর্কে এই বাক্যগুলি রাখার দ্বারা, লেখক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছেন যে কেবল বিজ্ঞতার জন্য জ্ঞানের বিধি শিক্ষা করা এবং ঐ বিধি অনুসারে জীবন যাপন করা একজন ব্যক্তির প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে। ঐটাই সব জ্ঞানের শুরু হওয়ার স্থান।

ইয়াওয়েকে ভয় করার অর্থ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে জানে, ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করে, ঈশ্বরকে প্রেম করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, এবং ঈশ্বর যা বলেন তাই করে। যদি একজন ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় না করে, তবে সেই ব্যক্তিকে বাস্তবিক জ্ঞানী বলা যায় না।

ইয়াওয়ের প্রতি ভয় কেবল হিতোপদেশের শুরুতে বলা হয়নি। ইয়াওয়ের প্রতি ভয় সমস্ত হিতোপদেশ পুস্তকের মধ্যে একটি প্রধান বিষয়। ইয়াওয়েকে ভয়ের বিষয় হিতোপদেশ ১:২৯, ৩:৭,৮:১৩, ৯:১০, ১০:২৭, ১৪:২৬-২৭, ১৫:১৬, ১৫:৩৩, ১৬:৬, ১৯:২৩, ২২:৪, ২৩:১৭, ও ২৯:২৫ পদে আছে। এটি, পুনরায়, প্রমাণ করে যে হিতোপদেশের মধ্য দিয়েই বিশ্বাসের লোকদের জন্য জ্ঞানী কথা বলে।

হিতোপদেশের "গুরুত্বপূর্ণ অংশ" পিতা ও মাতার কাছ থকে তাদের সন্তানদের প্রতি উপদেশের দ্বারা শুরু হয়েছে।

বৎস, তুমি তোমার পিতার উপদেশ শুন,
তোমার মাতার ব্যবস্থা ছাড়িও না।
কারণ সেই উভয়ই তোমার মস্তকের লাবণ্যভূষণ,
ও তোমার কণ্ঠদেশের হার স্বরূপ হইবে। **হিতোপদেশ ১:৮-৯**

হিতোপদেশ পুস্তকের অধিকাংশের লেখক শলোমন, অতএব এই বাক্যগুলি রাজা ও রানীর রাজপুত্রদের রাজ পরিবারে বেড়ে ওঠার বিষয় বলা হয়েছে। পাঠকদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করবার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত। এই পুস্তক "রাজার পুত্রদের" জন্য জীবন যাপনের সঠিক পথের খসড়া-চিত্র। এটি পিতা মাতাদের উপর কেন্দ্রীভুত রাজপুত্রদের প্রতি শিক্ষা যা হিতোপদেশের শেষের দিকে দেখতে পাওয়া যায়। শেষ অধ্যায়ে, এমন অনেক প্রমাণ আছে যে এই পুস্তকে রাজ পিতামাতাদের থেকে রাজপুত্রদের প্রতি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। **হিতোপদেশ ৩১:১-৯ পদে** "দৈববাণী" লিখিত আছে যে তার মা কর্তৃক লমুয়েল রাজাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

হে বৎস, কি বলিব? হে আমার গর্ভের সন্তান, কি বলিব।
হে আমার মানতের পুত্র, কি বলিব? **হিতোপদেশ ৩১:২**

রাজা লমুয়েলের মা তার রাজপুত্রকে তার কার্য্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বলছেন। তিনি তার কার্য্য সম্পর্কে তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি একজন রাজা।

রাজগণের জন্য, হে লমুয়েল,
রাজগণের জন্য মদ্যপান উপযুক্ত নয়,
'সূরা কোথায়?' [বলা] শাসনকর্ত্তাদের অনুচিত।
পাছে পান করিয়া তাহারা বিধি বিস্মৃত হন,
এবং কোন দুঃখীর বিচার বিপরীত করেন।
হিতোপদেশ ৩১:৪-৫

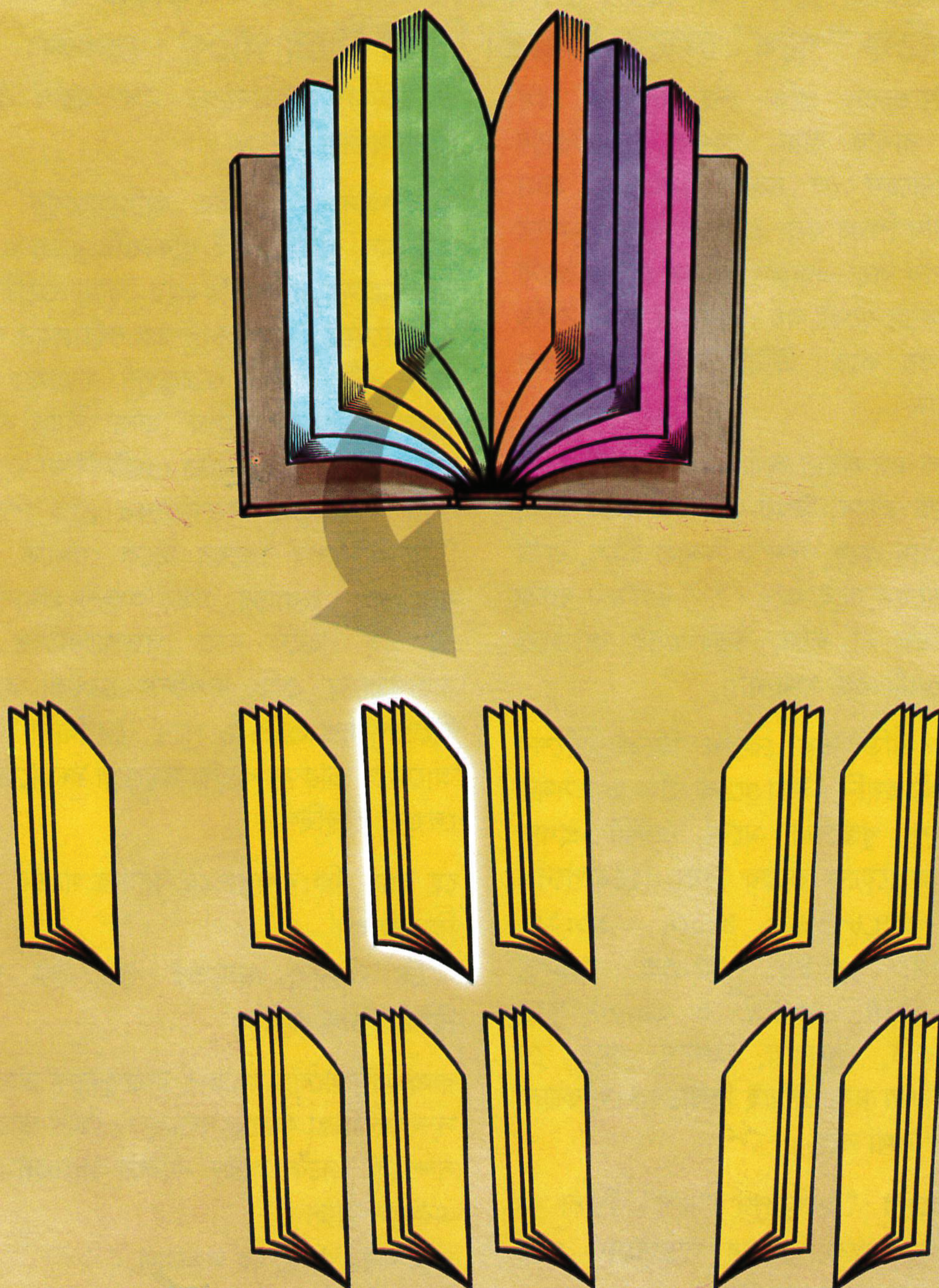

লিখিত দলিল পুস্তক

হিতোপদেশ ঈশ্বরের লোকদের মন্দ "পথ" এড়াতে ও সঠিক "পথে" চলতে বিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (চলমান)

লমুয়েলের মা তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেন সে রাজা হিসাবে, তার গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য পূর্ণতাসাধন করতে পারেন।

তুমি বোবাদিগের জন্য তোমার মুখ খোল,
তুমি অনাথ সকলের জন্য খোল।
তোমার মুখ খোল, ন্যায় বিচার কর,
দুঃখী ও দরিদ্রের বিচার কর। **হিতোপদেশ ৩১:৮-৯**

আজ খ্রীষ্টের অনুসারীদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে তারা হলেন, কারণ তারা "খ্রীষ্টেতে" আছেন, বাস্তবিক তারা রাজকীয় পুত্র ও কন্যা **(১পিতর ২:৫ ও প্রকাশিত বাক্য ১:৬)**। বাস্তবিক তারা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে, "ঈশ্বরের পুত্রগণ" এই রাজকীয় নামে, তাদের ডাকা হতে পারে।

কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। **রোমীয় ৮:১৪**
এরূপে, রাজকীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "রাজকীয় সন্তানদের" হিতোপদেশ পুস্তকে বিজ্ঞতা দেওয়া হয়েছে। ঠিক একই ভাবে শলোমনের পুত্রের তার পিতা মাতার বাক্য শোনা প্রয়োজন ছিল, এবং রাজা লমুয়েলের তার মায়ের বাক্য শোনা প্রয়োজন ছিল, সুতরাং বিশ্বাসীদের আমাদের স্বর্গীয় পিতার বাক্য শোনা প্রয়োজন যা হিতোপদেশ পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়।

হিতোপদেশ পুস্তকে অনেক প্রসঙ্গ কেন্দ্রীভুত আছে। এখানে হিতোপদেশ পুস্তকের উপর বিশেষভাবে কেন্দ্রীভুত কয়েকটি বিষয় আছে:

- অর্থের সাথে একজন ব্যক্তির বিশেষ সম্বন্ধ
- বিবাহ
- বিশ্বস্ততা
- যৌনতায় বিশুদ্ধতা
- ক্রোধ
- আত্মসংযম
- আলস্য
- কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন
- মন্দ এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন
- জ্ঞানবান বন্ধু মনোনীত করা গুরুত্বপূর্ণ

এই সবগুলি, ও আরও অনেক প্রসঙ্গ, হিতোপদেশের উপর কেন্দ্রীভুত। বিজ্ঞ খ্রীষ্টিয়ান এই বাক্য গুলি পড়বেন এবং এগুলি তার সাহায্যের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন ও বিজ্ঞতার সাথে চলবেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ অবশ্যই নির্বোধের মত চলবেন না।

হিতোপদেশ পুস্তকে দুটি ভিন্ন "পথের" বিষয় বলা হয়েছে। একটি "ধার্ম্মিকতার পথ" এবং অন্যটি "দুষ্টতার পথ"। এর অর্থ ধার্ম্মিকের "চলারপথ" বা "রাস্তা"। ব্যক্তির জীবনকে পরিচালিত করতে এটি আত্মিক নির্দেশনা। পুস্তকটির অভিপ্রেত "দুষ্টতার পথ" এড়াতে ও "ধার্ম্মিকতার পথে" চলতে ঈশ্বরের অনুসারীদের সাহায্য করা। স্পষ্ট প্রমাণ এই যে একজন ব্যক্তির কার্য্য সম্পর্কে ঈশ্বর তত্ত্বাবধান করেন যে একজন ব্যক্তির "পথ" সম্পর্কে পদের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়। হিতোপদেশ ১:১৫, ১:১৯, ১:৩১, ২:৮, ২:১২-১৫, ২:২০, ৩:৬, ৩:১৭, ৩:২৩, ৩:৩১, ৪:১১, ৪:১৪, ৪:১৯,

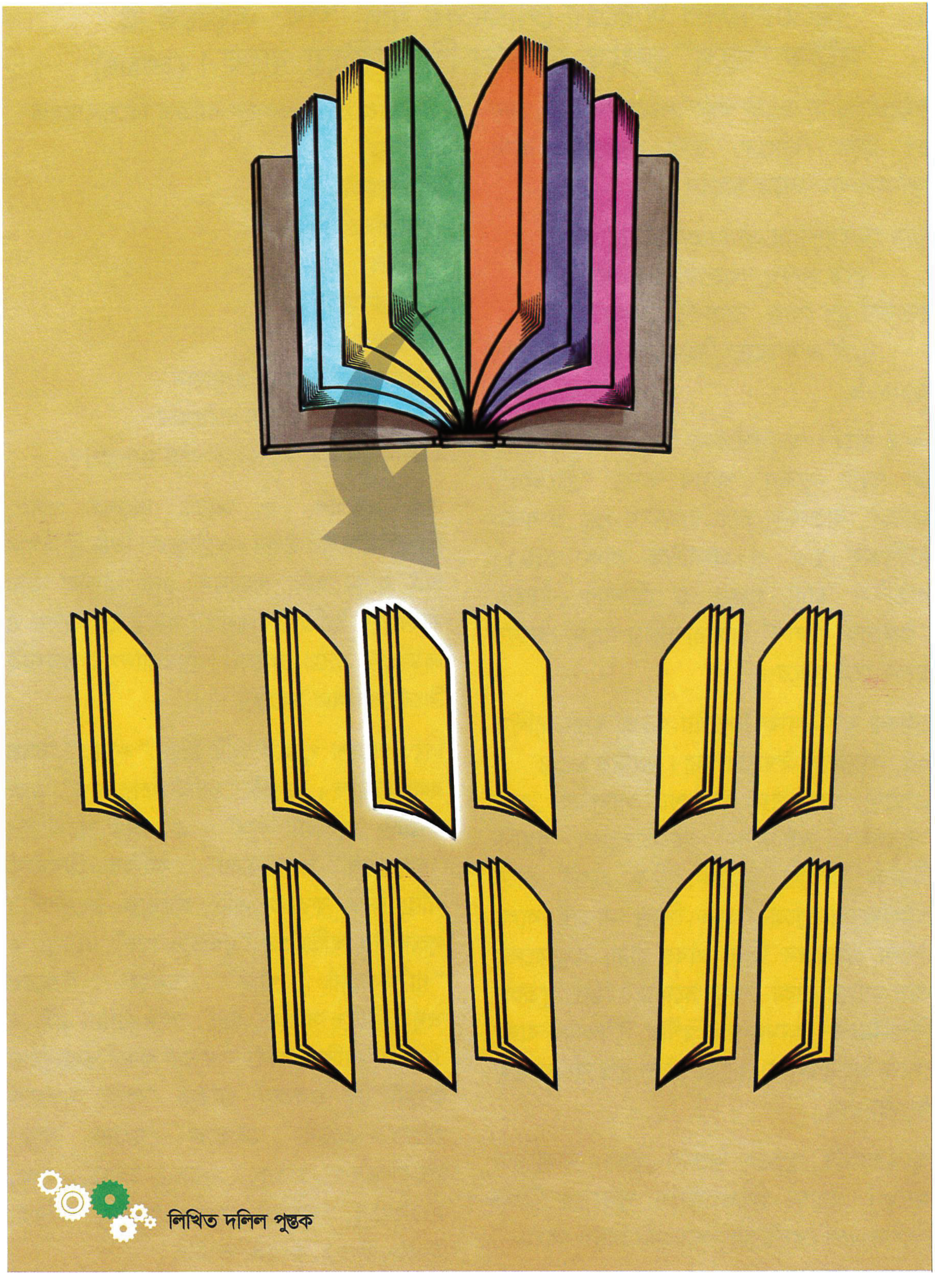

হিতোপদেশ ঈশ্বরের লোকদের মন্দ "পথ" এড়াতে ও সঠিক "পথে" চলতে বিজ্ঞতা শিক্ষা দিয়ে থাকে। (চলমান)

৪:২৬, ৫:৬, ৫:৮, ৫:২১, ৬:৬, ৬:২৩, ৭:২৫, ৭:২৭, ৮:২, ৮:১৩, ৮:২০, ৮:৩২, ৯:৬, ৯:১৫, ১০:৯, ১০:২৯, ১১:৫, ১১:২০, ১২:১৫, ১২:২৬, ১৩:৬, ১৩:১৫, ১৪:২, ১৪:৮, ১৪:১২, ১৪:১৪, ১৫:৯-১০, ১৫:১৯, ১৬:২, ১৬:৭, ১৬:৯, ১৬:১৭, ১৬:২৫, ১৬:২৯, ১৭:২৩, ১৯:২-৩, ১৯:১৬, ২০:২৪, ২১:২, ২১:৮, ২১:১৬, ২১:২৯, ২২:৫-৬, ২২:২৫, ২৩:১৯, ২৩:২৬, ২৫:২৬, ২৮:৬, ২৮:১০, ২৮:১৮, ২৯:২৭, ৩০:১৯-২০, ৩১:৩ ও ৩১:২৭।

যেহেতু হিতোপদেশে কয়েকজন লেখকের বাক্য আছে, তবে হিতোপদেশ পুস্তক বিশেষভাবে শলোমনের সাথে সংযুক্ত। এটি উপযুক্ত, কারণ শলোমনকে "জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ" মানুষ রূপে বর্ননা করা হয়েছিল যিনি চিরকাল শ্রেষ্ঠ থাকবেন (**১রাজাবলি ৩:১২, ৪:৩১, ৫:৭ ও ২বংশাবলি ২:১২**)। শলোমন খ্রীষ্টের "প্রতীক"। তার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এমনকি বিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি। আর খ্রীষ্ট, শলোমনের মত নন, শলোমন কখনও তার "পথ" পরিবর্তন করেন নাই ও নির্বোধের মত চলতে শুরু করলেন। এই পুস্তকে যীশুই যথাযথ ভাবে বিজ্ঞতা রক্ষা করেছেন। তিনি শেষ জ্ঞানবান পুত্র। পুস্তকে যা কিছু লিখিত আছে তিনি তার প্রতিরূপ। তাদের জ্ঞানবান রাজার শাসনাধীনে জীবন যাপন করতে ঈশ্বরের লোকদের জন্য এটি মহা আনন্দ দায়ক হবে।! "একজন অতি উত্তম" স্ত্রীলোকের একটি কবিতা দিয়ে হিতোপদেশ সমাপ্ত হয়েছে (**হিতোপদেশ ৩১:১০-৩১**)। ঘটনা এই যে একেবারে পুস্তকের শেষে এসে একজন রাজকীয় পুত্রের "পুরস্কারের" বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে যিনি বিজ্ঞতায় গমনাগমন করেন যার একজন উন্নত-চরিত্রের ও মহা যোগ্যতা সম্পন্ন ঈশ্বর-ভক্ত ভার্য্যারয়েছে। এটি খ্রীষ্টেতে সত্য হয়েছে। তিনি যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনে বাধ্যতায় গমনাগমন করেছেন। তাঁর "পথ" সর্বদা যথার্থ ছিল। অতএব, যীশু অন্যান্য সম্ভাব্য স্ত্রীলোকদের উর্দ্ধে "একজন অতি উত্তম ভার্য্যা"

–মন্ডলী দ্বারা পুরষ্কারে ভুষিত হয়েছেন (**ইফিষীয় ৫:২২-৩৩**)! প্রচারক বা শিক্ষকের মধ্যে মহা মূল্যায়নের বিষয় রয়েছে কিভাবে খ্রীষ্ট শেষ "জ্ঞানী পুত্র" হলেন। প্রচারক বা শিক্ষকের মধ্যে মহা মূল্যায়নের বিষয় রয়েছে যে **হিতোপদেশ ৩১ অধ্যায়ে** "একজন অতি উত্তম ভার্য্যা"রূপে কিভাবে মন্ডলীর বিষয় চিন্তা করা যায়।

হিতোপদেশ হলো পুরাতন নিয়মের একটি পুস্তক। যাহোক খ্রীষ্টিয়ান অবশ্যই এই মূল্যায়ন করবে না যে এটি কেবল পুরাতন নিয়মের ভক্তদের জন্য। বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানের জন্য হিতোপদেশের মহা মুল্যতা রয়েছে।নূতন নিয়মে খ্রীষ্টিয়ানদের জ্ঞানের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করতে বলা হয়েছে (**কলসীয় ১:৯ ও যাকোব ১:৫**)। খ্রীষ্টিয়ানদের "জ্ঞানী হতে" আদেশ করা হয়েছে (**ইফিষীয় ৫:১৫-১৭ ও কলসীয় ৪:৫**)। ঈশ্বরের লোকদের বিজ্ঞতায় চলতে তাঁর সাহায্যের জন্য হিতোপদেশ একমাত্র উপায়।

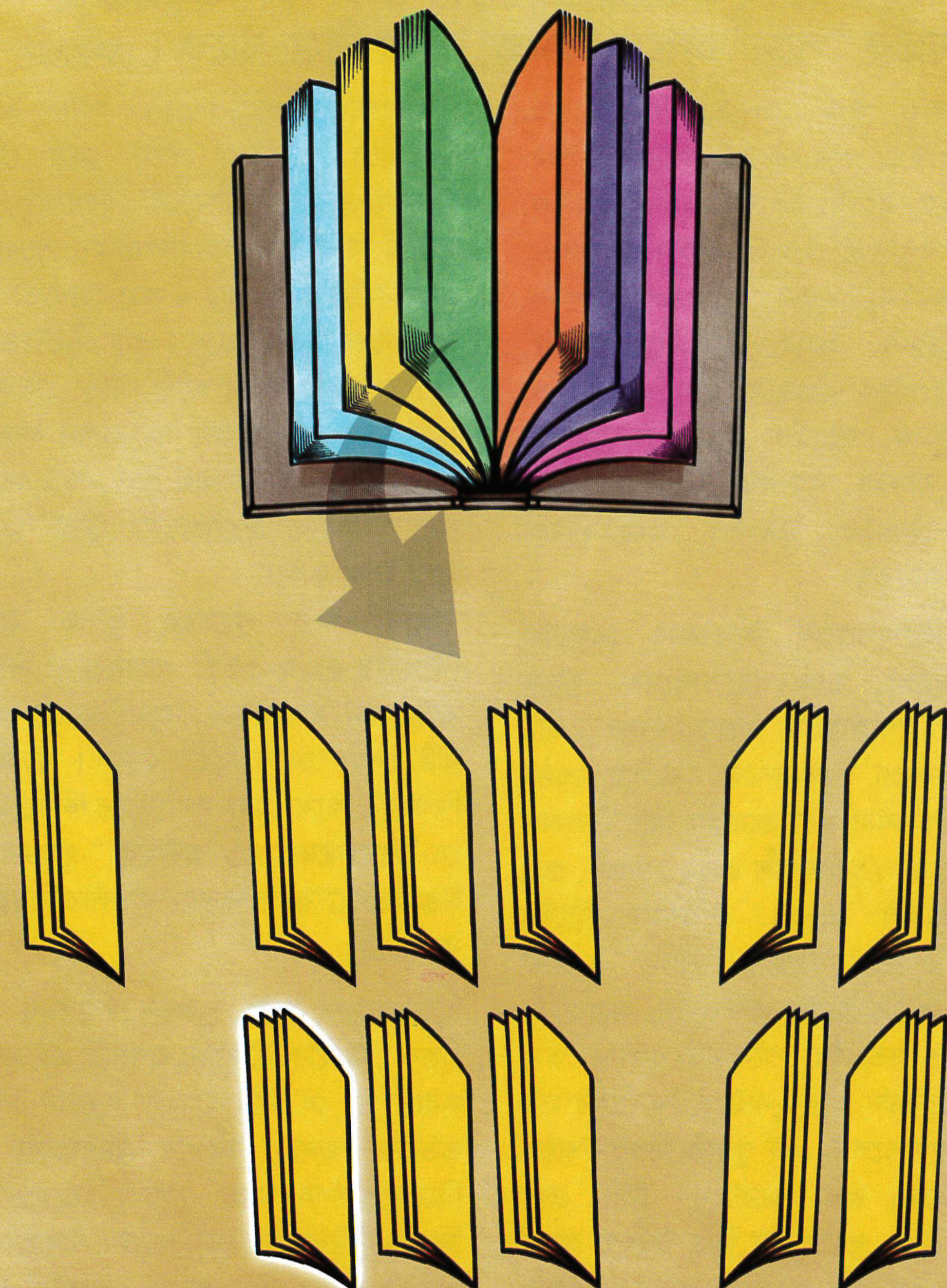

লিখিত দলিল পুস্তক

উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে।

যেহেতু পুরাতন নিয়মের সমস্ত পুস্তকগুলি বিজ্ঞতা দ্বারা পরিপূর্ণ এবং "খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা আপনাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান তৈরী করে" **(২তীমথিয় ৩:১৫)**, পুরাতন নিয়মে পাঁচটিপুস্তক সংযুক্ত রয়েছে যা বিশেষভাবে বিজ্ঞতা সম্বন্ধীয়। এই পাঁচটি "বিজ্ঞতার" পুস্তক হলো গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও শলোমনের পরমগীত। এই পাঁচটি পুস্তক একত্রে লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে অবস্থিত। এর প্রত্যেকটি পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বর্তমান যুগে জীবনের জন্য বিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠককে শিক্ষা দেয়।

এই পাঁচটি বিজ্ঞতার পুস্তকে যে বিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও শলোমনের পরমগীত বিজ্ঞতার এই পাঁচটি পুস্তক এই মন্দ ও যাতনাভোগের যুগে ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার জন্য সাহায্য করা হলো তাঁর "অনুগ্রহের সংকল্প" স্বরূপ।

বিজ্ঞতার পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। উপদেশক অন্য পুস্তকগুলি থেকে ভিন্ন কারণ এতে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে একজন প্রচারক কর্তৃক প্রচার করতে একটি দীর্ঘ ধর্ম্মোপদেশ রয়েছে।

উপদেশক নামের অর্থ "প্রচারক"। শিরোনাম পাঠকদের বুঝতে সাহায্য করে তারা কিভাবে উপদেশক পড়বে। তারা উপদেশক এমন ভাবে পড়বে যেন তারা একটি ধর্ম্মোপদেশ শুনছে। এই বর্তমান যুগে এই পৃথিবীতে উপদেশক হলো জীবন সম্পর্কে একটি ধর্ম্মোপদেশ। প্রচারক তার ধর্ম্মোপদেশের মধ্যদিয়ে তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু পুস্তকটিতে প্রচারকের কোন নাম নেই, এখানে খুব সম্ভব প্রচারক হলেন শলোমন।

ঠিক একই ভাবে প্রচারকের ধর্ম্মোপদেশে একটি মূল বিষয় থাকবে, উপদেশকের প্রচারকেরও একটি মূল বিষয়রয়েছে। প্রচারকের মূল বিষয়টি উপদেশক ১:২ পদে প্রথম ঘোষণা করা হয়েছে (১২:৮)।

উপদেশক কহিতেছেন, অসারের অসার,
অসারের অসার, সকলই অসার।

উপদেশক ১:২

প্রচারকের মূল বিষয় হলো জীবনের "অসারতা"। অসারতা প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া, অর্থহীনতা, নিষ্ফলতা, ও জীবনের স্বল্পতা বলে মনে হয়। জগতে পাপ প্রবেশের পূর্বে ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিত স্বরূপ প্রচারক জীবন সম্পর্কে কথা বলছে না। তিনি "সূর্য্যের নীচে" এই অভিশপ্ত জগতে জীবন সম্পর্কে কথা বলছেন।

ESV তে "অসার" শব্দটি হিব্রুতে অনুবাদের অর্থ "বাষ্প" বা "নিঃশ্বাস"। "বাষ্প" বা "নিঃশ্বাস"হলো এই পৃথিবীতে জীবন যাপনের যথার্থ বর্ননা। ধোঁয়ার ফুৎকারের মত, যা হাত দিয়ে ধরে রাখা অসম্ভব, কোন ব্যক্তি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, সেই ব্যক্তিটি কত বেশি শক্তিশালী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বা স্বাস্থবান হতে পারে তা কোন বিষয় নয়।

লিখিত দলিল পুস্তক

উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে। (চলমান)

আর ধোঁয়ার ফুৎকারের মত, এই জগতের উপর সমস্ত জিনিস ক্ষনিকের জন্য তার পর তা চলে যায়। এই জগতের উপরে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। ভাল বা মন্দ কোনটি, অদৃশ্য, ও আপাতদৃষ্টিতে আর স্মরণে থাকে না।

হিব্রুতে, "অসার" শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে (ESV তে), ঠিক একই ভাবে আদমের দ্বিতীয় পুত্রের নাম বানান করা হয়েছে "হেবল"। অর্থাৎ প্রাচীন হিব্রু শাস্ত্রে উপদেশকে "অসার" সম্পর্কে পড়তে গেলে হেবলের জীবন স্মরণ করিয়ে দেয়। হেবলের সংক্ষিপ্ত জীবন বর্তমান যুগের "অসারের" প্রতিচ্ছবি। তার জীবন বর্ননা করছে যে এটি ধোঁয়ার ফুৎকারের মত বা বাতাসের ধূলির মত। হেবলের জীবনে কোন পরিবর্তন সাধন দেখা যায়নি। জাগতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তার ধার্ম্মিকতার কোন মূল্য ছিল না। তিনি দুষ্ট লোক দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। হেবলের কথার আর কোন লিখিত প্রমাণ নেই। তিনি কোন মহা সৌধ নির্ম্মান করেননি। এর পরিবর্তে হেবলের জীবনে দৃশ্যত: কিছুই নেই। এই সজ্ঞানতায় বলা যায়, তার জীবন ছিল অসার। দৃশ্যত: তার জীবন ছিল সম্পূর্ণইঅর্থহীন। অবশ্য, খ্রীষ্টিয়ানগণ জানে যে হেবলের জীবন "অসার" ছিল না। তারা জানে যে তার বাক্যগুলি ও কার্য্যগুলি পরিবর্তন সাধন করেছে, যদিও তা দৃশ্যত: "অসার"।

বিশ্বাসে হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করিলেন, এবং তদ্বারা তাঁহার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি ধার্ম্মিক; ঈশ্বর তাঁহার উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; তদ্বারা তিনি মৃত হইলেও এখনও কথা কহিতেছেন। **ইব্রীয় ১১:৪**

কিন্তু প্রচারক, যদিও এমনকি তিনি স্পষ্টতই বিশ্বাসের লোক, প্রাথমিকভাবে, বিশ্বাসের উপর কোন কেন্দ্রীভুত নন। তিনি আগত যুগ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। পরিবর্তে, তিনি বর্তমান যুগের এই জগতের সকল বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভুত আছেন। তিনি চেয়েছেন যে তার পাঠকেরা দেখুক এই জগতের সব কিছুই "অসার"। সেগুলির কোন কিছুই, তাদের নিজের নয়, সেগুলি শক্ত ও স্থায়ী নয়। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে, সব কিছুই অর্থহীন মনে হয়। এই পৃথিবী ও এর মহানত্ব ধোঁয়ার ফুৎকারের মত বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্যই, ঈশ্বর, "অসার" হওয়ার জন্য জীবন সৃষ্টি করেননি। বস্তুত: জীবন পতিত হওয়ার কারণে "অসার" হয়েছে (আদমের আসল পাপ ও এর ফলাফল উল্লেখ করতে গিয়ে খ্রীষ্টিয়ানগণ এই নাম উল্লেখ করে থাকে)। মানুষ বহুবংশ ও বহুপ্রজা হওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল **(আদিপুস্তক ১:২৬-২৮)**। তা ছাড়া, তাদের কঠিন পরিশ্রম ধোঁয়ার ফুৎকারের মত বা মেঘের মত অদৃশ্য বলে মনে হয়। জগত অভিশাপের মধ্যে শুয়ে আছে। সবকিছুই মরবে। জিনিসের স্বাভাবিক কার্য্য আর স্বাভাবিক থাকবে না। বস্তুগুলি, বাতাসের মধ্যে ধোঁয়ার মত, খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অভিশাপের কারণে, সবকিছুই অসার হয়ে যাবে। যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই পৃথিবীর উপরে থাকে ও স্থায়ী ভিত্তিমূল তৈরী করতে চাই, তবে বাস্তবিক সবই অসারতায় পরিণত হবে।

লোকেরা জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা অসারতা সম্পর্কে শিক্ষা পায়। যেমন, একজন শিশু বলতে পারে, "পিতা, ধানের চারা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আমাদের মজুরদের দিয়ে কাজ সমাধা করতে পারি! শিশুটি এটি বলছে কারণ সে "সূর্যের নীচে" জীবনের অসারতা সম্পর্কে জানে না।

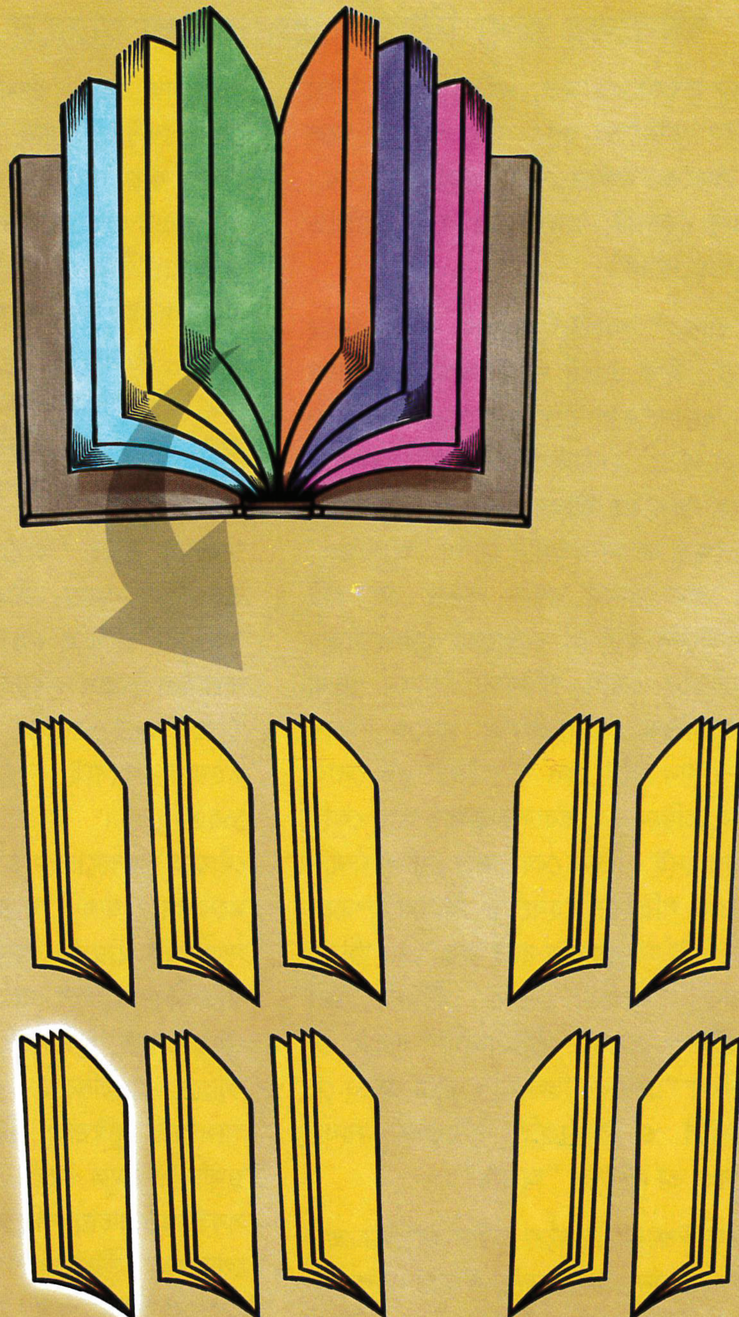

উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে। (চলমান)

বুদ্ধিমান পিতা বলতে পারেন, "এটি আবার বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। আমাদের মজুরেরা কখনও সম্পূর্ণ করতে পারবে না।"

সেই একই শিশু বলতে পারে, " ধানের চারা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের ফসল ভাল হবে!" বুদ্ধিমান পিতা বলতে পারেন, "আমাদের ভাল ফসল হতে পারে। কিন্তু ফসল খারাপও হতে পারে। ভাল ফসলের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না"।

এই অভিশপ্ত জগতে জীবনের সব কিছুই অসার। স্থায়ী বলে কিছুই নেই। কোন কিছুর কোন নিশ্চয়তা নেই। সবকিছুই, তা যত মহান হোক না কেন, বাতাসে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবে।

যীশু তাঁর "পর্ব্বতে দত্ত উপদেশে" ঠিক এই একই মতামত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

"তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না ; এখানে ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে..." **মথি ৬:১৯**

প্রেরিত পৌলও ঠিক একই ভাবে কথা বলেছিলেন। তিনি বললেন যদি মৃতদের পুনরুত্থান না থাকে তবে আমাদের বিশ্বাসও অসার।

মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে "আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব" ১করিন্থীয় ১৫:৩২

কিন্তু,সন্তানদের জন্য, সকলই অসার নয়। সন্তানেরা জানে যে জীবন অর্থপূর্ণ। উপদেশকের লেখক এটি ভাল জানেন। প্রচারকের লক্ষ্য এই বর্তমান যুগের জীবন সম্পর্কে ঈশ্বরের লোকদের সঠিকভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করা। যদি তাদের সকল প্রত্যাশা এই যুগের অনুরূপ হয়, তবে তারা সবকিছু হারাবে, এই জগতে কিছুই স্থায়ী হয় না।

এই কারণ যীশু তাঁর অনুসারীদের স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করতে বললেন। *"...কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকিবে"* **মথি ৬:২০-২১।**

উপদেশক পুস্তকে ঈশ্বরের লোকদের জন্য জ্ঞানের কথা আছে। এটি দৃঢ়ভাবে স্মরণ করাচ্ছে যে, যা পরিশেষে অসারতায় পরিণত হবে, যেন আমরা তার উপরে আমাদের প্রত্যাশা স্থাপন না করি।

তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না। কেহ যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে। আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী। **১যোহন ২:১৫-১৭**

কিভাবে উপদেশক পুস্তক সংগঠিত হয়েছে ?
উপদেশক পুস্তক একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়েছে (১:১) এবং এটি একটি **ক্ষুদ্র কবিতা** দিয়ে শেষ হয়েছে (১২:৯-১৪)।

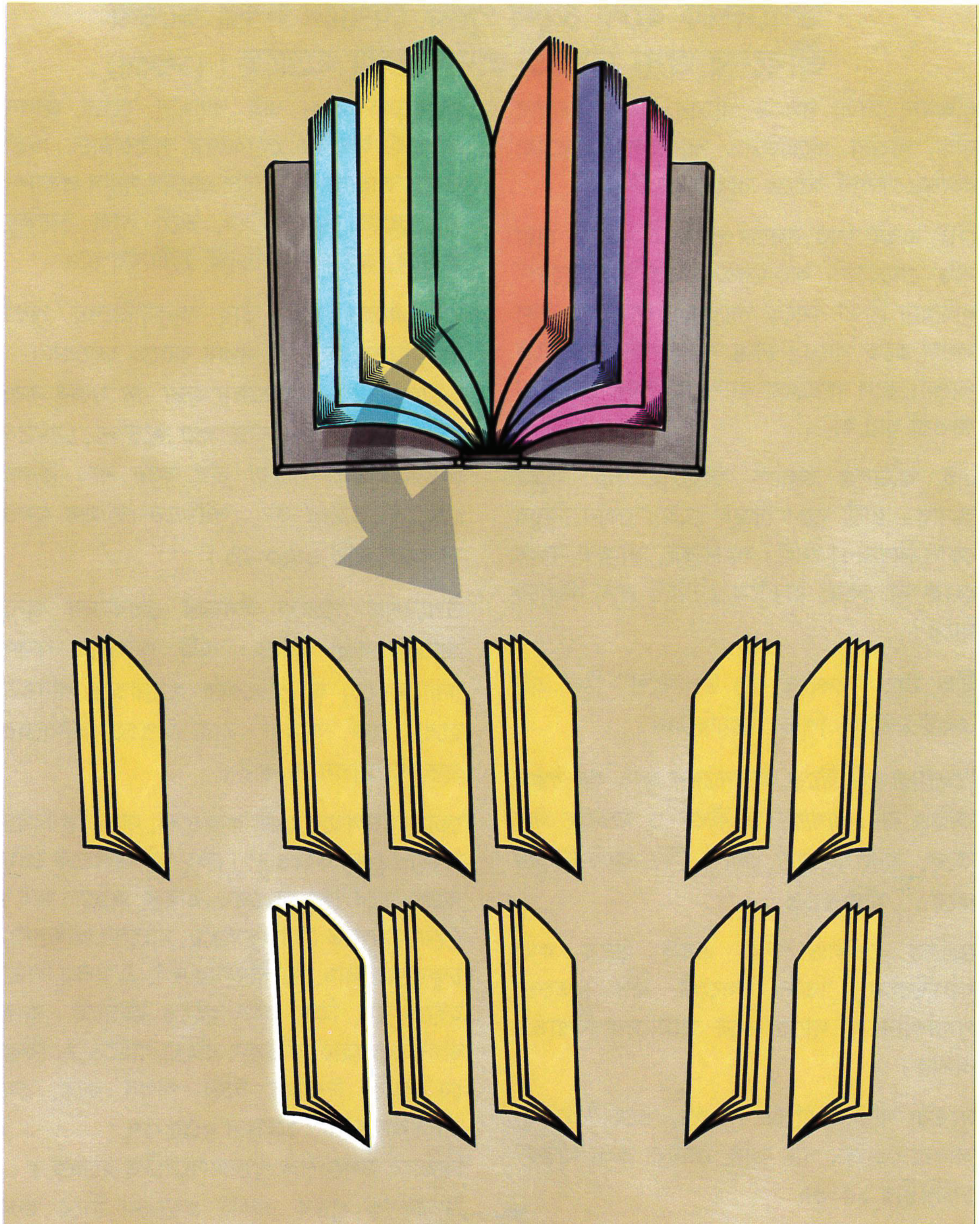

উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে। (চলমান)

একটি প্রস্তাবনায় সাহিত্য বিষয়ক নিরূপিত কাল আছে যা সাহিত্যের কার্য্য শুরু হওয়ার আগেই উপস্থাপিত হয়েছে। এই বাক্যগুলি সাহিত্যের কার্য্যের একটি অংশ, কিন্তু, একই সময়ে, তারা সাহিত্যের নিজের অংশ থেকে পৃথক হয়ে স্থাপিত হয়। তারা পাঠককে প্রস্তুত করে যে কি অনুসরণ করা উচিৎ। এখানে উপদেশকের জন্য একটি প্রস্তাবনা আছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে নাও হতে পারে। ওটা সঠিক নয়। প্রস্তাবনার শব্দের উপর ভিত্তি করে, এটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

উপদেশকের কথা ; তিনি দায়ূদের পুত্র, যিরূশালেমের রাজা। **উপদেশক ১:১**

এই শব্দগুলি দ্বারা লেখক ঘোষণা করছেন যে দায়ূদ বংশের রাজা তিনি দায়ূদের নিয়মের সাথে সম্পৃক্ত **(২শমূয়েল ৭:১-১৭)**।এই কাঠামো কিভাবে উপদেশকের পাঠককে জানানো হয়েছে। এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার কাছ থেকে আসা ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঈশ্বরের বিজ্ঞতা।

উপদেশকে প্রস্তাবনার শব্দগুলি শলোমনের সাথে সংযুক্ত (১:১২ ও ২:১-১১)। শলোমন দায়ূদের পুত্র। শলোমন খ্রীষ্টের "প্রতীক"। অর্থাৎ তার বিজ্ঞতা, যা অন্য সকল রাজাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল, যা ছিল যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি, যিনি প্রকৃত "দায়ূদের পুত্র"।

একটি ক্ষুদ্র কবিতা হলো শব্দগুলির জন্য সাহিত্যের নিরূপিত কাল যা সাহিত্যের কার্য্যের উপসংহারের পরে উপস্থাপিত হয়। এই শব্দগুলি, প্রস্তাবনার মত, সাহিত্যের কার্য্যের একটি অংশ, কিন্তু, একই সময়ে, এগুলি সাহিত্যের নিজের ক্ষুদ্র অংশ নয়। তারা প্রস্তাবনার মত দৃঢ়ভাবে পৃথক। যা বলা হয়েছে, তা পাঠকের জন্য, সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তারা পাঠককে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে সে মূল বার্তা থেকে বঞ্চিত হবে না। এখানে একটি ক্ষুদ্র কবিতা আছে:

শেষ কথা, উপদেশক জ্ঞানবান ছিলেন; তাই তিনি লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন, মনোনিবেশ ও বিবেচনা করিতেন, অনেক প্রবাদ বিন্যাস করিতেন। উপদেশক মনোহর বাক্য, এবং যাহা সরলভাবে লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ সত্যের বাক্য, প্রাপ্ত হইবার জন্য অনুসন্ধান করিতেন।

জ্ঞানবানদের বাক্য সরল অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাপতিগণের [বাক্য] পোতা গোঁজস্বরূপ, তাহারা একই পালক দ্বারা দত্ত হইয়াছে। আর শেষ কথা এই, হে বৎস, তুমি এই সকল হইতে উপদেশ গ্রহণ কর ; বহু পুস্তক রচনার শেষ হয় না, এবং অধ্যয়নের আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি হয়।

আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি ; ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন। **উপদেশক ১২:৯-১৪**

উপদেশকের ক্ষুদ্র কবিতা এটি প্রকাশ করছে যে, "জ্ঞানবানদের বাক্য""সরল অঙ্কুশস্বরূপ"। ঠিক একই ভাবে একজন কৃষক একটি বলদকে চালাবার জন্য একটি ধারালো লাঠি দ্বারা খোঁচা মারতে পারে, আর জ্ঞানীর বাক্য ঈশ্বরের লোকদের সঠিক পথে চালাতে পারে।

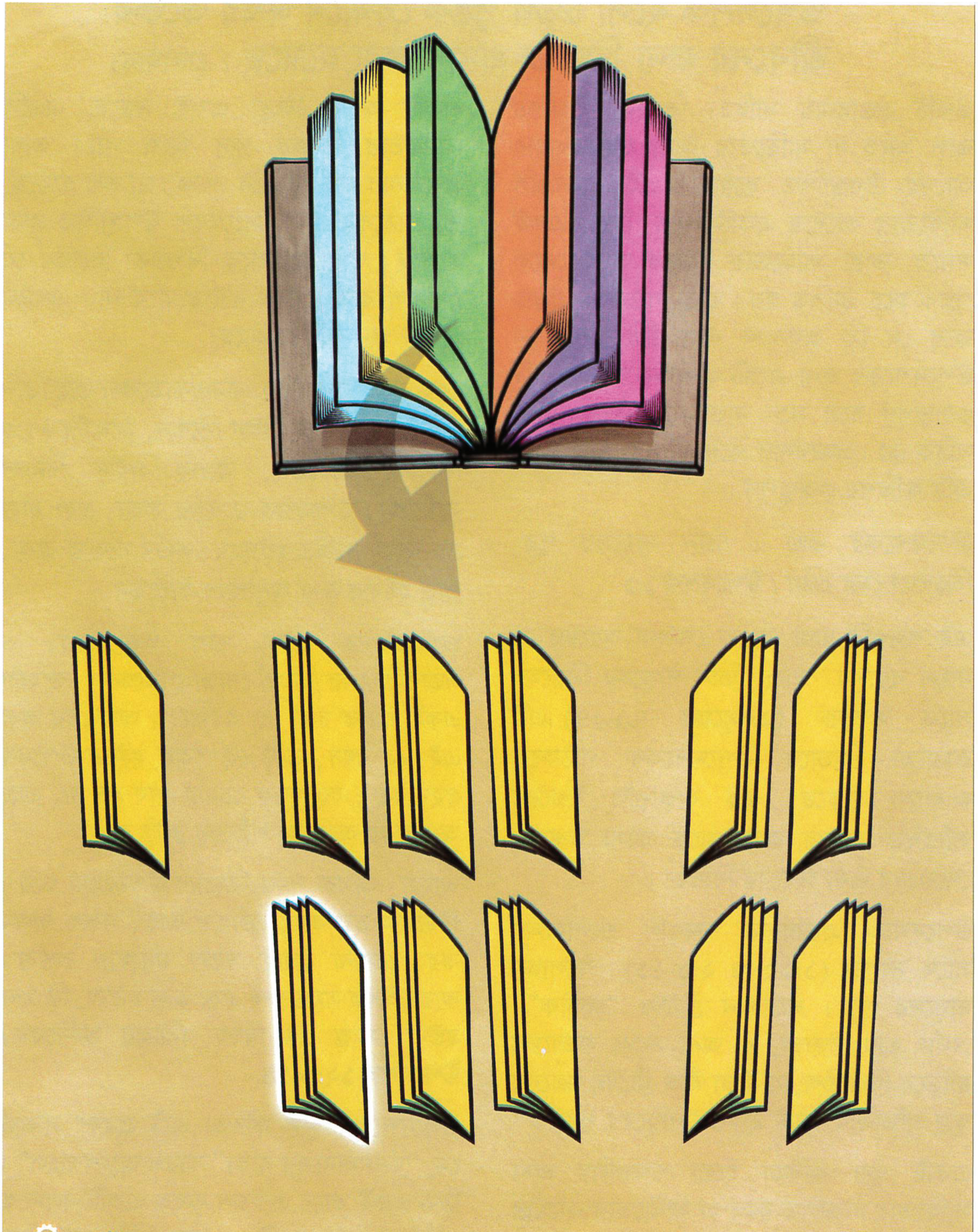

উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে। (চলমান)

অবশ্যই ঈশ্বরের লোকেরা অন্য স্থান থেকে নির্দেশের জন্য অনুসন্ধান করবে না। তাদের পালকের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন যিনি তাদের চালাচ্ছেন।

এই যুগে জীবন যাপনের জন্য উপদেশকের নির্দেশনা দিয়ে ক্ষুদ্র কবিতা সমাপ্ত হয়েছে: "ঈশ্বরকে ভয় কর ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর"। পরে উপদেশক ব্যাখ্যা করেছেন কেন ঈশ্বরের লোকদের এই দুটি বিষয় প্রয়োজন: ঈশ্বর বিচারক এবং তিনি "সকল কার্য্য বিচারে আনবেন।"

প্রস্তাবনা ও ক্ষুদ্র কবিতার মাঝখানে ধর্ম্মোপদেশ। ধর্ম্মোপদেশ এটি প্রমাণ করছে যে এই জগতে জীবন যাপন "অসার"। ধর্ম্মোপদেশের সর্বত্র, উপদেশক তার এই বর্তমান যুগের জীবনের নিবিঢ় অধ্যায়ন সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি যে সকল কার্য্য করেছেন সেই সব বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি কোন কোন বিষয় দেখতে চেষ্টা করেছেন যা অসার ছিল না। তিনি এরূপ বিষয় আর কখনও দেখেননি। উপদেশক "সূর্য্যের নীচে" তার সমস্ত অভিজ্ঞতার বিষয় কথা বলেছেন ও তার পাঠকদের কাছে প্রমাণ দিয়েছেন যে "সকলই অসারের অসার"। রাজা "অসুখী কার্য্যের" বিষয় কথা বলেছেন যে ঈশ্বর মানুষকে সন্তান দেন আর তারা তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে"(১:১৩)। উপদেশকের বক্তব্য অনুসারে, সবকিছুই "বায়ূভক্ষণ মাত্র" (১:১৪)।

রাজা বিজ্ঞতা অন্বেষণ করেন, কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট নন (১:১৬-১৭)। তিনি "ক্ষিপ্রতা ও অজ্ঞানতার" অন্বেষণ করেন (১:১৭)। তিনি বিদ্যার অন্বেষণ করলেন, মদ্যপান, গৃহ নির্ম্মান, ফলবৃক্ষ রোপন, দাস-দাসী ক্রয়, গোমেষাদি, ধন সঞ্চয়, ও আনন্দদায়ক যৌনসংসর্গের অন্বেষণ করেন। উপদেশক, তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, এটিই শিক্ষা করলেন যে এ সকলই অসার। "সূর্য্যের নীচে" যা কিছু আছে, এই সকল কোন কিছুই অসার সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

উপদেশক যা কিছু বলেছেন তার চেয়ে অধিক কিছু করেছেন। তিনি তার উপসংহার উপস্থাপন করেছেন। এই উপসংহার পুস্তকের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। উপদেশক লোকদের তার ধর্ম্মোপদেশ শুনতে বলছেন, "সূর্য্যের নীচে" এই বর্তমান কালে তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে।

উপদেশকের প্রধান বিষয় হলো "সূর্য্যের নীচে" জীবন যাপনের ধরণ (১:৩, ১:৯, ১:১৪, ২:১১, ২:১৭-২০, ৩:১৬, ৪:১, ৪:৩, ৪:৭, ৪:১৫, ৫:১৩, ৫:১৮, ৬:১, ৬:১২, ৮:৯, ৮:১৫, ৮:১৭, ৯:৩, ৯:৬, ৯:৯, ৯:১১, ৯:১৩, ও ১০:৫)। "সূর্য্যের নীচে" শব্দগুচ্ছ এই বর্তমান "অভিশপ্ত" যুগের জীবনের বিষয় উল্লেখ করছে। এটি (আদমের পাপে) "পতিত" হওয়ার পর ও খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বের সময় উল্লেখ করছে যখন আর কোন অভিশাপ থাকবে না।

উপদেশকের খ্রীষ্টিয়ান পাঠকগণ জানে যে "সূর্য্যের নীচে" এই জীবন সর্বদা এরূপ থাকবে না। অন্য দিকে, এমন দিন আসছে যখন কোন অভিশাপ আর থাকবে না। বস্তুত: খ্রীষ্টিয়ানগণ স্মরণ করবেন যে এমন সময় আসছে যখন সূর্য্যের জন্য আর কোন প্রয়োজন হবে না **(প্রকাশিত বাক্য২১:২৩)**। ঐ সীমানায় এসে, জীবন আর "সূর্য্যের নীচে" থাকবে না। এটি হবে ঈশ্বরের প্রতাপের প্রকৃত জ্যোতির নীচে বাস করা। লোকেরা ঈশ্বরের পুত্রের "প্রদীপে" গমনাগমন করবেন। ঐ ক্ষেত্রে জীবন আর অসার হবে না, অভিশাপ আর হবে না।

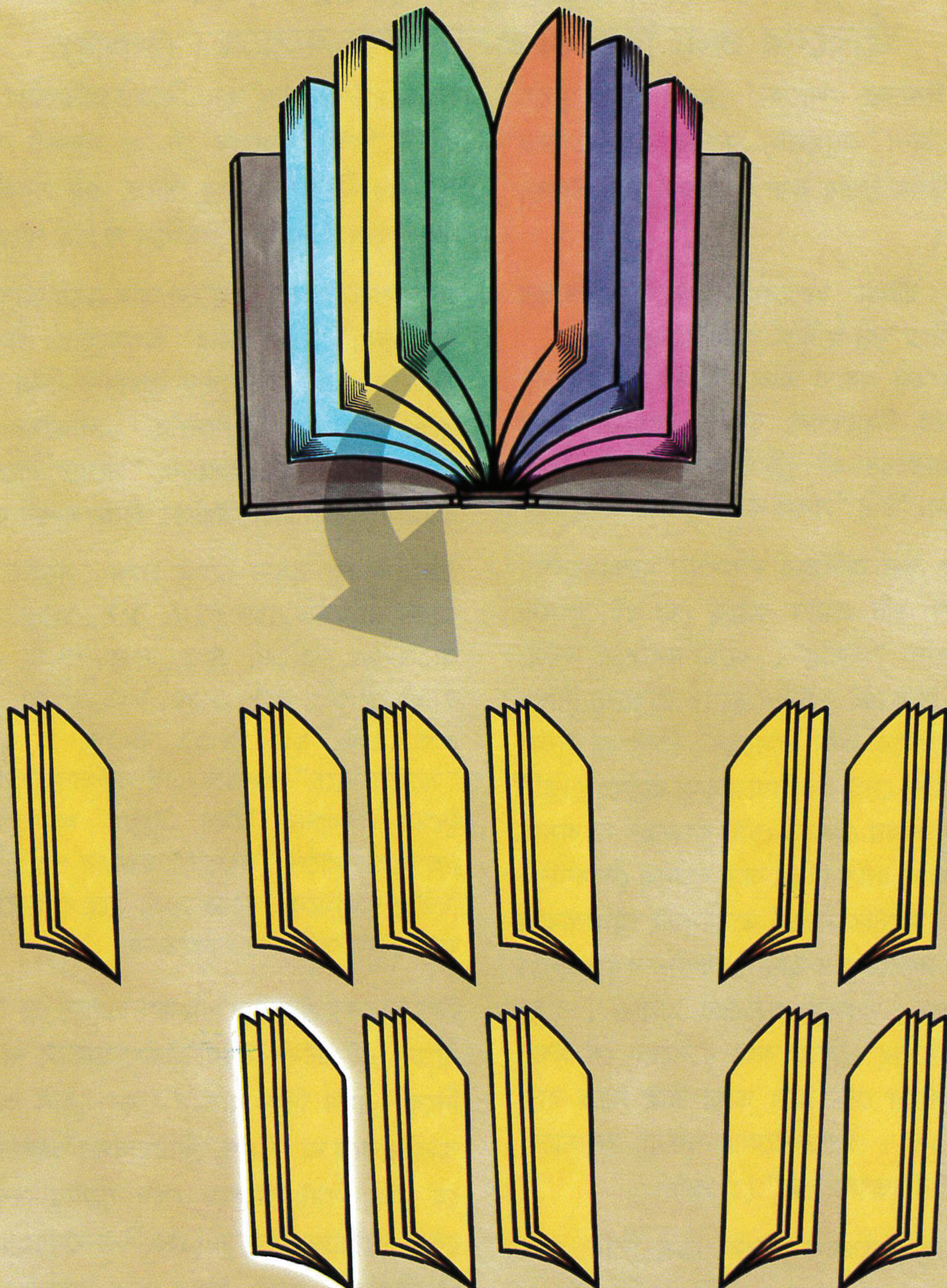

উপদেশক হলো চতুর্থ পুস্তক যেখানে ঈশ্বর ভক্তের জীবনের জন্য বিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে। (চলমান)

যাহোক, সেই দিন পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টিয়ানের প্রয়োজন বিজ্ঞতায় জীবন যাপন করা। উপদেশক ঐ বিজ্ঞতার অংশ প্রদান করছেন। এটি খ্রীষ্টিয়ানদের সঠিক নির্দেশনায় চালাবার জন্য পশু তাড়াবার লাঠি স্বরূপ **(উপদেশক ১২:১১)**।

উপদেশক ১:১, ১:১২, ও ২:-১২ পদের উপর ভিত্তি করে, শলোমন উপদেশকের লেখক। এটি এই ব্যাখ্যা করছে কেন উপদেশক লিখিত দলিল পুস্তকের হিতোপদেশ ও শলোমনের পরমগীতের মাঝখানে অবস্থিত। শলোমনের সাথে সংযুক্ত এই তিনটি পুস্তকই একত্রে অবস্থিত। উপদেশকে বর্নিত শলোমনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে, এই ধর্ম্মোপদেশগুলি সম্ভবত: তার জীবনের পরবর্তী সময়ে লিখিত হয়েছিল। এই ধর্ম্মোপদেশ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে তার পাপের বৎসর সমূহের পরে শলোমন অনুতপ্ত হয়েছিল। তিনি কখনও এটা চান্নি যে তার পাঠকগণও তার মত জীবন যাপন করুন। তিনি তার পাঠকদের ঈশ্বরে ভয় করতে এবং লোকদের তিনি যে দান দিয়েছেন তা উপভোগ করতে উৎসাহিত হোক (২:২৪-২৫, ৩:১১-১৪, ৫:১-৭, ৫:১৮-২০, ৭:১৩-১৪, ৮:১২, ৮:১৫-৯:১, ৯:৯-১০, ও ১২:১৩-১৪)।

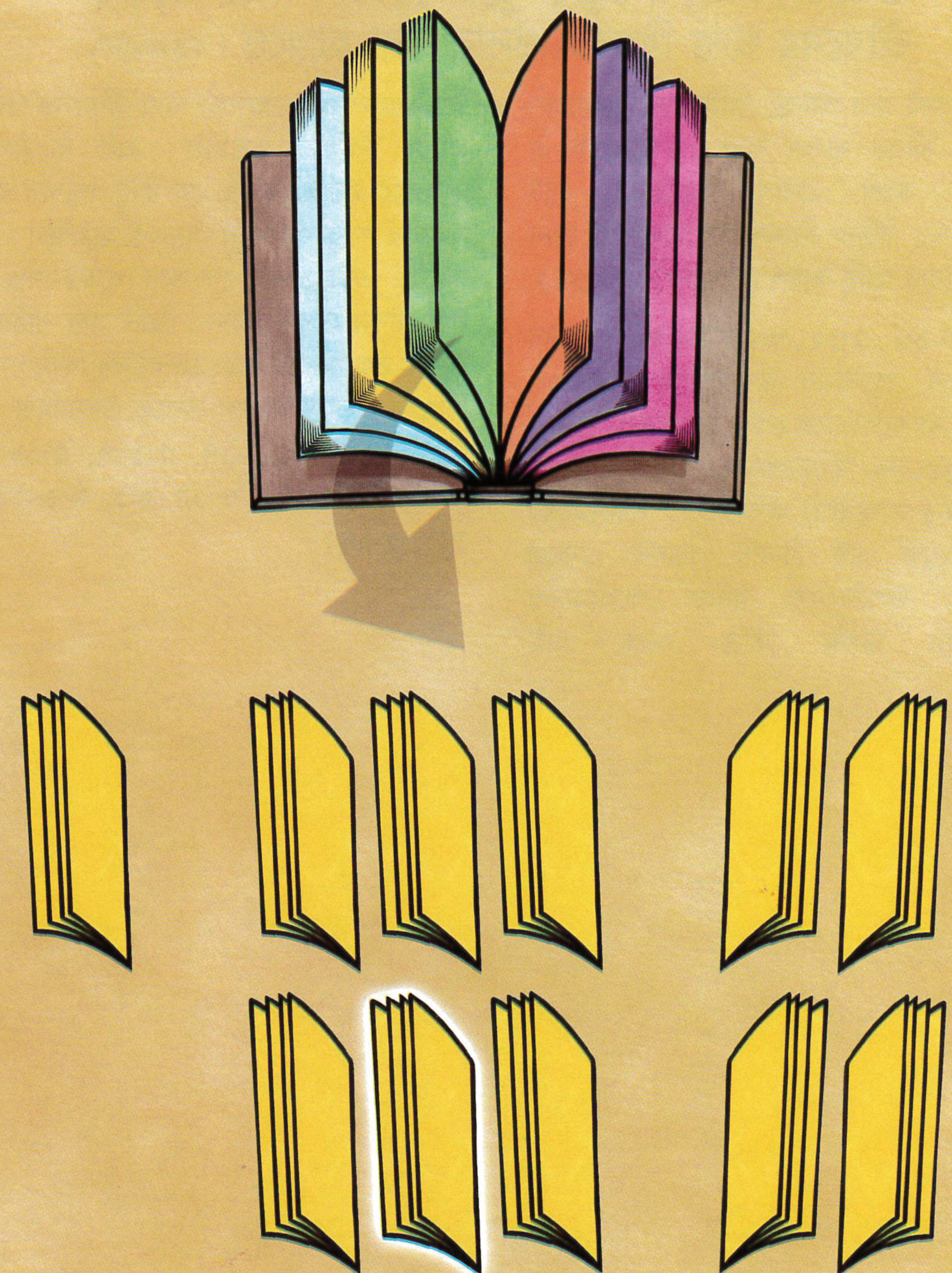

শলোমনের পরমগীত প্রেমের মৌলিক কাহিনীর গুণকীর্ত্তন করছে।

যেহেতু পুরাতন নিয়মের সমস্ত পুস্তকগুলি বিজ্ঞতা দ্বারা পরিপূর্ণ এবং "খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা আপনাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান তৈরী করে" **(২তীমথিয় ৩:১৫)**, পুরাতন নিয়মে পাঁচটিপুস্তক সংযুক্ত রয়েছে যা বিশেষভাবে বিজ্ঞতা সম্বন্ধীয়। এই পাঁচটি "বিজ্ঞতার" পুস্তক হলো গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও শলোমনের পরমগীত। এই পাঁচটি পুস্তক একত্রে লিখিত দলিল পুস্তকের মধ্যে অবস্থিত। এর প্রত্যেকটি পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বর্তমান যুগে জীবনের জন্য বিজ্ঞতা সম্বন্ধে পাঠককে শিক্ষা দেয়।

এই পাঁচটি বিজ্ঞতার পুস্তকে যে বিজ্ঞতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, ও শলোমনের পরমগীত বিজ্ঞতার এই পাঁচটি পুস্তক এই মন্দ ও যাতনাভোগের যুগে ঈশ্বরের লোকদের পবিত্র ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার জন্য সাহায্য করা হলো তাঁর "অনুগ্রহের সংকল্প" স্বরূপ।

বিজ্ঞতার পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে তাৎপর্য্যপূর্ণ ভিন্নতা রয়েছে। শলোমনের পরমগীতঅন্য পুস্তকগুলি থেকে ভিন্ন কারণ এটি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রেমের উপর কেন্দ্রীভুত।

শলোমনের পরমগীত (বা গীতগুলির গীত) হিতোপদেশ ও উপদেশকের মত শলোমনের সাথে সংযুক্ত। পুস্তকটি সম্ভবত: তার জীবনের শেষের দিকে শলোমনের দ্বারা লিখিত হয়েছিল (শলোমনের পরমগীত ১:১)। উপদেশকের মত, এই পুস্তক প্রমাণ দেয় যে তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শলোমন অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং তার পাপপূর্ণ জীবনের বিষয় বাস্তবিক তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যা তিনি যাপন করেছিলেন। তার পুস্তকগুলির মাধ্যমে প্রকৃত বিজ্ঞতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যা তিনি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। শলোমন তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যে অনুতপ্ত হয়েছিলেন তার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় **(২বংশাবলি ৯:২২-৩১)**। বংশাবলি লেখক (বংশাবলি লেখককে পরিচিত করবার জন্য ব্যবহৃত পন্ডিতের নাম) শলোমনের পাপের কথা লেখেননি। পরিবর্তে, তিনি লিখেছিলেন শলোমন ইয়াওয়ের সাথে সঠিক ছিল। বংশাবলি লেখক, এই মনোভাব ব্যক্ত করেন, শলোমনের উপর "দন্ড অনুমোদিত" হয়নি এবং শলোমন সম্বন্ধে তার "শেষ বাক্যে" ঐ দন্ডেরবিষয় উল্লেখ করেন। এটি প্রমাণিত হতে পারে যে শলোমন ইতিমধ্যে "নিজের বিচার" করেছিলেন এবং পাপের জন্য অনুতপ্তহয়েছিলেন। সম্ভবত: এটি একটি কারণ হতে পারে, বংশাবলি লেখক শলোমনের পাপের বিষয় উল্লেখ করার বিষয় প্রয়োজন মনে করেননি।

অতএব, শলোমনের পরমগীত, শলোমনের বাক্যে উপস্থাপিত হয়েছে যেমন তিনি প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে লিখেছেন। যাহোক, এই পুস্তকটি আত্মজীবনীনয়। এটি কোন যুবতী কুমারীর সাথে তার কোন প্রেমের কাহিনী নয়। **১রাজাবলি ১১** এ শলোমন যে ভাবে বর্ননা করেছেন তার উপর ভিত্তি করে, শলোমন একজন কুমারীর সাথে তার নিজের প্রেম সম্পর্কে লিখতে পারেন না। তা ছাড়া, শলোমন অনেক স্ত্রীলোককে প্রেম করতেন এবং অনেক স্ত্রী ও উপপত্নী গ্রহণ করেছিলেন **(১রাজাবলি ১১:১-৮)**।

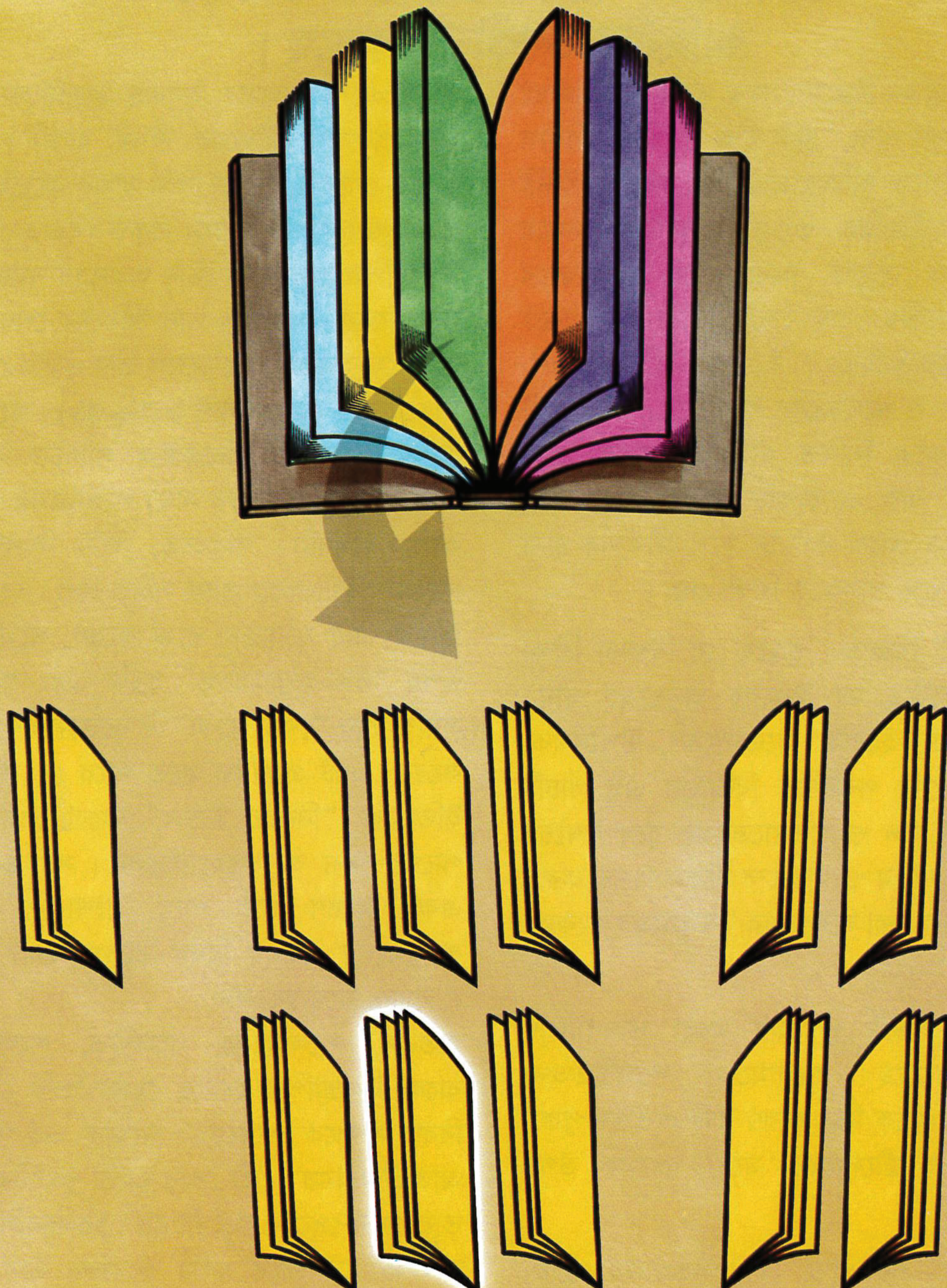

শলোমনের পরমগীত প্রেমের মৌলিক কাহিনীর গুণকীর্ত্তন করছে। (চলমান)

এই পুস্তকের প্রেমের কাহিনী অন্য স্ত্রীলোকের জন্য শলোমনের "প্রেম" নয়। শলোমনের পরমগীতের প্রেম খাঁটি ও প্রশংসার যোগ্য। এটি আদম ও হবার প্রেমের প্রতিচ্ছবি যা আদিপুস্তক ২ ও আদিপুস্তক ৩ এ পরস্পর অব্যহত ছিল। অতএব, এটি শলোমনে উপস্থাপিত তার নিজের প্রেম সম্পর্কে লিখিত নয়। তিনি এটি প্রেম সম্পর্কে লিখেছেন যা তিনি একজন মেষপালক বালক ও একজন বালিকার মধ্যে দেখেছিলেন যা মেষপালক বালকের নিজের গ্রামে ঘটেছিল।

পন্ডিতগণ শলোমনের পরমগীতে মূল চরিত্রের সংখ্যার উপর পার্থক্য করেছেন। নিম্নবর্নিত সম্ভাব্য উপায়ে কাহিনীটি পড়া যায়।

শলোমনের পরমগীতে চারটি মূল "চরিত্র" উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম চরিত্র, শূলম্মীয়ে রূপে একজন বালিকা কুমারীকে উল্লেখ করছে। সে উত্তম ও পবিত্র। সে দেখতে হবার সাদৃশ্য। দ্বিতীয় চরিত্র একজন বালক মেষপালকের। সে উত্তম ও পবিত্র। সে দেখতে আদমের সাদৃশ্য। তৃতীয় চরিত্র বাস্তবিক একদল মানুষ। এই লোকেরা প্রকাশিত প্রেম-কাহিনী দেখছে ও সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করছে। আর চতুর্থ চরিত্র শলোমন নিজে। এই কবিতায় শলোমন "নায়ক" নয়। পরিবর্তে, তিনি শূলম্মীয়ে কুমারী ও বালক মেষপালকের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তা ছাড়া, ঘটনা এই যে শলোমন এই কবিতাগুলির চরিত্রের মেষপালক ও শূলম্মীয়ে কুমারীর উত্তম গূণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী। অন্য দিকে, শলোমনের বিশ্বস্ততার অভাব ও ন্যায়পরতা যেমন পরিচিত তেমনি মেষপালক ও শূলম্মীয়ে কুমারীর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরতা সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য বিষয়। অনেক স্ত্রীলোককে শলোমন প্রেম করতেন আর মেষপালক ও শূলম্মীয়ে কুমারীর প্রতি একক-মনে উৎসর্গীকৃত অবস্থা সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য বিষয়।

শূলম্মীয়ে কুমারীর বিপরীতে শলোমনের একাধিক স্ত্রী। ঠিক একই ভাবে শলোমন শত শত স্ত্রীর প্রত্যাশা করেছিলেন, আবার শলোমনের প্রত্যাশিত শূলম্মীয়ে স্ত্রীলোক। বস্তুত: বিবাহের জন্য প্রস্তুত করতে, তিনি তাকে রাজবাড়ীর অন্ত:পুরে স্থান দিয়েছেন। যাহোক, শূলম্মীয়ে শলোমনকে প্রত্যাশা করেন না। তিনি তার হৃদয় একজন বালক মেষপালককে দিয়েছেন।

যদিও এমনকি এই গীত "শলোমনের পরমগীত" রূপে বর্ননা করা হয়েছে, তবে এটি নিশ্চিত নয় যে "শলোমনের পরমগীত" বাস্তবিক গাওয়া হয়েছিল কি না। তা ছাড়া, গীতসংহিতার অনেক অসম গীত যেখানে বাদ্যযন্ত্র সংযুক্ত আছে, সেখানে গানে কোন বাদ্যযন্ত্রের নির্দেশনা ছিল না। তাহলে এটি প্রেম সম্পর্কীত কবিতা রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

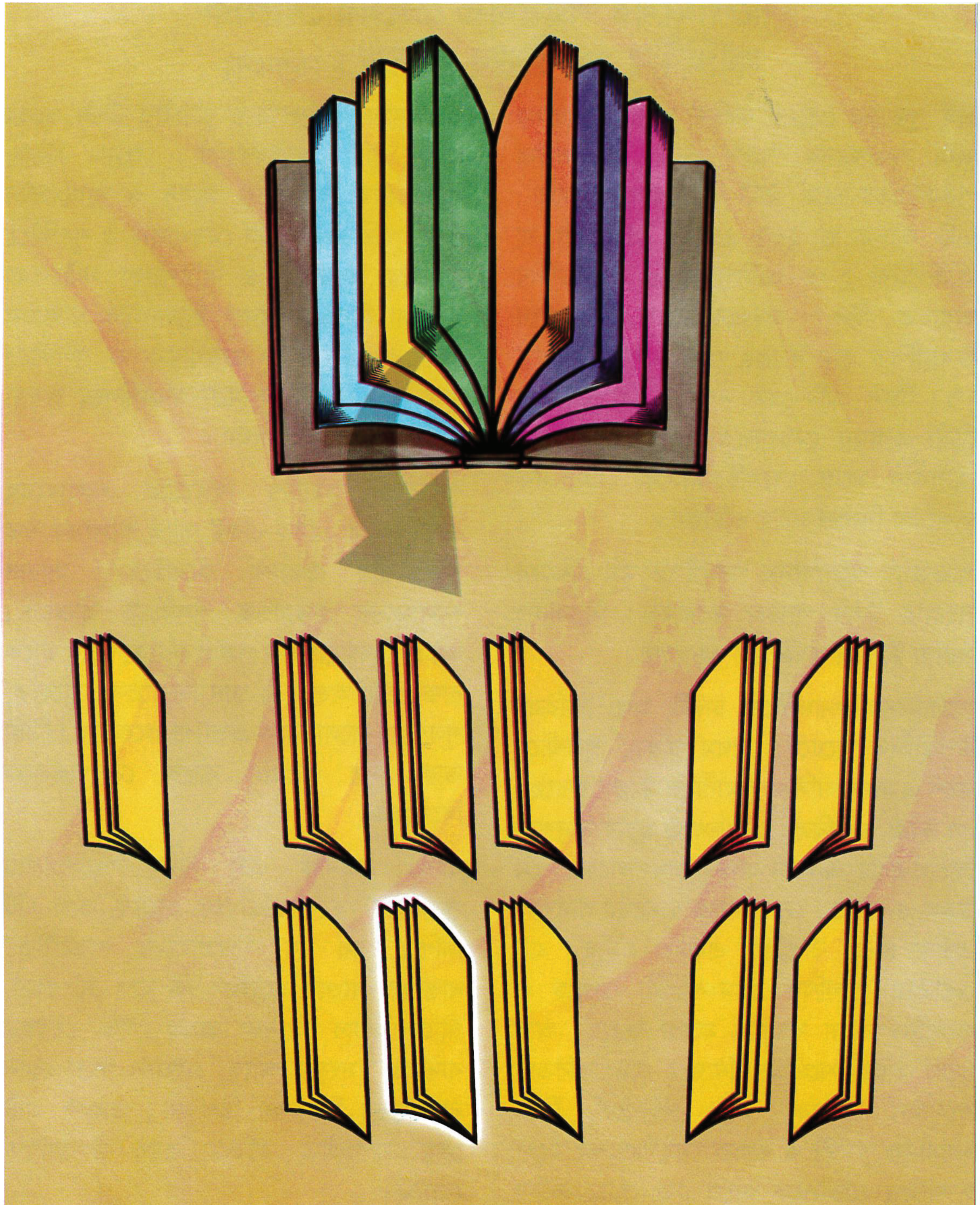

শলোমনের পরমগীত প্রেমের মৌলিক কাহিনীর গুণকীর্ত্তন করছে। (চলমান)

কবিতাটি খুবই সুন্দর, এটিকে শলোমনের পরমগীত” রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থ এই যে এটি “অন্য সকল গানের উর্দ্ধের গান” বা “গানগুলি মধ্যে অতিশয় মহান”। বাইবেলের অন্য স্থানে একই হিব্রু ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরের মহা পবিত্র স্থানকে “পবিত্রগণের পবিত্র” রূপে বর্ননা করা হয়েছে। আর যীশুকে “রাজাদের রাজা” রূপে বর্ননা করা হয়েছে।

পরমগীত, যা শলোমনের। **শলোমনের পরমগীত ১:১**

এত সুন্দর এই “গান” কি দিয়ে তৈরী? এটি সুন্দর কারণ এটি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রেম জাগিয়ে তুলেছে। যাহোক, এই পুস্তক গভীর গিরিসংকটের মধ্যে হওয়ার কারণে জাগতিকভাবে বিবাহ ও প্রেমের ঘটনার গুণকীর্ত্তণ করছে না। এটি গভীর গিরি সংকটের মধ্যে সংযুক্ত হওয়ার কারণে এটি ভিত্তিমূলক বিবাহে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে জাগতিকভাবে বিবাহে ব্যবহৃত হচ্ছে–যা খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে বিবাহের সদৃশ্য।

আবার, পরমগীত চারটি মূল চরিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে: একজন বালিকা শূলম্মীয়ে কুমারী, একজন বালক মেষপালক, এক দল লোক, ও রাজা শলোমন।

শূলম্মীয়ে স্ত্রীলোক জাগতিক রাজার (শলোমন) দ্বারা অনুকরণীয় হতে পারে। তাকে মহা সম্পদ ও সম্মান দেওয়া হয়েছে। যাহোক, শূলম্মীয়ে রাজাকে বাদ দিয়ে একজন দরিদ্র মেষপালককে মনোনীত করেছিল কারণ সে মেষপালক বালকের মধ্যে মহা মূল্যবান কোন কিছু দেখতে পেয়েছিল এবং সে বাস্তবিক তাকে প্রেম করত। তার মনোনয়নের কারণে স্ত্রীলোকটি যাতনাভোগ করেছিল। এতে রাজার সাথে অন্তরঙ্গ হতে তাকে আরও দুরবর্তী করেছিল।

পরমগীতের কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ , পরিশেষে বলা যায়, এটি খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে “বিবাহের” প্রতিচ্ছবি। মন্ডলী, শূলম্মীয়ে স্ত্রীলোকের মত, জগতকে বিবাহ করতে পারে। প্রত্যেকে তাকে পাওয়ার প্রত্যাশা করে। ঠিক একই ভাবে শলোমন শূলম্মীয়েকে ধন ও সম্মান প্রদান করেছিল, জগত সাময়িকভাবে মন্ডলীকে ধন ও সম্মান প্রদান করে। কিন্তু শূলম্মীয়ে শলোমনকে পছন্দ করে না। আর মন্ডলীও জগতকে পছন্দ করে না। পরিবর্তে, মন্ডলী একজন “অপরিচিত” মেষপালককে মনোনীত করেছে। মন্ডলী জগতের অন্তরঙ্গ হবে না। সে তার আন্তরিকতা মেষপালকের জন্য রক্ষা করছে। এটাই পরমগীতের স্মরণীয় মৌলিক কাহিনী।

পরমগীত ও আদিপুস্তক ২ ও ৩ এর মধ্যে অনেক সংযোগ আছে। আদিপুস্তক ২ ও ৩ শলোমনের পরমগীতের পূর্বে লিখিত হয়েছে। অতএব, এই দুটি অধ্যায় শলোমনের পরমগীত থেকে কোন ভাষা “ধার” করে নাই। যাহোক, শলোমনের পরমগীত আদিপুস্তক ২ ও ৩ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভাষা “ধার” করেছে। শলোমন আদিপুস্তক ২ ও ৩ থেকে শব্দ ও জ্ঞান ধার করেছে কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে তিনি আদিপুস্তকের প্রতি যে সংযোগ তৈরী করেছেন তা যেন তার পাঠকগণ দেখতে পায়। শলোমনের পরমগীত, ঠিক আদিপুস্তক ২ এর মত, বৃক্ষ ও ফল ও নদী ও মূল্যবান পাথরের সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে।

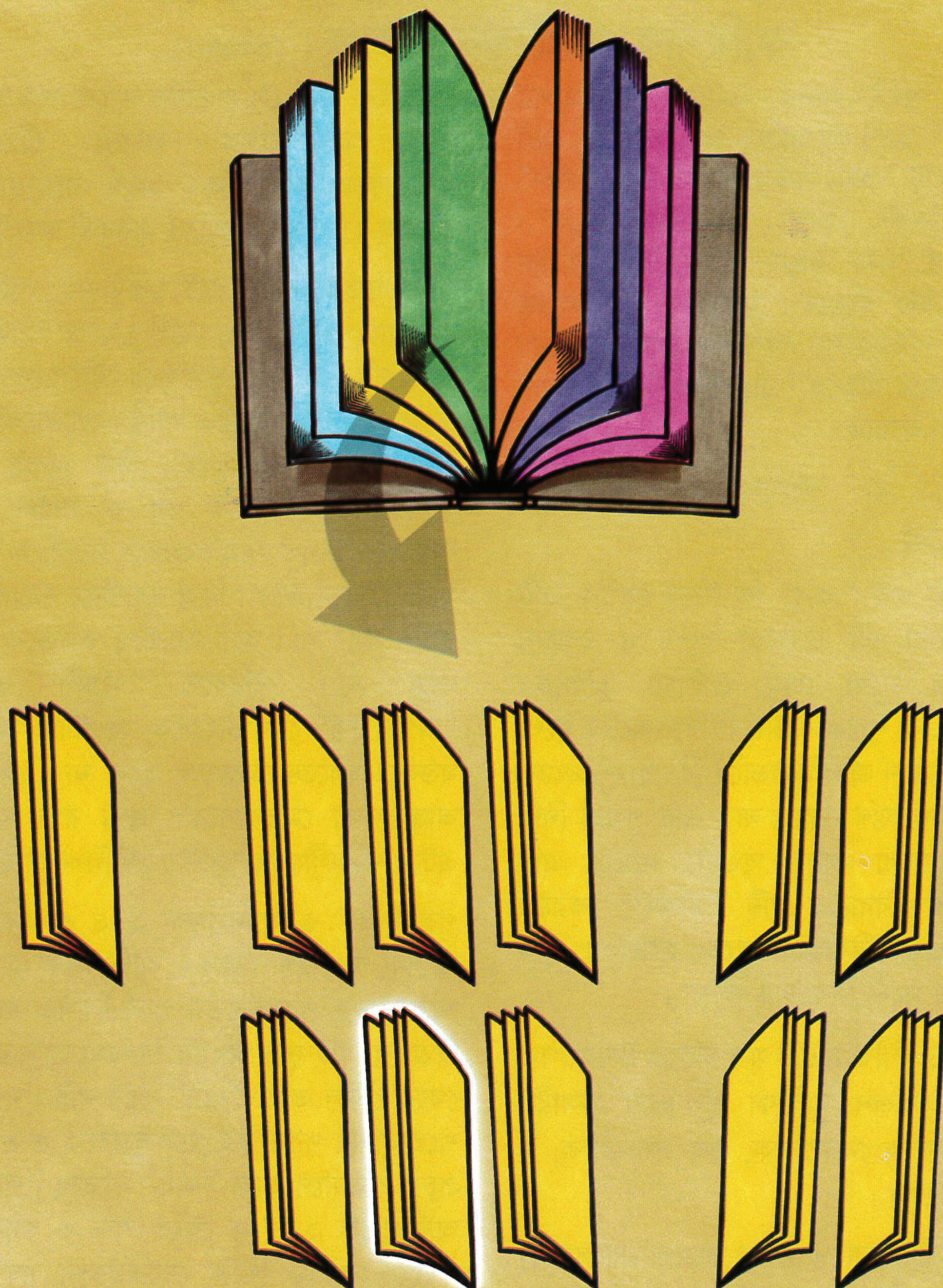

লিখিত দলিল পুস্তক

শলোমনের পরমগীত প্রেমের মৌলিক কাহিনীর গুণকীর্ত্তন করছে। (চলমান)

শলোমনের পরমগীতে মেষপালক ও শূলম্মীয়ে স্ত্রীলোকের সাদৃশ্য আদম ও হবার বিষয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অভিপ্রেত বলে মনে হয়।

কিন্তু শলোমনের পরমগীত কবিতার অবয়বে আদম ও হবার পুনঃবলা কাহিনী নয়। তা ছাড়া, এটি আদম হবার কাহিনীর একটি নূতন "সংস্করণ"। আদম ও হবার কাহিনীর এই "সংস্করণে" পুরুষ ও স্ত্রীলোক পাপ করতে পারে না। তারা পরস্পর স্বাধীনভাবে কার্য্য শুরু করে না। তারা পরস্পর বিশ্বাস করে, তাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করে, এবং তারা উভয়ই তাদের কর্তব্য পূর্ণতাসাধন করে।

জ্ঞানবান পালক ও শিক্ষক কিভাবে শলোমনের পরমগীত ব্যবহার করবে?

১। শলোমনের পরমগীত মানবীয় বিবাহের গুনকীর্ত্তন করে। বস্তুত: এই গীত গিরিখাদের বর্ননা করছে যে ঐ বিবাহ সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বের বিষয়। এই গীত বর্ননা করছে যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহ উত্তম ও অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করা আবশ্যক। পতিত হওয়ার পূর্বে এটাই সত্য ছিল (পতিত হওয়াকে পন্ডিতগণ আদমের পাপ ও এর ফলাফল স্বরূপ উল্লেখ করেছেন)। পতিত হওয়ার পর এও সত্য হলো।

২। শলোমনের পরমগীতপুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক সম্পর্কের বর্ননা করছে। পুরুষ স্ত্রীলোককে মূল্যবান জ্ঞান করে ও স্ত্রীলোক পুরুষকে সম্মান করে। স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের গভীরতম প্রত্যাশা থাকে এবং পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের গভীরতম প্রত্যাশা থাকে। কোন ব্যক্তিই এই সম্পর্কে নিষ্ঠুর বা অন্যায় ব্যবহার করে না।

৩। শলোমনের পরমগীতে একজন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কের গুণকীর্ত্তন করা হয়েছে। গীত বর্ননা করছে যে যৌনতা বিবাহিত লোকদের প্রতি ঈশ্বরের একটি উত্তম দান। এই দান স্বামী ও স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল এবং এর অভিপ্রেত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে সন্তুষ্ট করেছে।

৪। শলোমনের পরমগীত সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে ঈশ্বরের গৃণকীর্ত্তন করছে। তিনি উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বিবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, বিবাহের মনোনয়ন ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও সৃজনশীলতার গৃণকীর্ত্তন করে।

৫। শলোমনের পরমগীত খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি।মানবীয় বিবাহ সম্পর্কীত বাক্য থেকে খ্রীষ্ট ও মন্ডলী সম্পর্কীত বাক্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া খ্রীষ্টিয়ানের জন্য খুবই স্বাভাবিক। এটাই যথার্থ যখন প্রেরিত **পৌল ইফিষীয় ৫:২২-২৩** পদে বিবাহ সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন। যাহোক, মানবীয় বিবাহ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তাঁকে খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে "বিবাহ" সম্বন্ধে কথা বলতে চালিত করেছিল। শলোমনের পরমগীতের প্রতিচ্ছবি হলো খ্রীষ্ট মন্ডলীকে কত প্রেম করেন ও মন্ডলীর জন্য প্রত্যাশা করেন ও মন্ডলীর জন্য যুদ্ধ করেন।

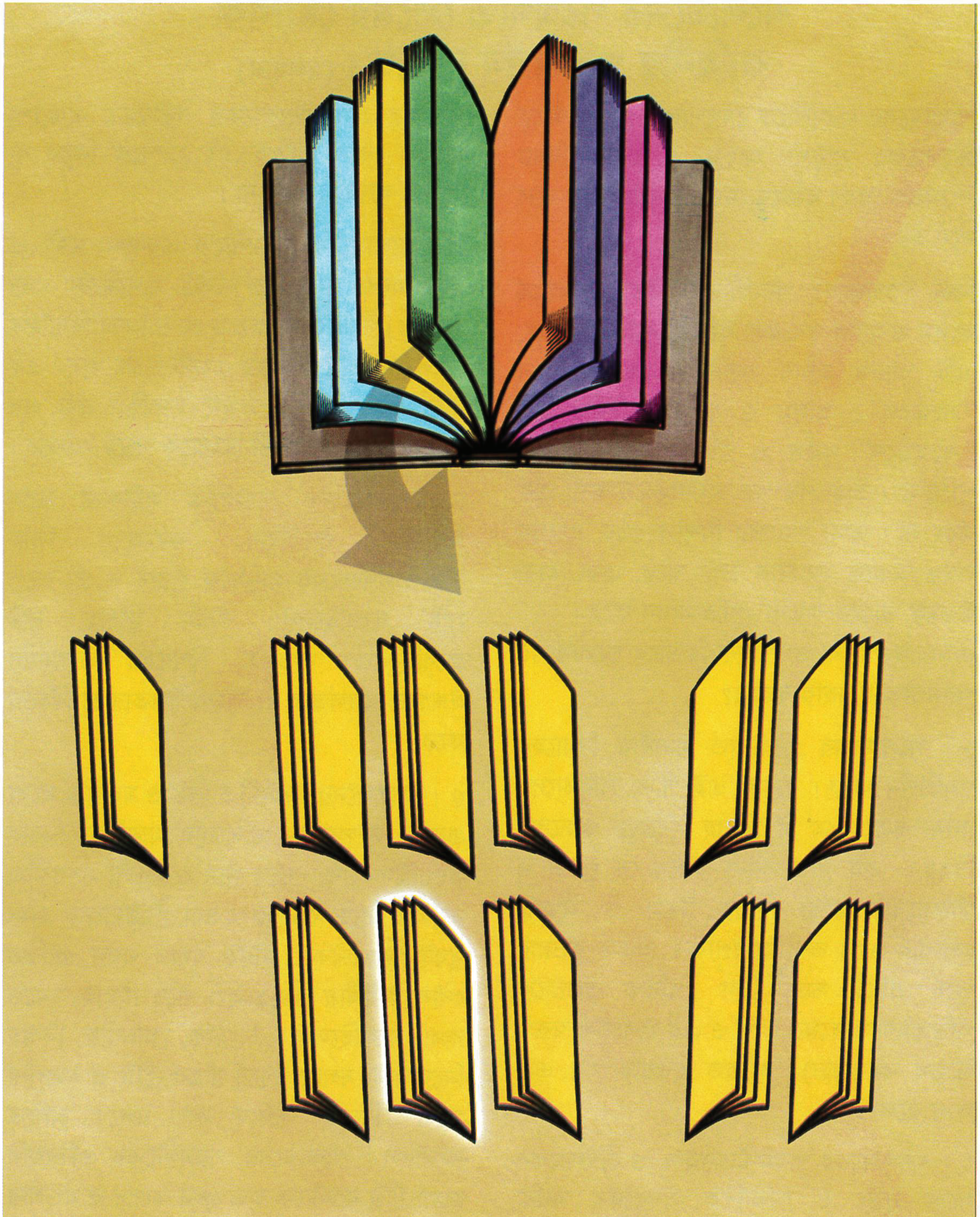

শলোমনের পরমগীত প্রেমের মৌলিক কাহিনীর গুণকীর্ত্তন করছে। (চলমান)

শলোমনের পরমগীত মন্ডলীর সৌন্দর্য্য ও শক্তি ও বিনীতভাবের গূণকীর্ত্তন করে। সে জগতের সাথে ব্যাভিচার করে না।

৬। শলোমনের পরমগীত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি খ্রীষ্টিয়ানের বুঝবার শেষ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (শেষ বিষয়ের অধ্যায়ন হলো **শেষ বিচারস্বরূপ** কোন কোন বিষয় উল্লেখ করা)।শলোমনের পরমগীতএর কাহিনী হলো বিবাহের কাহিনী–মানবীয় বিবাহ ও খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে বিবাহ। জাগতিক বিবাহ হলো অস্থায়ী। মৃত্যু সকল জাগতিক বিবাহের পরিসমাপ্তি ঘটায়। যাহোক, খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে বিবাহ অনন্তকাল স্থায়ী। শূলম্মীয়ে মেষপালকের সাথে তার বিবাহের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে যাতনাভোগ করছিল। খ্রীষ্টিয়ানগণও সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছে যে দিন এক মহা বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বিবাহ অনুষ্ঠানের দীর্ঘ বিলম্বের কারণে খ্রীষ্টিয়ানগণও যাতনাভোগ করছে। খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে বিবাহ **প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬-৯ পদ দেখুন**।

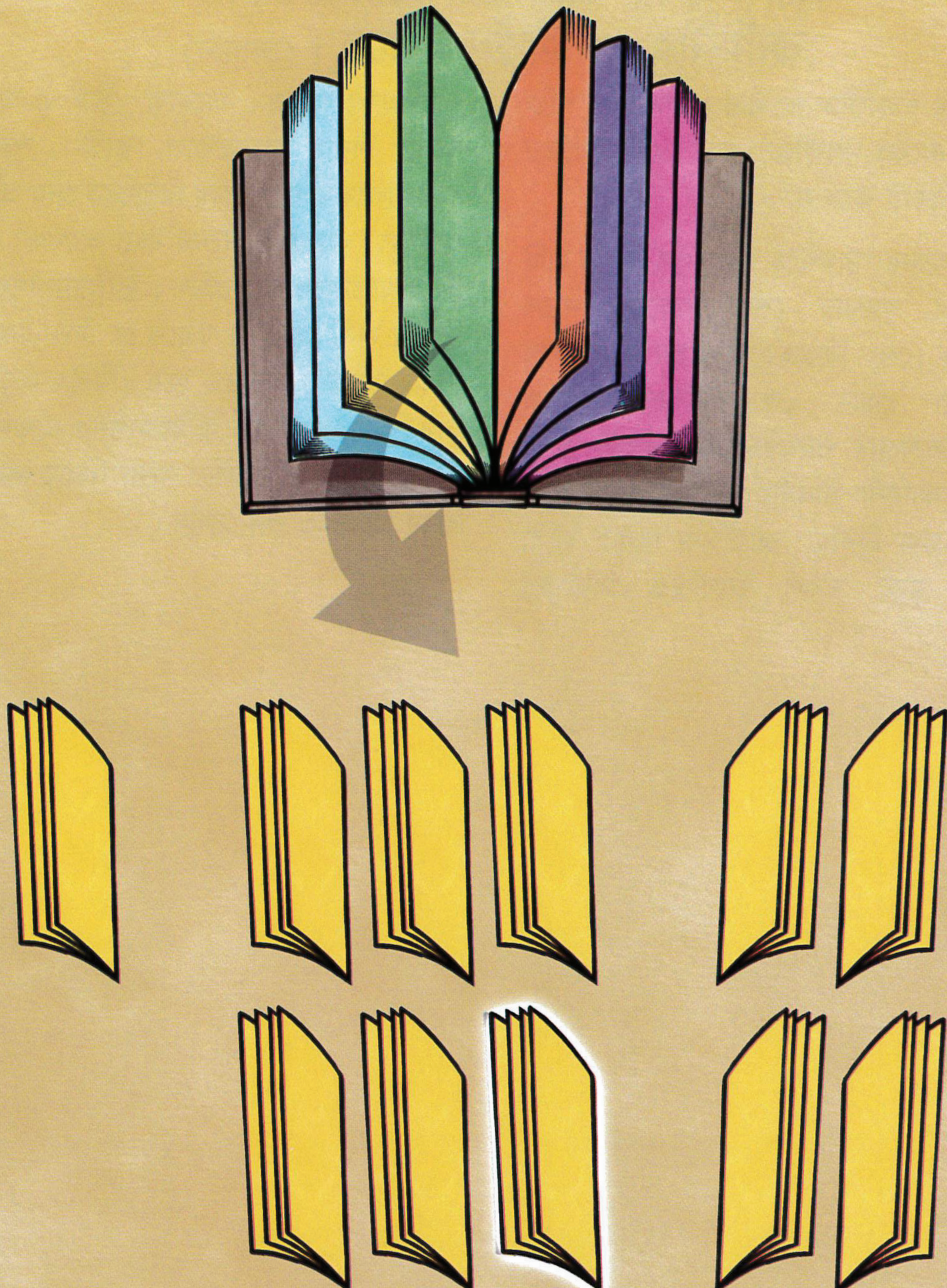

যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ

মনস্তাপ একটি মানবীয় আবেগ যা পতন হওয়ার পূর্বে প্রকাশ হয় না (পতন এমন একটি বিষয় যা পন্ডিতগণ আদমের পাপ ও এর ফলাফল উল্লেখ করতে ব্যবহার করে থাকেন)। যাহোক, আদমের পাপের কারণে, সমস্ত মানুষই মনস্তাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়েছে। মনস্তাপ হলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু হারানো, পরিবর্তন করা, কেড়ে নেওয়া, ধ্বংস হওয়া বা মৃত্যু হওয়ার মত অতিশয় তীব্র দুঃখের প্রবল আবেগের প্রকাশ।

বস্তুত: মনস্তাপ প্রকাশ হওয়ার অর্থ এই যে বিলাপ প্রকাশ হচ্ছে।বিলাপ মনস্তাপের শিল্পিসুলভ আবেগ প্রকাশ করে। বিলাপ, মনস্তাপের মত, পতনের পূর্বে প্রকাশ হয় না। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পর তারা অন্তত: একইভাবে প্রকাশ হবে না। (খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পর, তাঁর লোকদের জন্য বিজয়ী হওয়ার স্মারক চিহ্ন স্বরূপ বিলাপ করা হবে!) সাধারণত: বিলাপ কবিতা বা গানের অবয়ব ধারণ করে থাকে। বিলাপ অতিশয় তীব্র, হৃদয়-বিদারক দুঃখে পূর্ণ থাকে। তারা সতর্কতার সাথে লেখকের ভিতরের নিদারুণ মনস্তাপ ও কষ্ট অনুভব করতে মানুষকে সাহায্য করতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

এটাই বাস্তবতা যে কেন বিলাপ পুস্তক লিখিত হয়েছিল। যিরূশালেমের ধ্বংস সম্বন্ধে লেখকের মনস্তাপের প্রকাশ স্বরূপ এটা লিখিত হয়েছিল। লেখকের কষ্ট অনুভব করতে পাঠক অনুমোদিত। কিন্তু এটা ঠিক একজন ব্যক্তির মনস্তাপের শিল্পিসুলভ প্রকাশ নয়।এটি একটি সম্মিলিত বিলাপ (অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকেরা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করবে)।

বিলাপের প্রথম শব্দ হলো "হায়"। বস্তুত: বিলাপ ১, ২, ও ৪ সবই "হায়" দ্বারা শুরু হয়েছে।

হায়, সেই নগরী কেমন একাকিনী বসিয়া আছে,
যে লোকে পরিপূর্ণা ছিল। **বিলাপ ১:১**
প্রভু আপন ক্রোধে সিয়োন-কন্যাকে
কেমন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছেন! **বিলাপ ২:১**
হায়, সুবর্ণ কেমন মলিন হইয়াছে!
বিমল কাঞ্চণ কেমন বিকৃত হইয়াছে!
বিলাপ ৪:১

হিব্রু শব্দ "হায়", যখন ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষরগুলিতে ভিন্ন বর্ণমালায় প্রকাশ করা হয়েছে, তখন অক্ষর সাজালে হয়েছে "ইচা"। এটা বুঝা যাচ্ছে যে কেন যিহূদীরা মাঝে মাঝে "ইচা"র ("হায় এর গুটানো কাগজ") গুটানো পুস্তক স্বরূপ বিলাপের উল্লেখ করত।

বিলাপে পাঁচটি কবিতা আছে। পাঁচটি কবিতা সুস্পষ্টভাবে একত্রে সন্নিবেশিত কারণ তারা একই নমূনা অনুসারে গঠিত । পুস্তকের কবিতাগুলি ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বাবিল কর্তৃক যিরূশালেম ও মন্দিরের ধ্বংস প্রকাশ করতে লিখিত হয়েছিল।

বিলাপ পুস্তকের বিলাপগুলি বর্তমান কালের যিহূদীদের দ্বারা ঐতিহ্যগতভাবে পড়া হতো। এই হলো যিহূদীদের উপবাসের দিন যা জুলাই মাসে পালিত হতো। ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে (বাবিলীয়দের দ্বারা), যিরূশালেমের পতন স্মরণ করতে,

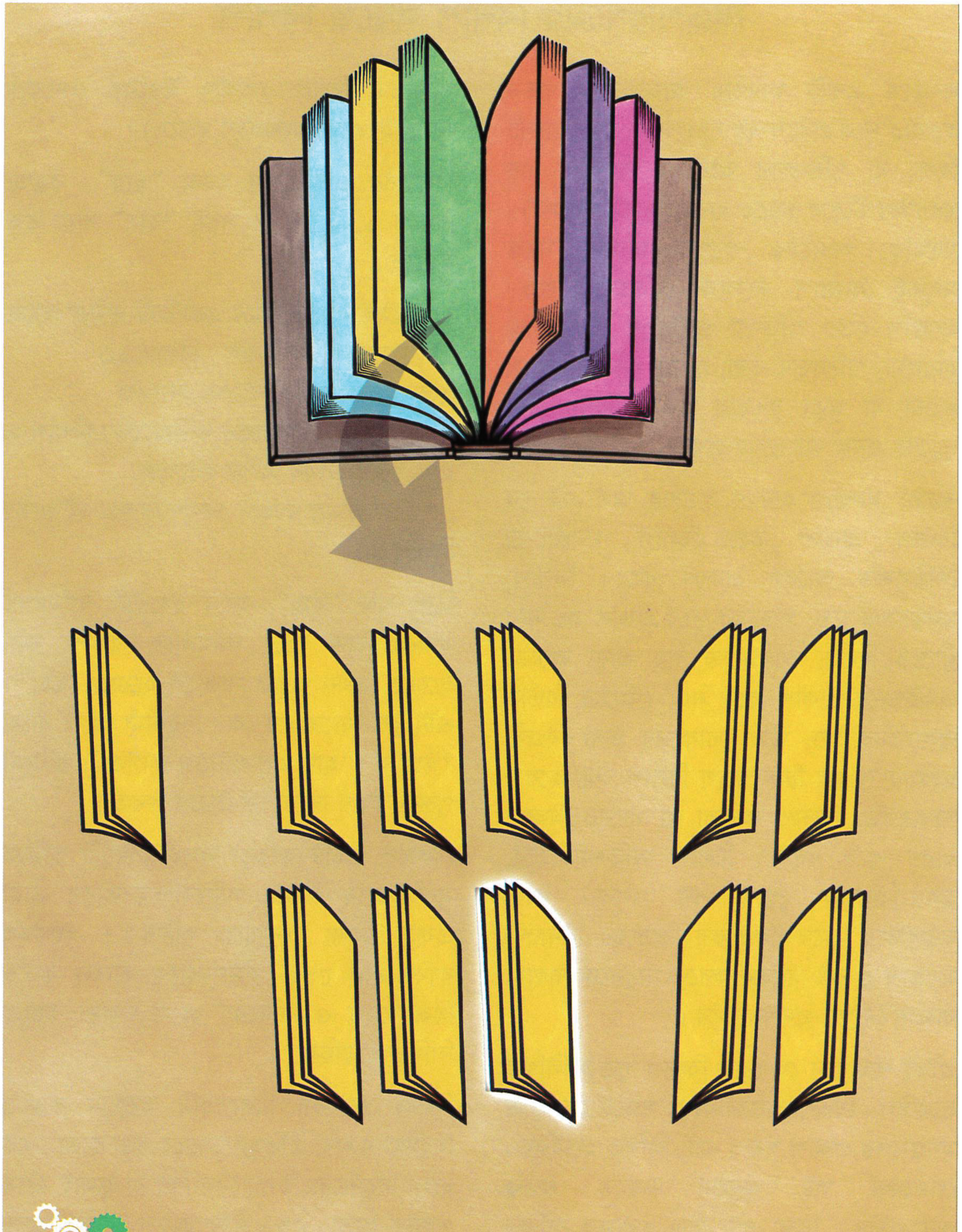

যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ (চলমান)

৭০ খ্রীষ্টাব্দে (রোমানদের দ্বারা) যিরূশালেমের পতন স্মরণ করতে, যিহূদী জাতির অন্য দুর্যোগ (বিংশ শতাব্দির সৃশংস হত্যাকান্ডের মত) স্মরণ করতে বিলাপ পড়া হতো।

পরম্পরাগতভাবে, বিলাপ ভাববাদী যিরমিয়ের সাথে সংযুক্ত আছে। এই কারণে আধূনিক ইংরেজি বাইবেলে যিরমিয়ের পুস্তকের পরেই বিলাপ পুস্তক অবস্থিত। সেপ্টুজিন্টে (মাঝে মাঝে LXX রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে) **বিলাপ ১:১** এ লেখক রূপে যিরমিয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যিরমিয় নিশ্চিতভাবেই লেখক হতে পেরেছেন। তার ভাববাদীরূপে কার্য্যকালীন সময়ে প্রচুর কষ্টের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যিরূশালেমের বিনাশ দেখেছিলেন। আর যিরিমিয় বিলাপের সাথে খুবই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি "রাজা যোশিয়ের জন্য বিলাপ করেছিলেন" যখন যোশিয় মারা গেলেন **(২বংশাবলি ৩৫:২৫)**। আর তিনি যিরূশালেমের উপর আগত ধ্বংসের কারণে লোকদের "বিলাপ" করতে আহ্বান করেছিলেন **(যিরমিয় ৪:৮, ৬:২৬, ৭:২৯, ৯:২০ ও ৪৯:৩)**। এটি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে যিরমিয় বিলাপ লিখতে পেরেছিলেন। যাহোক, এটা নিশ্চিত নয় যে যিরমিয় লেখক ছিলেন।

কোন ভাববাদী বিলাপ লিখেছেন এটা কোন বিষয় নয়, এটি পরিষ্কার যে লেখক ঈশ্বরকে প্রেম করেন, ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে তার বিশ্বাস আছে **(বিলাপ ৩:২২-২৪)**, ঈশ্বরের স্থানকে প্রেম করেন, এবং ঐ স্থানে ঈশ্বরের লোকেরা পুন:স্থাপিত হয়েছে তা দেখবার প্রত্যাশা করেন।

লেখক একজন বিশেষ গুণবিশিষ্ট কবি ছিলেন। পাঁচটি কবিতার প্রত্যেকটি সতর্কতার সাথে সাজানো হয়েছে। বস্তুত: প্রথম চারটি অধ্যায় **ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার আদর্শে** লিখিত হয়েছে। এই বিশেষ আদর্শে, কবিতার প্রথম শব্দটি হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর দ্বারা শুরু হয়েছে। কবিতার প্রত্যেক নূতন "পদ" হিব্রু বর্ণমালার পরবর্তী অক্ষর দ্বারা শুরু হয়েছে। হিব্রু বর্ণমালায় ২২টি অক্ষর আছে। অতএব, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ১, ২, ও ৪ অধ্যায় প্রত্যেকের ২২টি করে পদ আছে। এই তিনটি কবিতার প্রত্যেকটি নমূনা অনুসারে শুরু হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর দ্বারা বিলাপ ২:১ শুরু হয়েছে। হিব্রু বর্ণমালার শেষ অক্ষর দ্বারা বিলাপ ২:২২ শুরু হয়েছে।

ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার আদর্শে লিখিত কবিতা পাঠককে একটি বার্তা দিচ্ছে। বার্তাটি পরিপূর্ণতার বার্তা বলে মনে হয়। লোকেরা অন্য ভাষার বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করে বার্তা পাঠিয়ে থাকে। যেমন, ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষর A. বর্ণমালার শেষ অক্ষর Z. যদি কোন মানুষ কোন বিশেষ বিষয়ে শিখতে চায়, তবে সে অবশ্যই বলবে, আমাকে A to Z থেকে সব কিছু শিখান।

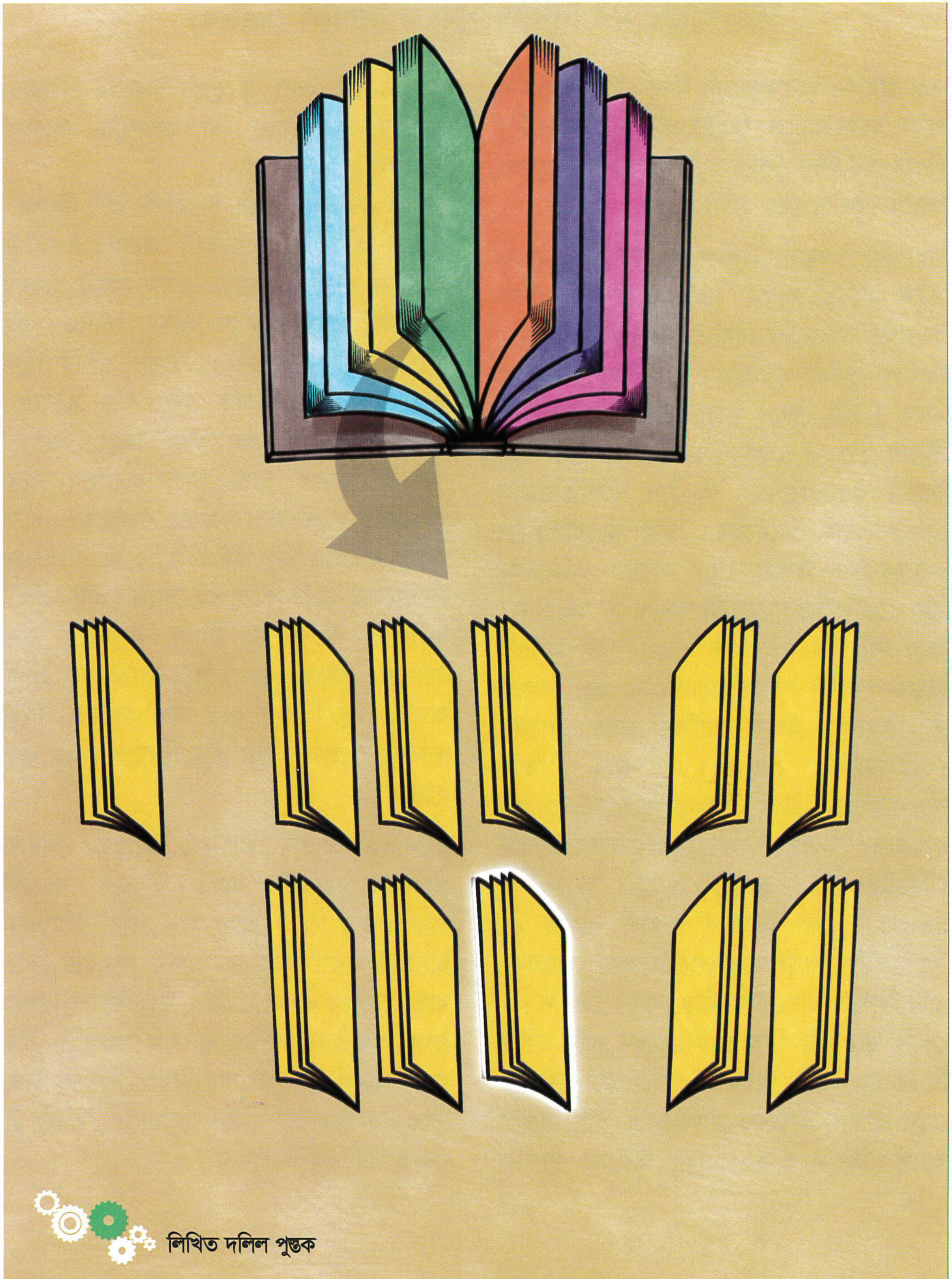

লিখিত দলিল পুস্তক

যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ (চলমান)

বিলাপের এই কবিতাগুলিতে কি বলা হচ্ছে এতে বুঝা যায়। তারা ইস্রায়েল জাতির পূর্ণ মনস্তাপ প্রকাশ করছে। তারা যিরূশালেমের সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রকাশ করছে। যে স্থানে ঈশ্বরের লোকেরা বিশ্রাম নিতে পারত তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। যিরূশালেম, ও যিরূশালেমের মধ্যে মন্দির, আর নেই।

যিরূশালেমের ধ্বংসের জন্য লেখক ঈশ্বরকে দোষারোপ করেননি। তিনি স্বীকার করছেন যে ইস্রায়েল পাপ করেছে ও তাদের উপরে যে ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে তা তারা প্রাপ্য।

যিরূশালেম অতিশয় পাপ করিয়াছে,
এই জন্য ঘৃণাস্পদ হইল ;
যাহারা তাহাকে সম্মান করিত, তাহারা তাহাকে তুচ্ছ করিতেছে,
কারণ তাহার উলঙ্গতা দেখিতে পাইয়াছে ;
সে আপনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে,
মুখ পিছনে ফিরাইতেছে।
তাহার অশৌচ বস্ত্রের অঞ্চলে ছিল,
সে আপনার শেষফল মনে করিত না,
এই জন্য আশ্চর্য্যরূপে অধঃপতিত হইল ;
তাহাকে সান্তনা করিবার কেহ নাই ;
আমার দুঃখ দেখ, হে সদাপ্রভু,
কারণ শত্রু দর্প করিয়াছে" **বিলাপ ১:৮-৯**

কিন্তু মনোযোগী পাঠকগণ মনে রাখবেন যে বিলাপ ১, ২, ও ৪ থেকে বিলাপ ৩ ভিন্ন। এটি হিব্রু বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করে ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার আদর্শে লিখিত হয়েছে। যাহোক, ৩ অধ্যায়ে ৬৬টি পদ আছে। এই নির্দিষ্ট অধ্যায়ে, প্রত্যেক পদের শুরুতে বর্ণমালা পরিবর্তনের পরিবর্তে (বিলাপ ১, ২, ও ৪ এর মত) হিব্রু বর্ণমালার পরের অক্ষরে পরিবর্তিত হয়ে প্রত্যেক তৃতীয় পদের শুরুতে অবস্থান গ্রহণ করে। এই "অধিকতর সুস্পষ্ট নমূনা" ৩ অধ্যায়ের উপর বিশেষ জোর প্রদান করে। তা ছাড়া, বিলাপ ৩ অধ্যায়, বিলাপ ১, ২, ৪, এর মত "হায়" (ইচা) শব্দ দিয়ে শুরু হয়নি।

বিলাপ ৩ সম্বন্ধে দুর্লভ বিষয় কি ? এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই অধ্যায়ে, লেখক নগরীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের আশু ক্রোধের উপর কেন্দ্রীভুত করেননি। বরং, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয় কেন্দ্রীভুত করেছেন। প্রথম পদ নগর সম্বন্ধে নয়। এটি "একজন মানুষ সম্বন্ধে যিনি শারিরীক বা মানসিকক্লেশ দেখেছেন"।

আমি সেই ব্যক্তি, যে তাঁহার ক্রোধের
দন্ডঘটিত দুঃখ দেখিয়াছে।
আমাকে তিনি চালাইয়াছেন,
আর গমন করাইয়াছেন অন্ধকারে, আলোকে নয়।
সত্যই আমার বিরুদ্ধে তিনি আপন হস্ত ফিরান ;
সমস্ত দিন পুন: পুন: ফিরান।

বিলাপ ৩:১-৩

এই অধ্যায়, অনেক গীতসংহিতার মত, একজন মানুষের একাকী দুঃখভোগের প্রতিচ্ছবি। এই মানুষটি ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার পেতে, তাঁর কাছে ক্রন্দন করছেন।

"হে প্রভু, তুমি আমার প্রাণের বিবাদ সকল নিষ্পত্তি করিয়াছ ;
আমার জীবন মুক্ত করিয়াছ।
হে সদাপ্রভু, তুমি আমার প্রতি কৃত উপদ্রব দেখিয়াছ,
আমার বিচার নিষ্পত্তি কর।
উহাদের সমস্ত প্রতিশোধ ও আমার বিরুদ্ধে
কৃত সমস্ত সঙ্কল্প তুমি দেখিয়াছ।

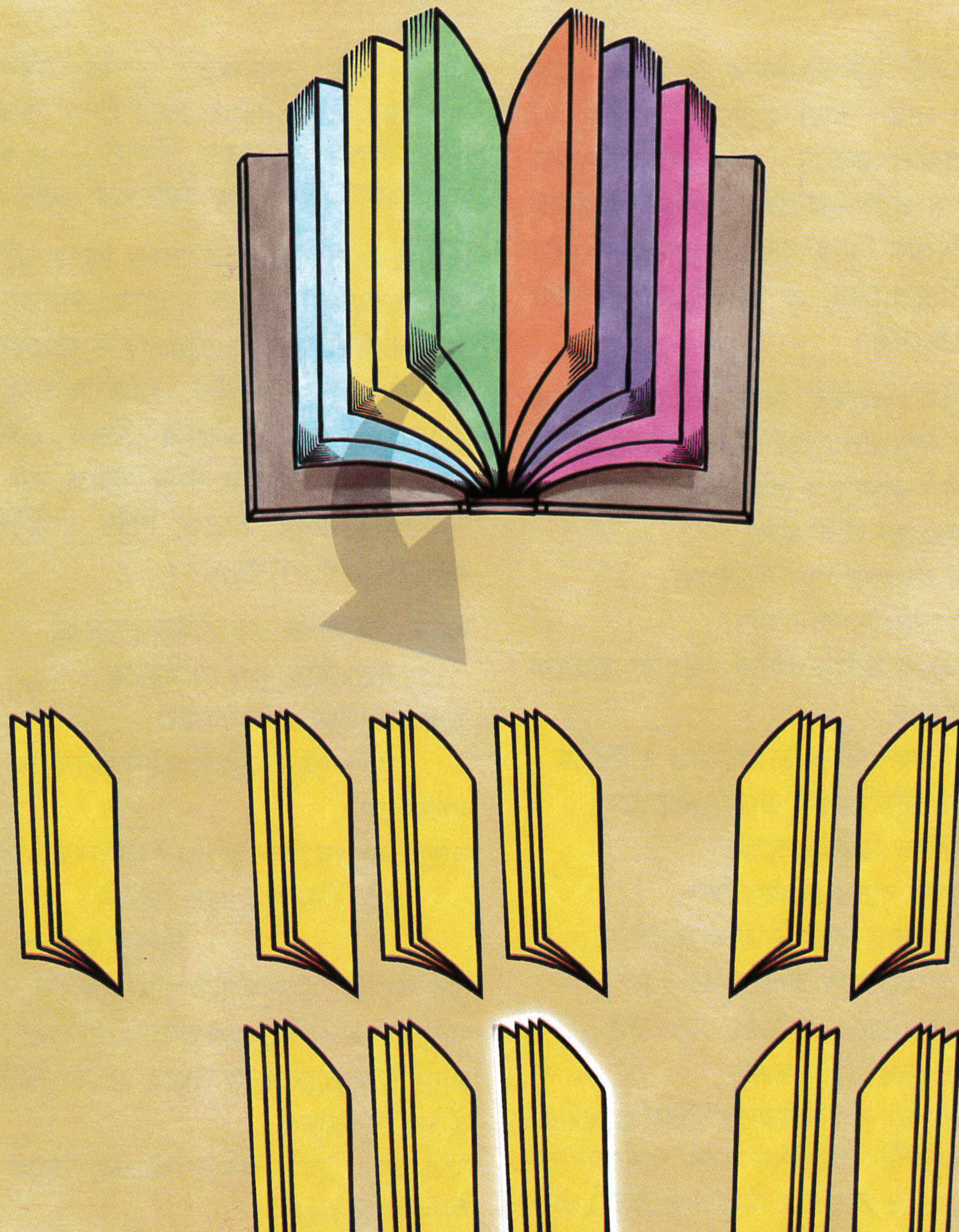

যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ (চলমান)

হে সদাপ্রভু, তুমি উহাদের টিটকারী ও
আমার বিরুদ্ধে কৃত উহাদের সমস্ত সঙ্কল্প শুনিয়াছ।
আমার প্রতিরোধীদের মুখের বচন ও
আমার বিরুদ্ধে সমস্ত দিন তাহাদের ভনভণানি শুনিয়াছ।
তাহাদের উপবেশন ও উত্থান নিরীক্ষণ কর,
আমি তাহাদের গীতস্বরূপ।" বিলাপ ৩:৫৮-৬৩

কারণ যারা গীতসংহিতা পড়েছে, এই ধরনের কবিতা খুবই সুস্পষ্টভাবে আছে। যখন আমরা একজন নির্দোষ ব্যক্তির একাকী যাতনাভোগের বিষয় পড়ি, আমরা খ্রীষ্টের বিষয় চিন্তা করি। যেহেতু বিলাপের এই নির্দিষ্ট বাক্যগুলি প্রেরিতদের দ্বারা উদৃত হয়নি, তবে প্রেরিতগণ গীতসংহিতা থেকে এই ধরণের কবিতার উদ্বৃতি দিয়েছেন, এবং তারা এই কবিতা খ্রীষ্টেতে আরোপ করেছেন। যদি বিলাপ গীতসংহিতার মত হয়, অর্থাৎ তবে বিলাপের মূল অংশ খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মুক্তির বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

কিন্তু কেন যিরূশালেমেরধ্বংস সম্পর্কে এই পুস্তকের মাঝখানে খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মুক্তির বিষয় লেখা হলো? বাইবেলের মধ্যদিয়েই উত্তরটি দেখা যেতে পারে! এই বিষয়ের দ্বারা, ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানা পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারবে, যে খ্রীষ্টের যাতনাভোগ ও মুক্তি ঈশ্বরের লোকদের সৃষ্টি ও ঈশ্বরের লোকদের জন্য নিরাপদ স্থান নির্ম্মান মূল বিষয়! তাঁর যাতনাভোগ ও মৃত্যু ব্যতীত, কোন "নূতন" যিরূশালেম হবে না।

বিলাপ ৫ অধ্যায়ে একটি প্রার্থনা দ্বারা এর নিস্পত্তি করা হয়েছে। এই অধ্যায় ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার আদর্শে লিখিত হয় নাই। লেখক এই কথা বলছেন না যে কেন তিনি এখানে এই আদর্শ পরিবর্তন করেছেন। এটা স্পষ্ট যে লেখক আদর্শ সম্বন্ধে ভুলে যান নাই। অধ্যায়টি সতর্কতার সাথে সাজানো হয়েছে এবং স্পষ্টত: এটি হিব্রু বর্ণমালার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে করা হয়েছে। এটিই প্রমাণ যে বিলাপ ৫ অধ্যায়ে ২২টি পদ রয়েছে। আবার, হিব্রু বর্ণমালায় ২২টি অক্ষর রয়েছে। বিলাপ ১, ২, ও ৪ এ ২২টি অক্ষর রয়েছে। স্পষ্টত: বিলাপ ৫ অধ্যায় বিলাপের অন্যান্য অধ্যায়ের সাথে উপযুক্ত। কিন্তু এটিও ভিন্ন বিষয়। কেন লেখক এখানে হিব্রু বর্ণমালার অক্ষর ব্যবহার করবার বিষয় চিন্তা করলেন না? সম্ভবত: এই কারণে হতে পারে যে তিনি চেয়েছেন যেন তার পাঠকেরা প্রার্থনা করতে থাকে।

স্মরণ করুন, পূর্বের অধ্যায়গুলি, পরিপূর্ণতায় জোর দিয়েছে। এটি মনে হয় একটি ছন্দোবদ্ধ ধাঁধার চিহ্ন হতে পারে। কেননা তারা হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর দিয়ে শুরু করেছে এবং হিব্রু বর্ণমালার শেষ অক্ষর দিয়ে শেষ করেছে, তারা একটি পূর্ণাঙ্গ বার্তার বিষয় জোর দিয়েছে।

যাহোক, এই প্রার্থনা, সম্পূর্ণ নয়, ভক্তগণ যিরূশালেম প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত প্রার্থনা করছেন। এটি হতে পারে কেন লেখক এখানে ছন্দোবদ্ধ ধাঁধারআদর্শ ব্যবহার করেননি। ভক্তগণ প্রার্থনা করছেন। নূতন যিরূশালেমের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভক্তগণ অবিরত প্রার্থনা করছেন।

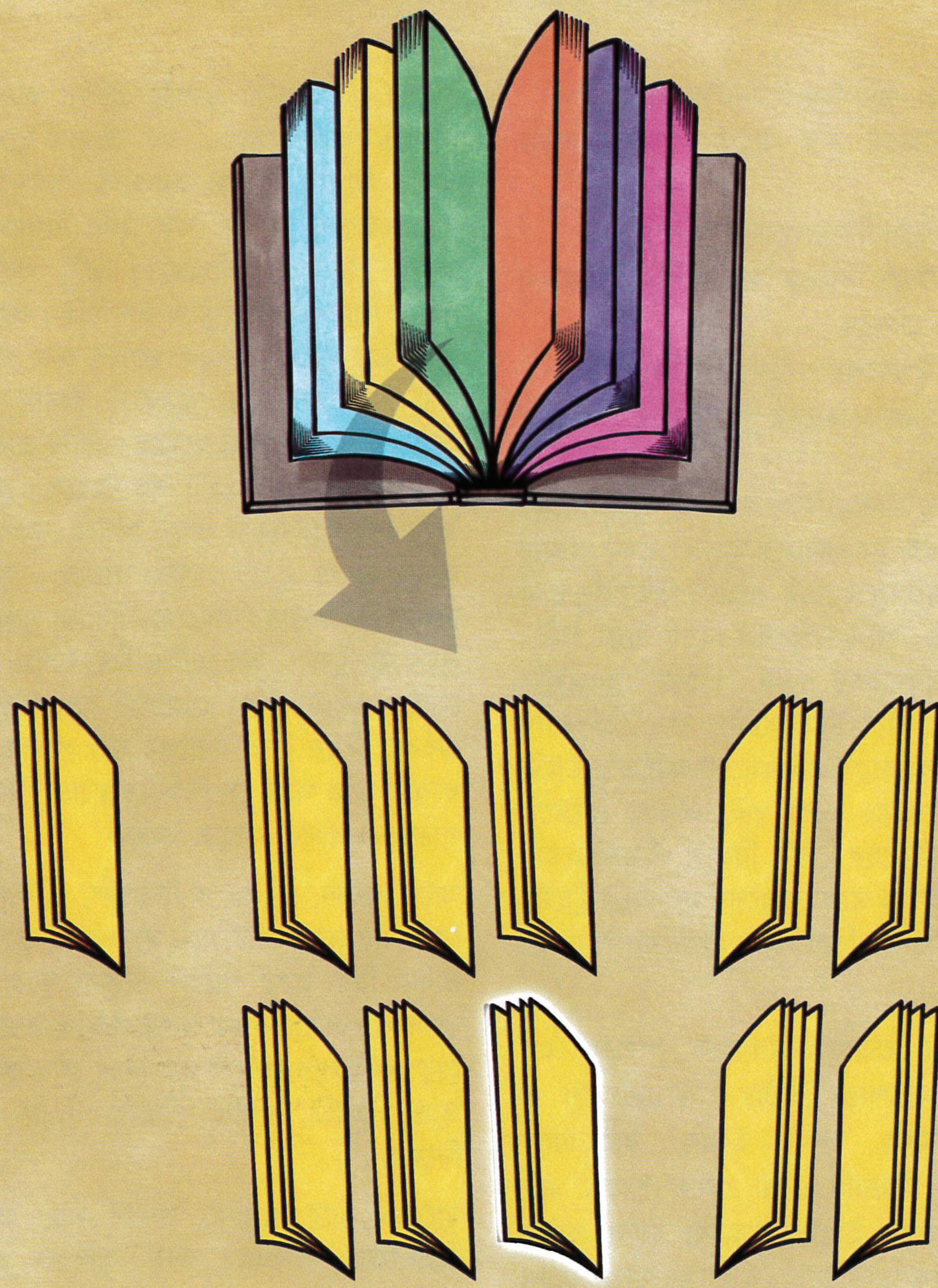

যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ (চলমান)

বিলাপের কবিতাগুলির উপর মনোযোগ সহকারে ধ্যান করার মহা মূল্যতা আছে। এই পুস্তকের নিবিঢ় অধ্যায়নের পাঁচটি উপকারের বিষয় এখানে দেওয়া হলো:

১। এই পুস্তক পাপের ভয়াবহতা ও ঈশ্বরের বাক্যের সত্যবাদীতার বিষয় খ্রীষ্টিয়ানদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা রূপ পাপের জন্য ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিলেন (বিলাপ ১:৫)। পূর্বেই তিনি লোকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেনযদি তারা প্রতিমাপূজা করে তবে তিনি এটা করবেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-২৮) ।বিলাপ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর বাক্য রক্ষা করেন। বর্তমান লোকেরা অবশ্যই জানে যে ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন নেই।

২। এই পুস্তক খ্রীষ্টিয়ানদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে এই বাক্য তাদের পারিবারীক বিষয় নয়। তারা অবশ্যই যিরূশালেমকে প্রেম করবে ও অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করবে যা উর্দ্ধে অবস্থিত। যিরূশালেমের প্রতি লেখকের গভীর প্রেম কবিতাতে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। যদি যিরূশালেম ধ্বংস হয়ে যায় তার জীবনও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বাসীরা প্রায়ই তাদের প্রকৃত নগর সম্পর্কে কোন চিন্তা করে না। বর্তমানে প্রত্যেক বিশ্বাসীর নূতন যিরূশালেমের প্রতি গভীর প্রেম ও নিজ বাটীতে ফিরে যাওয়ার বাস্তব প্রত্যাশা থাকা আবশ্যক (গীতসংহিতা ১৩৭:৬ ও গালাতীয় ৪:২৬) ।আজ খ্রীষ্টিয়ানগণ "নূতন যিরূশালেমের" জন্য অপেক্ষা করছেন। বস্তুত: নূতন যিরূশালেম হলো "ঈশ্বরের অনন্তকালীন নগর", বিলাপের সময়ে প্রকৃত যিরূশালেমের প্রতি লোকদের যে প্রেম ছিল নূতন যিরূশালেমের প্রতি আরও অধিক পরিমাণে আমাদের প্রেম ও অতি মূল্যবান জ্ঞান করা আবশ্যক। এটিই বাইবেলের প্রধান বিষয় (ইব্রীয় ১১:৯-১৬, ১২:২২-২৪, ও প্রকাশিত বাক্য ২১:১-২২:৫) ।বিলাপের পুস্তক নূতন যিরূশালেমের জন্য আমাদের প্রেম আরও বৃদ্ধি করতে ব্যবহার করতে পারি।

৩। যিরূশালেম ও মন্দিরের ধ্বংস খ্রীষ্টের নিহত হওয়ার ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

এরূপে, যিরূশালেম ধ্বংসের পর লেখকের মনে প্রচন্ড মনস্তাপ অনুভুত হয়েছিল যা যীশুর মৃত্যুর পর যীশুর অনুসারীদের অনুভুত হয়েছিল। এই কারণ খ্রীষ্টের ক্রুশারোপনের (মার্ক ১৫:২৯) সময় বিলাপের বাক্যগুলি (২:১৫) ব্যবহৃত হয়েছিল। মার্ক চান যেন তার পাঠকগণ খ্রীষ্টের ক্রুশারোপন মনে রেখে বিলাপ পুস্তক পাঠ করেন!

৪। এই পুস্তকের বিলাপগুলি ঈশ্বরের লোকদের কৃতজ্ঞতার দিকে চালিত করে। এটি সম্পূর্ণ অদ্ভুত বিষয়, কিন্তু গভীর দুঃখপ্রকাশ গভীর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার দিকে চালিত করতে পারে। লেখক কর্তৃক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রকৃত ক্লেশের "অনুভুতি" বর্তমান বিশ্বাসীগণ পর্য্যায়ক্রমে অনুভব করছে। যিরূশালেম চিরকালের জন্য ধ্বংসিত হবে না! ঈশ্বর বিলাপ ৫ (অন্যান্য অনেক স্থানের) এর প্রার্থনা শুনেছেন। সেখানে ঈশ্বরের সকল মানুষের জন্য একটি নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে!

৫। এই পুস্তক আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ বিজয় আসছে। যীশু খ্রীষ্ট সকল দুঃখ ও শোক তুলি নিতে আসছেন। যাহোক, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত মনস্তাপ জীবনের একটি অংশ হয়ে থাকবে।

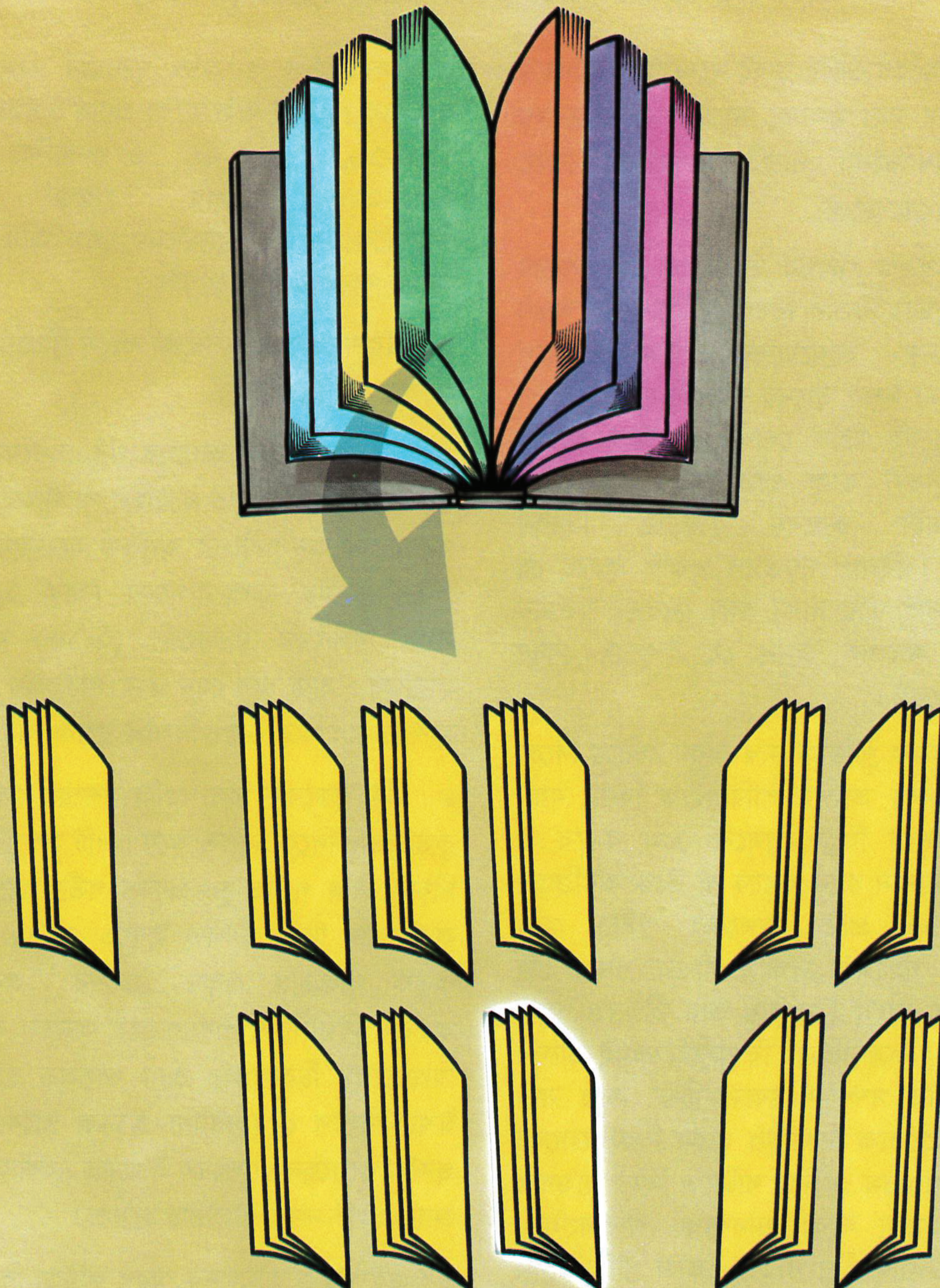

যিরূশালেমের বিনাশ সম্বন্ধে বিলাপ (চলমান)

এই বিলাপ পুস্তক আমাদের সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে দিন আর কোন শোক হবে না। খ্রীষ্টের বিজয়ের কারণে সেই দিন বিলাপ মহা আনন্দের সঙ্গীতে পরিণত হবে।

আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন ; এবং মৃত্যু আর হইবে না ; শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না ; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। প্রকাশিত বাক্য ২১:৪

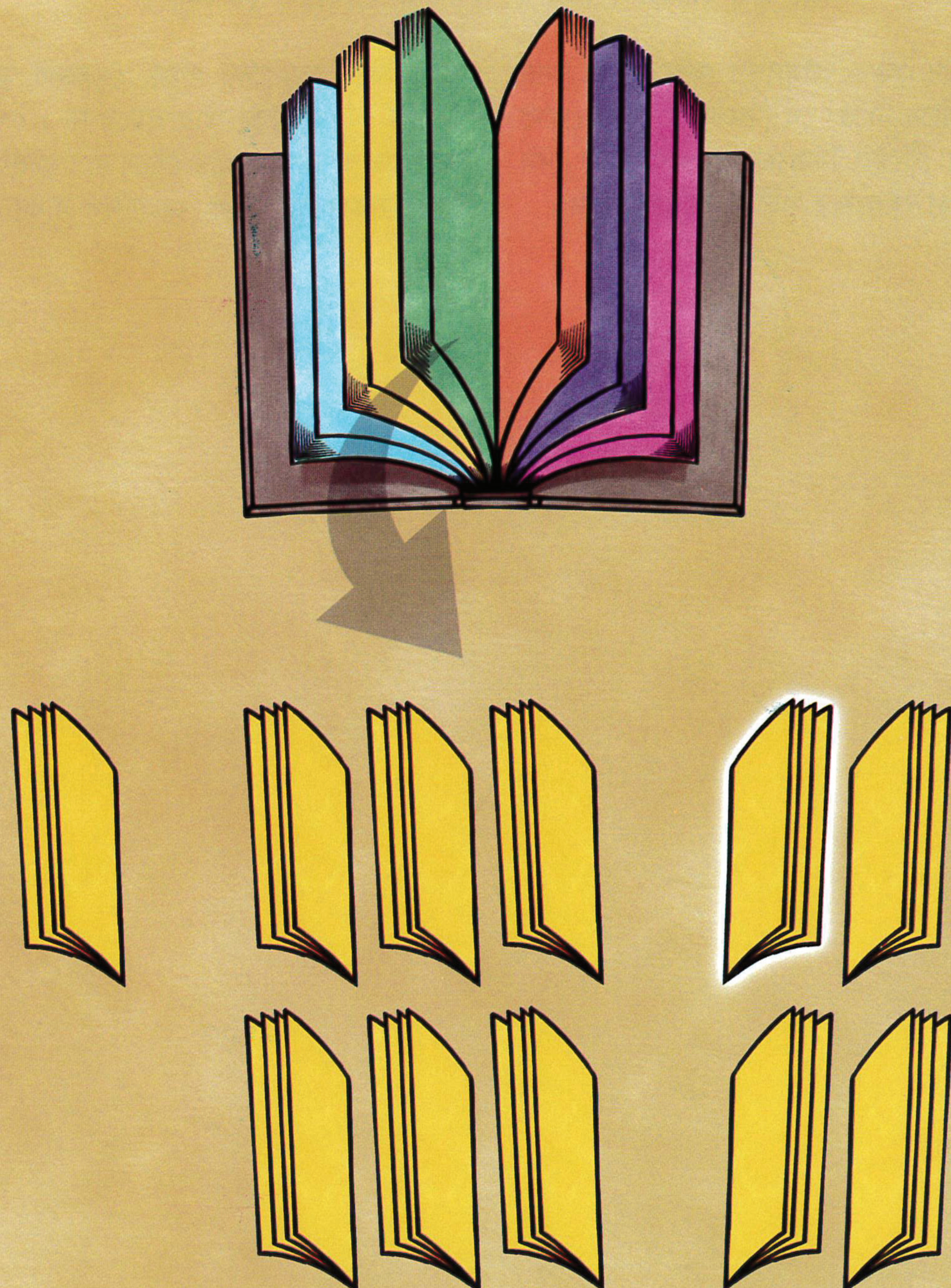

প্রবাসে বসবাসরত বিশ্বস্ত লোকদের জন্য দানিয়েল আশার সঞ্চার করেছিলেন।

যদিও এমনকি দানিয়েল একজন ভাববাদী ছিলেন, দানিয়েলের পুস্তক পুরাতন নিয়মের ভাববাদী পুস্তকের বিভাগে অবস্থিত নহে। পরিবর্তে, দানিয়েলের পুস্তক লিখিত দলিল পুস্তকের বিভাগে অবস্থিত। কেন দানিয়েলের পুস্তক লিখিত দলিল পুস্তকের বিভাগে অবস্থিত? দানিয়েলের পুস্তক লিখিত দলিল পুস্তকের বিভাগে অবস্থিত হওয়ার কারণ দানিয়েল ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের আশার সঞ্চার করেছিলেন যারা নির্বাসনে ছিল। দানিয়েলের এই মতপ্রকাশ ইষ্টেরের পুস্তকে যে বার্তা আছে তার সদৃশ্য।

দানিয়েলের পুস্তক হলো লিখিত দলিল পুস্তকের "বর্ননামুলক" অংশের প্রথম পুস্তক। লিখিত দলিল পুস্তকের এই অংশে চারটি পুস্তক আছে: দানিয়েল, ইষ্টের, ইস্রা-নহিমিয় (ইস্রা-নহিমিয় মূলত: একটি পুস্তক), ও বংশাবলি (বংশাবলি মূলত: একটি পুস্তক হিসাবে ছিল)।

লিখিত দলিল পুস্তকের এই অংশের প্রথম তিনটি পুস্তক সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ দানিয়েলের পুস্তক প্রথম কারণ যে সব ঘটনা প্রথম ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলি দানিয়েলে লেখা হয়েছিল। ইষ্টেরের পুস্তক দ্বিতীয় কারণ পরবর্তীতে যা ঘটেছিল তাই ইষ্টেরে লেখা হয়েছিল। আর ইস্রা-নহিমিয় তৃতীয় কারণ যে সব ঘটনা শেষে ঘটেছিল তাই ইস্রা-নহিমিয়ে লেখা হয়েছিল। ভিন্ন কারণে বংশাবলি পুস্তক শেষে পড়েছে। পুরাতন নিয়মে যা বলা হয়েছিল এটি তার সংক্ষিপ্ত-সার। তা ছাড়া, বংশাবলি পুস্তক নূতন নিয়মের সাথে "সেতু" হিসাবে যোগান দিচ্ছে।

দানিয়েলের পুস্তক, ইষ্টেরের মত, সম্পূর্ণই ইস্রায়েল দেশের বাইরে সংঘটিত হয়েছিল। এই উভয় পুস্তকই প্রমাণ দিচ্ছে যে ঈশ্বরের উত্তমস্থানের বাইরেও ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারী রূপে জীবন যাপন করা সম্ভব। এমনকি "প্রবাসে" জীবন যাপন কালে ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি গ্রহণ করবার প্রত্যাশা করেছিল।আজ পৃথিবীর উপরে প্রত্যেক বিশ্বাসী এটি প্রয়োগ করছে। আমরা প্রবাসী ও আগন্তুক "ছিন্নভিন্ন" হয়ে জীবন যাপন করছি (যাকোব ১:১ ও ১পিতর ১:১)।

তাদের দেশ থেকে নির্বাসনের থাকাকালীন সময়ে যিহূদী জাতি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বাবিলীয় শাসনাধীনে বাস করত। এই সময়ে, বাবিল সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ছিল। যাহোক, দানিয়েলের জীবনকালের পরবর্তী সময়ে পারস্য কর্তৃক বাবিলকে জয় করা হয়েছিল। দানিয়েল ৬ অধ্যায়ে যে ঘটনা লিখিত আছে তখন ঈশ্বরের জাতির উপরে পারস্য শাসন করত। পারস্যও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। দানিয়েল ৭ ও ৮ অধ্যায়ে লিখিত দর্শন যখন দানিয়েলকে দেখানো হয়েছিল তখন ঈশ্বরের জাতির উপরে বাবিল শাসন করত।দানিয়েল ৯-১২ অধ্যায়ে লিখিত দর্শন যখন দানিয়েলকে দেখানো হয়েছিলতখন ঈশ্বরের জাতির উপরে পারস্য শাসন করত। দানিয়েলের কাছ থেকে ঈশ্বরের জাতির জন্য যখন এই উপদেশ এসেছিল তখন জাগতিক রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটত। যাহোক, ঈশ্বরের রাজ্য চিরস্থায়ী।

দানিয়েলের পুস্তক দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক অংশে ছয়টি করে অধ্যায় আছে। দানিয়েলের প্রথম চারটি অধ্যায় বর্ননামূলক। অর্থাৎ এই অধ্যায়গুলি (১-৬) কাহিনী দ্বারা পূর্ণ।

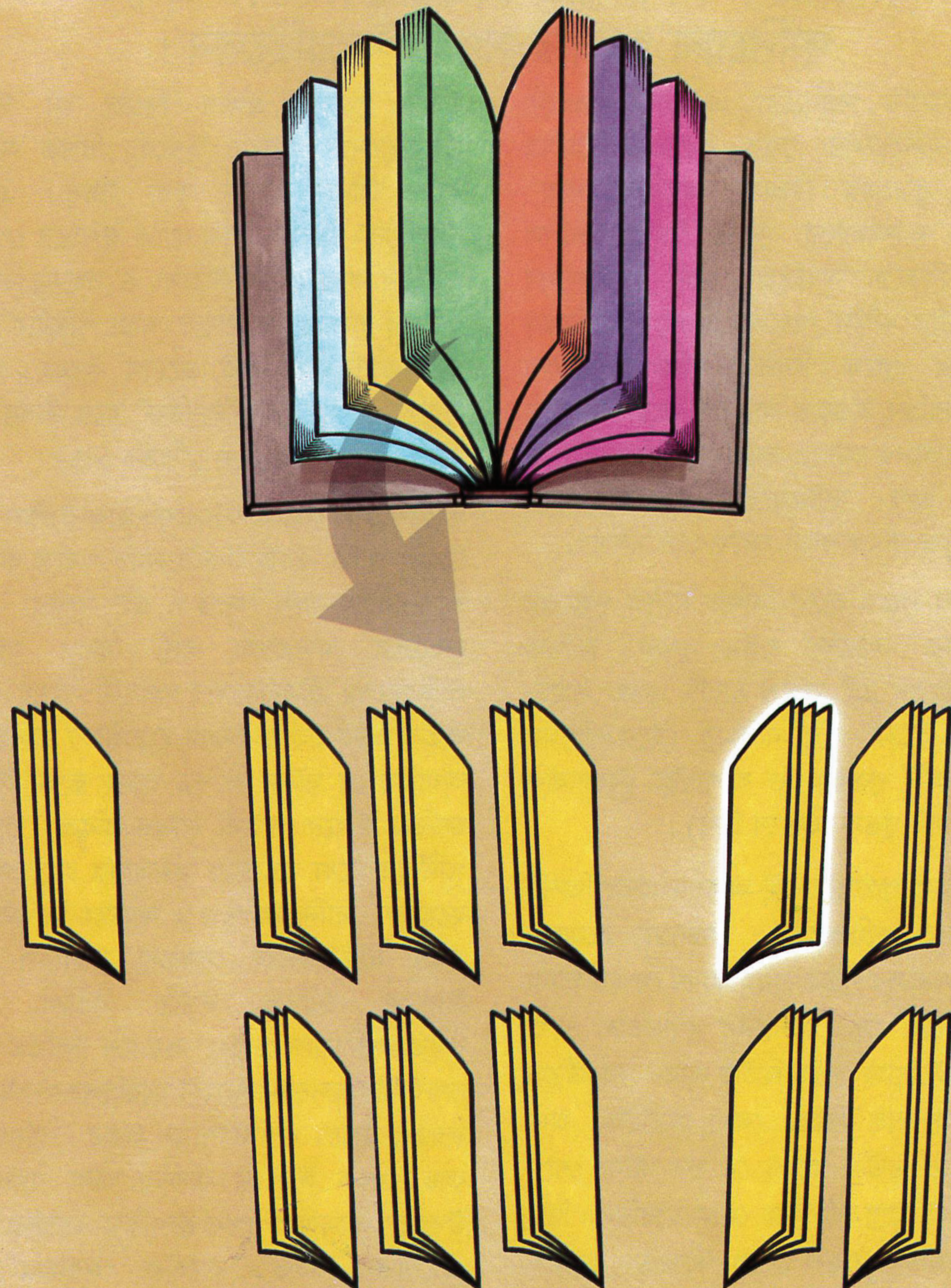

প্রবাসে বসবাসরত বিশ্বস্ত লোকদের জন্য দানিয়েল আশার সঞ্চার করেছিলেন। (চলমান)

দানিয়েলের দ্বিতীয় ছয়টি অধ্যায় (৭-১২) দর্শনের বর্ননা ও ব্যাখ্যা যা দানিয়েলকে দেখানো হয়েছিল।

দানিয়েলের পুস্তকের ১-৬ ও ৭-১২ অধ্যায়ের লেখার পদ্ধতির মধ্যে আমূল পরিবর্তনের কারণে পাঠককে দ্বিধান্বিত করতে পারে। দানিয়েলের প্রথম অংশ, যেহেতু এটি কাহিনী দ্বারা পূর্ণ, দানিয়েলের দ্বিতীয় অংশ থেকে বুঝবাার ক্ষেত্রে আরও বেশি সহজ। কিন্তু পাঠকগণের দানিয়েলের উভয় অংশ মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করা প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশত: ৭-১২ অধ্যায়ের প্রত্যেকটি দর্শনের মতপ্রকাশের বিষয় বুঝবার প্রয়োজন নেই বরং পুস্তকটির আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারা প্রয়োজন।

দানিয়েলের প্রথম অংশের কাহিনীগুলি অনেক কারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তার কয়েকটি দেওয়া হলো:

-দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের কহিনী এই প্রমাণ দিচ্ছে যে ঈশ্বর তাঁর জাতির তত্ত্বাবধান করেন এমনকি যখন তারা প্রবাসে জীবন যাপন করে। তিনি তাদের জন্য সাহায্যে ব্যবস্থা করেন।

- দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের কাহিনী দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা করা।

- কাহিনীগুলি প্রমাণ দিচ্ছে যে যখন ঈশ্বরের লোকেরা কারো আদেশানুসারে তাঁকে অমান্য করে তখনও তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা সম্ভব। এই কাহিনীগুলি ঈশ্বরের লোকদের নিশ্চয়তা দেয় না যে তারা সর্বদা মুক্ত থাকবে। যাহোক, এই কাহিনীগুলি প্রকাশ করছে যে, ঈশ্বর সর্বদা তাঁর লোকদের সঙ্গে থাকবেন, যদি এমনকি তারা অতিশয় মন্দ পরীক্ষার মধ্যদিয়ে যায়। পরিশেষে, যদি ঈশ্বরের লোকেরা নিহত হয়, তবে সমস্ত কিছুর উপরে খ্রীষ্টের বিজয়ের কারণে তারা ঈশ্বর কর্তৃক মুক্ত হবে। এমনকি মৃত্যু হলেও।

- দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের কাহিনীতে বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত আছে যা আজ ঈশ্বরের লোকদের অনুকরণ করা প্রয়োজন।

- দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের কাহিনীগুলি এই প্রমাণ দিচ্ছে যে ঈশ্বর রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু তাঁর কর্তৃত্ব সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে। এই কাহিনীগুলি জোর দিয়ে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বরই একমাত্র যিনি রাজাদের ক্ষমতায় বসান এবং তিনিই একমাত্র যিনি রাজাদের পদচ্যুত করেন। এমন কোন শক্তি নাই যা ঈশ্বরের উর্দ্ধে। ঈশ্বরের লোকেরা অবশ্যই স্মরণ করবে যে সকলের উপরে স্বর্গ শাসন করে।

- দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের কাহিনী প্রমাণ দিচ্ছে যে ইতিহাসের জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা আছে। মন্দ সর্বদা জয়ী হবে না। অবশেষে ঈশ্বরের রাজ্য সকলের উপরে শাসন করবে। এই আঙ্গিকে, বিশ্বাসীরা, দানিয়েলের মত হবে। তারা প্রবাসে বাস করছে এবং তাদের প্রকৃত বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

দানিয়েল ২ অধ্যায়ে রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের দর্শন অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ। এটা ছিল মূল্যবান ধাতুর তৈরী দৈত্যকার মূর্তির দর্শন। এই মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক রাজ্যের বিষয় উপস্থাপন করছে। অবশেষে এই মূর্তিটি একটি প্রস্তরের আঘাতে চূর্ণ হলো যা পর্ব্বত থেকে বিনা হস্তে খনিত হয়েছিল। মূর্তিটি তুষের ন্যায় চূর্ণ হলো, বায়ূ সে সকল ধূলি উড়িয়ে নিয়ে গেল,তার জন্য আর কোনস্থান পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রস্তরটি চূর্ণ হলো না। পরিবর্তে, এটি বৃদ্ধি পেল ও সারা পৃথিবীতে ব্যপ্ত হলো।

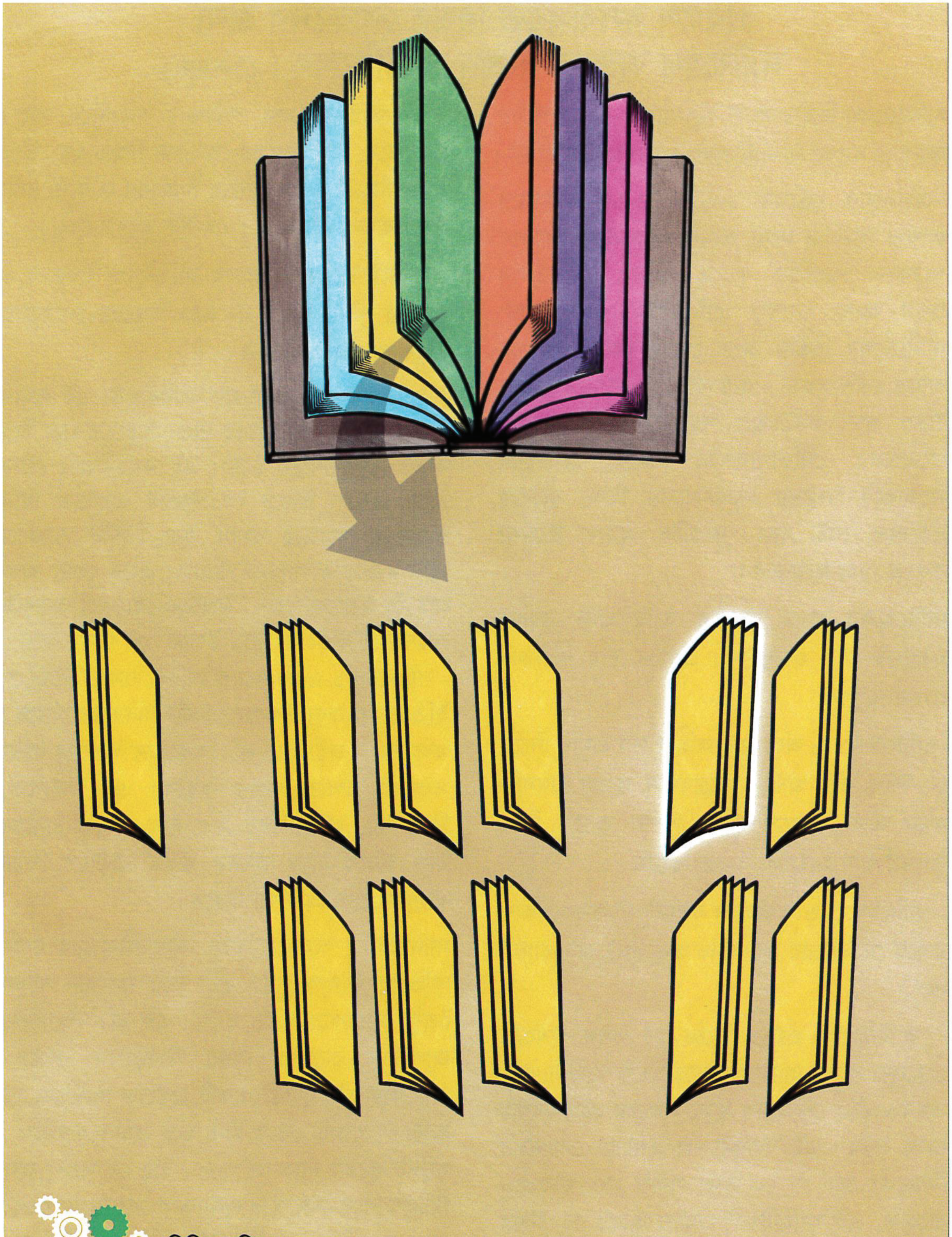

লিখিত দলিল পুস্তক

প্রবাসে বসবাসরত বিশ্বস্ত লোকদের জন্য দানিয়েল আশার সঞ্চার করেছিলেন। (চলমান)

এই দর্শনের মূল বিষয় হলো সমস্ত জাগতিক রাজ্য, তা যত শক্তিশালী হোক না কেন, পতিত হবে। ভিন্ন ভিন্ন মানবীয় রাজ্য উঠবে ও পতিত হবে। যাহোক, অবশেষে, "যা এই জগতের নয়", সেই একটি রাজ্য দ্বারা সকল জাগতিক রাজ্য ধ্বংস হবে। এই দর্শন প্রমাণ দেয় যে ঈশ্বরের রাজ্য অন্য সব রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবে। এই দর্শনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রস্তর যা মূর্তিটিকে চূর্ণ করল। এটি মূল্যবান ধাতুর মত, এটি একটি রাজ্য। যাহোক, এটি অন্য রাজ্যগুলির মত নয়, এই প্রস্তরটি সমুদয় পৃথিবী ব্যপ্ত হবে। অন্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে, মনোযোগী পাঠক স্বীকার করবেন যে এটি খ্রীষ্টের স্বভাব ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে এই প্রস্তরটি অবশ্যই খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্যের প্রতীক। এটা জানা প্রয়োজন নয় যে সমস্ত জাগতিক রাজ্যগুলি মূর্তি রূপে উপস্থাপিত, যাহোক, যে প্রস্তরটি মূর্তিটিকে চূর্ণ করল সেই প্রস্তর হলেন খ্রীষ্ট ও তাঁর লোকেরা!

এই দর্শন ঈশ্বরের লোকদের মহা সাহস এনে দিয়েছে। ঈশ্বরের লোকেরা বিদেশী শক্তির অধীনে চিরকাল থাকবে না। এমনকি যদি তারা যাতনা ভোগ করে, তবে বিশ্বাসীগণ উৎসাহিত হতে পারে যে তাদের যাতনাভোগ সাময়িক।

তা ছাড়া, এই দর্শন বিশ্ব শক্তির জন্য সতর্ক বার্তা। তাদের এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে তাদের "শাসন" সাময়িক। তারা তাদের ক্ষমতা হারাবে। তাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে অনুতপ্ত ও অবনত হয়ে চলা আবশ্যক।

যেমন কিছু পন্ডিত, দানিয়েল ২ অধ্যায়ের এই দর্শন মানবীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখছেন। যদিও, এটি নবুখদ্‌নিৎসর দেখেছিলেন। এই কারণ মূল্যবান ধাতু হিসাবে বিশ্ব শক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুর্তিটি নবুখদ্‌নিৎসরের কাছে অবশ্যই মূল্যবান মনে হয়েছে।

কার্যত: দর্শনটি দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে পুনরুক্ত হয়েছে। যাহোক, দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে, দর্শনটি নবুখদ্‌নিৎসরকে নয়, দানিয়েলকে দেওয়া হয়েছে। স্বর্গীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে দানিয়েল বিশ্ব রাজ্যগুলি দেখলেন। সেগুলি তার কাছে মূল্যবান নয়। তারা পশুতুল্য।

এই দর্শনে বিশ্ব শক্তিগুলি মূল্যবান ধাতু দ্বারা উপস্থাপিত হয়নি এবং তারা সুন্দর নয়। পরিবর্তে, তারা বিভিন্ন রকম পশু কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে। দর্শনটি জোর দিয়ে প্রকশি করছে যে ঈশ্বরের লোকদের উপরে জাগতিক রাজ্যের শাসন মূল্যবান ও সুন্দর নয় (মূল্যবান ধাতুর মত)। পরিবর্তে, তারা পশুতুল্য। ঠিক একই ভাবে ঐ পশুগুলি তাদের দাঁত ও চোয়াল ব্যবহার করেছে যা দিয়ে তারা বস্তুগুলি চূর্ণ করে পেড়ে ফেলে ও ধ্বংস করে, পশুগুলি (রাজ্যগুলি) লোকদের চূর্ণ করে ও পেড়ে ফেলে ও ধ্বংস করে যারা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল।

দানিয়েল ২ অধ্যায়ে, একটি প্রস্তর মূর্তিটিকে ধ্বংস করল। দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে, "মনুষ্য পুত্র" পশুদের জয় করবেন। এই "মনুষ্য পুত্র" কে? নূতন নিয়মের পাঠকগণ জানেন যে ইনি যীশু। এটাই একটি কারণ যে যীশুর নিজের জন্য পছন্দের নাম "মনুষ্য পুত্র"। যাহোক, দানিয়েল ৭ অধ্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে, "মনুষ্য পুত্র" যীশু একা নন।

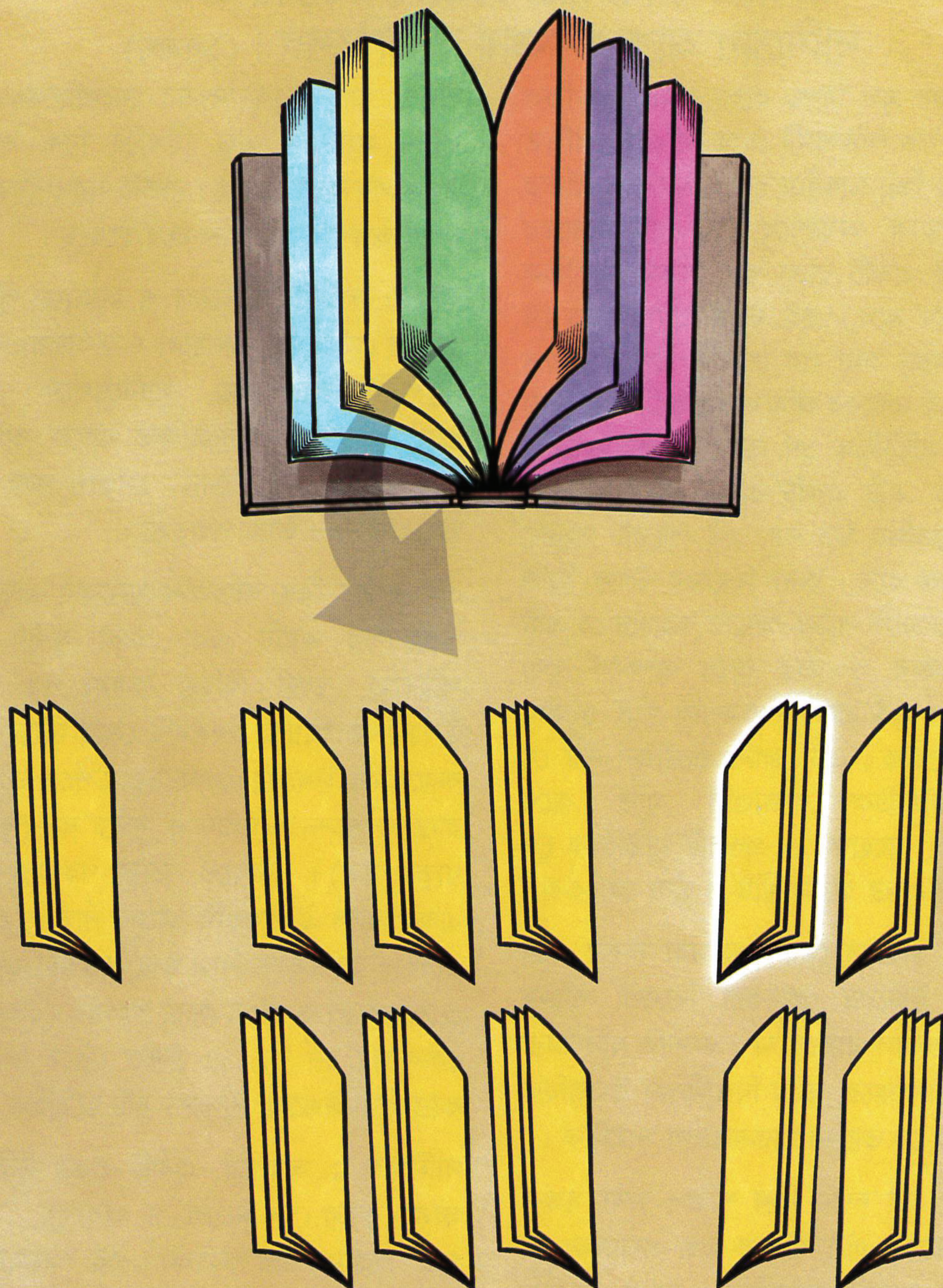

প্রবাসে বসবাসরত বিশ্বস্ত লোকদের জন্য দানিয়েল আশার সঞ্চার করেছিলেন। (চলমান)

তাঁর সঙ্গে যারা আছে তারা সকলে। এই কারণ দানিয়েল ৭ অধ্যায়ে ঈশ্বরের লোকদের রাজ্য গ্রহণ চিত্রায়িত হয়েছে।

যদিও এমনকি দানিয়েলের প্রথমার্ধ ও দানিয়েলের দ্বিতীয়ার্ধ ভিন্ন, এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা সংযুক্ত। বস্তুত: দানিয়েল ২ ও দানিয়েল ৭ একই সাদৃশ্য রূপে প্রমানিত। দানিয়েলের উভয় অংশই ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্বন্ধে। উভয় অংশই দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর রাজগণ ও রাজ্যগুলির উর্দ্ধে এবং তিনি তাঁর লোকদের তত্ত্বাবধান করেন। উভয় অংশই দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ভক্তগণের শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সাথে চালিত হওয়া প্রয়োজন। এমন একটি দিন আসছে যখন ঈশ্বর স্বয়ং সব কিছুর উপরে রাজত্ব করবেন।

দানিয়েল ৮-১২ অধ্যায়ে অন্য দর্শনগুলি আছে। আবার, এগুলি, দানিয়েল ১-৬ অধ্যায়ের বিষয়গুলি থেকে বুঝতে আরও কঠিন। এই কারণ দর্শনগুলির লেখার পদ্ধতিকে কখনও কখনও "গোপন তথ্যের উদ্‌ঘাটিত সাহিত্য" বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটি সাহিত্যের একটি ধরণ যা অদ্ভুত চিহ্ন ও সৃষ্ট বস্তু ও সংখ্যা ও ঘটনা ব্যবহার করা হয়।

যীশু, পৌল ও প্রেরিত যোহন সকলে তাদের শিক্ষায় শেষ বিষয় হিসাবে দানিয়েলের বিষয় ব্যবহার করেছেন। প্রকাশিত বাক্যে, বিশেষভাবে, দানিয়েলের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে, দানিয়েলের পুস্তক বুঝতে পারলে নূতন নিয়মের কঠিন বিষয়গুলি বুঝতে সহজতর হবে। যাহোক, পুস্তকটি আরও ভালভাবে বুঝবার জন্য অধিকতর কার্য্যকর হবে। এটি তাদেরকে দৃঢ়ভাবে চালিত করবে যারা এর বাণীর উপর ধ্যান করেছে। এটি তাদের প্রত্যাশা উৎপন্ন করবে যারা এই কাহিনীগুলি ও দর্শনগুলি অধ্যায়ন করছে। আর এটি ধৈর্য্যশীল হয়ে যাতনাভোগ করতে সাহস যোগাবে।

দানিয়েলের শেষ অধ্যায়টি ঈশ্বরের লোকদের সতর্ক করছে যে মহা বিপদেও তাদের অবিচলিত থাকা প্রয়োজন। যাহোক, "যারা বুদ্ধিমান" তারা রক্ষা পাবে।

"তৎকালে যে মহান্‌ অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে। আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে–কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে। আর যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা বিতানের দীপ্তির ন্যায়, এবং যাহারা অনেককে ধার্ম্মিকতার প্রতি ফিরায়, তাহারা তারাগণের ন্যায় অনন্তকাল দেদীপ্যমান হইবে।" **দানিয়েল ১২:১-৩**

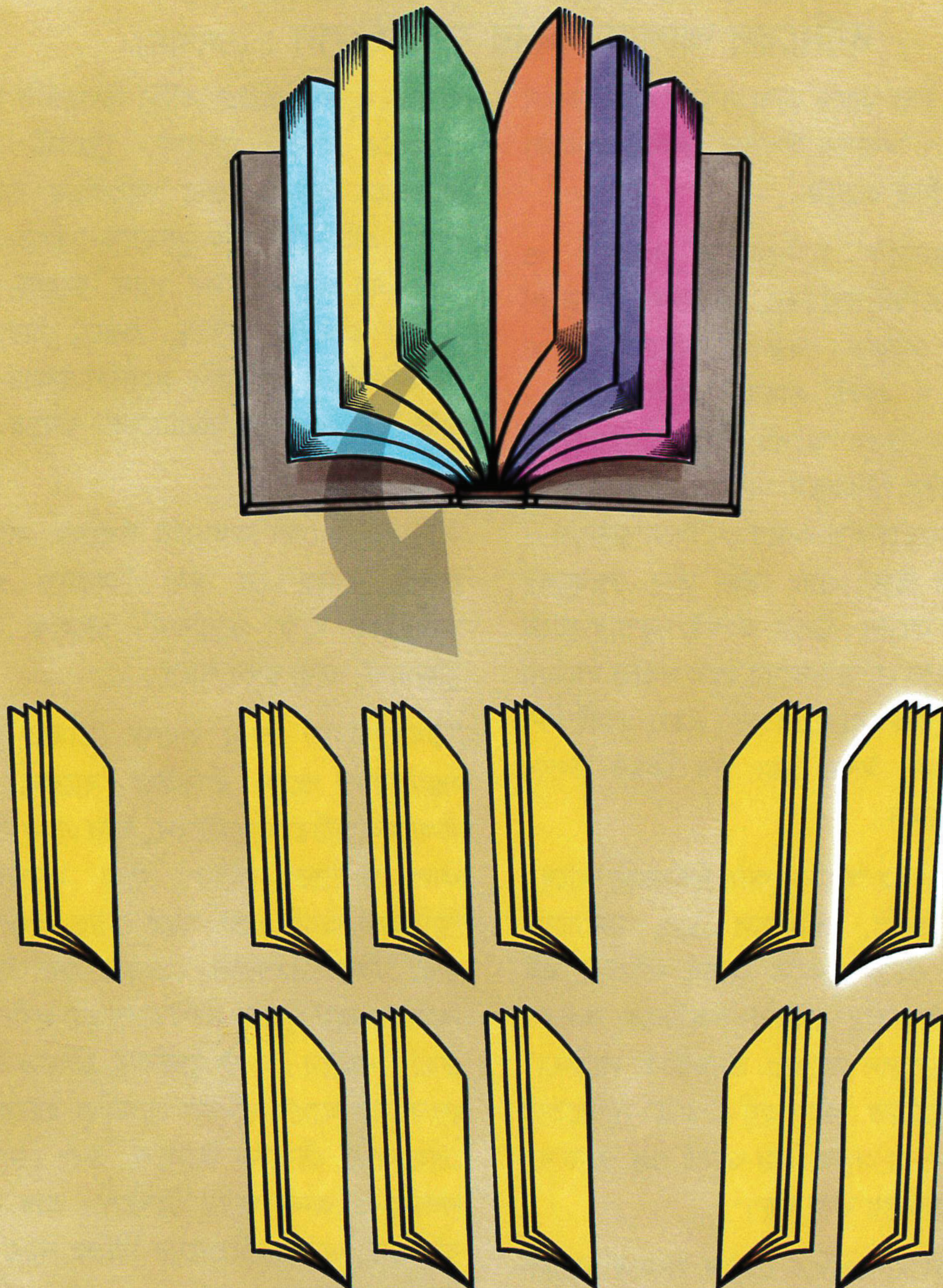

ইষ্টের ঈশ্বরের লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা কার্য্য করছেন। তিনি এটি করছেন এমন কি যখন তারা “দেখতে” পাচ্ছে না তিনি কি করছেন।

ইষ্টেরের পুস্তকের বর্নিত ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছিল যখন লোকের নির্বাসনে বাস করছিল। তাদের দেশ থেকে নির্বাসনে গিয়ে যিহূদী জাতি দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধীন বাস করত। একটি সময়ে বাবিল ঈশ্বরের লোকদের উপর শাসন করত এবং একটি সময় পারস্য ঈশ্বরের লোকদের উপর শাসন করত।

দানিয়েলের পুস্তকে এমন সব ঘটনা আছে যা বাবিলে সংঘটিত হয়েছিল। যহোক, দানিয়েলের জীবনের শেষ প্রান্তে বাবিল পারস্য কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল যার বর্ননা দানিয়েল ৫ অধ্যায়ে আছে। দানিয়েল ৬ অধ্যায়ে লিখিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যখন পারস্য ঈশ্বরের লোকদের উপর শাসন করছিল। এই সময় ঈশ্বরের লোকেরা মহা বিপদের মধ্যে ছিল। পারস্যের লোকেরা ঈশ্বরের লোকদের চিনতে পারেনি ও বুঝতে পারেনি যে সমস্ত জগতকে রক্ষা পেতে হলে ঈশ্বরের লোকদের রক্ষা করা প্রয়োজন। তারা বুঝতে পারেনি যে ঈশ্বরের লোকেরাই সেই লোক যাদের মধ্য দিয়ে ত্রাণকর্তা আসবেন **(আদিপুস্তক ১২:১-৩)**।পারস্যে বেশ কিছু লোক ছিল যারা ঈশ্বরের জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। জগতের সমস্ত আকাংখার সমাপ্তি হয়েছে, কেননা, আবার, ঈশ্বরের জাতির মধ্যদিয়ে জগতে আশীর্ব্বাদ এসেছে।

ইষ্টের পুস্তকে কখনও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এই কারণ কিছু কিছু লোক ইষ্টেরের পুস্তক বাইবেলের অংশ হওয়া উচিৎ কি না এই বিষয় জানতে উৎসুক হয়েছে। লেখক ঈশ্বরকে জানে কি না ও তাঁর অনুসারী কি না লোকেরা এই বিষয় জানতে উৎসুক হয়েছে। যাহোক, এটা স্পষ্ট লেখক ঈশ্বরকে প্রেম করেন ও তাঁকে জানেন। ঈশ্বরের ক্ষমতার উপরে লেখকের মহা বিশ্বাস আছে। লেখক ঈশ্বরের নাম ব্যবহারের বিষয় মনোনীত করেননি কারণ তিনি চেয়েছেন যে জগতে ঈশ্বরের কার্য্যে বিষয় লেখক কঠিন ভাবে চিন্তা করুক। এমনকি যদিও এর প্রকাশ অদ্ভুত, লেখক ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন এবং তাঁর লোকদের রক্ষার নিমিত্ত তাঁর পন্থা ও কার্য্য জানাতে চেয়েছেন।!

ইষ্টেরের পুস্তকে কেন লেখক ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করেননি ? ইষ্টেরের সময়ে, যিহূদী লোকেরা “বিদেশে” বাস করত। তারা বিদেশী রাজার কর্তৃত্বের অধীনে বাস করত। তারা এমন একটি স্থানে বাস করত যেখানে লোকেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে চিনত না। ইষ্টেরের পুস্তক দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের রক্ষা করতে জোরালোভাবে কাজ করছিলেন যখন তারা “বিদেশী” শক্তির অধীনে বাস করছিল এবং সেই স্থানে অন্য “দেবতাদের” আরাধনা করা হতো। এটি ঈশ্বরের জাতির মহা সান্তনা আনায়ন করেছিল।

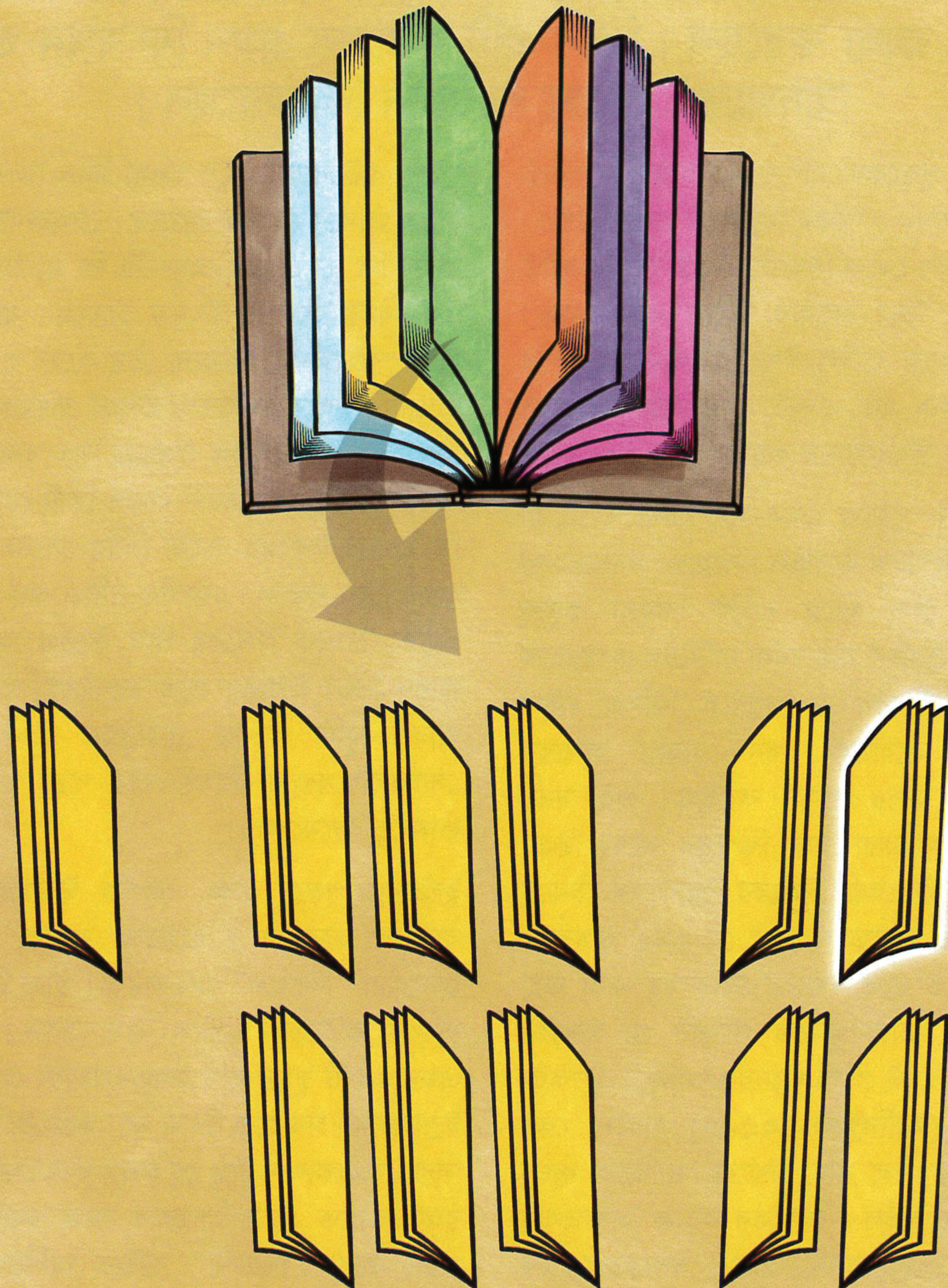

ইষ্টের ঈশ্বরের লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা কার্য্য করছেন। তিনি এটি করছেন এমন কি যখন তারা "দেখতে" পাচ্ছে না তিনি কি করছেন। (চলমান)

ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানিতে সমর্থ পাঠকের মনে রাখা আবশ্যক যে ইষ্টেরের পুস্তকে "একই সময়ে সংঘটিত" অনেক ঘটনার বিষয় আছে। বিষয়গুলি যথা সময়ে ঘটেছিল বলে মনে হয়। এই "একই সময়ে সংঘটিত" ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটেছিল। যদি "একই সময়ে সংঘটিত" এই ঘটনাগুলি না ঘটত, তাহলে ঈশ্বরের লোকেরা ধ্বংস হয়ে যেত! আবার, এটি সমুদয় জগতে শোকাবহ অবস্থা আনায়ন করেছিল! "একই সময়ে সংঘটিত" নিম্নের ঘটনাগুলি স্মরণ করুন:

-মর্দখয় রাজাকে হত্যার জন্য লোকদের ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হয়েছিলেন **(ইষ্টের ২:১৯-২৩)**।রাজার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। সেই কথা "রাজার সাক্ষাতে ইতিহাস পুস্তকে লিখিত হয়েছিল"ইষ্টের ২:২৩।

-ঘটনাক্রমে পারস্যের রানী তার সিংহাসন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। উপযুক্ত সময়ে ইষ্টের রানী হয়েছিলেন যখন ঈশ্বরের লোকদের মৃত্যুজনক বিনাশ উপস্থিত হয়েছিল। এই সময়ে, ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে রাজার সাথে কথা বলতে সমর্থ একজন ব্যক্তির বেপরোয়াভাবে প্রয়োজন হয়েছিল **(ইষ্টের ৪:১৩-১৪)**।

-যিহূদী জাতির শত্রু হামন, মর্দখয়কে হত্যার একটি পরিকল্পনা করল (ইষ্টের ৫:৯-১৪)। যাহোক, ঠিক একই রাতে যখন সে মর্দখয়কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল তখন রাজা ঘুমাতে পারলেন না। তিনি তার সাক্ষাতে "ইতিহাস পুস্তক" এনে তা পড়তে বললেন। তিনি মর্দখয়ের মহা কার্য্য স্মরণ করলেন **(ইষ্টের ৬:১-৩)**। আবার, হামন, মর্দখয়কে হত্যা করতে চাইল!

-ঠিক যে মুহুর্তে রাজা মর্দখয়কে সম্মানিত করবার বিষয় চিন্তা করছিলেন, ঈশ্বরের জাতির শত্রু, হামন, সেই মুহুর্তে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করেছিল। রাজা হামনকে জিজ্ঞাসা করলেন "রাজা যাকে সম্মানিত করতে চান তাকে কিভাবে সম্মানিত করা উচিত" **(ইষ্টের ৬:৬)**। হামন ভাবল যে রাজা হামনের বিষয় বলছেন! কিন্তু বাস্তবিক তিনি মর্দখয়ের বিষয় বলছিলেন। মর্দখয়কে সম্মানিত করতে হামনকে আজ্ঞা করা হলো। এতে মর্দখয়ের জীবন রক্ষা পেল **(ইষ্টের ৬:১০-১১)**।

"একই সময়ে সংঘটিত" এই ঘটনাতেও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ নেই। যাহোক, এটি পরিষ্কার যে ঘটনার পিছনে ঈশ্বর আছেন! বিশ্বাসের লোকেরা যারা এই ঘটনা পড়ছেন তারা "দৃশ্যপটের পশ্চাতে" ঈশ্বরের কার্য্য দেখতে সমর্থ হচ্ছেন।

আজ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের সকল লোকেরা ইষ্টের সদৃশ পরিস্থিতির সন্মুখিন। আমরা সকলে "বিদেশী" শাসনকর্তা ও সরকারের কর্তৃত্বাধীনে বাস করছি। আমরা এমন স্থানে বাস করছি যেখানে অন্য "দেবতাদের" আরাধনা করা হয়। মাঝে মাঝে, হামন সদৃশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের লোকদের ধ্বংস করতে চায়। ঈশ্বরের লোকেরা মহা বিপদের মধ্যে! এটি অধিক কাল টিকে থাকবে কারণ তাঁর লোকদের সাহায্য করতে "দৃশ্যপটের পশ্চাতে" ঈশ্বর কার্য্য করছেন। প্রতিদিন অলৌকিক কার্য্য ঘটছে যা ঈশ্বরের লোকদের কার্য্য করতে ও টিকে থাকার সমর্থ হতে নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

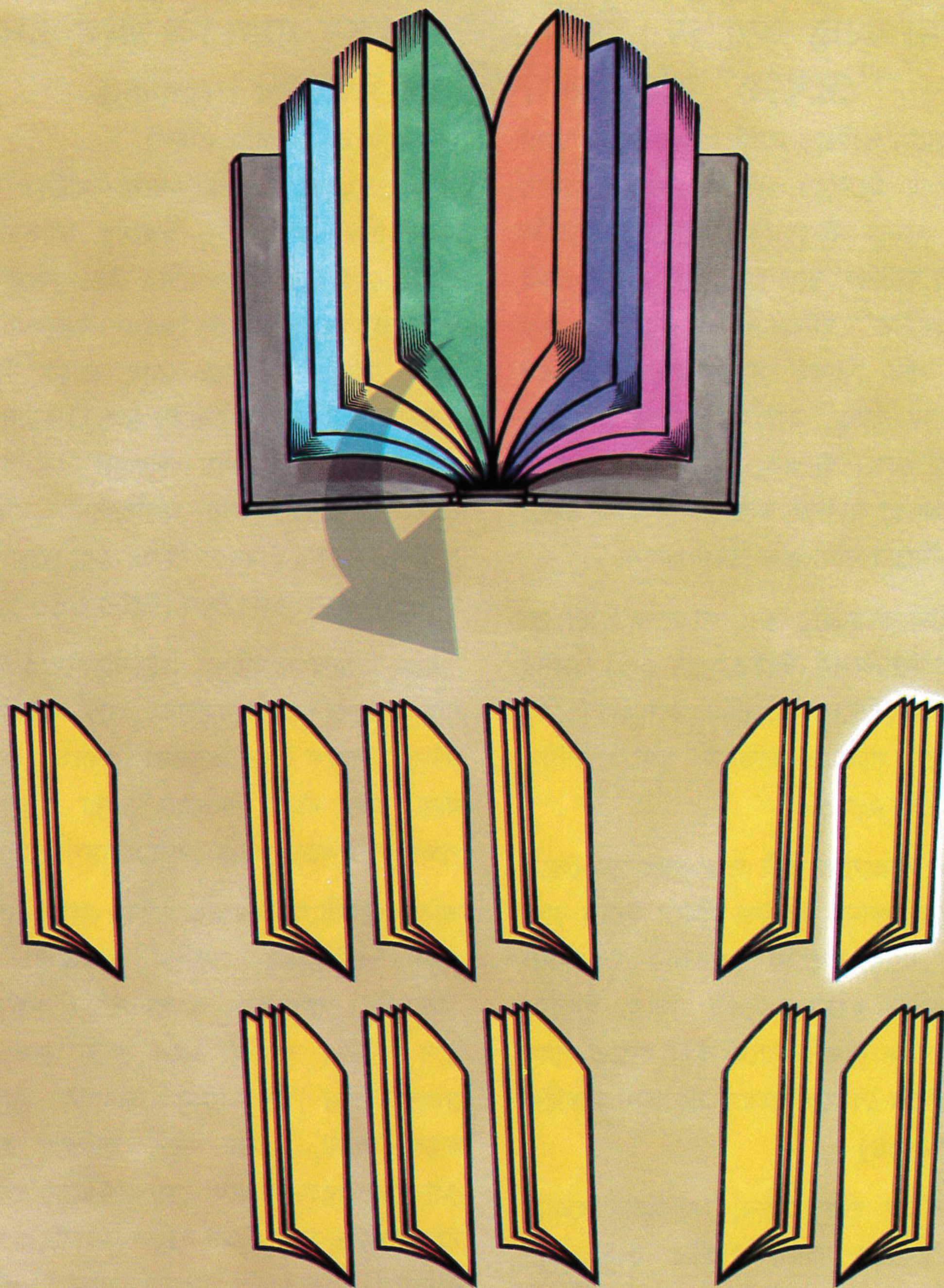

লিখিত দলিল পুস্তক

ইষ্টের ঈশ্বরের লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা কার্য্য করছেন। তিনি এটি করছেন এমন কি যখন তারা “দেখতে” পাচ্ছে না তিনি কি করছেন। (চলমান)

এই নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না যে ঈশ্বরের লোকেরা কখনও যাতনাভোগ করবে না। যাহোক, যদি এবং কখনও তারা যাতনাভোগ করে, ঈশ্বরের লোকেরা জানে যে ঈশ্বর এই যাতনাভোগ সংঘটিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইষ্টের প্রমাণ করলেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের মুক্ত করতে সমর্থ যখন ভয়ংকর শক্তিশালী শত্রু তাদের ধ্বংস করতে চায়।

সুস্পষ্টভাবে, এই পুস্তকের প্রধান বিষয় এই যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের রক্ষা করতে সমর্থ, এবং তিনি পশ্চাদপট থেকে সক্রিয়ভাবে কার্য্য করছেন, এমন কি, এখনও তা করছেন।

এটি চিহ্নিত করতে পাঠকদের জন্য সহায়ক হবে যে ইষ্টেরের পুস্তকে কয়েকটি “প্রতীক” রয়েছে।

মর্দখয় খ্রীষ্টের “প্রতীক”। আমরা খ্রীষ্টকে ভালভাবে জানলাম যেমন আমরা মর্দখয় ও তার কার্য্য সম্পর্কে পড়েছি, ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে তার জীবন যাপন ও কার্য্য খ্রীষ্টের জীবন ও কার্য্যের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। যেহেতু পুস্তকটির নাম ইষ্টের, তবে লেখকের বাক্যগুলি নির্দেশ করছে যে ইষ্টের পুস্তকের অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো মর্দখয়। এটি স্পষ্ট যে পুস্তকের শুরু থেকে লেখক মর্দখয়ের উপর কেন্দ্রীভুত। তিনি পুস্তকের শেষেও তার উপর কেন্দ্রীভুত আছেন। খ্রীষ্টের মত, মর্দখয় কখনও মন্দকে প্রশ্রয় দেননি। ঠিক একই ভাবে খ্রীষ্ট শয়তানের সন্মুখে অবনত হতে প্রত্যাখ্যান করলেন, মর্দখয় হামনের সন্মুখে অবনত হতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যখন তাকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। মর্দখয় ধ্বংস থেকে ঈশ্বরের জাতিকে রক্ষা করলেন। খ্রীষ্টও তাঁর লোকদের মহা ধ্বংস থেকে রক্ষা করলেন। তিনি অবজ্ঞা থেকে উত্থিত হয়ে রাজ্যের “দ্বিতীয় পদমর্যাদা”প্রাপ্ত হলেন। মর্দখয়ের মত, খ্রীষ্টও অন্য রাজার (পিতা ঈশ্বরের) অধীন হলেন। (যোষেফ, যিনি খ্রীষ্টের প্রতীক, রাজ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি রুপে উত্থিত হলেন – **আদিপুস্তক ৪১:৩৭-৪৫!)** মর্দখয়ের মত (ও যোষেফ), খ্রীষ্ট, সর্বদা ঈশ্বরের লোকদের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করছেন। মর্দখয়ের মত, খ্রীষ্ট লোকদের উপরে নিজেকে মন্দভাবে উন্নত করেননি। পরিবর্তে, তিনি তাঁর লোকদের “ভ্রাতা” রূপে বিবেচনা করেছেন **(ইব্রীয় ২:১১-১৮)**।

বস্তুত: এই যিহূদী মর্দখয় অহশ্বেরশ রাজার প্রধান অমাত্য এবং যিহূদীদের মধ্যে মহান, আপন ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও স্বজাতীয় লোকদের হিতৈষী এবং আপন সমস্ত বংশের পক্ষে শান্তিবাদী ছিলেন। **ইষ্টের ১০:৩**

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মর্দখয় তার সকল কর্য্যের মধ্যে ধার্ম্মিক রূপে গণিত হয়েছেন। তিনি অনৈতিক ভাবে হামনের হাতে যাতনাভোগ করেছিলেন। এটি খ্রীষ্টের যাতনাভোগের প্রতিচ্ছবি। অবশ্যই যীশু ও মর্দখয়ের মধ্যে বড় ব্যবধান আছে যে বাস্তবিক যীশু তাঁর লোকদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন!

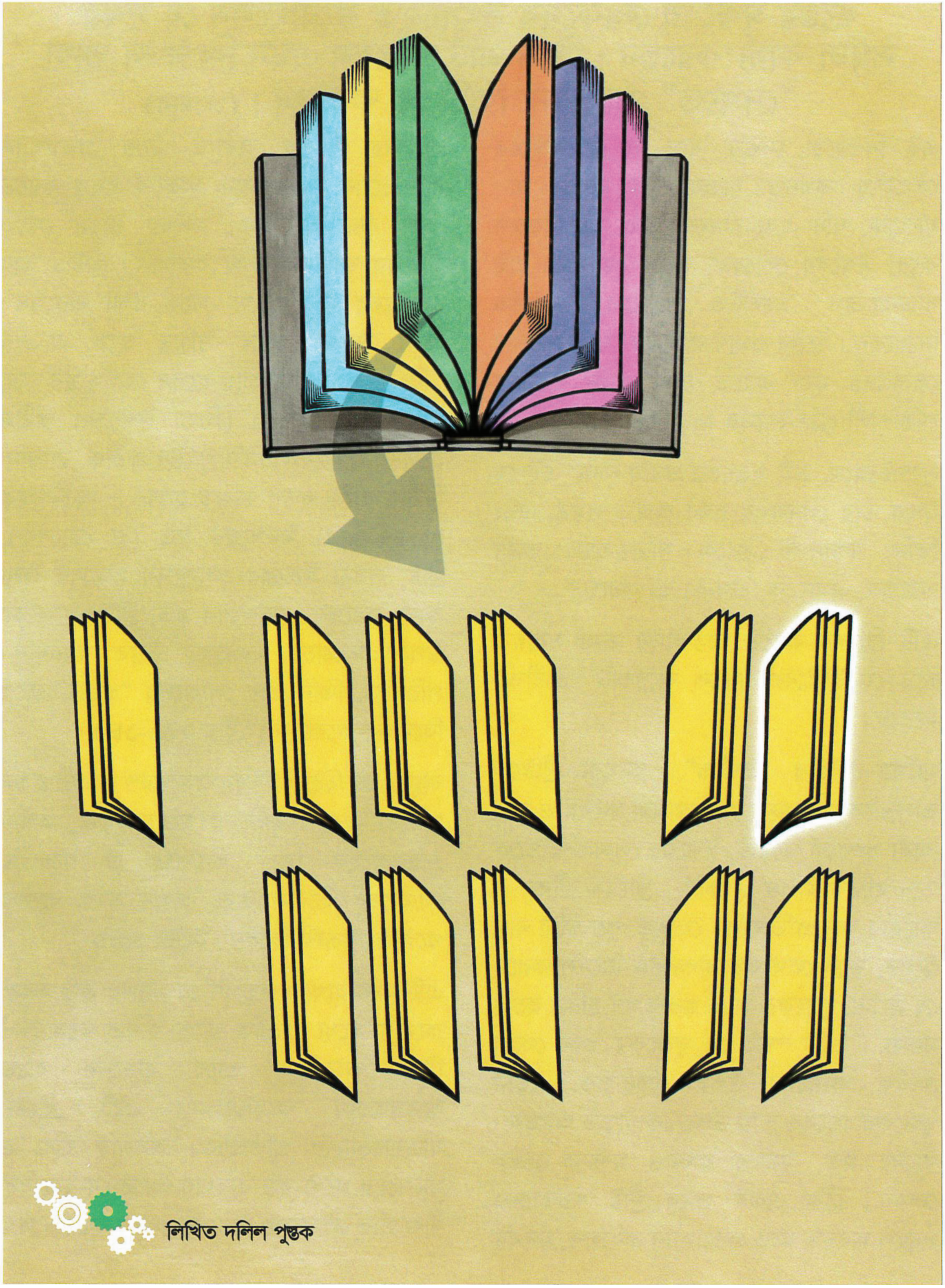

ইষ্টের ঈশ্বরের লোকদের উৎসাহিত করেছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা কার্য্য করছেন। তিনি এটি করছেন এমন কি যখন তারা "দেখতে" পাচ্ছে না তিনি কি করছেন। (চলমান)

হামন ঈশ্বরের লোকদের সকল শত্রুদের "প্রতীক"। ইষ্টেরের পুস্তক খ্রীষ্টিয়ানদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সুসমাচারের অনেক শত্রু আছে। বস্তুতঃ হামন ধ্বংস হয়ে ঈশ্বরের লোকদের মহা সাহস আনায়ন করেছিল। অবশেষে ঈশ্বরের সকল শত্রু ধ্বংস হবে।

ইষ্টের সকল খ্রীষ্টিয়ানের "প্রতীক"। ইষ্টেরের মত আমরা অবশ্যই বুঝব যে আমাদের জীবন আমাদের নিজের নয়। ঈশ্বর আমাদের যে অবস্থানে ও অধীকারে রাখতে ইচ্ছা করেন সেভাবেই রাখবেন। ইষ্টেরের মত, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের জন্য ও ঈশ্বরের লোকদের জন্য ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন **(ইষ্টের ৪:১২-১৬)**। এই "ঝুঁকি" আমাদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।

অবশেষে, ইষ্টেরের পুস্তক আমাদের অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ আকর্ষন করে। ইষ্টের ঈশ্বরের লোকদের মহা বিজয়ে আনন্দ করবার কারণ হয়েছিলেন যা তিনি অতীতে তার লোকদের জন্য জয় করেছিলেন। এই পুস্তক বর্তমানে তার সাহায্যের জন্য প্রত্যাশা অনুসারে আমাদের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস তৈরী করে। আর এটি এই প্রত্যাশা দেয় যে আমরা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হব।

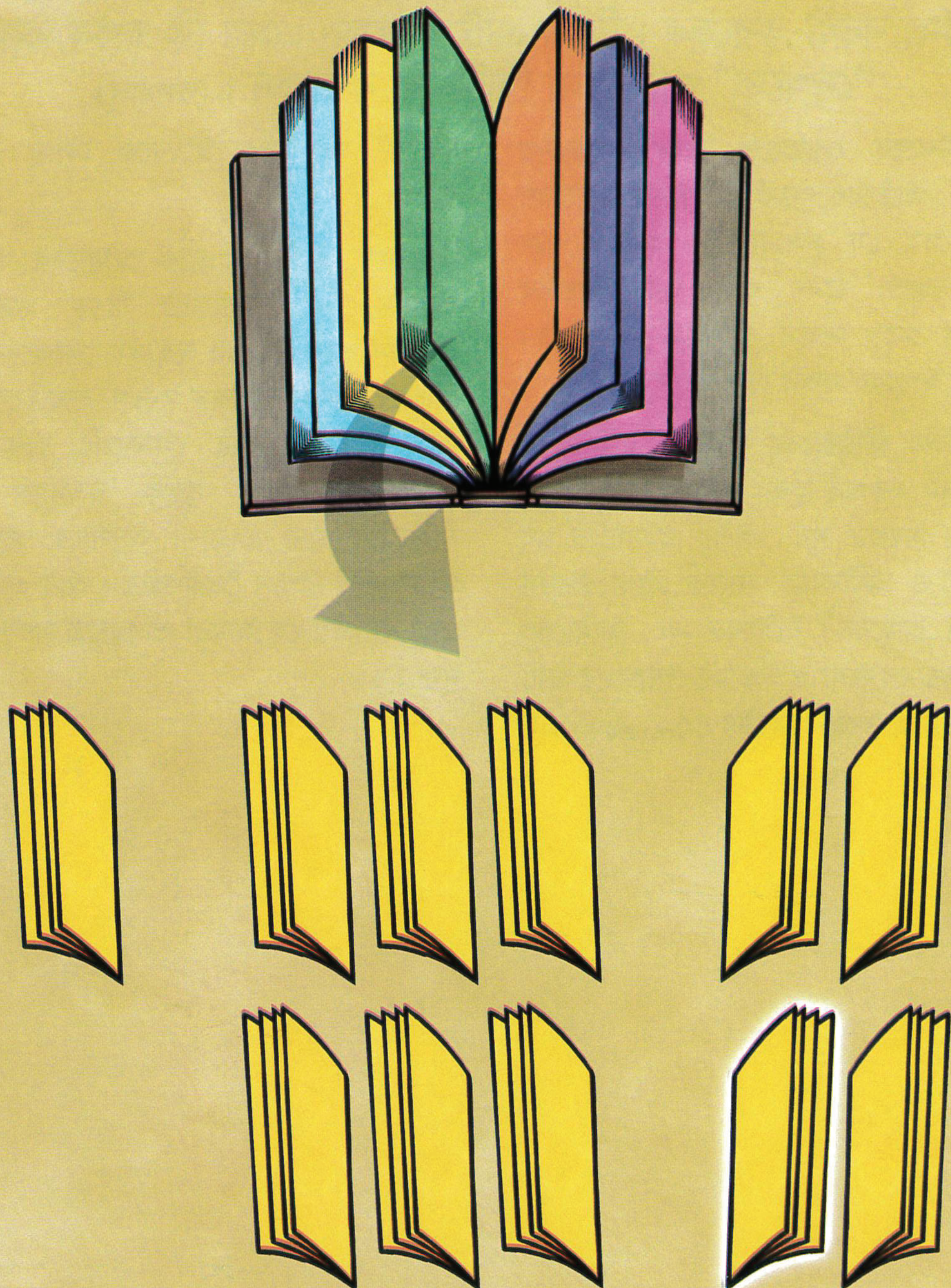

লিখিত দলিল পুস্তক

ইস্রা-নহিমিয়ের পুস্তক দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বা তাঁর অবস্থান ভুলে যান না।

আধূনিক বাইবেলে, ইস্রা ও নহিমিয় দুটি পুস্তক। তারা পরস্পরের পরে অবস্থিত। আধূনিক বাইবেলে, ১ ও ২ বংশাবলির পরে ও ইষ্টেরের পুস্তকের পূর্বে ইস্রা ও নহিমিয়ের পুস্তক অবস্থিত। যাহোক, প্রাচীন হিব্রু মূল গ্রন্থে ইস্রা-নহিমিয় একটি পুস্তক রূপে সজ্জিত আছে। তাদের অবস্থান ইষ্টেরের পুস্তকের পরে ও বংশাবলি পুস্তকের পূর্বে।

যিরূশালেম পুন:নির্ম্মান ও মন্দির পুন:নির্ম্মানের উপর ইস্রা-নহিমিয় পুস্তক কেন্দ্রীভুত। এই পুস্তকগুলি ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর কেন্দ্রীভুত যা ইস্রা, নহিমিয়, ও অন্যান্য নেতাদের উপর যারা মন্দির ও যিরূশালেমের পুন:নির্ম্মানের কাজে ঈশ্বরের লোকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এই পুস্তকগুলি ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর কেন্দ্রীভুত যা যিহূদী লোকদের উপর বর্ষিত হয়েছিল যারা যিরূশালেম ও মন্দির পুন:নির্ম্মানে যাতনাভোগ করেছিলেন। কিন্তু এমনকি যদিও ঈশ্বরের অনুগ্রহ নেতাদের ও লোকদের উপরে বর্ষিত হয়েছিল, এই সময়টি ছিল মহা বিপর্য্যয়ের সময়।

এই পুস্তকগুলি ঈশ্বরের লোকদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিপর্য্যয় ও যাতনাভোগের উপর কেন্দ্রীভুত যে তারা কষ্ট করে মন্দির ও যিরূশালেম পুন:নির্ম্মান করেছিল। এই পুস্তকগুলি লোকদের পাপের উপর কেন্দ্রীভুত। যেহেতু ইস্রা-নহিমিয়ের সময়ে লোকেরা **বালদেবতার** পূজা করে নাই, এটি পরিষ্কার যে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করবার জন্য চেষ্টা করেছে। এই পুস্তক দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বাধ্য লোক তৈরী করতে গভীরতর কার্য্য করা প্রয়োজন। নূতন নিয়মে আবদ্ধ হতে ঈশ্বরের লোকদের অন্তরে গভীরতর কার্য্য প্রয়োজন **(যিহিস্কেল ৩৬:২৪-২৭)**। **"ঈশ্বরের লোকদের অন্তরে এই গভীরতর কার্য্য:** প্রভু যীশুর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন সম্ভব হয়েছিল। নূতন নিয়মে, পবিত্র আত্মা বাধ্যতা সম্ভব করেছে **(যোহন ১৪:১৫-১৭)**।

ইস্রা-নহিমিয়ের সময়ে পুন:নির্ম্মিত মন্দির দ্বিতীয় মন্দির রূপে উল্লেখিত। প্রথম মন্দির বাবিলীয়দের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। পন্ডিতগণ কখনও কখনও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মন্দির রূপে স্থাপিত এই দ্বিতীয় মন্দিরকে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় মন্দিরের স্থায়ীত্বকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৬ অব্দ থেকে ৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই দ্বিতীয় মন্দির ৭০ খ্রীষ্টৌব্দে রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ানগণের বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যদি "তৃতীয় পর্য্যয়ের মন্দির" ও তার পরে "চতুর্থ পর্য্যায়ের মন্দির" স্থাপিত হয়। "তৃতীয় পর্য্যয়ের মন্দির" হবে না। এই কারণ, প্রকৃত মন্দির, কোণের প্রধান প্রস্তর স্বরূপ যীশুর দ্বারা মন্দির, যা প্রস্তুত হয়েছে, ঠিক এখন, প্রস্তুত। পূর্বের সকল "মন্দির" (সমাগম তাম্বু), প্রথম মন্দির (শলোমনের দ্বারা তৈরী মন্দির), এবং দ্বিতীয় মন্দির) যা ছিল এই প্রকৃত মন্দিরের ছায়া স্বরূপ।

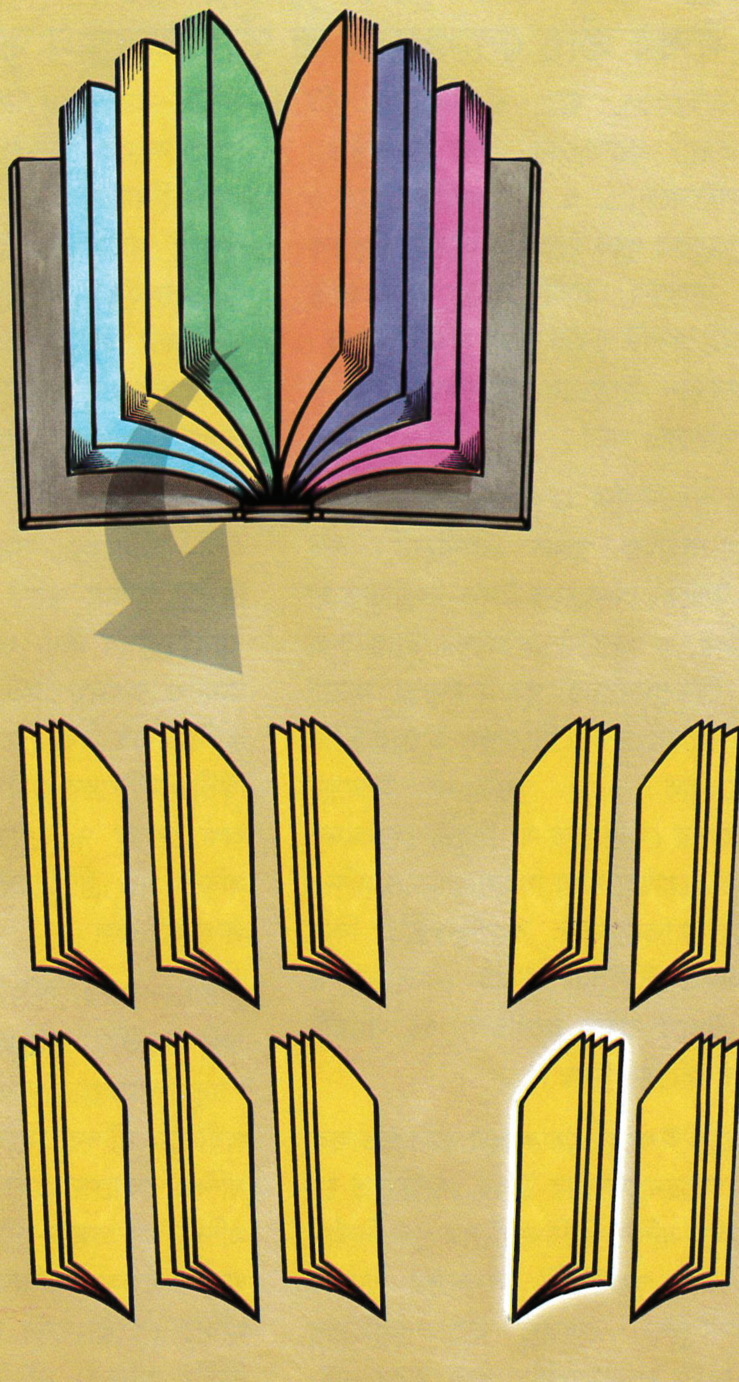

লিখিত দলিল পুস্তক

ইস্রা-নহিমিয়ের পুস্তক দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বা তাঁর অবস্থান ভুলে যান না। (চলমান)

এই প্রকৃত মন্দির "প্রেরিত ভাববাদীগণের ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপিত, যার কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু" **(ইফিষীয় ২:২০-২১)**।এই মন্দির–প্রকৃত মন্দির–এখন সেই স্থানে স্থাপিত আছে যেখানে লোকেরা আরাধনা করতে আসে ও প্রত্যাশা, আরোগ্য, ক্ষমা, যৌথ অধিকার ও বিশ্রাম খুঁজে পায়।

ইস্রার পুস্তকে বর্নিত দ্বিতীয় মন্দির কিভাবে নির্ম্মিত হয়েছে তা এখানে আছে:

আর গাঁথকেরা যখন সদাপ্রভুর মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপন করিল, তখন ইস্রায়েল রাজ দায়ূদের নিরূপণানুসারে সদাপ্রভুর প্রশংসা করণার্থে আপন আপন পরিচ্ছদ পরিহিত যাজকগণ তূরী লইয়া ও আসফের সন্তান লেবীয়েরা করতাল লইয়া দন্ডায়মান হইল। তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তব করিয়া পালানুসারে এই গান করিল ;

"তিনি মঙ্গলময়,
ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী।"

আর সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনের সময়ে সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে করিতে সমস্ত লোক উচ্চৈ:স্বরে জয়ধ্বনি করিল। কিন্তু যাজকদের, লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক, অর্থাৎ যে বৃদ্ধগণ পূর্ব্বকার গৃহ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষু গোচরে যখন এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, তাঁহারা উচ্চৈ:স্বরে রোদন করিলেন, আবার অনেকে আনন্দে উচ্চৈ:স্বরে জয়ধ্বনি করিল। তখন লোকেরা আনন্দ জন্য জয়ধ্বনির শব্দ ও জনতার রোদনের শব্দ বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না, যেহেতু লোকেরা এরূপ উচ্চৈ:স্বরে জয়ধ্বনি করিল যে, তাহার শব্দ দুর হইতে শুনা গেল। **ইস্রা ৩:১০-১৩**

যেহেতু এই মন্দির নির্ম্মানের সময় অনেক লোক আনন্দ করেছিল, এটি গুরুত্বপূর্ণ এই যে কিছু লোক যখন মন্দির দেখল তখন তারা রোদন করেছিল। তারা রোদন করেছিল কারণ তারা শলোমনের দ্বারা তৈরী প্রথম মন্দির দেখেছিল, আর এই "দ্বিতীয়" মন্দির প্রথম মন্দিরের মত গৌরবযুক্ত নয়।

বস্তুত: এই মন্দিরের কম গৌরবযুক্ত অবস্থার কারণে কয়েক জন লোক রোদন করেছিল এটাই তাৎপর্য্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, ঈশ্বরের মন্দির কম গৌরবযুক্ত হবে না। এই দ্বিতীয় মন্দিরের কম গৌরবযুক্ত অবস্থা সাময়িকভাবে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরছে। দ্বিতীয় মন্দিরের কম গৌরবযুক্ত অবস্থা মহত্তর গৌরবের অন্য একটি মন্দিরের আগমন বিষয়ে পাঠককে প্রস্তুত করে।

বস্তুত:, এই দ্বিতীয় মন্দির, ছিল, অন্য মন্দির দ্বারা পুন:স্থাপিত। ঐ মন্দির খ্রীষ্ট ও মন্ডলী (যোহন ২:১৮-২২)। যীশুর মৃত্যুর মুহুর্তে এই দ্বিতীয় মন্দিরের তিরষ্করিনী উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত, চিরে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল **(লূক ২৩:৪৪-৪৬)**। তিরষ্করিনী চিরে গিয়ে দুই ভাগ হওয়া দ্বিতীয় মন্দিরের সমাপ্ত হওয়ার দুটি অর্থ প্রকাশ করছে **(যোহন৪:১৯-২৬)**।এই "স্থান" আর স্থায়ী হলো না যেখানে লোকেরা ক্ষমা, আরোগ্য, ও প্রত্যাশার অন্বেষণে আসত। নূতন যথার্থ ও সর্বশেষ মন্দির কর্তৃক এই দ্বিতীয় মন্দির পুন:স্থাপিত হয়েছে **(ইফিষীয় ২:১৯-২২ ও প্রকাশিত বাক্য ৩:১২)**।

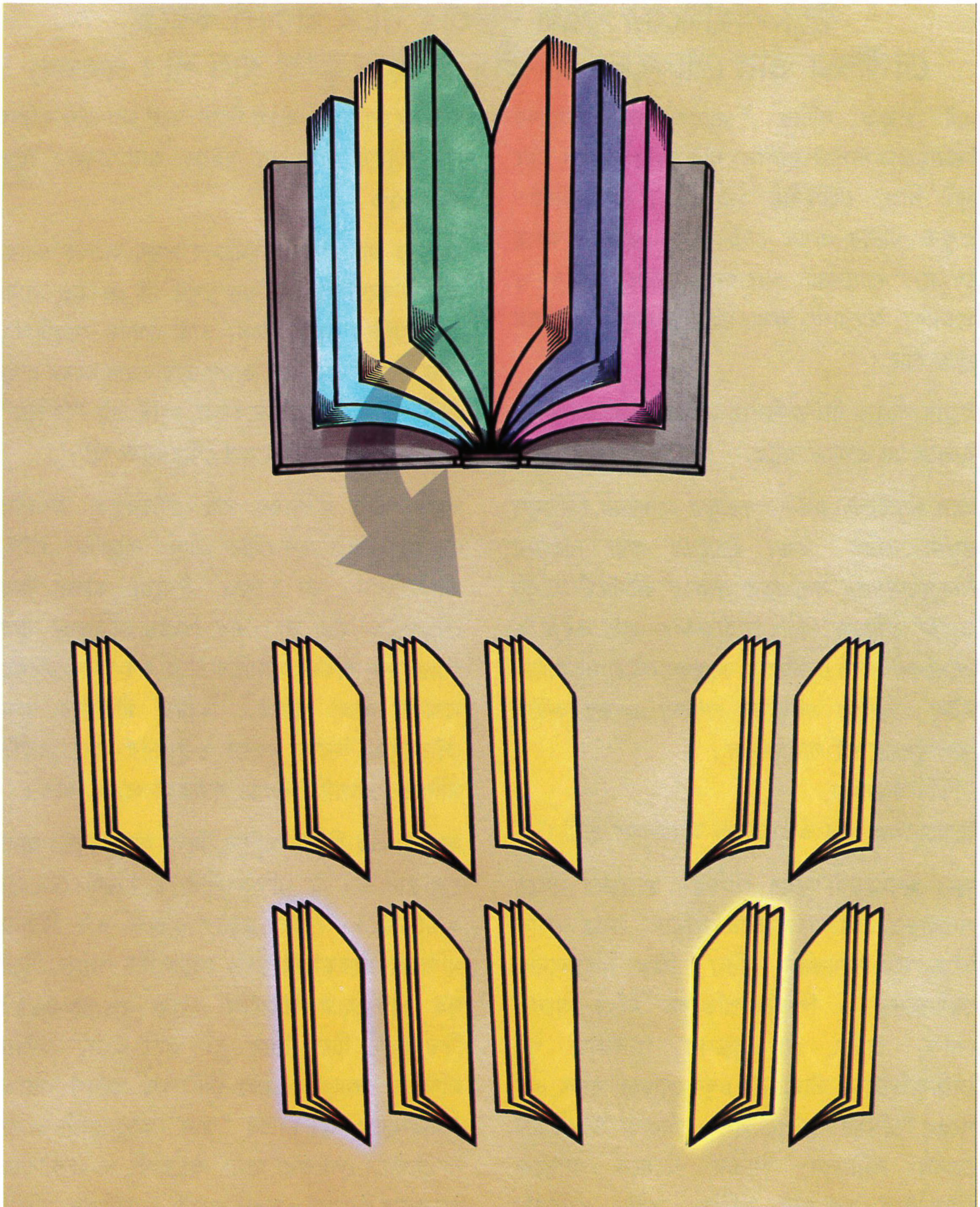

ইস্রা-নহিমিয়ের পুস্তক দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বা তাঁর অবস্থান ভুলে যান না। (চলমান)

ইস্রা-নহিমিয় যিরূশালেমের পুন:স্থাপনের উপর কেন্দ্রীভুত। এটি মন্দির পুন:নির্ম্মানের মত, "প্রথম" যিরূশালেমের মত গৌরবযুক্ত ছিল না। ইস্রা-নহিমিয় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছেন যে যিরূশালেম অত্যন্ত মূল্যবান। যাহোক, বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ, জাগতিক নগরের প্রতি তাদের প্রত্যাশা রাখতে পারে না। বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ, সকল যুগের ভক্তগণের মত, শক্ত ভিত্তিমূলের উপর স্থাপিত এমন একটি নগরের অপেক্ষা করছে যা কখনও ধ্বংস হবে না। এই নগরকে "নূতন যিরূশালেম" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হলো বাইবেলের প্রধান বিষয় **(গীত: ১৩৭:৬, গালাতীয় ৪:২৬, ইব্রীয় ১১:৯-১৬, ১২:২২-২৪, ও প্রকাশিত বাক্য ২১:১-২২:৫)**। এই বিষয়গুলির তিনটি ইস্রা-নহিমিয়ের উপর কেন্দ্রীভুত (মন্দির, নগর, ও লোক) প্রকাশিত বাক্যেও বর্ননা করা হয়েছে। যাহোক, প্রকাশিত বাক্যে, মন্দিরটি গৌরবযুক্ত, নগরটি নিরাপদ ও জাঁকজমকশালী, এবং লোকেরা বাস্তবিক সূখী ও অনুগত। এই গৌরবযুক্ত সময়ের জন্য ইস্রা-নহিমিয় পাঠকদের প্রস্তুত করছে।

আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না ; কারণ সর্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ। "আর সেই নগরের দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই ; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ। আর জাতিগণ তাঁহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন। ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখনও বদ্ধ হইবে না, বাস্তবিক সেখানে রাত্রি হইবে না। আর জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মদ্যে আনীত হইবে। আর অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃণ্যকারী ও মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না ; কেবল মেষশাবকের জীবনপুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহারাই প্রবেধশ করিবে।

আর তিনি আমাকে "জীবন-জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে ; "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক"। এবং "কোন শাপ আর হইবে না;" আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে ; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। সেখানে রাতি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন ; এবং তাহারা যুগ পর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"। **প্রকাশিত বাক্য ২১:২২-২৭, ২২:১-৫**

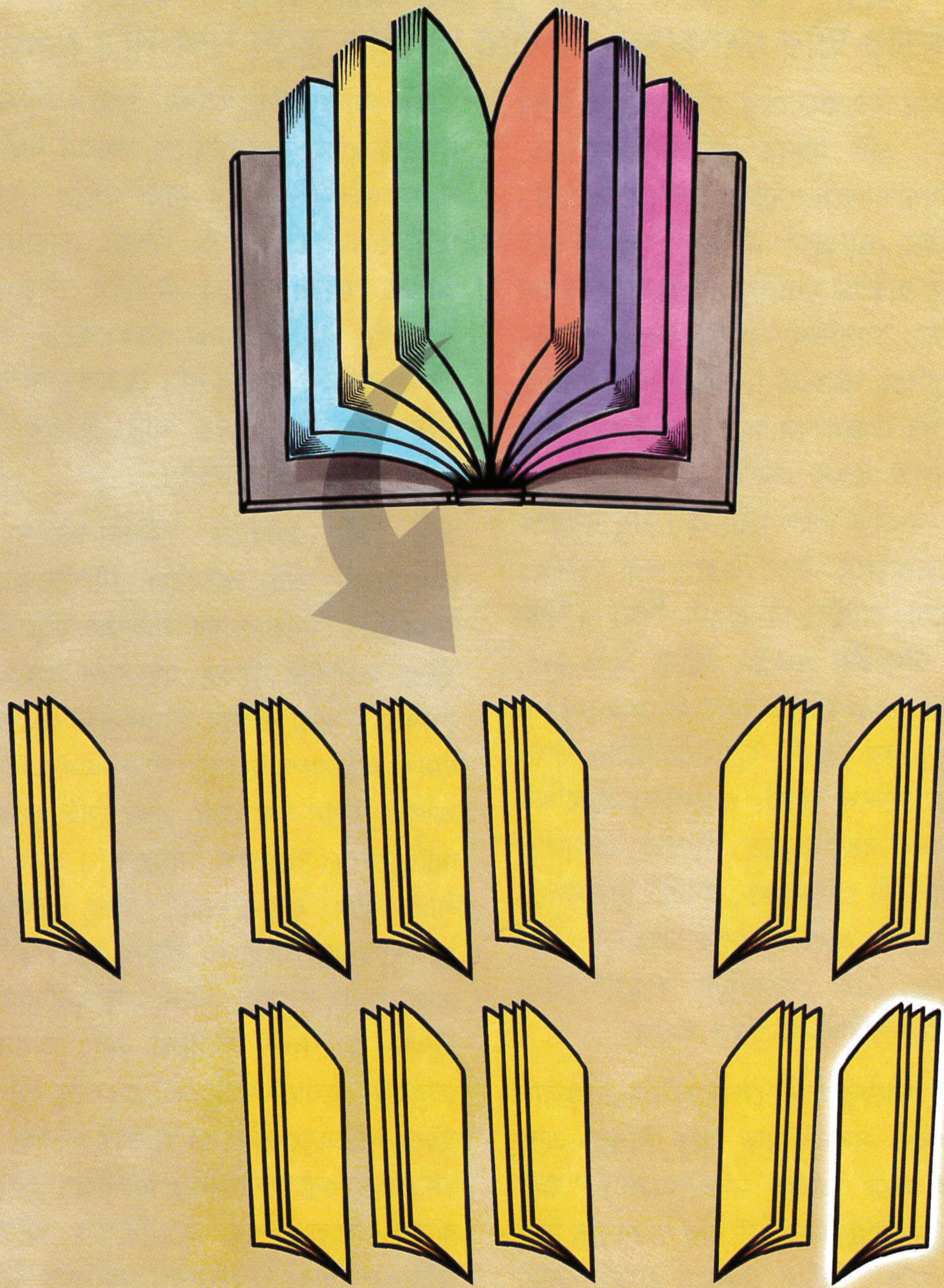

একজন দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক প্রকৃত মন্দির নির্ম্মানের উপর বংশাবলি কেন্দ্রীভুত।

আধুনিক বাইবেলে, ১ ও ২ বংশাবলি দুটি পুস্তক। প্রাচীন হিব্রু মূল গ্রন্থে ১ ও ২ বংশাবলি একটি পুস্তক।

১ ও ২ শমূয়েল ও ১ ও ২ রাজাবলির স্থলে বংশাবলি পুস্তক একই সদৃশ্য হতে পারে। আধূনিক বাইবেলে শমূয়েল ও রাজাবলির পরে অবস্থানের কারণে এই সদৃশ্যের উপর আরও জোর দেওয়া হতে পারে। যাহোক, শমূয়েল ও রাজাবলি থেকে বংশাবলি খুবই ভিন্ন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বংশাবলি লেখক (বংশাবলি লেখককে উল্লেখ করতে পন্ডিতগণ এই নাম ব্যবহার করেছেন) আদম থেকে বংশ তালিকা শুরু করে এই পুস্তক আরম্ভ করেছেন। এটি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে বংশাবলিতে যে কাহিনী বলা হয়েছে তা ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে তাঁর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা যুক্ত আছে।

বংশাবলি লেখক কাহিনীতে যা বলেছেন তা তিনি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বংশাবলির ১ পদ স্মরণ করা যেতে পারে।

আদম, শেথ, ইনোশ... ১বংশাবলি ১:১

সুস্পষ্টভাবে, এটি একটি সম্পূর্ণ বংশ তালিকা নয়। এটি হেবলকে বাদ দিয়েছে, কয়িনের বংশও বাদ দিয়েছে। এটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। বংশাবলি লেখক শেথের বংশধর থেকে কাহিনী বলা শুরু করেছেন।

তা ছাড়া, বংশাবলি লেখক বৎশেবার সাথে দায়ূদের পাপের বিষয় উল্লেখ করেননি। পরিবর্তে, তিনি কেবল যিরূশালেমে দায়ূদের দ্বারা জন্মগ্রহণ প্রাপ্ত অন্যতম পুত্র শলোমনের তালিকা উল্লেখ করেছেন **(১ বংশাবলি ১৪:৪)**। তিনি শলোমনের জন্ম হওয়া পর্য্যন্ত পাপপূর্ণ অবস্থার বর্ননা দেননি। কেন একজন দায়িত্বশীল ইতিহাসবিদ হয়ে বংশাবলি লেখক রূপে দায়ূদের পাপ উল্লেখ করলেন না। তা ছাড়া, বংশাবলি লেখক শলোমনের পাপও উল্লেখ করেননি। পরিবর্তে, বংশাবলি লেখক এভাবে লিখেছেন যে পাঠক শলোমনকে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার মহা পাপ সম্পর্কে জানবে না।

কেন লেখক এরূপ করলেন? তিনি কি মিথ্যাবাদী? তিনি মিথ্যাবাদী নন। পরিবর্তে, তিনি যে ভাবে এই কাহিনী প্রকাশ করেছেন সে ভাবে তিনি খুবই সতর্ক। বংশাবলিলেখক বৎশেবার সাথে দায়ূদের পাপ "অগ্রাহ্য" করেছেন কারণ দায়ূদের সমস্ত ইতিহাস প্রকাশ করা তার লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া, দায়ূদ তার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। বংশাবলি পুস্তকে তার অনুতাপের বিষয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাইবেলের পাঠক এই সমস্ত পাপের বিষয় ইতিমধ্যে জেনেছেন, বংশাবলি পুস্তকের আগে শমূয়েলের পুস্তক লিখিত হয়েছে।

যাহোক, দায়ূদের পাপ সকলের চোখের সামনে তুলে ধরার বিষয় বংশাবলি লেখকের কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল (১ বংশাবলি ২১)। তিনি দায়ূদের লোকসংখ্যা গণনার উপর কেন্দ্রীভুত ছিলেন। কেন লেখক এরূপ একটি বিশেষ পাপের উপর কেন্দ্রীভুত হলেন এবং দায়ূদের বৎশেবার সাথে ব্যাভিচার ও উরিয়কে হত্যার পাপ অগ্রাহ্য করলেন? তিনি এটা করলেন, এটি দৃষ্টিগোচর হলো, কারণ এই বিশেষ পাপের শাস্তিস্বরূপ যে স্থানে ভবিষ্যৎ মন্দির নির্ম্মানের বিষয় ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল!

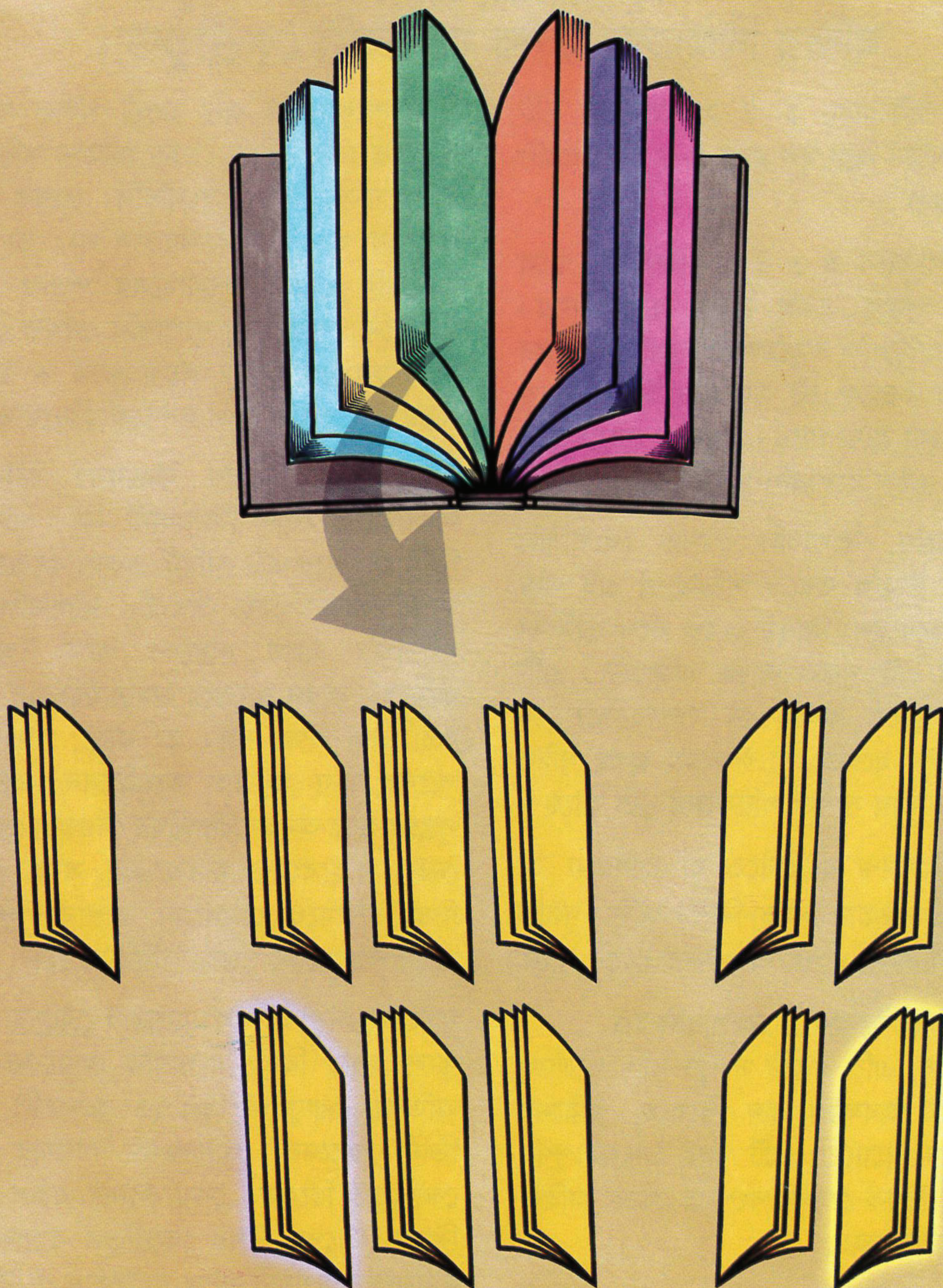

একজন দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক প্রকৃত মন্দির নির্ম্মানের উপর বংশাবলি কেন্দ্রীভুত। (চলমান)

তখন দায়ূদ বললেন, "এখানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে গৃহ ও ইস্রায়েলের জন্য হোম বলি উৎসর্গের বেদী হইবে।" **১বংশাবলি ২২:১**

বস্তুত: বংশাবলি লেখক এই বিশেষ পাপ প্রকাশের উপর কেন্দ্রীভুত ছিলেন, আবার, তিনি দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক মন্দির নির্ম্মান সম্পর্কে একটি পুস্তক লিখলেন।

বংশাবলি লেখক শলোমনের পাপও "অগ্রাহ্য" করলেন। তিনি এই কারণ এটা করলেন তিনি শলামনের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিলেন না। তিনি মন্দির নির্মাতা রূপে শলোমনের উপর কেন্দ্রীভুত করলেন। তা ছাড়া, এই বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে শলোমন তার পাপের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। হিতোপদেশ, উপদেশক, ও শলোমনের পরমগীতের পুস্তক সকলেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে শলোমন তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনুতাপ করেছিলেন। তাই লোকদের সাক্ষাতে পুনরায় তার অনেক পাপের বিষয় আনায়ন করার প্রয়োজন ছিল না।

বংশাবলিলেখক বিশেষভাবে মন্দিরের বিষয় বলবার উপর কেন্দ্রীভুত ছিলেন। **১ বংশাবলি ২২ অধ্যায় থেকে ২বংশাবলি ৭ অধ্যায় পর্যন্ত,** মন্দির নির্ম্মানের প্রস্তুতিকরণের উপর কেন্দ্রীভুত ছিল।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে শলোমনের পর থেকে যিহূদার সকল রাজাদের তালিকা করা হয়েছে। ২রাজাবলি থেকে এর খুবই ভিন্নতা আছে। বংশাবলিলেখক সেই রাজাদের বিষয় বর্ননা করেননি যারা ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে শাসন করতেন। এটি প্রকাশ করছে যে বংশাবলিলেখক দায়ূদবংশীয় রাজা ও দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক মন্দির নির্ম্মানের বিষয় বলেছেন। কাহিনীগুলি এই দুই বিষয়ে পরস্পর সংযুক্ত, বংশাবলিলেখক চেয়েছেন তার পাঠকগণ এই বিষয়গুলি একত্রে দেখুক।

১বংশাবলি ১৭:১-১৫ পদের মধ্যে দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞার কারণে বংশাবলিলেখক দায়ূদবংশীয় রাজা ও দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক মন্দির নির্ম্মানের উপর কেন্দ্রীভুত। **(২শমুয়েল ৭:১-১৭)**।

যিহূদার অন্যান্য রাজাদের বিষয় বংশাবলি-লেখকের বর্ননানুসারে, মন্দিরের সাথে রাজগণ কিভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন বা মন্দির পুন:স্থাপন বা মন্দিরে আরাধনা পুন:স্থাপনের বিষয় তিনি কেন্দ্রীভুত ছিলেন।

মন্দির নির্ম্মান করতে যে কোন লোককে যাওয়ার জন্য পারস্য-রাজ কোরসের আহ্বানের মধ্যদিয়ে পুস্তকটি সমাপ্ত হয়েছে।

পরে পারস্য-রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "পারস্য-রাজ কোরস এই কথা কহেন, 'স্বর্গের ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মান করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে, তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক, তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন, সে সেখানে যাউক।'" **২ বংশাবলি ৩৬:২২-২৩**

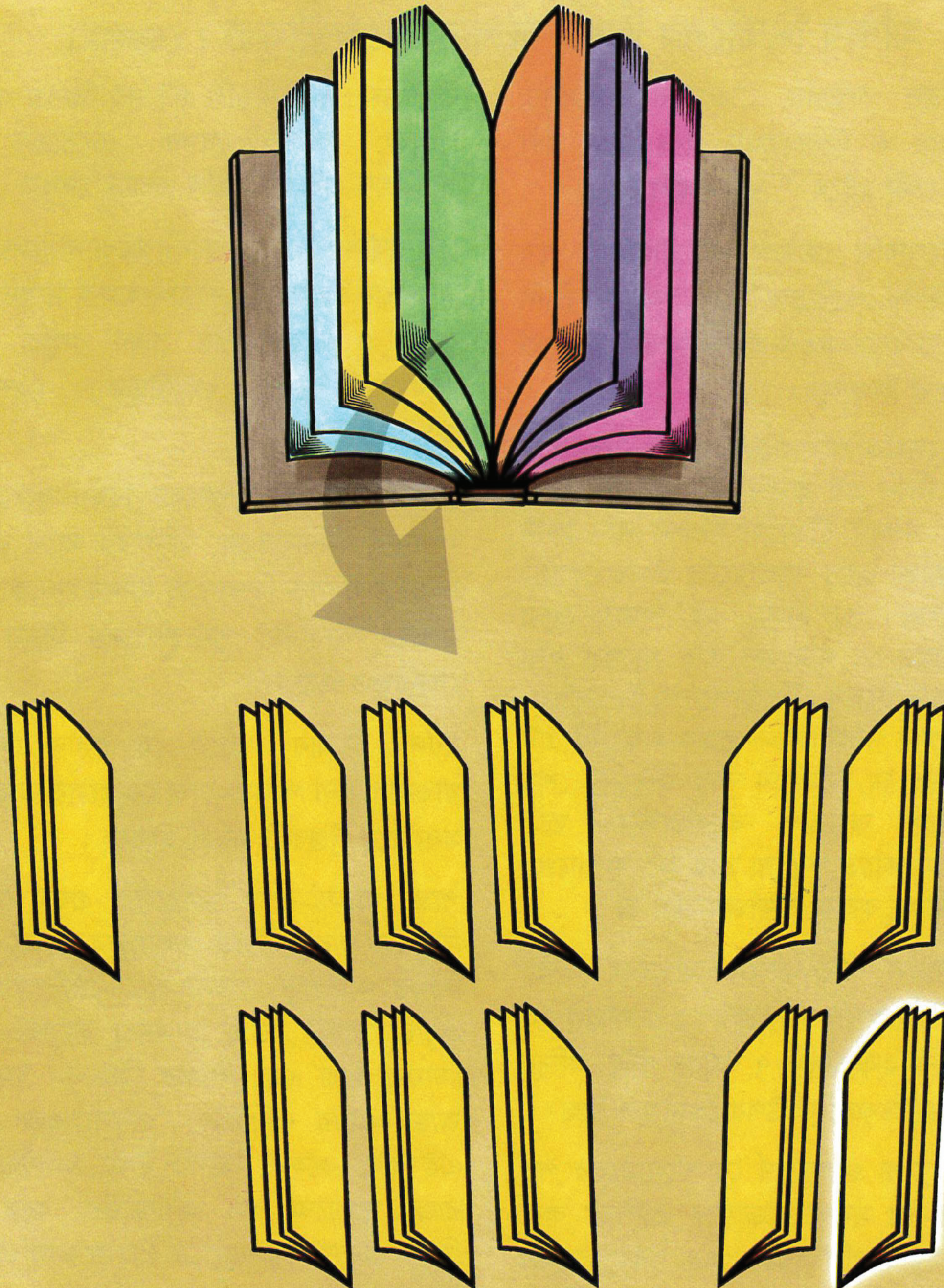

একজন দায়ূদবংশীয় রাজা কর্তৃক প্রকৃত মন্দির নির্ম্মানের উপর বংশাবলি কেন্দ্রীভুত। (চলমান)

আবার, বংশাবলিলেখকের আসল উদ্দেশের বিষয় বংশাবলির শেষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। তিনি মন্দিরের উপর কেন্দ্রীভুত। তিনি জানতেন দায়ূদ বংশীয়রা মন্দির নির্ম্মানের সাথে সংযুক্ত, অতএব, তিনি যথার্থ বুঝেছিলেন যে মানুষটি ঈশ্বরের জন্য এই "গৃহ" নির্ম্মান করবেন তিনি দায়ূদবংশীয় নূতন রাজা হবেন। তিনিই সত্য। যীশু সেই ব্যক্তি!

আদমের দ্বারা শুরু করে, বংশাবলি লেখক দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করলেন যে এই মন্দির সকল মানুষের জন্য। পরে, শেথের উপর কেন্দ্রীভুত করে, বংশাবলিলেখক প্রকাশ করলেন যে তিনি জানতেন **আদিপুস্তক ৩:১৫** পদে এই "বংশধরের" বিষয় প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে।

বংশাবলিলেখক একজন মনোযোগী ইতিহাসবিদ। যাহোক, তিনি যা বলতে শুরু করেছিলেন তিনি সেই কাহিনী সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এটি অনন্তকালীয় মন্দির ও দায়ূদবংশীয় রাজার কাহিনী যিনি বংশাবলি পুস্তকে উল্লিখিত এই অসম্পূর্ণ মন্দির নির্ম্মান করবেন কারণ ঈশ্বরের কার্য্য পুরাতন নিয়মের সময়ে সম্পূর্ণ হয় নাই।

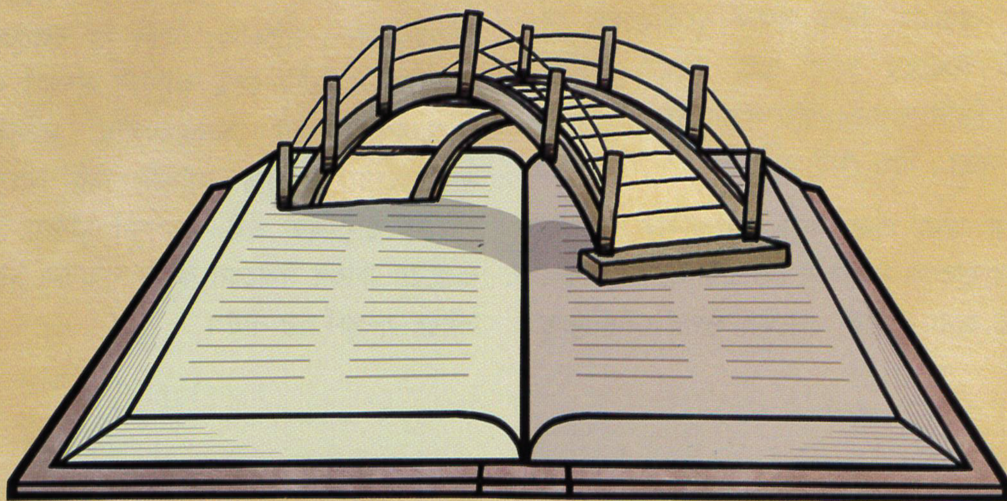

বংশাবলি পুস্তক যীশুতে সেতু স্বরূপ এবং কাহিনীটি নূতন নিয়মে বলা হয়েছিল।

আধূনিক ইংরেজী বাইবেলে, মালাখি পুস্তক পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক। এটি যথার্থ, কারণ মালাখি হলেন পুরাতন নিয়মের ভাববাদিগণের শেষ ভাববাদী। মালাখি পুস্তক একজন নূতন ভাববাদীর জন্য পাঠকদের প্রস্তুত করে। মালাখি "এলিয় ভাববাদীকে" এই আগত ভাববাদী রূপে বর্ননা করেছেন।

"দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ংকর দিন আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে আমি এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব। সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয়, ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাইবে ; পাছে আমি আসিয়া পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি।" **মালাখি ৪:৫-৬**

যীশুর বাক্য অনুসারে, যোহন বাপ্তাইজক হলেন "এলিয়" যার বিষয়ে এই পদে ভাববানী করা হয়েছিল **(মথি ১১:১৩-১৪)**। এরূপে, মালাখি "এলিয়ের" বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যিনি পুরাতন নিয়ম ও যীশু মধ্যে "সেতু" স্বরূপ।

যাহোক, হিব্রু বাইবেলের শেষ পুস্তক মালাখি নয়। হিব্রু বাইবেলের শেষ পুস্তক হলো বংশাবলি পুস্তক। এই পুস্তক, স্বাভাবিকভাবেই পাঠককে নূতন নিয়মের দিকে চালিত করে। এটি পাঠককে নূতন নিয়মের দিকে এই কারণে চালিত করে যে বংশাবলি পুস্তকে এটি সম্পূর্ণ হয়নি। এটি পারস্য-রাজ কোরসের একটি ঘোষণা দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু অন্তত: বংশাবলির মধ্যে পাঠককে এটা বলা হয়নি, কে এই ঘোষণার পূর্ণতা সাধন করবেন।

পরে পারস্য-রাজ কোরসের প্রথম বৎসরে যিরমিয় দ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য-সিদ্ধির নিমিত্ত সদাপ্রভু পারস্য-রাজ কোরসের মনে প্রবৃত্তি দিলেন, তাই আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণা দ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপন দ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "পারস্য-রাজ কোরস এই কথা কহেন, 'স্বর্গের ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্য এক গৃহ নির্ম্মান করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে, তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে, যে কেহ হউক, তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন, সে সেখানে যাউক।'" **২বংশাবলি ৩৬:২২-২৩**

সেই বিশেষ ব্যক্তি কে যিনি এটি করতে সমর্থ? পুনরায় প্রশ্নটি এসেছে, কিন্তু বংশাবলি পুস্তকে উত্তর দেওয়া হয়নি। কোরস ঘোষণা করলেন যে তাঁর গৃহ নির্ম্মান করতে যাবেন সদাপ্রভু তার "সহবর্ত্তী" হবেন। বংশাবলি পুস্তকের বাকী অংশের উপর ভিত্তি করে, এটি পরিষ্কার যে এই ব্যক্তি হবেন দায়ূদ বংশীয় রাজা। কিন্তু তিনি কিরূপ রাজা হবেন? তার নাম কি?

এই প্রশ্নের উত্তর অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, কারণ, ঐ বিষয়ে যিনি লিখিত দলিল পুস্তক পড়েছেন, তারা জানে যে যিরূশালেমে ইতিমধ্যে একটি মন্দির তৈরী করা হয়েছে! মন্দির তৈরীর বিষয়টি ইস্রা-নহিমিয়ের কাছে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। কিন্তু যদি বিষয়টি তাই হয়, তবে কেন সমুদয় পুরাতন নিয়মে মন্দির নির্ম্মান সম্পর্কে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি?

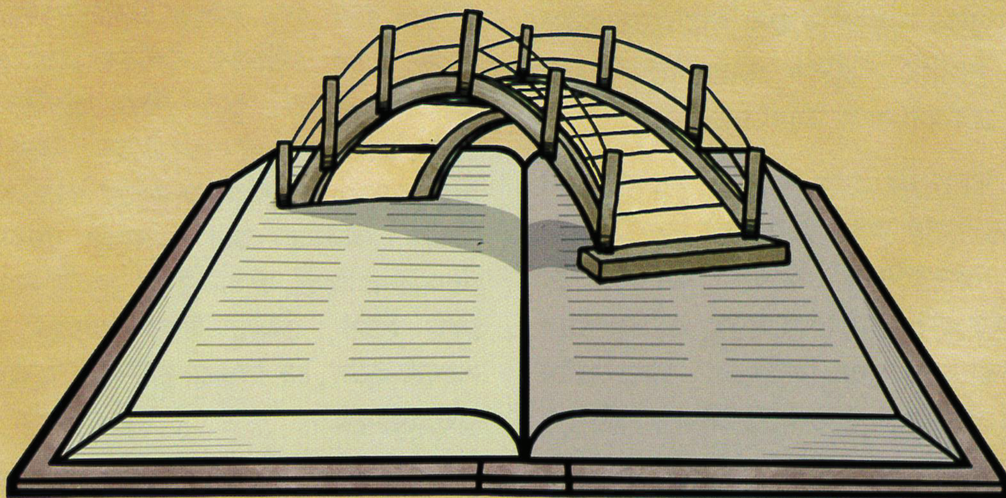

বংশাবলি পুস্তক যীশুতে সেতু স্বরূপ এবং কাহিনীটি নূতন নিয়মে বলা হয়েছিল। (চলমান)

পুরাতন নিয়ম এভাবেই শেষ হয়েছে কারণ বংশাবলি পুস্তকে ছোট মন্দির নির্ম্মান সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি যা ইস্রা-নহিমিয় নির্ম্মান করেছিলেন। বরং, এতে প্রকৃত ও চুড়ান্ত মন্দির নির্ম্মানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি ঐ গৃহ নির্ম্মান করতে সমর্থ হবেন তিনি কে? পুরাতন নিয়মে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় নাই। আমরা মন্দির নির্ম্মাতার নাম জানি না। আমরা জানি তিনি দায়ূদবংশীয় রাজা, কিন্তু তিনি কে? (**১পিতর ১:১০-১২** পদ অনুসারে, ভাববাদিগণ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন!)

নূতন নিয়মের প্রথম পদেই এই প্রশ্নের উত্তর দেখতে পাওয়া যায়।

যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান। **মথি ১:১**

যীশু খ্রীষ্টই এই প্রশ্নের উত্তর। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মন্দির নির্ম্মান করবেন। ঈশ্বর তাঁর "সাথে" আছেন।

এটি গুরুত্বপূর্ণ যে বংশাবলি পত্রের শেষে কোরসের বাক্য ও মথি লিখিত সুসমাচারের শেষে যীশুর বাক্যের মধ্যে খুবই সাদৃশ্য আছে। তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর ; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর ; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" **মথি ২৮:১৮-২০**

মন্দির নির্ম্মানের আজ্ঞা হলো "মহা নিয়োগ" প্রাপ্ত হওয়া। এই কারণ যীশু বললেন যারা এই মহা কার্য্য সাধন করবে তিনি তাদের "সঙ্গে" আছেন। **ঈশ্বর খ্রীষ্টের "সঙ্গে"** আছেন যেমন তিনিই মন্দির নির্ম্মান করবেন (**২বংশাবলি ৩৬:২৩**), এবং খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের "সঙ্গে" আছেন, যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তারা এই অনন্তকালীয় ও চির-বিস্তৃত আরাধনার "স্থান" নির্ম্মান কার্য্য অব্যহত রাখবেন!

HANDS to the PLOW
MINISTRIES

handstotheplow.org